INDEX

Date			Page
Friday, the 14th September, 1979.			
1. Questions and Answers		...	1
2. Presentation and adoption of the Report of the Business Advisory Committee		...	17
3. Calling Attention		...	17
4. Laying of D. O. letter received from the Union Minister for Petroleum, Chemicels & Fartilizers		...	19
5. Laying of the Report of the Emergency Excess Inquiry Authority, Tripura	...	...	19
6. GOVERNMENT BILL—	...	...	20
7. Private Members' Resolutions	...	...	21
8. Papers laid on the Table	—	...	59
Tuesday, the 18th September, 1979.			
1. Questions & Answers	...	...	1
2. Calling Attention	...	...	13
3. Laying of Rules	...	...	16
4. Presentation of the Committee Report	...	...	16
5. Government Bill	...	...	16
6. Short Discussion on matters of urgent public importance	...	...	45
7. Papers laid on the Table	—	...	52
Wednesday, the 19th September, 1979.			
1. Questions & Answers	...	...	1
2. Announcement by the Speaker (Regarding assent of the Governor on a Bill)	...	...	15
3. Calling Attention	...	...	15
4. Motion for extension of time for presentation of Report of the Committee on Privileges	...	...	20
5. Government Bills	—	...	21
6. Short Discussion on matters of urgent public importance	...	...	22
7. Papers laid on the Table	...	...	68

Date			Page
Friday, the 21st September, 1979.			
1. Questions & Answers	...	...	1
2. *Calling Attention*	...	...	20
3. Laying of Audit Reports	...	...	24
4. Government Bills	...	...	24
5. Private Members' Resolutions	...	...	50
6. Papers laid on the Table	...	...	76

Assembly Proceedings Dated 14/9/79

ERRATA

1) Please read "Questions & Answers" in the head line at page 11
2) Please read "Private Members' Resolutions" from pages 21 to 57
3) Please read "Papers laid on the Table" from pages 59 to 79

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly
Assembled under the provisions of the Constitution of India,
Friday, the 14th September, 1979.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala on Friday, the 14th September, 1979 at 11 A.M.

Present

Mr. Speaker (Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 46 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীফইজুর রহমান।

শ্রীফইজুর রহমান ঃ---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, ধর্মনগর মহকুমার কুর্তি গাঁওসভার কালাগাং ছড়াতে গরীব মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার সুযোগ পায় না ;

২) কুর্তির কালাগাং ছড়া ত্রিপুরা সরকারের খাস ভূমি, না কোন লোকের জোত ভূমি ;

৩) খাস ভূমি হলে, কালাগাং ছড়াতে মাছ ধরার জন্য মৎস্যজীবীদের কোনও সুযোগ দেওয়া হইবে কি ?

উত্তর

১) কুর্তি গাঁওসভার অধীন কালাগাং ছড়াতে যে কোন লোক মাছ ধরতে পারে।

২) কুর্তি গাঁওসভার কালাগাং ছড়াটি ত্রিপুরা সরকারের খাস খতিয়ান ভুক্ত ।

৩) কালাগাং ছড়াতে মাছ ধরার কোন বাধা নিষেধ নাই। তাই গরীব মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সুযোগ না পাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীফইজুর রহমান ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ইহা কি সত্য যে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর ঘোষণা করেছিলেন যে, সরকারী যে সমস্ত খাস জলাশয় আছে, সেগুলি গরীব মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী কুর্তির কালাগাং ছড়াটিও সেখানকার মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে কিনা জানতে পারি কি ? —কারণ ঐ এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, যেমন মঃ ফজলুর রহমান, নৃপেন পাল প্রভৃতি লোকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থে ঐ এলাকার মৎস্যজীবীদের কালাগাং ছড়াতে মাছ ধরতে দিচ্ছেন না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—ইহা সত্য যে আমরা বিভিন্ন জলাশয়গুলি গরীব মৎস্য-জীবীদের কাছে নিগোসিয়েশানের ভিত্তিতে দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম যাতে তারা ঐগুলিতে মাছের চাষ করতে পারে। এখন তারা যদি তাদের নিজস্ব এলাকাতে মৎস্যচাষীদের নিয়ে কো-অপারেটিভ গঠন করতে পারে, তাহলে আমরা তাদের হাতে সেই সব জলাশয়গুলি উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষ করার জন্য তুলে দিতে পারি।

শ্রীনকুল দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ছেলেংটা, কাঞ্চনপুর এবং কমলপুর প্রভৃতি এলাকার কিছু কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী সেইসব এলাকায় যে সমস্ত জলাশয় আছে, সেগুলিতে মাছ ধরার সময়ে গরীব মৎস্যজীবীদের বাধা দেয়। এই ধরণের কোন সংবাদ মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—এই ধরণের কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ আসলে, আমরা তার তদন্ত করে দেখব। তবে ঐ সব এলাকায় মৎস্যজীবীরা যদি তাদের নিজেদের মধ্যে কো-অপারেটিভ গঠন করে, তাহলে আমরা তাদের বন্দোবস্ত দিতে পারি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এখন পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কতগুলি জলাশয় মৎস্যজীবীদের দেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু সরকারী জলাশয় মৎস্যজীবীদের দিতে অসুবিধা হচ্ছে এই রকম কোন অভিযোগ সরকারী দপ্তরে এসেছে কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---স্যার, কয়টা জলাশয় মৎস্যজীবীদের দেওয়া হয়েছে, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, নূতন করে প্রশ্ন করলে, আমি তার জবাব দেব। তবে এমন কতগুলি জলাশয় আছে যেগুলি আমাদের সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধীন এবং সেইসব জলাশয়গুলি আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমরা তাদের লিখেছিলাম, কিন্তু সেইসব দপ্তর এখন পয্যন্ত আমাদের কোন কিছু জানায় নি। ফলে আমরা সেইসব জলাশয়গুলি মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দিতে পারছি না।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মৎস্যজীবীদের হাতে যাতে এই সব জলাশয়গুলি যেতে পারে তারজন্য সরকার এখন পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাতে পারি কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---আমরা বিভিন্ন দপ্তরের অধীন যে সমস্ত জলাশয়গুলি আছে সেগুলি যাতে আমাদের হাতে আসে তার জন্য চেষ্টা করছি এবং আমাদের হাতে ঐ গুলি আসলে পর সেগুলিতে যাতে উন্নত প্রথায় মাছ চাষ হতে পারে, তার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১২, স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১২, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার মোট আবাদযোগ্য ভূমির শতকরা কতভাগ স্থায়ীভাবে জলসেচের আওতায় এসেছে?

২) তার পরিমাণ কোন বিভাগে কত ভাগ?

উত্তর

১) মোট ৫,২৫৭ হেক্টার জমিতে পটেনশিয়েল ক্রিয়েট করা হয়েছে। তার মধ্যে আবাদযোগ্য ভূমি, যার শতকরা ২·১১ ভাগ ইরিগেশানের আওতাভুক্ত হয়েছে।

২)	সদর	৯৪২ হেক্টার
	খোয়াই	৫১২ ,,
	সোনামুড়া	১৮০ ,,
	উদয়পুর	৫৯০ ,,
	বিলোনিয়া	৫৬৭ ,,
	সাব্রুম	১০৪ ,,
	অমরপুর	২৭০ ,,
	কৈলাসহর	৫৭৪ ,,
	কমলপুর	৮৭৬ ,,
	ধর্মনগর	৬৪২ ,,

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে যে পরিমাণ জমি জলসেচের আওতায় এসেছে, তাছাড়া আরও বেশী পরিমাণ জমি যাতে জলসেচের আওতায় আসে, তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, আমি যে উত্তর দিয়েছি, তাতে কাল্টিব্যাল ল্যাণ্ড এবং সয়েল এরিয়ার মধ্যে কম বেশী আছে। যেমন আমাদের মোট আবাদযোগ্য ভূমি হচ্ছে ২ লক্ষ ৪৯ হাজার হেক্টার, এরমধ্যে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ হচ্ছে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার হেক্টার। তাই আমি কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বলেছি ২·১১ পার্সেন্ট। তাছাড়া আগামীতে আমরা যে বিভিন্ন ধরণের স্কীম নিয়েছি---যেমন লিফ্ট ইরিগেশান, টিউব-ওয়েল, মিডিয়াম প্রজেক্ট---তার মধ্যে আছে। গোমতী প্রজেক্ট, খোয়াই প্রজেক্ট, পরে হাতে নেওয়া হবে। তাছাড়া এগুলি হওয়ার পর অন্যান্য যে সব নদী রয়েছে, সেগুলিতে ব্যারেজ অথবা ডাম করে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তার জন্য আমরা চেষ্টা করব, আর এগুলি করতে পারলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারব।

শ্রীরামকুমার নাথ—স্যার, আমরা এবারে লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে খরা অবস্থার জন্য হাজার হাজার একর জমিতে বোরো এবং আউস ফসল একেবারেই করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু আগে থেকে যদি এইসব জমিতে জলসেচ করার ব্যবস্থা হতো, তাহলে এসব জমিতে বোরো, আউস এবং আমন মোট তিনটি ফসল করাই সম্ভব হত। কাজেই আমি মনে করি যে বৎসরের পৌষ মাস থেকে বিভিন্ন ছড়া-নদী ইত্যাদিতে বাঁধ দিয়ে, লিফট্ ইরিগেশানের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে যাতে সময় মতো জল পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। এই বিষয়টা মাননীয় সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার আমাদের যে আর্থিক সঙ্গতি ও ক্ষমতা আছে তার মধ্য থেকে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি যাতে বিভিন্ন এলাকায় ইরিগেশানকে সম্প্রসারণ করা যায়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা--মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে হিসাবটা দিয়েছেন, তা কি সরকারীভাবে যে পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে তারই হিসাব, না কি বে-সরকারীভাবে যে সব জমিতে জলসেচ করা হয়েছে, তারও হিসাব এরই মধ্যে রয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---স্যার, আমাদের পূর্ত দপ্তর বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে যে পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছে. তারই হিসাব এখানে দেওয়া হয়েছে, বে-সরকারী হিসাব এর মধ্যে ধরা হয় নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে প্রতি বছর কত জমি সেচের আওতাভুক্ত করা হয় এবং এটা জানাবেন কি যে কিসের উপর ভিত্তি করে এটা করা হয়েছে ? এটা ঠিক কি না যে, স্কীমের মধ্যে যতটুকু জমি আনার কথা, বাস্তব ক্ষেত্রে ঠিক ততটুকু জমি আনা হচ্ছে না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার, এই কথা ঠিক যে বিভিন্ন স্কীমে যতটুকু জমি সেচের আওতায় আনব বলে টার্গেট করা হয়েছিল আমরা এখনও সেই টার্গেট ফুলফিল করতে পারিনি। তার বিভিন্ন কারণ আছে। কোথাও হয়ত চ্যানেল এখনও কাঁচা রয়েছে, কোথাও বা জমি মাত্র এ্যাকুইজিশান হয়েছে, কোথাও বা নদী শিফ্‌ট করে গিয়েছে। এইসব নানা কারণে আমরা আমাদের টার্গেট ফুলফিল করতে পারি নি। তবে এই বছর আমরা আরও ১৮ হাজার হেকটর জমি সেচের আওতায় আনব।

মিঃ স্পীকার---শ্রীতরণী মোহন সিনহা।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা---কোয়েশ্চান নং ২৯।

শ্রীবাজুবান রিয়াং---কোয়েশ্চান নং ২৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গ্রাম সেবকদের সহকর্মী না থাকায় গ্রামীণ কাজ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে ?	কোন কোন গ্রামসেবক কেন্দ্রে অসুবিধা হওয়া অসম্ভব নয়।
২। সত্য হইলে অসুবিধা সুরাহা করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ?	প্রয়োজনবোধে গ্রামসেবক কেন্দ্রের এলাকা কমিয়ে আনতে হবে এবং যে সব গ্রামসেবক কেন্দ্রে বীজ, সার ইত্যাদির বেশী চাহিদা সেই সব কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে পৃথক স্টোর্স-ইন-চার্জ নিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যে সব গ্রাম সেবক কেন্দ্রে একজন গ্রামসেবক, উনার বাইরে যাওয়ার জন্য কৃষকরা সময়মত বীজ সার ইত্যাদি

পায় না---তার মধ্যে ইদানীংকালে কিছু অনুপযুক্ত বীজ ধান সরবরাহ করা হয় সেগুলি সময়মত ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীবাজুবনা রিয়াং---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগেই স্বীকার করেছি যে যেসব ভি, এল, ডাবলিও, কেন্দ্রে একজন আছে সেখানে কিছু কিছু অসুবিধা হচ্ছে----আমরা চেষ্টা করছি সেইসব কেন্দ্রের কাজ হালকা করার জন্য দুইজন লোক নেওয়ার। এবং আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে তারা তাদের সুবিধা মত একবেলা কেন্দ্রে থাকবে সকালে বা বিকেলে---এবং আর এক বেলা এলাকা পরিদর্শন করবে।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী —মাননীয় মন্ত্রী মশাই এইজন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা আছে কি না ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই জন্য সময় ঠিক করা আছে সকালে বা বিকালে।

মিঃ স্পীকার — শ্রীঅখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ---কোয়েশ্চান নং ২৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---কোয়েশ্চান নং ২৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে পূর্ব নোয়াগাঁও গাঁওসভায় যে প্রায় ৫টা অগভীর নলকূপ বসান হইয়াছে সেগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় অকেজো অবস্থায় আছে ?	হাঁ।
২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে উক্ত নলকূপগুলি কবে পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হইবে ?	সংশ্লিষ্ট মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি হইতে আবেদন পত্র পাওয়ার পরই সরবরাহ করা হবে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই ব্যাপারে আবেদন করা হয়েছে, এটা মন্ত্রী মশাই জানেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার----মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রসিডিউর অনুযায়ী ফরমাল এপ্লিকেশান করার জন্য বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে এপ্লিকেশান পাওয়ার আগেই ডিপার্টমেন্ট থেকে সেই জায়গা দেখে এসেছেন। ওদের এপ্লিকেশান পাওয়ার পর স্থির হবে কোথায় বসান হবে। তাছাড়া আরও ৮টা বসানোর কথা আছে।

মিঃ স্পীকার----শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার----কোয়েশ্চান নং ৬০।

শ্রীবাজুবান রিয়াং----কোয়েশ্চান নং ৬০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। চলতি আর্থিক বছরে ৫০ শতাংশ ভর্তুকী দিয়ে ত্রিপুরা সরকার কি পরিমাণ পোনা মাছের চাষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?	চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ '৭৯-৮০ সালে মৎস্য দপ্তর ১৫লক্ষ মাছের পোনা ৫০ শতাংশ ভর্তুকী দিয়ে মৎস্য-জীবীদের মধ্যে বিতরণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
২। এই ভর্তুকী দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোন নীতি স্থির করেছেন কিনা এবং কিরূপ পরিবারকে ভর্তুকীতে পোনা মাছ বিক্রয় করা হবে?	এই ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার স্থির করেছেন যে ক্ষুদ্র চাষী, প্রান্তিক চাষী, এবং সমবায় সমিতিগুলিকে ৫০ শতাংশ ভর্তুকী দিয়ে গাঁও সভাগুলিতে শুধুমাত্র গাঁও প্রধানদের মনোনীত প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে। এবং মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের মনোনীত ব্যক্তিদেরই সুযোগ দেওয়া হবে।
৩। পোনা মাছ সংশ্লিষ্ট পুকুরে ফেলা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত-ভাবে জানার কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?	সেই ব্যবস্থা আমাদের সরকারের আছে। ফিসারী কেম্পেন ওয়ার্কার সেই সমস্ত দরখাস্ত সংগ্রহ করেন এবং তাদের মনোনীত ব্যক্তিগণকেই মাছের পোনা দেওয়া হচ্ছে। আর সংশ্লিষ্ট পুকুরে ফেলা হচ্ছে কি না-এই ব্যাপারেও আমাদের ফিসারী কেম্পেন ওয়ার্কার লক্ষ্য রাখছেন।

শ্রীমতিলাল সরকার—ইহা কি সত্য যে, অতীতে সরকার যে সমস্ত সরকারী জলাশয়ে মাছের পোনা ফেলেছিল প্রকৃতপক্ষে এখন সেই মাছের পোনা পাওয়া যাচ্ছে না। এই ধরণের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোন জলাশয়ে এসব ঘটনা ঘটেছে সঠিক অভিযোগ পেলে আমরা সেটা তদন্ত করে জানাতে পারব।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তৈদু জলাশয়ে এ রকম ঘটনা ঘটেছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ--- মাননীয় স্পীকার, স্যার, তৈদু জলাশয়ে আমাদের মৎস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেখানে আগে মাছ ফেলা হয়েছিল এবং কিছু ধরাও হয়। নিয়ম অনুযায়ী যদি মাছের পোনা না পাওয়া যায় তাহলে আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই জলাশয়ে জলজ ঘাস রক্ষা করা হচ্ছে, না মাছ ? যদি মাছ হয়, তাহলে কত মাছ আছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা তদন্ত না করলে আমরা বুঝতে পারি না কত মাছ আছে ।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কত মাছ ধরা হয়, ভর্ত্তুকী হাজারে কত দেওয়া হয়, এটার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোন্ জলাশয়ে কত মাছের পোনা ধরা হয় এটার হিসাব এখন আমার কাছে নেই। তবে ভর্ত্তুকী যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হল-- পশ্চিম ত্রিপুরায় ৩,৯৪,৬৬০ টাকা, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৪৭,০০০ টাকা, এবং উত্তর ত্রিপুরায় ৮,৮০০ টাকা। মাছের পোনার দাম রুই, কাতলা, মৃগেল প্রতি হাজার ৪০ টাকা, আর ভর্ত্তুকী প্রতি হাজারে ৩০ টাকা। কারফিউ প্রতি হাজার ৩০ টাকা আর ভর্ত্তুকী ১৫ টাকা।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেই ১৫ লক্ষ মাছের পোনা কবে সরবরাহ করা হবে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই মাছের পোনা কিছু আমাদের ষ্টকে আছে আর বাকীটা খোজ করা হবে। আর আমাদের সিজন এখনও শেষ হয় নাই, সিজন এখন ও আছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ---সাপলিমেন্টারী স্যার, কোন্ কোন্ মাসে মাছের পোনা ছাড়া হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার এখন হচ্ছে রুই, কাতলা এবং মৃগেল মাছের সিজন এবং কারফিউ সেটা শীতকালের শেষের দিকে। এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট মাস ঠিক করা যায় না। তবে সাধারণতঃ মে মাস জুন মাস থেকে সাপ্লাই শুরু করতে পারি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ --সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাছের পোনা কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---ত্রিপুরার প্রতি মহকুমাতেই আমাদের মাছের চারা উৎপাদন করা হয় এবং উৎপাদন কেন্দ্র থেকে মাছের পোনা বিক্রী করা হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উপজাতী এলাকায় ফিশারী ডিপার্টমেন্ট থেকে যে বাঁধগুলি করা হয়েছে, সেখানে মাছের পোনা দেওয়া হচ্ছেনা। এটা সত্যি কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, উপজাতী এলাকায় আমাদের সরকার ভর্ত্তুকী দিয়ে মাছের চারা ছাড়বে। তারমধ্যে একটা অংশ ফিশারী ডিপার্টমেন্টের টাকায়, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের টাকায় এটা হবে। কাজেই আমরা মাছ ছাড়তে পারি না।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৫ লক্ষ মাছের পোনার কথা বলেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই মাছের পোনা গুণার পদ্ধতি কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই মাছের পোনা গুনার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। সমস্ত মাছ গুণতে পারা সম্ভব নয়। আমরা সেম্পল হিসাবে গুনে থাকি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৬৭।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৬৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কি পরিমাণ আলু খরিদ করা হয়েছিল এবং তন্মধ্যে কি পরিমাণ বিক্রি করা হয়েছে,	বর্ত্তমান আর্থিক বছরে এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আমরা কোন আলু খরিদ করিনি। তবে গত আর্থিক বছরে এপেক্স কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আমরা আলু কিনেছি। গত বছরে আমরা মোট আলু কিনেছি, ৬,৬৪,১৩১ কে. জি. এই সব আলু ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ ৩,৯,২৩১ কে. জি. আলু কেনার কিছু দিনের মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে প্রতি কে. জি. ০·৬৫ পয়সা দরে। বাকী আলু রয়ে গেছে আমাদের কাছে।
২। সরকারের পক্ষ হয়ে এপেক্স মার্কেটি কো-অপারেটিভ যে পাট, তিল ও কার্পাস ক্রয় করিয়াছিল তা সম্পূর্ণ বিক্রি করা হয়েছে কি না,	বর্ত্তমান আর্থিক বছরে এখন পর্য্যন্ত এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ কোন পাট, তিল ও কার্পাস ক্রয় করে নাই। গত বছরে যে পাট ক্রয় করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ বিক্রি হয় নাই।
৩। বর্ত্তমান বছরে উপরোক্ত পণ্যগুলি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত আছে কি না,	হ্যাঁ, এই বছরে এই সব পণ্য ক্রয় করার সিদ্ধান্ত আছে।
৪। থাকিলে কোন পণ্যের ক্রয়মূল্য কত ধার্য্য হয়েছে ?	তিল ও কার্পাসের নির্দ্দিষ্ট কোন ক্রয়-মূল্য ধার্য্য করা হয় নাই। পাট ও মেস্তার ক্রয়মূল্য এইরূপ ঃ— (প্রতি কুইন্টাল হিসাবে)

সুতা—	ডব্লিউ ১	ডব্লিউ ২	ডব্লিউ ৩
	২০২'০০	১৯২'০০	১৭৮'০০
	ডব্লি ৪	ডব্লিউ ৫	ডব্লিউ ৬
	১৬৫'০০	১৫৫'০০	১৪৫'০০
	ডব্লিউ ৭	ডব্লিউ ৮	
	১৩৫'০০	১২৫'০০	
তোষা--	তোষা ১	তোষা ২	তোষা ৩
	২১২'৫০	২০২'৫০	১৮৯'০০
	তোষা ৪	তোষা ৫	তোষা ৬
	১৭৫'৫০	১৬৫'৫০	১৫৫'৫০
	তোষা ৭	তোষা ৮	
	১৪৫'৫০	১৩৫'৫০	
মেস্তা—	ওটম	এ ঃটমিড	খিড
	১৭১'৫০	১৬১'৫০	১৫১'৫০
	বটম	বি, বটম	এক্স বটম
	১৪১'৫০	১২৪'৫০	১২১'৫০

শ্রী বিমল সিন্‌হা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, কার্পাস, পাট বা মেস্তা কেনার সিদ্ধান্ত আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এরজন্য যে রেট বললেন তাও ঠিক আছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সরকার থেকে পাট না কেনার ফলে বাজারের সমস্ত পাট মহাজন এবং বড় বড় পুঁজিপতিদের হাতে গিয়ে জমা হচ্ছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই, আমি যা বললাম তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন মাত্র পাট, তুষা পাট বাজারে উঠতে শুরু করেছে। কোথাও কম কোথাও বেশী উঠছে। ইতিমধ্যেই আমরা বিভাগকে পাট কেনার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রী বিমল সিন্‌হা ঃ---পাট কেনার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ভাল কথা। কিন্তু গণ্ডাছড়া বা এই রকম ইন্টারিয়র এরীয়াতে যেখানে পাট আছে কিন্তু পাট রাখার জন্য কোন গুদাম সেখানে সরকার কি করবেন ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা গত বছরেও এই রকম ইন্টারিয়র এরীয়াতে পণ্যদ্রব্য কেনার চেষ্টা করেছি। এবং এইবার গত বছরের

থেকে আরো বেশী জায়গার পাট কেনার ব্যবস্থা হয়েছে। গণ্ডাছড়া বাজার বা এই রকম অনেক ইন্টারিয়র এরিয়ায় বাজার আছে। আমরা সরকার থেকে ত্রিপুরার প্রায় সব বাজার থেকেই কেনার চেষ্টা করছি।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল অন্য রকম। আমি বলেছি, পাট রাখার জন্য কোন ষ্টোরেজ না থাকার জন্য সেখানে পাট কিনে রাখার অসুবিধা হচ্ছে, সেগুলি রাখার জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কি?

শ্রী বাজুবন রিয়াং :---মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইন্টারিয়র এরীয়াতে আমাদের ষ্টোরেজের অসুবিধা আছে তা আমরা স্বীকার করি। আমরা গুদাম করার জন্য এন, সি, আই, এর কাছে টাকা চেয়েছি এবং আমরা টাকাও পেয়েছি। কিন্তু ইট ও সিমেন্টের অভাবের জন্য গুদাম করতে পারছি না। তবে যেখানে গুদাম নেই ঐ সব এরিয়াতে আমরা ছোট ঘর ভাড়া করে হলেও আমরা পাট কিনে রাখব এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতে নিকটবর্তী বাজারে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেজন্য আমরা আমাদের দপ্তরকে সেই ভাবে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশও দিয়েছি।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, গত বছরে ৬,৬৪,১৩১ কে, জি. আলু সরকার এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খরিদ করেছেন। এবং প্রতি কে, জি, ৬৫ পয়সা করে বিক্রী করেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, ঐ আলু কৃষকদের কাছ থেকে কত করে কিনেছেন?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :---মাননীয় স্পীকার স্যার, উর্ধে ৮৫ পয়সা নীচে আমার সঠিক মনে নেই। তবে ৭০ থেকে ৮৫ পয়সার মধ্যে কেনা হয়েছিল।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :---বাকী যে আলু বিক্রী করা হয় নি, ঐ অবিক্রীত আলু-গুলি কোথায় রাখা হয়েছে, এবং কি ভাবে রাখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ঐ সব অবিক্রীত আলু বীজের কাজে ব্যবহার করা যাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাজুবন রিয়াং :---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের যে আলু হাতে আছে সেটা কোল্ড ষ্টোরেজে রাখা হয়েছে। আমাদের নিজস্ব কোন কোল্ড ষ্টোরেজ না থাকাতে ভুতুরিয়া কোম্পানীর কোল্ড ষ্টোরেজে রেখে দেওয়া হয়েছে। যত আলু কেনা হয়েছিল ঠিক সে পরিমাণ আলু ঐ কোল্ড ষ্টোরেজে জায়গা না হওয়ায় আমাদের বাধ্য হয়েই কম পয়সা দরে রেশন সপের মাধ্যমে আলু বিক্রী করতে হয়েছে এবং বাকী আলু রেখে দিয়েছি। তবে ঐ আলু বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে পারব কিনা তা এখনই বলা সম্ভব নয়। কারণ যে সব পণ্য বা জিনিস বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেটায় উৎপাদনের সময়ে প্রিকশান নিতে হয়। তবে যে আলু রাখা হয়েছে, ভাইরাস বলে একটা রোগ আছে, সে রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সেই আলুটা আমরা বীজে ব্যবহার করব নাকি খাওয়াতে ব্যবহার করব এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেই নি। আর ত্রিপুরার বাইরে থেকেও আমরা আলু আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা প্রতি বছরেই দেখছি যে বাইরে থেকে আলু

আনার যে কোয়ান্টিটি আমাদের আছে, সেটা আমরা পাই না। কাজেই এবার আমরা দেখছি আমাদের যা আলু আছে, সেগুলি বাছাই রে ভাল কোয়ালিটির আলু পাওয়া যায় কিনা বীজে ব্যবহার করার জন্য।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জুট কিনার জন্য সরকারী ভাবে এখনও কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই এবং সরকার পক্ষের সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হাও বলেছেন. " এটা অত্যন্ত দুঃখের।" কাজেই এই উদ্যোগ না নেওয়ার জন্য আমরা কি এটাই ভাবব যে সরকার মহাজনদের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন আসন্ন ইলেকশানে ভোট কুড়্‌বার জন্য ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তা নয়, আমরা কিনা শুরু করেছি।

শ্রী সুবল রুদ্র ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ৭৫ পয়সা থেকে ৮৫ পয়সা কে. জি আলু ক্রয় করা হয়েছে। তার আলু বিক্রি করছেন ৬৫ পয়সা। কাজেই এই যে ক্ষতি হল, তাতে কি সরকার সাবসিডি দিচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ক্ষতি হয়েছে, সেটা এ্যাপেকস্ মার্কেটিং সোসাইটির ক্ষতি হয়েছে। সরকার কৃষকদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই ক্ষতিতে কিনছেন। আমরা যখন ৭৫-৮৫ পয়সা দরে আলু কিনেছি, সে সময় আলুর বাজার দর ছিল ৫০ পয়সা। কৃষকদের সুবিধা দেওয়ার জন্যই আমরা এটা করেছি। এবং তাতে যে ক্ষতি হয়েছে সেটা অ্যাপেকস্ মার্কেটিং সোসাইটির ক্ষতি হয়েছে। আমাদের হাতে এখন যে আলুটা আছে, সেটা আমরা বিক্রি করব না। তখন রাখার জায়গা ছিল না বলেই আমাদের বিক্রি করতে হয়েছিল।

শ্রী সুবল রুদ্র ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৬৫ পয়সা দরে বিক্রি করা হয়েছে এবং সেটা অ্যাপেকস মার্কেটিং সোসাইটির লস হয়েছে। আমি যতটুকু জানি বাজারে এখন আলুর দাম ১'৩০ টাকা। কাজেই এ্যাপেকস্ মার্কেটিং সোসাইটির বাকী যে আলুগুলি আছে, সেগুলি বিক্রির জন্য সরকার কোন নির্দেশ দিয়েছেন কিনা বা এ্যাপেকস্ মার্কেটিং সোসাইটি কোন উদ্যোগ নিয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ—সেটা বিক্রির ব্যবস্থা আমরা করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই এ্যাপেকস্ মার্কেটিং এর মাধ্যমে পাট, তিল, কার্পাস ইত্যাদি ক্রয় করা হবে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এই পাট, তিল ও কার্পাস ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য মহাজনরা জুমিয়াদেরকে অগ্রিম ৪০।৫০ টাকা দিয়ে রাখছেন। এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন। পাট, তিল ও কার্পাস ক্রয় করার কোন দর সরকার নির্দ্দিষ্ট করেন নি, অথচ আর কিছুদিন বাদেই এগুলি বাজারে উঠবে। কাজেই

সরকার এগুলি ক্রয় করার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজারে পাট, তিল ও কার্পাস এখনও উঠেনি। আমরা এই তিল, পাট ও কার্পাসের সর্বভারতীয় দর কত, সেটা জেনে আমরা দরটা ঘোষণা করব। আমরা নিজেরা এটা এখন ঘোষণা করতে পারছি না। আর মাননীয় সদস্য এখানে যে অভিযোগ তুলেছেন যে মহাজন ও জুমিয়াদের অগ্রিম ৪০/৫০ টাকা দিয়ে রাখছে এগুলি ক্রয় করার জন্য, মাননীয় সদস্য-এর নিশ্চই জানা আছে যে আমরা গত এসেমব্লী সেশনে এই সম্পর্কে একটা আইন পাস করিয়েছিলাম। আমি হাউসের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব মহাজনরা যে টাকা দিয়েছে, সে টাকা যাতে তার আর ফেরৎ না পেতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—কোয়েশ্চান নং ১০৬ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ১০৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে ডিপ-টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা হবে কিনা ?

এবং

২। তাহা ধর্মনগরে কোথায় কোথায় করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৩টি জল সরবরাহের জন্য এবং ৬টি জল সেচের জন্য।

জল সরবরাহের জন্য

১) চুরাই বাড়ী

২) পদ্মবিল

৩) দশদা

জলসেচের জন্য

১) পূর্বরাজনগর

২) তিলথৈ বেতাঙ্গী

৩) বেতারশী

৪) বরুয়াকান্দি

৫) জাইবাসা

৬) উত্তর হাবরা।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ডিপ-টিউব ওয়েল বসানোর ভিত্তি কি এবং ত্রিপুরাতে কত ডিপ-টিউবওয়েল আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে সারফেস ওয়াটার এভেইল্যাবল নয় মূলতঃ সেই সব স্থানেই আমরা ডিপ-টিউবওয়েলগুলি করি। দ্বিতীয় হচ্ছে সয়েল টেষ্টিং করা হয়, তার ভিত্তিতে করা হয়। আর মাননীয় সদস্য দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা করেছেন, তার লিষ্ট এখন আমি দিতে পারছি না, পরে দিতে পারব।

শ্রী নকুল চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরায় এবার ডিপ-টিউবওয়েল কত করা হয়েছে এবং এর মধ্যে রাজনগর ব্লকের বড়পাথরিতে একটা ডিপ টিউব ওয়েল বসানোর জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং বসানোর জায়গাও ঠিক করা হয়েছে। অথচ এই ডিপ-টিউব ওয়েলটি এখনও বসানো হলনা কেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গেল বারে আমাদের যে টারগেট ছিল, সেই টারগেটে আমরা পৌছতে পারিনি। কারণ আমরা এই কনট্রাকটি বাইরের একজন কনট্রাকটারকে দিয়েছিলাম। তারা মেশিনপত্র এনে ধর্মনগরের কদমতলাতে ফেলে গেছে যারজন্য আমরা টারগেট ফুলফিল করতে পারি নি। তবে সরকার নিজস্ব ভাবে একটা রিগ কিনেছেন। আমরা আশা করছি এবার যে সমস্ত স্কীম আছে এবং গতবার যেগুলি করতে পারিনি এবং মাননীয় সদস্যও যেটা বলেছেন সেগুলি করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরণ সরকার।

শ্রী হরিচরণ সরকার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬।

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সারা ত্রিপুরায় ছোট বড় সরকারী জলাশয়ের সংখ্যা কত, এবং উক্ত জলাশয়গুলি হতে উৎপাদিত মৎস্যের পরিমাণ কত ?	১। গোমতী জলাধার সহ ছোট বড় মোট ৩৫৩টি সরকারী জলাশয় ত্রিপুরায় আছে। উক্ত জলাশয়ের মধ্যে ২৪০টি মৎস্য বীজ উৎপাদনের জন্য, ৩১টি সরকারী তত্বাবধানে মৎস্য চাষের আওতায় ও বাকীগুলো ইজারার আওতায় আছে। ঐ ৩১টি জলাশয় হইতে মোট ২০২'৪৮৩ মেঃ টন মাছ ১৯৭৮-৭৯

প্রশ্ন	উত্তর
	সনে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৬৮৬·৩৮ হেঃ পরিক্ষিত ৬৪টি ইজারা দেওয়া জলাশয় হইতে বাৎসরিক হেঃ ৯০০ কেঃ হিসাবে মাছের উৎপাদন আরও প্রায় ১৬৭·৭৪ মেঃ টন উৎপাদন হইয়াছে।
২। উৎপাদিত মৎস্য ত্রিপুরার কোন্ কোন্ বাজারে কি পরিমাণ বিক্রয় করা হয় এবং এতে সরকারের আয় কত হয়?	২। উৎপাদিত মৎস্য আগরতলায় বিভিন্ন বাজারে সরকারী স্টল হইতে ও অন্যান্য জায়গায় সমস্ত মৎস্য দপ্তরের চত্বর হইতে বিক্রয় করা হইয়াছে। এছাড়া আগরতলার হাসপাতালগুলিতেও বিক্রয় করা হইয়াছে। এই মৎস্য বিক্রয় হইতে আট লক্ষ সতের হাজার টাকা সরকারের আয় হইয়াছে।
৩। ত্রিপুরায় কয়টি সরকারী জলাশয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে 'লীজ' দেওয়া হয়েছে?	৩। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে মোট ১৯টি জলাশয় 'লীজ' দেওয়া হয়েছে।

শ্রী কেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ---সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে, ত্রিপুরায় যে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে এবং ত্রিপুরায় মাছের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের তুলনায় কি পরিমাণ মাছ আপনারা দিতে পেরেছেন?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, অলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পরেবো। তবে আমাদের সরকারী জলাশয়গুলিতে যাতে বেশী পরিমাণ মৎস্য উৎপাদিত হয় এবং যারা মৎস্যজীবী, তাদেরকে এই মৎস্য আয় থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রী অজয় বিশ্বাস ঃ---সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, আজ অবধি কত পোনা মাছ অর্থাৎ ছোট পোনা মাছ ছাড়া হয়েছে এবং কত টাকার মাছ এ পর্য্যন্ত ছাড়া হয়ছে?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ডম্বুর জলাশয়গুলিতে প্রতি বছর আমরা রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছ ছাড়ছি তবে কোন্ বছর কত টাকার পোনা মাছ ছেড়েছি সেটার আলাদা প্রশ্ন না করলে উত্তর দিতে পারবো না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ৩৫৩টি জলাশয়ের মধ্যে কতগুলি জলাশয় বাঁধ ভেঙ্গে নষ্ট হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ৩৫৩টি জলাশয়ের মধ্যে কোন জলাশয়ই বাঁধ ভেঙ্গে নষ্ট হয়নি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---তৈদু জলাশয় ভেঙ্গে গিয়েছিল কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত বছর ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেটা রিপেয়ার করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫।

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী থেকে আগষ্ট পর্য্যন্ত সরকারী ফার্ম থেকে কত ডিম (হাঁস ও মুরগী) ভি. এম. ও জি. বি. হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে এবং জনসাধারণের কাছে কত পরিমাণ ডিম বিক্রি করা হয়েছে (মাস ভিত্তিক হিসাব) ?	১। গান্ধীগ্রাম রাজ্যিক মুরগী খামার হইতে এবং রাধাকিশোরনগরস্থিত আঞ্চলিক হাঁস পালন খামারে ১৯৭৯ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ডিম বিক্রির মাসিক হিসাব আমি বলছি ঃ—

মাস	জি, বি। ভি, এম, (সরবরাহের সংখ্যা)	জনসাধারণের নিকট বিক্রির সংখ্যা
জানুয়ারী	৪৪১৫টি	৫১৯১টি
ফেব্রুয়ারী	৪৮৪২টি	৩০৮৭টি
মার্চ	১১৫৪৪টি	৮২৭৭টি
এপ্রিল	১৯৯৪৬টি	১১১২৩টি
মে	১৮৬৭৮টি	১৫৬৭৫টি
জুন	১৩২৬০টি	৯৯৫৬টি
জুলাই	১৬৯৯১টি	১১১৬৮টি
আগষ্ট	৯৫৭০টি	১০৪৮২টি

শ্রী খগেন দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমান বাজারে ডিমের যে মূল্য, সেই মূল্যের তুলনায় কম দামে সরকার ডিম বিক্রি করছেন সেটা অভিনন্দনযোগ্য। জনসাধারণ যাতে ডিম কিনতে পারে তার জন্য বাজারে যে স্টলগুলি আছে, সেই স্টলগুলির মাধ্যমে ডিম যাতে সরবরাহ করা যায়, তার জন্য কোন আইন আছে কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ডিম যা আমরা বিক্রি করি সেটা সরকারী মৎস্যজীবী স্টলগুলি মারফৎ আমরা করে থাকি।

শ্রী খগেন দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কি যে, আস্তাবলে যে ডিম বিক্রি হয়েছে, সেখানে এক একজন লোককে কত হয়রানি করা হয় এবং কতগুলি ডিম দেওয়া হয় ? তাছাড়া কোন কোন অফিসার নিজেদের অফিস থেকে গাড়ী পাঠিয়ে ডিম কিনে আনেন ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের আস্তাবলে যে অফিস আছে সেই অফিস থেকে ডিম বিক্রি করা হয় এবং সেটা সপ্তাহে একদিন করা হয়। একসঙ্গে একজন লোককে প্রতিদিন ১০ (দশ) টার বেশী ডিম দেওয়া হয় না। এছাড়া পারমিট নিয়ে গেলে বিশেষ কাজে পারমিট অনুযায়ী বেশী সংখ্যায় ডিম দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমি দেখবো।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ----সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হাঁস, মুরগী পালন কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু শুধু আগরতলায় সরকার মারফৎ ডিম সাপ্লাই দেওয়া হয়। সেই রকম ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় সরকারী ডিম বাজারে বিক্রি করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং :---মাননীয় স্পীকার স্যার, গান্ধীগ্রাম এবং রাধাকিশোরনগর ছাড়া, উদয়পুর এবং পানিসাগরে আমাদের হাঁস, মুরগী পালন কেন্দ্র আছে। আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করবো উদয়পুর এবং পানিসাগরে সাধারণ মানুষের কাছে ডিম বিক্রি করা যায় কিনা।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখন এই দুটো জায়গায় যে ডিম পাওয়া যায় সে ডিমগুলি কোথায় যাচ্ছে ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, উদয়পুর এবং পানিসাগরের ডিমগুলি আগরতলায় এনে সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো হয়।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ডিমগুলি কোন মন্ত্রীর বাড়ীতে সাপ্লাই দেওয়া হয় ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু মন্ত্রীর বাড়ী কেন সমস্ত জায়গায় এই ডিম সাপ্লাই দেবার ব্যবস্থা আছে, তবে বিশেষ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন আসে নি, কারণ লাইন ধরে সবাইকে কিনতে হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

Presentation and Adoption of the Report of the Business Advisory Committee.

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় সদস্য এখানে আলোচ্য বিষয় হল "বিজনেস্ এ্যাড-ভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।"

বর্তমান সেসনের ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ ইং (তারিখ) থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ইং (তারিখ) পর্যান্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলির বিবেচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষঃ----মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---এখন এই রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।"

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

(মোশানটি হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল)

Calling Attention

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল কতগুলি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা — আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।

১। শ্রীখগেন দাস।

২। শ্রীসমর চৌধুরী।

৩। শ্রীসুনীল চৌধুরী।

নোটিশগুলির বিষয়বস্তু হল ঃ---১। গত ২৯শে আগষ্ট পশ্চিম ত্রিপুরা সিধাই মোহনপুরের গোপালনগর গ্রামের রাজেন্দ্র দেবনাথ এবং অমরচাঁদ দেবনাথের খুন হওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the table of the House, "The Second Annual Report for the year, 1975-76 on the working and affairs of the Tripura Handloom and Handicrafts Development Corporation Ltd."

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিসলেশান)

Introduction of the Govt. Bill

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯) উত্থাপন।" এখন আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the "United Provinces Panchayat (Tripura Third Amendment) Bill, 1979, Tripura Bill No. 12 of 1979".

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো ঃ—"দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯) হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং বিলটি উত্থাপিত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি এই বিলের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য "নোটিশ অফিস" থেকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সর্বসম্মতিক্রমে নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনারাতো কেউ না বলেননি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---তাহলে মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনিই বলে দিন যে এটা কি করে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি বলছি যে যদি এটার বিরুদ্ধে কোন কারণ থাকে তবে সেটা দেখান এবং না বলুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা নীরব পক্ষ থাকবে তাদেরকে আপনি কি বলবেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি যদি বিলটির বিরোধীতা করতে চান তাহলে করুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সেটা নয় স্যার, আমি বলছি যে, আমি যখন কোন ব্যাপারে নীরব থাকব তখন কি আপনি মনে করবেন যে আমি সম্মত আছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আমি তো বলেছি যে যারা এর পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন। আর যারা বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন। তা আপনারা যদি না বলতে চান তাহলে না বলুন।

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ--- "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এবং শ্রীহরিনাথ দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনাদের রিজিলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। কারণ এখানে যে রিজিলিউশানটা আনা হয়েছে, তাতে আমি যেভাবে জিনিষটা দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবে আসে নাই। সেটাকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা কি কোন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে করা হয়েছে?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এটা সমর চৌধুরী করেন নি। এটা আমি করেছি। আপনি যে অরিজিনেল রিজিলিউশানটা দিয়েছিলেন সেটার উদ্দেশ্য, আর সমর চৌধুরীর রিজিলিউশানের উদ্দেশ্যটা আমার কাছে একই মনে হয়েছে। সেই জন্যই আমি দুইটাকে একসাথে করে দিয়েছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে হরিনাথ বাবু বলছেন যে তিনি রিজিলিউশানটা যেভাবে এনেছেন, সেটা এখানে সেইভাবে তোলা হয়নি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখানে বলতে চাই যে আপনারা দুইজনের রিজিলিউশানটা একসাথে মিলিয়ে দিয়ে যে কারচুপি করেছেন, সেটাকে আমরা মানব না। আমরা আমাদের অরিজিনেল রিজিলিউশান চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনারা এটা স্বীকার করবেন কি যে দুইটার উদ্দেশ্য এক?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- না। (গণ্ডগোল)

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা ঃ---আমার আর সমর বাবুর উদ্দেশ্য কখনও এক হতে পারে না। তাছাড়া আপনারা আমার বক্তব্যকে পরিবর্তন করেছেন আমাকে না জানিয়ে, এটা অন্যায় হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এখানে সমরবাবুর কথা উঠতে পারে না। কারণ তিনি যে পয়েন্টগুলি দিয়েছেন, আর আপনি যে পয়েন্ট দিয়েছেন, আমি এ দুটোর লক্ষ্যকে এক ধরেছি। আমার মনে হয়েছে যে দুটোর লক্ষ্যই এক, তাইতো আমি দুটোকে এক করেছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী দশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সমস্ত সদস্যরা যে সব প্রস্তাব করি সেগুলি আমরা মাননীয় স্পীকারের কাছে করি বা পাঠাই। আর তিনি পরে সেগুলিকে তুলেন কাজেই কোন প্রস্তাবকে কোন ভাবে দিতে হবে, সেটা তাঁর ঠিক করার অধিকার আছে। যেমন, কোন প্রস্তাব যদি ঠিক লাইনমত না হয় তাহলে স্পীকার সেটাকে পরিবর্তিত করে ঠিক করতে পারেন।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা ঃ---স্যার আপনি আমাকে ডাকতে পারতেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমাকে না জানিয়ে যেটা করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনাদের প্রস্তাবগুলি পড়ে আমার উদ্দেশ্য একই বলে মনে হয়েছিল, তাই আমি দুটোকে এক করেছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— * *

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করছি সমস্ত প্রসিডিংস্ থেকে ওনাদের কথাগুলো বাতিল করা হউক, এক্সপান্সড্ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, কারচুপি করা হয়নি তার রেকর্ড আছে এবং কারচুপি করা হয়েছে বললে এইটা চেয়ারকে লক্ষ্য করে বলা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— * * * *

Shri Dasarath Deb : - Mr. Speaker Sir, nobody can challenge the decision of the Speaker. As the Resolution has been placed before the House, it is now the property of the House. If any Member has anything to say he has got every right to meet the Speaker in his Chamber. It is simply the right of the Speaker to decide whether it be accepted or not and if the Speaker reject or amends the resolution, nobody can challange against the decision of the Speaker.

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আমি আমার রুলিং দিয়ে দিয়েছি। আমার রুলিং-এর উপর যে সমস্ত বক্তব্য বিরোধী বেঞ্চ থেকে রাখা হয়েছে সে সমস্ত বক্তব্য এক্সপাঞ্জড্ করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---* * * * *

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আইনগতভাবে এসেম্বলি রুলস অনুযায়ী যা করতে হয় ওদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করে তা করবেন। কিন্তু হাউস চলতে দেওয়া হোক।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- * * * *

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, চেয়ার যেখানে রুলিং দিয়েছে সেই রুলিং আপনাদের মানতে হবে। চেয়ারের রুলিংয়ের বাহিরে কাজ করবেন না। আমি আমার রুলিং দিয়ে দিয়েছি। কাজেই আমার এই রুলিং আপনারা মানতে বাধ্য। এর উপর আর কিছু থাকতে পারে না। যদিও আপনারা আপনাদের বক্তব্য রাখবেন এই অধিকারটুকু আমি দিচ্ছি, এই অধিকার আপনাদের আছে। আপনাদের নাম আমি

এখানে দিয়েছি। যদি আপনাদের নাম বাদ দিয়ে শুধু সমর চৌধুরীর নাম থাকত, তাহলে আপনারা বলতে পারতেন। আপনাদের যে বক্তব্য তা আপনারা রাখতে পারবেন, কাজেই সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- * * *

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী, আপনি আপনার প্রস্তাব সভার সামনে পেশ করুন।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সভা মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে, */ * এই সভা মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং প্রস্তাব করছেন যে কয়লা, কেরাসিন, সরিষার তেল, লবণ, চাল, ডাল, চিনি, কাপড়, ঔষধপত্র, কাগজ এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ভর্তুকি দিয়ে স্বল্পমূল্যে রেশনের দোকানের মাধ্যমে এবং ইস্পাত রাজ্য সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্টন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন এবং অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যে প্রয়োজনীয় মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করার জন্য দাবী পেশ করুন।

* * F.N.—Expanged as ordered by the chair.

বিরোধী বেঞ্চ ঃ---আমরা আমাদের দাবী না মানা পর্যন্ত সভা চলতে দেব না। (টেবিলে জোরে জোরে চাপড়ান)

মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্যগণ আপনারা একটু শান্ত হোন। সভার কাজ শান্তভাবে চলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী দশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সভার কাজ আমাদের শান্তভাবে চালিয়ে যেতে হবে। যারা সভার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে আপনি তাদের বিরুদ্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী আপনি আপনার বক্তব্য চালিয়ে যান।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৩০ বছরের মধ্যে আমরা কংগ্রেস, জনতা এবং বর্তমানে কোয়ালিশন সরকারকে দেখেছি। প্রতিটি কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণকে অগণতান্ত্রিক পথে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দরিদ্র মেহনতী মানুষের জন্য একটুও তারা ভাবেনি। তারা সর্বদা পুঁজিপতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে দরিদ্র জনগাধারণের উপর কর বসিয়েছে, নির্যাতন চালিয়েছে।

(গণ্ডগোল, জোরে জোরে টেবিল চাপড়ান)

শ্রী দশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের হাউসের কাজ শান্তভাবে চালাতে দিন। যারা সভার কাজ চালাতে দিচ্ছেনা আপনি তাদের বিরুদ্ধে একটা রুলিং দিন। স্যার এই যে এখানে রুলে আছে যে, Rule 325 "The Speaker may

direct any membei whose conduct is, in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the house, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the reminder of the day's sitting."

মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্যগণ আপনারা একটু চুপ করুন, সভার কাজ শান্তভাবে চালাতে দিন। মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী, আপনার বক্তব্য চালিয়ে যান।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ---এদিকে পুঁজিপতি শিল্পপতিরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাটের অভাব রয়েছে। বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরার রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য কিছুই করেনি। ফলে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষকে দুর্দিনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এরফলে দেখা যায় ভারতবর্ষে অন্যান্য জায়গায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যে হারে বাড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী হারে বাড়ে ত্রিপুরায়।

(গণ্ডগোল)

বিরোধী বেঞ্চ ঃ---আমাদের দাবী না মানা পর্যন্ত আমরা সভার কাজ কোন মতেই চলতে দিতে পারিনা।

মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা একটু শান্ত হোন, সভার কাজ শান্তভাবে চালাতে দিন।

(গণ্ডগোল)

(ইন্টারোপ্শান)

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটে আরও কিছু দাম বাড়িয়ে দিল। কাজেই আমরা এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারি না। স্যার, এই কিছুদিন আগে মাত্র কয়লার দাম বাড়ানো হয়েছিল, কেরোসিনের দামও নিয়মিতভাবে বাড়ানো হয়েছিল এবং এই দাম বাড়ার ফলে সমস্ত জিনিসপত্র, গত বাজেটের সময়, ৫/৬ মাস আগের কথা একবার দাম বাড়ানো হয়েছে, এবার আবারও বাড়ানো হল। স্যার, মূল্যবৃদ্ধিই আমরা দেখছি না, এই কোয়ালিশন সরকার, তার আগের জনতা সরকার বা তার আগে যখন ইন্দিরা গান্ধীর শাসনব্যবস্থা ছিল, সেই ইন্দিরা গান্ধী বা তারও আগে থেকে কংগ্রেসী রাজত্বে আমরা দেখে এসেছি যে প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হয়ে থাকে। এভাবে দাম বাড়াতে বাড়াতে সমস্ত মানুষের উপর যেন একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের যে ক্রয় ক্ষমতা ছিল, তাকে একেবারে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। তাই আজকে দেশকে একটা সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। স্যার, গত কয়েক মাসে, কি হয়েছে, তা আমি বলতে পারি যে শতকরা ৩০ ভাগ জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হয়েছে, কেরোসিনের দাম ৩৪ পয়সা, হাই স্পীড ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ১৭ পয়সা, লাইট

ডিজেল প্রতি লিটার ৪২ পয়সা, জ্বালানী তেল প্রতি লিটারে ৩২ পয়সা, নেফতা ১'৪৭ পয়সা এবং বিটুমেন্ট প্রতি কে, জি তে ৫০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। ডাইরেক্ট টেক্স যেমন আছে, আবার তেমনি ভাবে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সও একটা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেটা পরোক্ষভাবে দেশের সমস্ত মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি নেপথা ঔষধপত্র তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়, পেট্রোলের দাম শতকরা ৭০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে এবং পেট্রোলের দাম বাড়ার ফলে আজকে ঔষধপত্র এর দামও আকাশচুম্বি হয়ে গিয়েছে। এগুলি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। যদিও এ্যাক্সাইজ ডিউটিজ এর উপর না ধরে, কাস্টমস ডিউটি এর উপর না ধরে আজকে ৪'৪২ পঃ পেট্রোলের দাম বেড়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের এই দাম বাড়ার জন্য, তাদের এগুলি পাওয়ার কোন অধিকার নাই। ট্যাক্সের বোঝা আমাদের মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে, আমাদের পরিবহন খরচ বাড়ানো হয়েছে, ঔষধপত্রের দাম বাড়ানো হয়েছে। আজকে প্রত্যেকটি পেট্রোলজাত দ্রব্যের দাম বেড়েছে, যার ফলে ভারতের অন্যান্য অংশের মানুষের সংগে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকেও দুর্ভোগ ভোগতে হচ্ছে সব চেয়ে বেশী, কারণ ত্রিপুরার মানুষের জন্য যে সহজ পথ, রেলপথ, সেই রেলপথে মাল আমদানী করতে পারে না, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য অন্য কোন সহজ বিকল্প ব্যবস্থাও নেই। ত্রিপুরার মানুষকে অনেক বেশী টাকা খরচ করে বাইরে থেকে মাল আমদানী করতে হয়। স্যার, আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার গত বাজেটেও পেট্রোলজাত দ্রব্য এবং কেরোসিন ইত্যাদি জিনিসের দাম একবার বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাতে করে সে মোট ২৮০ কোটি টাকা বাড়তি আদায় করেছে ভারতের মানুষের কাছ থেকে। এবারও আবার দেখছি যে নূতন করে আরও ৮৮০ কোটি টাকার ট্যাক্স সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই দুই বারে মোট ১১৬০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ট্যাক্স সারা ভারতের মানুষের উপর চাপানো হয়েছে। স্যার, ঠিক এই রকম একটা অবস্থা আমরা দেখতে পাই।

(ইনটারেপ্শান)

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, সভা ৫ মিনিটের জন্য মূলতুবী রইল।

(বিরতির পর)

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী, আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম মাত্র ২২ মাসে একই হারে বাড়ান হচ্ছে। এবং বেড়ে এখন সেটা হয়েছে ৮৮০ কোটি টাকা এই কেন্দ্রের তদারকী সরকারের আমলে। ভারতবর্ষের এই ৬৫ কোটি মানুষ—মোট ১১৬০কোটি টাকা শুধু মাত্র এই ক'টা জিনিষএর উপর দাম বাড়িয়ে, মাথাপিছু ১৮ টাকা এই ইণ্ডাইরেক্ট ট্যাক্স বসিয়ে আদায় করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা জানি গত বাজেটে ৬৬৫ কোটি টাকা ইণ্ডাইরেক্ট টাক্স ধরা হয়েছে। এবং তারপর এই ভাবে এটাকে, বাড়িয়েই যাওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষের মানষকে কংগ্রেসী রাজত্বে

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা ঃ--- * * * * * *

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার রুলিং এর উপর তো চেলেঞ্জ করা চলে না ।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- * * * * * * *

(At this stage the opposition group enbloc staged walk out).

* * * Expunged as ordred by the Chair.

মিঃ ডিপুটী স্পীকার ঃ--- স্পীকারের রুলিং Challenge করে যে সমস্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে সে সব এক্সপাঞ্জ করা হবে ।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--- কাজেই সারা ভারতবর্ষে যেখানে জিনিষপত্রের দাম হো হো করে বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে এগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যম বিক্রী করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নাগালের বাহিরে চলে যাচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে সরকার কিছু বোনাস কিছু ইনসেনটিভ দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করছেন । আরও লক্ষ্য করছি শিক্ষক কর্মচারীরা যারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক তারা স্বল্প বেতনে তাদের পক্ষে সংসার সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই সরকার প্রতিটি কর্মচারীকে ১০০ টাকা এগ্রেসিয়া দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছেন। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্রদেরকে ১২ ক্লাশ পর্য্যন্ত ফ্রি এডুকেশনের ব্যবস্থা সরকার করেছেন। তাছাড়া গ্রামের নীচু তলার ছেলেমেয়েদের জন্য ক্লাশ ফাইভ পর্য্যন্ত দুপুরের টিফিনের ব্যবস্থা করেছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে সরকার আগ্রহী, সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন এই গরীব মেহনতী মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সাধারণ মানুষের উপর কেবল টেক্স চাপিয়ে দিচ্ছেন । কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট ১০/১২টা জিনিষকে রাষ্ট্রায়ত্ব করতে পারতেন। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সমস্ত ভারতবর্ষে নির্দিষ্ট কয়েকটা জিনিস রাষ্ট্রায়ত্ব করতেন, ঐ সমস্ত জিনিসগুলি সরকার হাতে নিয়ে রেশন সপের মাধ্যমে যদি বিলি করার ব্যবস্থা করতেন, সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা করতেন সারা ভারতবর্ষে, তাহলে আমাদের বিশ্বাস, বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন বন্টনের ব্যবস্থার মধ্যে, সেটা স্বার্থক হতো এবং সাধারণ মানুষ স্বল্পমূল্যে কিছুটা জিনিস পেতে পারত। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতো।

স্যার, ত্রিপুরা একটি পশ্চাদপদ রাজ্য। ৩০'৩২ বছর হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে। ৩২ বছরের মধ্যে আমরা অবাক হয়ে দেখি, এই ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতির জন্য কেন্দ্র এই রাজ্যকে এবং রাজ্যের জনগণকে কি অবহেলার চোক্ষে দেখে এসেছেন। আমরা প্রথম থেকেই বলতে চেষ্টা করেছি, ত্রিপুরায় রেল লাইন নেই, পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নেই। পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আমাদের জিনিসপত্র আনতে খরচ খুব বেশী পড়ে যায়। একটা রেল লাইন আছে, ধর্মনগর পর্য্যন্ত। এই রেল লাইন খুবই সামান্য। সে রেল লাইন ব্রডগেজ রেল লাইন নয়। রেল ওয়াগন যা এলটমেন্ট করা

হয়, তাও ঠিকমত আসে না। এই সমস্ত পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে ত্রিপুরাকে চলতে হচ্ছে। ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার ৭ম অর্থ কমিশনের কাছে ৩৩৫ কোটি টাকার বেশী টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৫০ কোটির থেকেও কম টাকা বরাদ্দ করা হল ত্রিপুরার জন্য। এতে কি করে ত্রিপুরার অগ্রগতি হবে? ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, মেহনতী মানুষ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে একটু সুষ্ঠুভাবে, স্বাভাবিক ভাবে চলার ব্যবস্থা করতে পারছে না। সেই ব্যবস্থা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারে আরো অনেক বেশী অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। সেইদিক থেকে আমি এই প্রস্তাব এনেছি যে ঃ---

"এই সভা মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং প্রস্তাব করছেন যে কয়লা, কেরোসিন, সরিসার তৈল, লবণ, চাল, ডাল, চিনি, কাপড়, ঔষধপত্র, কাগজ এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ভর্তুকি দিয়ে স্বল্পমূল্যে রেশনের দোকানের মাধ্যমে এবং ইস্পাত রাজ্যসরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্টন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন এবং অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যে প্রয়োজনীয় মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করার জন্য দাবী পেশ করুন।"

স্যার, ত্রিপুরার অগ্রগতি ঘটবে। অগ্রগতির জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাস্তা তৈরী করার জন্য দরকার ইট, কিন্তু সেই ইট নেই। ইট তৈরী করার জন্য সরকার থেকে অ্যাডভান্স পর্যান্ত দেওয়া হচ্ছে লোককে। কিন্তু লোক কি করবে? সে কি করেই বা এখানে ইট তৈরী করবে? কারণ কয়লা নেই। এই কয়লার অভাবের জন্য ইটের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এক একটি ইটের দাম পড়ছে ৫০ পয়সা থেকে ৬০ পয়সা। যে টাকা ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ আসে, সে টাকা দিয়ে পরিকল্পনার রূপ পেতে পারে না। এক বছর আগে বাজেট করা হয়। তারপরে এক বছরের মধ্যে কাজ হবে এপ্রিল থেকে মার্চের ৩১ তারিখ পর্যন্ত ফিন্যান্সিয়্যাল ইয়ারে। আজকে একটা জিনিষের দাম যা থাকে, ঠিক দু'মাস পরেই তা থাকে না। অনেক বেড়ে যায়। টেণ্ডার কল করে যে কন্ট্রাকটর কল পেয়েছেন, উনি কাজ করতে পারছেন না। কারণ জিনিস পত্রের দাম বেড়ে গেছে। এই ভাবে ত্রিপুরার জন্য যত বরাদ্দ আসে, সেই বরাদ্দকৃত টাকা আমাদের কোন অগ্রগতি করতে পারছে না। মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, লবণ, চাল, ডাল চিনির প্রয়োজন যেমন জরুরী হয়ে পড়েছে; ঠিক তেমনি ইস্পাত কয়লাও জরুরী হয়ে পড়েছে। এই জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র ভর্তুকী দিয়ে আমাদের ত্রিপুরার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা যদি না করেন, অগ্রগতিকে যদি সাহায্য না করেন, মেহনতী মানুষের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন সে অগ্রগতি ত্রিপুরার হবে না। কাজে কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যে প্রস্তাব এখানে এনেছি, সেই প্রস্তাবকে সকলেই সমর্থন জানাবেন। এই বলে আমি এখানে আমার প্রস্তাব রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এই প্রস্তাবের উপর যদি কেউ বক্তৃতা রাখতে চান, তাহলে তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয় যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির উপরে কেন্দ্রকে ভতুকি দিয়ে যাতে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে, গরীব মেহনতী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, যাতে করে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে তাদের যে দুরবস্থা, তার কিছুটা লাঘব পেতে পারে, এই উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই, এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের দাম বাড়ছে এটা শুধু আজকের ব্যাপার নয়। আমরা অতীতেও দেখেছি। যখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ছিল, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ছিল, সেই সব কংগ্রেস সরকারের আমলেও জিনিস পত্রের দাম প্রতিনিয়ত বেড়েছে। এই বর্ধিত মূল্যের বোঝাটা সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হয়েছে। অবশ্য তার বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে ভারতবর্ষের মানুষ লড়াই করেছে। কিন্তু যে পদ্ধতি তখন থেকে শুরু হয়েছে, সেই নেহেরু আমল থেকে, সেই পদ্ধতির আজও সুরাহা হলো না। তার কারণ ভারত-বর্ষের শাসক গোষ্ঠী চেষ্টা করছেন এবং তাঁরা আজও কোন চেষ্টা করছেন ভারতবর্ষকে ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতির দেশে বিকশিত করার জন্য। আমরা জানি, আজকে দুনিয়া জুড়ে ধনতন্ত্রের সংগ্রাম চলছে। জিনিস পত্রের দাম আজকে দুনিয়া জুড়ে বাড়ছে। যেহেতু আমার ত্রিপুরা, যেহেতু আমার ভারতবর্ষ দুনিয়ার বাইরে নয়, কাজেই তার ধাক্কা এখানেও লাগবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেও যদি কোন শাসক গোষ্ঠী, বা দল দেশের মানুষের প্রতি সমান নজর দেন, তাহলে পরে এই অবস্থার মধ্যেই দেশের সাধারণ মানুষের বোঝার ভার সামান্যতম লাঘব করতে পারে। আমরা লক্ষ্য করেছি, নেহরুর আমলেও এই ব্যবস্থা হয় নি। ইন্দিরা গান্ধী ১১ বছর রাজত্ব করেছেন। তিনি এশিয়ার মুক্তি সূর্য্য হয়েছেন, সেই মুক্তি সূর্য্য ডুবে গেলেও জিনিস পত্রের দরের কোন পরিবর্তন হয় নি। এই কংগ্রেস আমলে তথা ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে একটা চেতনা জেগেছে যে এই সরকার যদি আরও ক্ষমতায় থাকে তাহলে এই করের বোঝার আর লাঘব হবে না। তখনই তারা লড়াই করেছে ঐ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য। ঐ সরকার সাধারণ মানুষের উপর থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের দাম তো কমাননি বরং তার মূল্যমান বৃদ্ধি করে আরও অত্যাচারের পরিসীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমনকি জরুরী অবস্থার সময়েও গণতন্ত্রপ্রিয় ভারতবর্ষের মানুষের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হয়েছিল। যারজন্য ঐ ইন্দিরা গান্ধীর আমলে সারা ভারত-বর্ষের সাথে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও গর্জে উঠেছিল। শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষগুলির সেই আন্দোলনকে শাসকগোষ্ঠী রুখতে পারেনি। কংগ্রেসের পরিবর্তে ঐস্থানে এসেছে জনতা সরকার। আমাদের অনেক আশা ছিল ঐ জনতা সরকারের উপর যে তারা কংগ্রেস সরকারের বর্ধিত মূল্যমান কমাবেন। তাদের অনেক প্রতিশ্রুতিও ছিল যে উনারা জিনিষপত্রের দাম কমাবেন, বেকারত্ব দূর করবেন, যাতে সাধারণ মানুষ হাফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের রাজত্বকালে কিছুই তারা

করেন নি। বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংজী তৎকালীন জনতা সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি যে বাজেট পেশ করেছেন, অতীতে ভারতবর্ষে যে ধরনের বাজেট পেশ করা হত, তার কোনটার মধ্যেও এত কর চাপানো ছিল না, তাতে ৬১০ কোটি টাকার মত ইনডাইরেক্ট ট্যাকস চাপিয়ে দিলেন, যেটা নাকি সাধারণ কৃষকদের বহন করতে হবে। তারপর জনতা সরকার যাবার পর, সেই চরণ সিং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম একটার পর একটা উর্ধমুখী হতে লাগল যা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এর মধ্যেই দেখেছি তিনি পেট্রল, কেরোসিন, ডিজেল ইত্যাদির দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন, যেগুলির বেশীর ভাগই সাধারণ মানুষকে বহন করতে হবে। সব মিলিয়ে তিনি প্রায় ১৩৩৪ শত কোটি টাকার ট্যাকস সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এখানে বলেছেন যে---হিসাব করলে দেখা যাবে এই এক বৎসর বা দেড় বৎসরে সাধারণ মানুষকে মাথাপিছু প্রায় ১৪ টাকার মতন বেশী দিতে হয়েছে। যেটা সারা ভারতবর্ষের মত ত্রিপুরার মানুষকেও বেশী দিতে হয়েছে। এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বলা যেতে পারে যে, সমস্ত ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের যে ধরনের সমস্যা সেখানে ত্রিপুরার সমস্যা একটু ভিন্ন ধরনের। কারণ অন্যান্য রাজ্যে এরই মধ্যে নানা ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে, যেখানে সাধারণ মানুষের কিছুটা আয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক। এখানে কৃষকের সংখ্যা সবচাইতে বেশী। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপাত্রের কোন কিছুই এখানে উৎপাদন হয় না, সব কিছুর জন্য বাহিরের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই অবস্থায় এখানে যদি পেট্রল, ডিজেল, বা পরিবহনের অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম বাড়ে, তার চাপ এসে পড়বে সাধারণ মানুষের উপর। কারণ বাইরে থেকে যেহেতু আমাদের সবকিছুই আনতে হয়, সেহেতু পরিবহনের দামটাও সেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সংগে যোগ হবে, যার ফলে মূল্যমানের মাত্রা সারা ভারতবর্ষে যা থাকে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটা আরও বেড়ে যাবে পরিবহনের অপ্রতুলতার জন্য। যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তথা কাপড়চোপড় ইত্যাদি এ রাজ্যের মানুষকে একটু বেশী দামেই কিনতে হচ্ছে। অপরদিকে মানুষের আয়ের রাস্তাটা যদি সুগম হত বিশেষ কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু তাতো বাড়েনি। বেড়েছে মূল্যসূচী, আয়ের সূচী বাড়েনি। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষকে যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে। এই প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরাকে কেন্দ্রের উপরেই অধিক নির্ভরশীল হতে হয়। সেখানে যদি জিনিষপত্রের দাম এই হারে বাড়তে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষকে অশেষ দুঃখ ভোগ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই এবং দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছেও। কাজেই আজকে হাউসে যে প্রস্তাব এসেছে, এটা আমি মনে করি অত্যন্ত সময়োচিত প্রস্তাব এবং ১৮।১৯ মাসে এই বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টিভংগী আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে কিছু পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু এই সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমিত। সাধারণ মানুষকে যদি স্বল্পমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করতে হয়, তাহলে সরকারকে ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলতে হবে। জিনিষপত্র এনে

এখানে মজুত করতে হবে। একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের বাফার ষ্টক গড়ে তোলা এবং অপরদিকে সস্তায় ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সাধারণ মানুষের নিকট পৌছে দেওয়া। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষের নিকট যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পৌছে দেওয়া যায়, তাহলে আমি মনে করি সাধারণ মানুষের দুঃখ ভোগের কিছুটা লাঘব হবে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটিকে সমর্থন করছি এবং আশা করছি হাউসের মাননীয় সদস্যরাও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এর আগেও এই বিধানসভা থেকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়েছে এবং আবারও আমরা বিধান সভার তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করছি যাতে অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য প্রয়োজনীয় মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রী তপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে পুরোপুরি সমর্থন করছি। আমরা দেখেছি গত ১৭ই আগষ্ট ভারতবর্ষের রাজনীতি অন্যদিকে মোর নিয়ে কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এহেন একটা সরকার পেট্রল, ডিজেল এবং কেরোসিনের দাম বাড়িয়েছেন। কেরোসিনের দাম বাড়িয়েছেন ১৭ পয়সা করে এবং যে মুহূর্ত্তে দেখাগেল যে তার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, সেই মুহূর্ত্তে সমুদ্রে বালির বাঁধ ভাংগার মত একটা ব্যবস্থা করলেন ৭ পয়সা কমিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, এতে কি করের বোঝা কমেছে? না কমেনি। যে বোঝা বিগত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেস চাপিয়ে দিয়ে এসেছেন সাধারণ মানুষের ঘাড়ে, তাদের আর করের বোঝা বহন করার ক্ষমতা নেই। আমরা দেখেছি বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন তৎকালীন জনতা সরকারের অর্থ-মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন, সেই চরণ সিংজী তাঁর বিখ্যাত বাজেট দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের উপকার করে ৬৬৫ কোটি টাকার ইনডাইরেকট ট্যাকস গরীব মেহনতী মানুষের উপর চাপিয়ে দিলেন, যে টাকাটা এখন সাধারণ মানুষের পকেট থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। ঠিক তার তিন মাস পরেই আবার সেই এসেনশিয়্যাল কমোডিটির কেরোসিন তৈল, ডিজেল ইত্যাদির উপর নূতন করে দাম বাড়লো। যার জন্য সরা ভাতরবর্ষের মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি হলো কিন্তু সেটা আমাদের ত্রিপুরার জনগণের পক্ষে একদম উচিত হয় নি। সেটা আনা হয়েছে বলেই আমরা মনে করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছেন। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে শুধু এই বিধান সভার প্রস্তাব পাশ করা নয়, তার জন্য আন্দোলন করতে হবে বলে আমি মনে করি। আমরা দেখেছি গত বাজেটে অর্থাৎ মার্চ্চ মাসে যে বাজেট হয়েছে সেই বাজেটে পেট্রোলে প্রতি লিটার ৫০ পয়সা

করে বাড়ানো হয়েছে, ডিজেলে ১০ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে এবং কেরোসিন তেলে ১০ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে। শুধু কেরোসিন, ডিজেলের প্রশ্ন নয় আজকে সেখানে আরও অন্যান্য জিনিস রয়েছে যেমন চিনি, যে চিনি লেভি কোটা উৎপাদন হিসাবে গভর্ণমেন্টের ঘরে আসত এবং সেটা বাফার ষ্টক হিসাবে রাখা হত এবং পরে সেটা রেশন-সপের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পেঁৗছে দেওয়া হতো। সেই সমস্ত নিয়ম তুলে দেওয়া হলো কারণ যারা মজুতদার, মুনাফাখোর এবং জোতদার আছেন তাদের সুবিধার জন্য। পূজার মরশুমে চিনির দাম বেড়ে যাচ্ছে। এই মরশুমে চিনির দাম যে কোথায় যাবে তা বলা মুস্কিল। এই চিনির যদি ওখানে কোন ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে চিনির দাম বেধে রাখা যাবে না। আমরা যখন চিনি লেভি কোটা হিসাবে আদায় করি তখন সেটা সরকারের বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে থাকত। সেই চিনির মূল্য প্রতি কে. জি সরকারী রেশন সপের মাধ্যমে ধার্য্য করা হয়েছিল দু টাকা ৩০ পয়সা করে। কিন্তু সে ব্যবস্থাতো তাঁরা করবেন না, চিনির বাফার ষ্টক করবেন না এবং জন-সাধারণের কাছে পেঁৗছানোর ব্যবস্থা করবেন না। সেখানে তাঁরা বির্ধারণ করবেন দুটাকা ৯০ পয়সা থেকে তিন টাকার মধ্যে। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আজকে প্রত্যেকটা মানুষকে ৬০।৭০ পয়সা বেশী দিতে হবে এবং যেহেতু বন্টনের প্রশ্ন এসেছে আজকে তার জন্য এটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হবে এবং আমাদের ত্রিপুরায় যদি রেশন সপের মাধ্যমে চিনি দেওয়া না হয় তা হলে গ্রামে গঞ্জে সেই চিনি ৫ টাকা, ৬ টাকা হতে পারে। আমরা জানি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমলে চিনি ১০ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। কেন্দ্রে যে সরকারই থাকুক জিনিষ-পত্রের দাম যাতে না বাড়ে তার জন্য আমরা চেষ্টা করবো এবং বিধানসভার পক্ষে যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে তার জন্য আন্দোলন করতে হবে। শুধু চিনি নয়, ফুড ফর ওয়ার্ক প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পূজা আসছে গ্রামের মানুষ একটা নূতন কাপড় পর্য্যন্ত কিনতে পারবে না, আমাদের মা, বোনরা নূতন কাপড় পড়তে পারবে না। আমাদের সর-কার একটা সামান্যতম ব্যবস্থা করেছেন। সেই ব্যবস্থাটা হলো কিছু শাড়ি-কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছেন। ফুড করর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া যে চাউল সাপ্লাই দেওয়ার কথা বলেছিলেন সেটা তারা দিচ্ছেন না। তার ফল ভোগ করতে হয়েছে আমাদের সাধারণ মানুষকে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আজকে যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। আমি মনে করি এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে এটা নিয়ে আমরা চাপ সৃষ্টি করবো---এই বাজেটের বিরুদ্ধে এখন যে কেয়ার-টেকার মিনিষ্টার আছেন তাঁর কাছে, জিনিষ-পত্রের দাম কমানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে এই প্রস্তাবের মধ্যে শুধু চিনি, কেরোসিন তৈল নয় অন্যান্য জিনিষপত্র লবণ, চাল, ডাল, কাপড়, ঔষধপত্র, কয়লা এবং কাগজ ইত্যাদির কথা এখানে বলা হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেকটা জিনিষ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগে, সেহেতু এই প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি এবং প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে হাউসে গ্রহণ করা হোক, এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

এছাড়া আমাদের বিকল্প কোন পথ নেই। বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা করার কোন ব্যবস্থা ত্রিপুরাতে নাই। কাজেই আজকে ডিজেল, কেরোসিন তেল প্রভৃতি জিনিষের দাম বাড়ার সাথে সাথে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য সঙ্গে বহির্ভারতের সঙ্গে এমনকি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ এতটা ক্ষীন যারফলে সমস্ত জিনিষের দাম এখানে বেশী। ভারতের অন্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় এই ত্রিপুরা রাজ্যের জিনিষের দাম অনেক বেশী এবং অস্বাভাবিক। এটা হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি। কাজেই এই পরিস্থিতির শুধু মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে সমাধান করতে পারবেনা। তারজন্য মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে এবং আমিও মনে করি রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এবং আমরাও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সরকারের মধ্যমে অনুরোধ করব, যে পর্যান্ত পরিমাণে ভর্তুকী দিয়ে সমস্ত জিনিষের ন্যায্য মূল্যে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রী করার ব্যবস্থা করে দিতে, আর একটা জিনিষ বলতে চাই এখানে ভারতবর্ষে ১৯৭৮ ইংরাজী থেকে যদি আমরা দেখি, ৭৮ ইংরাজীতে বকেয়া আয়কর যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ৬৩৩.৫৬ কোটি নতুন বকেয়া যেটা হচ্ছে ৩৫৬.৩৪ কোটি। মোট হচ্ছে ৯৮১.৮৭ কোটি টাকা। যেটা আয়কর আমাদের সরকার আদায় করছেন না। অথচ এই টাকাটা যদি আদায় করা হয়, তাহলে এই টাকাটা দিয়ে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের এবং অন্যান্য যে সব পশ্চাৎপদ অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলগুলিকে আরও বেশী করে কেন্দ্র সাহায্য করতে আরে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি, বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটা আদায় করার কোন ইচ্ছা যেমন ইন্দিরা সরকারের ছিল না, তেমনি আজকে জনতা সরকারেরও নাই। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু তথ্য দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে ১৯৭৫-৭৬ সালে আয়কর মুকুর করে দিলেন ইন্দিরা গান্ধী, ৫.৩২ কোটি টাকা এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে ১০.৩ কোটি টাকা। আর জনতা সরকার ১৯৭৭-৭৮ সালের আয় কর মুকুর করে দিলেন ১১.৮১ কোটি টাকা। একটা কথা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে আমাদের যারা দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বাস করে, তাদের জন্য আমরা কিছু করতে পারি না। আর যারা হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করছেন, তাদের আয় কর বকেয়া আছে। সে টাকাটা আমরা আদায় করছি না। কি অস্বাভাবিক একটা অবস্থা। সেটা পর পর মুকুব করা হচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী মুকুব করেছেন, জনতা সরকার মুকুব করছেন। সেটা আদায় করার কোন ইচ্ছা তাদের নাই। এর দ্বারাই বুঝা যায় যে তাঁরা গরীব মানুষের কোন উপকার করতে চান না। অথচ সমস্ত জিনিষটাই হচ্ছে গরীব মানুষের পকেট কাটা। ঘাটতি যে ৬০ কোটি টাকা সেটাকে ওরা কিভাবে গরীব মানুষের পকেট কেটে আদায় করবে, তার জন্য সমস্ত রকম চক্রান্ত ও ব্যবস্থা হচ্ছে। অথচ ভারতের যে ৯৮১.৮৭ কোটি টাকা আছে, সেটা বকেয়া আয়কর, সেটা আদায় করার কোন চেষ্টাই নাই। অথচ সেটা যদি আদায় করা যেত তাহলে আমি বলি কি পুরার সাধারণ গরীব মানুষের যেটা পকেট কাটা হচ্ছে, সেটাও না রিকেট

অনেক কাজ করা যেত। এ ব্যাপারে আমি আরও দুএকটা কথা বলব। আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছর এই ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস শাসন করেছে। অথচ আমরা ত্রিপুরার বিশেষ কোন অগ্রগতি দেখিনি। বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এলেন তখন দেখা গেল গ্রামে গ্রামে অনেক স্কুল আছে, কিন্তু স্কুল ঘর নাই, বেঞ্চ নাই, ছাত্র নাই অথচ মাষ্টার আছেন এবং তিনি মাসে মাসে/বেতনও পাচ্ছেন। তাই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে জনসাধারণের সুবিধা হয় তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক দিয়ে উপযুক্ত শিক্ষার একটা পরিবেশ তৈরী করেছেন। এর দ্বারাই বুঝা যায় অতীতের ৩০ বছরের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে তাঁর বাস্তবভিত্তিক কর্মপ্রচেষ্টার যে চেষ্টা তা তুলনা বিহীন। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত যেসব শিশুরা স্কুলে আসে, তারা সবাই পেট ভরে খেয়ে আসতে পারে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস হচ্ছে যে শতকরা ৮২ পারসেন্ট হচ্ছে গরীব। কাজেই এই গরীব মানুষের পক্ষে রোজ পেট ভরে খেয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই আমার বামফ্রন্ট সরকার সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কি করে তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বুভুক্ষ শিশুদের অন্ততঃ দুপুরে কিছুটা টিফিন করানো যায়। এইভাবে একটা একটা করে যদি দৃষ্টান্ত দেখাই, তাহলে দেখা যাবে ত্রিপুরার এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য যে সব কাজ করছেন, ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্য তা দেখাতে পারবে না। আমাদের এখানে শিক্ষাকে আমরা দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক করেছি। কিন্তু ভারতের আর কোথাও তা করা হয়নি। কাজেই আমি এখানে বলছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সরকার, সেই সরকারের পক্ষে তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে এর বেশী করা সম্ভব নয়। যেমন এখানে কতগুলি জিনিষ আছে কয়লা, কেরোসিন, সরিষার তৈল, লবন, চাল, ডাল, চিনি, কাপড়, ঔষধপত্র, কাগজ এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পক্ষে ন্যায্যমূল্যে দেওয়া সম্ভব নয়। যদি কেন্দ্রীয় সরকার তার সঙ্গে বিশেষ ভর্তুকি ব্যবস্থা করেন এবং সমস্ত দ্রব্যাদি যাতে সুষ্ঠরূপে ত্রিপুরার জনগণের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করেন, তার দাবী রেখে, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। কয়লা, কেরোসিন, সরিষার তৈল, লবণ, চাল, ডাল, চিনি, কাপড়, ঔষধপত্র, কাগজ এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ভর্তুকি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রেশনের দোকানের মাধ্যমে বিলি বন্টন ব্যবস্থা করেন, তার জন্য রাজ্য সরকার যেন চাপ সৃষ্টি করেন প্রস্তাবের বয়ানে তাই আছে। কারণ আগরতলার বাজারে যখন সরিষার তৈলএর দাম আমি দেখেছিলাম সাড়ে দশ টাকা, ঠিক তার পরেই আমি ধর্মনগর বাজারে দেখেছি তার দাম সাড়ে এগারো টাকা। শুধু সরিষার তৈলই নয়, বিভিন্ন জিনিষের দামও বাড়তির

মুখে। সেই দাম বাড়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের কথা উল্লেখ করেন। তারা বলেন রেলের কথা, ওয়াগণের কথা এবং সেই সঙ্গে তারা আরও বলেন যে" যেখানে বেশী দামে জিনিষপত্র আমাদেরকে কিনে আনতে হচ্ছে, সেখানে ব্যবসার খাতিরে এই দামটা আমাদেরকে বেশী নিতে হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখি অন্য রাজ্যে যেখান থেকে জিনিষগুলি আসছে অথবা যেখানে জিনিষগুলির উৎপাদন হচ্ছে, সেখানে জিনিষের দাম ত্রিপুরায়, পূর্বাঞ্চাল বিভিন্ন রাজ্যে সে জিনিষ সে মূল্যে পাওয়া যায় না। কারণ সেখানে জিনিষের যা দাম, সেখান থেকে এখানে জিনিষ আনা নেওয়ার খরচ অনেক বেশী পড়ে। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যদি কিছুটা ভতুকি দিত তাহলে দামের উর্দ্ধগতি রোধ করা যেত. কিন্তু বর্তমান সরকার তা করছে না। শুধ জনতা সরকার কেন, জনতা সরকারেরও আগে যখন কংগ্রেস ভারতবর্ষে বর্তমান ছিল, সেই কংগ্রেস শাসনের মধ্যে বেশ কয়েক বৎসর যে ইন্দিরার শাসন ছিল এই জিনিষটাই আমরা লক্ষ্য করেছি। যে মানুষের উপর, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়ছে। সমস্ত বাজারে জিনিষপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিষের দামও মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। যারা কেন্দ্রে আছেন তারা কখনও সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করেন নি, গরীব মানুষের কথা বিবেচনা করেন নি এবং কোথাও তাদের স্বার্থ রক্ষিত হওয়া উচিত সেটা জেনেও বড় বড় পুঁজিপতিদের ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ কংগ্রেস সরকার তথা ইন্দিরা গান্ধির আমলে তাদের মুদ্রার অংক যাতে স্ফীত হয়ে উঠতে পারে তার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল। জনতা সরকারের আমলেও আমরা তাই দেখেছিলাম। অবশ্য এসব করার পিছনে কারণও ছিল। ওদের কাছ থেকে টাকা না পেলে ইলেকশান হবে না। নির্বাচনে যে ব্যয় বহন করতে হবে তার জন্য বড় বড় ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের কাছ থেকে টাকা পেতে হবে। সুতরাং ওদের পুঁজি নিয়ে তারা ইলেকশান করছে আর তার ফলে গরীব মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝা দিন দিন বাড়ছে। গত ৩১-৩২ বছরের মধ্যে তাই দেখলাম জনসাধারণের মাথার উপরে ট্যাক্সের বোঝা এসে পড়ছে। সাধারণ মানুষ এর স্বীকার হয়েছেন। মানুষ যে অবস্থায় ছিল তার থেকে অর্থনৈতিক চরম সংকটে এসে উপনীত হয়েছে। মানুষ যখন সেই চরম অবস্থায় এসে তার প্রতিকার দাবি করল তখনই ওদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন আসল। সেই ভাঙ্গনের জন্য আমরা কংগ্রেসের ভাঙ্গন, জনতার ভাঙ্গন ও অন্যান্য দলের ভাঙ্গন দেখতে পেলাম। এই হচ্ছে বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনীতি। কিন্তু যে জনসাধারণ বহু জিনিষ উৎপাদন করে সেই জনসাধারণকে সেগুলি কম দামে বিক্রী করতে হয়। আবার যারা সেগুলি মজুত করেন তাদের কাছ থেকে, ঐ মজুতদারের কাছ থেকে তাদেরকে বেশী দাম দিয়ে কিনতে হয়। তখন অনেক কৃষকদের তা কেনার ক্ষমতা থাকে না। বর্তমানে এই অবস্থা আমাদের

ভারতবর্ষে চলছে। এই অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবে শুধুমাত্র ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। জনতা সরকার ট্যাক্সের যে বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন তাতে দ্রব্য মূল্য ১২ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে। এতে এই জিনিষটা দেখা গেল যে কোন কোন পুঁজিপতি ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে, আবার কেউ কেউ জনতার পক্ষে। কাকে কোন দলে টেনে আনা যায়, সেইজন্য তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এই অবস্থাটা বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষে লক্ষ্য করে চলেছি। এই করে তারা তাদের একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করছেন। তারা কখনও জনতার পক্ষে কখনও কখনও ইন্দিরার পক্ষে। জনসাধারণ তাদের এ কথা জানেন বলে আজ তারা কি করবেন ঠিক করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী ভয় দেখাবার পথ বেছে নিয়ে গরীব জনসাধারণের উপর চরম আক্রমণ হেনেছিলেন। মানুষকে হস্তগত করে রাখার তিনি একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। জনতার আমলে আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের মধ্যে আর. এস. এস. প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু জিনিষপত্রের দামের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্য নেই। তাদের সেই সাম্প্রদায়িকতাকে বেচে নিয়েছে কিছু সংখ্যক সাম্প্রদায়িক দল। যেমন আমরা বাঙালি উপজাতি যুব সমিতি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল। ওদের জন্য কাপড়ের দাম, কেরোসিনের দাম, লবণের দাম প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ-পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। তাই তারা আজ ওদেরকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। সেই ঝেড়ে ফেলা দল হচ্ছে আমরা বাঙালী ও অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক দল, যারা গত নির্বাচনে হেরে গিয়েছিল পুরোপুরিভাবে। উপজাতি যুব সমিতি কিভাবে কথায় কথায় মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন তা আমরা সর্বদা দেখতে পাচ্ছি। আবার তারা কোথাও কোথাও মানুষের উপর আক্রমণ হানছেন। তাদের সেই আক্রমণের কথা আমরা ভুলতে পারি না। সাধারণ মানুষ যদি ভাবেন যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করছি অতএব ত্রিপুরা সরকার আমাদের জিনিষপত্রের দাম কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম কমানো প্রয়োজন বলে কারা চিৎকার দিচ্ছেন আর কারা দাম বাড়াচ্ছেন সেটা সাধারণ মানুষের ধারণায় থাকা প্রয়োজন। শুধু বামফ্রন্টের আমলে দাম বাড়ছে? বামফ্রন্টের কতটুকুইবা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে? কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ট্যাক্সের হার জনসাধারণের মাথার উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন তাতে জনসাধারণ জিনিষপত্র চড়া দাম দিয়ে কিনে দিন দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় ধনিক শ্রেণী ও মহাজন কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে সে কাজ করে যাচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে জিনিষপত্রের দাম কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা কোন রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে নেই, ক্ষমতায় নেই। রাজ্য সরকার অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন যদি রাজ্য সরকার জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি হন, তারা যদি গরীব-মেহনতি মানুষের স্বার্থে খাটেন। বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের পথে চলবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাধারণ মানুষের দাবী দাওয়া তাই তারা তুলে ধরতে চান। বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় যেটুকু আছে সেটুকু করবেন। কিন্তু দাম কমিয়ে দেওয়া তাদের ক্ষমতায় নেই। বামফ্রন্ট সরকার পারেন কেন্দ্রীয়

সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে, সাধারণ মানুষের হাতে হাত মিলিয়ে। প্রয়োজনীয় মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য অনেক সময় আমাদের জিনিষ আসে না। ওয়াগনের অভাব, রেলের রাস্তা নেই ত্রিপুরাতে, বাহিরের জিনিষ আসছে না। ইদানিং কালে জানি কিছু আসছে। নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ গুনি আছে, কিন্তু আসছে না ওয়াগণের অভাবে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সত্বর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জন সাধারণের মেনডেট নিয়ে, জনসাধারণের প্রতি-নিধিত্ব করছেন এক একটি রাজ্য সরকার। যেমন পশ্চিমবঙ্গে তেমনি আমাদের ত্রিপুরায়। ত্রিপুরায় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছেন বামফ্রন্ট সরকার। সুতরাং এখানকার জনসাধারণের কাছে স্বল্প মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের আয় থেকে অর্থ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তুলেন। অথচ বিভিন্ন রাজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য সরকারগুলির হাতে দিচ্ছেন না। আমা-দের ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণের উন্নতির জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সে পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট থেকে ত্রিপুরা সরকার পাননি। অথচ ত্রিপুরার আয়ও খুবই নগণ্য। সুতরাং ত্রিপুরার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ত্রিপুরা সরকারের হাতে নেই। আজকে ত্রিপুরার জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আমি এই জন্যই এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করছি যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর উপর চাপ সৃষ্টি করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার---মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায়---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এই সভায় এনেছেন আমি তা পূর্ণ সমর্থন করছি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি যে শুধু ত্রিপুরায় হচ্ছে তা নয়, সারা ভারতবর্ষেই আজ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। তবে ত্রিপুরার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। ত্রিপুরা ভারতের এমন এক স্থানে অবস্থিত যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ত্রিপুরার জন্য মালপত্র রেল করে ধর্ম্মনগর পর্যন্ত আনা হয়। সেখান থেকে ট্রাক করে ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে পরিবহনের দরুন এখানে স্বভাবতঃ জিনিসপত্রের দাম বেশী হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা কংগ্রেসের রাজত্বে যা দেখেছিলাম জনতা সরকারের রাজত্বেও তা দেখছি এবং বর্তমান তাবেদার সরকারের আমলেও আমরা সেই একই জিনিস লক্ষ্য করছি। তাবেদার এসেই কেরোসিনের মত, পেট্রোলিয়ামের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসিয়ে দেন। পেট্রোল এবং ডিজেল এর দাম বৃদ্ধির ফলে গাড়ীর মালিকরা গাড়ী ভাড়া বাড়িয়ে দেন। পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে ব্যবসায়ীরা

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে জনসাধারণের নিকট হতে সেই বাড়তি ভাড়া আদায় করে নেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বলুন, জনতা সরকার বলুন এরা সকলেই ধনী পুঁজিপতিদের সরকার। সুতরাং ধনী পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁরা কাজ করছেন—তারা দেশের গরীব মেহনতী মানুষের উপর করের বোঝা চাপিয়ে তাদের ধনী বন্ধুদের খুশী করছেন—দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কিছুই করছেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশে চাল, গম ইত্যাদির মত খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানীর কথা চিন্তা করছে অথচ এই দেশেই ত্রিপুরার মত রাজ্যে খাদ্যের নিদারুণ অভাব রয়েছে। আজকে শুধু চাল ডাল, সাঁরষার তেল, কেরোসিন তৈল, সাবান, ডিজেল পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যাদি, কাগজ, কলম, কালি ইত্যাদির মত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরও অভাব রয়েছে। আজকে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা তাদের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম, কালি এবং বই ইত্যাদির অভাবে লেখাপড়া ঠিকভাবে করতে পারছে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের এই যে এত অভাব এবং মূল্য যে এত হুঁ হুঁ করে বাড়ছে তার কারণ কি? এর প্রধান কারণ হল আমাদের ভারতবর্ষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র ১৭টি উৎপাদক সংস্থা। আর এই সকল উৎপাদিত দ্রব্যাদিরে বিলি বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করছে ২৫০টি পাইকারী প্রতিষ্ঠান। এই সকল ১৭টি মিলের মালিক ২৫০টি পাইকারী সংস্থা একচেটিয়া ব্যাবসা করছে। তারা তাদের ইচ্ছামত নিত্য প্রয়োজনীর জিনিসপত্রের মূল্য বাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশের গরীব মেহনতী মানুষের কথা মোটেই ভাবছে না। আর কেন্দ্রের কংগ্রেস, জনতা এবং বর্তমানে তাবেদার সরকার ঐ সকল উৎপাদক ও পাইকারদের সহায়তা করছে। তাদের উপর থেকে কর রেহাই দিচ্ছে আর দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এদিকে আমাদের কৃষক এবং পাট চাষীরা দারুনভাবে মার খাচ্ছে। তাদের উৎপাদিত ধান, পাট ইত্যাদি তাহারা ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারছে না। ফলে তাহারা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমোদের ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। তাহাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাদি যাতে ভর্তুকী দিয়ে বিলি করা যায় এবং ত্রিপুরায় যাতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলা যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

ত্রিপুরার জন্য যে অর্থ আমরা কেন্দ্রের কাছে চেয়েছিলাম, সেই অর্থ আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে পাইনি। কাজেই সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিস, সেগুলি যাতে তাদের হাতে ন্যার্য্য মূল্যে পৌঁছানো যায়, সেজন্য কেন্দ্রকে আমাদের এই কথাগুলি বলতে হবে। আর তা করতে হলে এখানে একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং এই মজুত ভাণ্ডার থেকে যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র যাতে সাধারণ মানুষের কাছে ন্যায্য মূল্যে পৌঁছানো যায়, তার ব্যবস্থা করতে পারলেই, আজকে মানুষের উপর মূল্য বৃদ্ধির যে খাড়া ঝুলছে, তার থেকে তাদেরকে রেহাই দেওয়া সম্ভব হবে বা তাদেরকে সেটার থেকে রক্ষা করা যাবে। সে দিক থেকে যে প্রস্তাব আজকে আমাদের সামনে এসেছে, যে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করা হউক, এটা শুধু বিধানসভার মধ্যেই নয়, বিধানসভার বাইরে যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আছে, তাদেরকেও এই দাবীর সঙ্গে সহমত পোষণ করতে হবে। কেননা, আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এই প্রস্তাব সম্পর্কে অনেক চীৎকার করেছেন এবং তাদের এই চীৎকারের পেছনে একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে, যার স্বরূপটা তাঁরা এখানে তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ইচ্ছাকৃত ভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে, এই কথাটাই তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে বলবার জন্য একটা চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই আমাদের উপর আজকে মস্ত বড় একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে, তা কেন বাড়ছে, সে সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরার মানুষদের সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের কাছে গিয়ে আমাদের বলতে হবে যে কেন্দ্র নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বাড়াচ্ছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি, তারা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা লুঠার সমস্ত রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে, যারফলে এখন জিনিস পত্রের দাম বেড়ে চলেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির ফলে আমাদের সমস্যার কোন সমাধান হতে পারেনা, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারেকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। সেই কারণে আজকে আমাদের কেন্দ্রর উপর বেশী করে চাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই চাপ এমন ভাবে সৃষ্টি করতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাতে বাধ্য হয় এবং জনসাধারণের কাছে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপন্য যাতে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর বৃদ্ধি জনিত কারণে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে যে একটা প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন, তাকে এই সভার সকল সদস্যই সমর্থন করবেন বলে আমার বিশ্বাস আছে। আমি নিজে এবং আমাদের সরকার উদ্‌বেগের সহিত লক্ষ্য করছি যে কয়লা, কেরোসিন, সরিষার তৈল, লবণ, চাল, ডাল, চিনি, কাপড়, ঔষধপত্র, কাগজ এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যাদির দাম ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এগুলির দাম এমন বাড়া বেড়েছে যে এগুলি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এতে আমি নিজেও উদ্‌বিগ্ন, আমাদের সরকারও খুবই উদ্‌বিগ্ন। এই সমস্ত জিনিসের দাম যাতে কমানো যায় এবং এগুলির মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা যায় এবং সেই দামে যাতে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে

দেওয়া যায়, সে দিক থেকে আমাদের তরফ থেকে যতদূর সম্ভব প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব, তা আমরা চালিয়ে যাব। এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় মনে আছে যে জনতা সরকারের শেষের দিকে, গতবারে এ্যাসেন্সিয়েল কমোডিটীজ যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, জনসাধারণ যাতে সেগুলি ন্যায্যমূল্যে পেতে পারে, তারজন্য দিল্লীতে একটা আলাপ আলোচনা হয়েছিল এবং সেই আলাপ আলোচনায় আমাদের সরকারের তরফ থেকে আমি নিজে এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছিলাম। তখন আমি একথা বলেছিলাম যে এইসব জিনিসগুলি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের অর্থাৎ ত্রিপুরা সরকারের এবং তারজন্য যে মেসিনারীর দরকার সেটা আমরা নিজেরাই তৈরী করব, আমরা প্রায় অনেক জায়গাতে এটা তৈরীও করেছিলাম। কিন্তু সেটা সম্ভব তখনই যখন এই সমস্ত জিনিসগুলি ত্রিপুরাতে এসে পেঁছবে। অর্থাৎ কেন্দ্র যদি তার নিজস্ব ভুমিকা ঠিকভাবে পালন না করতে পারে, তাহলে তাদের যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকলেও তারা তাদের কর্তব্য ঠিক মত পালন করতে পারবেন না। এটা কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে তো মোটেই সম্ভব নয়। কারণ এসব জিনিস আমরা উৎপাদন করি না। কাজেই এটা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। একটা জিনিস আমাদের অনেক সদস্যই তাদের বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেছে। আমি নিজেও এটাকে আবার এখানে উল্লেখ করতে চাই, কারণ জিনিস পত্রের দাম নির্ধারন করাটা বেশীর ভাগই নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কারণ তারাই এই সমস্ত জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। এখানে যে সব জিনিসের কথা বলা হয়েছে, যেমন ধরুন লবণ, লবণ আমাদের ত্রিপুরাতে উৎপাদন হয় না, লবণের জন্য কোটা ঠিক করবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেই লবণ আনার জন্য যে রেল-ওয়াগণের দরকার, সেটাও ঠিক করে দেবেন কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তর। কাজেই এই সব ঠিক ঠিক ভাবে করলে পর ত্রিপুরাতে লবণ আসতে পারে এবং তারপরই আমরা লবণ পেতে পারি। আর অন্যান্য জিনিসের কথা যেগুলি বল্লেন, যেমন কয়লা, কেরোসিন সরিষার তৈল, কাপড়-চোপড়, চিনি, ঔষধপত্র, কাগজ, পেট্রোল জাত দ্রব্যাদি, সেগুলির কোনটিই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদন হয় না অথবা যে রাজ্যে উৎপাদন হয়, সেই রাজ্যের রাজ্য সরকার তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সেটা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কাজেই এই সমস্ত জিনিষপত্রের দাম কমানো বা মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা সবই নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। তাই কেন্দ্রের কাছেই আমাদের এই সবের জন্য সব সময়ে আবেদন করতে হবে। সেদিক থেকে আমি অথবা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখনই দিল্লীতে যাই, তখনই বিভিন্ন দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রীদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করি তাদের সংগে এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করি। আমরা তাদেরকে জানাই যে আমাদের যে চাহিদা সেটা তোমরা আমাদেরকে দাও, তারা সেইভাবে প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু শত প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে, যে পরিমাণ, যে ভাবে যত দ্রুত

পাওয়া দরকার, সেগুলি আর হয়ে উঠছে না। কাজেই এর জন্য আমি মাননীয় সদস্যের সংগে সম্পূর্ণ একমত এবং ত্রিপুরা সরকার এবং খাদ্য দপ্তরের প্রতিনিধি হিসাবে আমিও এই কথা বলব যে কেন্দ্রকে আমরা এই ব্যাপারে অনুরোধ আগেও করেছি, এখনও অনুরোধ করব। কেন জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে সেই আলোচনায় আমি যাব না। সেই আলোচনা করতে গেলে এটা খুব পরিষ্কার যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে একটার পর একটা বাজেট হয়েছে। এবং তার সবগুলিই ছিল ডেফিসিট ফিনানসিং যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি হবে। এবং এই ডেফিসিট ফিনানসিংই এই মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তার সঙ্গে এই যে সরকার চলছে কেন্দ্রে---সেই কেন্দ্রীয় সরকারের যে অর্থনীতি সেই পলিসির মধ্যে আমরা দেখছি যে বড় বড় শিল্প ওরা যাতে নিরংকুশ মুনাফা লুঠতে পারে ঠিক সেই ভাবেই ভারতবর্ষের বাজেট তৈরী হত। এবং জিনিষ পত্রের মূল্য সেই ভাবে নির্ধারিত হত---এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এই জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি। এবং এর ফলে দেশের সব চেয়ে গরীব অংশের মানুষেরাই আঘাত পায় সব চেয়ে বেশী এটাই আমরা দেখছি। এবং আমরা দেখছি যে ত্রিপুরাতেও এই জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনের সময় না আসার পিছনে যে কারণ সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থা দুর্বল। ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগরের কয়েক কিলোমিটার জায়গা বাদ দিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের সংগে কোন রেল যোগাযোগ তৈরী হয় নাই। এবং যাও আছে সেটা হচ্ছে মিটার গেজ তার ক্যাপাসিটি খুবই কম। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপার জানা থাকা সত্বে, এই ব্যাপারে ঠিক ঠিক ভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিয়ে আমাদের উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়। আপনারা জানেন যে আমাদের ত্রিপুরার জন্য কোটা স্থির করা থাকে---আমরা আমাদের কোটা হয়ত পেলাম কিন্তু সেটা ত্রিপুরাতে এসে পৌছাবে কি না সেই নিয়ে আমাদের উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়। এবং মাঝে মাঝে আমাদের সর্টেজও হয়ে যায় সেটাও আমরা দেখছি। কিন্তু এই কথা ত্রিপুরাবাসীর জানা উচিত—জানা উচিত এই কারণে যে অনেকে হয়ত এই ধারনা নিয়ে থাকতে পারেন। কংগ্রেস রাজত্বে তারা ছিলেন বড় লোকের প্রতিনিধি কিন্তু আমরা বামফ্রন্ট সরকারতো গরীবের প্রতিনিধি বলে দাবী করি তাহলে কংগ্রেস সরকার, বা জনতা সরকারের সংগে এই বামফ্রন্ট সরকারের পার্থক্য কোথায়? এই কথা প্রচার করে সমাজের একটা অংশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু তাদের রাজনীতিই হচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষকে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে সারা ভারত ব্যাপী এই জিনিষের দাম বাড়ছে। তা সত্বেও অন্ততঃপক্ষে বামফ্রন্ট সরকার গত দেড় বছরের মধ্যে অনেক চেষ্টা করেছে—মাঝে মাঝে কিছু সর্টেজ হয়েছে। কিন্তু একেবারে পাওয়া যায় নাই এই অবস্থা বামফ্রন্টের আমলে সৃষ্টি হয় নাই এটাকে চালু রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল লবণ নিয়ে আমরা বেশী দাম দিয়ে লবণ কিনে নির্দ্ধারিত দরে অর্থাৎ ০-৫০ পয়সা দরে লবণ বিক্রী করেছি। এবং এখনও এই

বন্যা হওয়ার ফলে কয়েক লাখ টন লবণ শেষ হয়েছে। আমরা কিছু দিন আগে এক হাজার মেট্রিক টন লবণ বুক করেছি—আসতে হয়ত দেরী হবে। রেলওয়েতে বুক করলেই তৎক্ষনাৎ জিনিষ চলে আসে না। আসতে মাস খানেক সময় লাগে। কিন্তু লবণের অভাব হবে না। কলিকাতায় ওপেন মার্কেট থেকে বেশী দামে লবণ কিনে আমাদের এখানে মজুদ রাখা হয়েছে। লবণের সংকট হবে না। তারপর কেন্দ্রীয় জনতা সরকার চিনির উপর থেকে লেভী উঠিয়ে দিলেন। আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছিল যে এই চিনির উপর থেকে লেভী উঠিয়ে দিলে চিনির দাম বেড়ে যাবে। চিনি উৎপাদকদের হাতে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হবে চিনির দাম বেড়ে যাওয়া। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হল যে না এতে চিনির দাম কমে যাবে এবং এর ফলে কম্পিটিশান হবে, দাম কমে যাবে। কম্পিটিশান মার্কেটে ছেড়ে দেওয়া হল। আমাদের কম্পিটিশান মার্কেট ধনীক গোষ্ঠির হাতে যারা অল্প পুঁজির ব্যবসায়ী তারা সেই সব বড় বড় মালিকদের সংগে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। কাজেই চিনির নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে থাকা উচিত ছিল। এক বছর পর, আজকে কেন্দ্রে যাঁরা আছেন, আজকে তারাও এটা অনুভব করছেন যে চিনির উপর কন্ট্রোল থাকা উচিত। ইতিমধ্যে চিনির দাম টাঃ ২·৯০ থেকে বেড়ে টাঃ ৩·০০ হয়েছে কিন্তু লেভী উঠার আগে চিনির দাম ছিল টাঃ ২·৩০ আর এখন হয়েছে টাঃ ৩·০০। কাজেই জনগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি কোন একটা নিয়ম না করা হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবে এই আক্রমণ জনগণের উপর এসে পড়ে। কাজেই এই যে প্রস্তাব আমি এই প্রস্তাবের সংগে সম্পূর্ণ একমত হয়েও আমি এই কথা বলব যে—আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ ঠিক ঠিক ভাবে যাতে সরবরাহ করা হয় এবং যাতে নায্য মূল্যে ক্রেতা সাধারণের হাতে পৌঁছে এবং তার মূল্য মান যতটুকু সম্ভব স্থিতিশীল রাখা যায় আমরা তার জন্য সব কিছু করছি এবং করবও। কিন্তু আমি তাতেও বলেছি যে জিনিষের দাম ঠিক রাখা মূল্যমান স্থিথিশীল রাখা এবং সরবরাহ ঠিক-রাখা এটা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। এই কথাটা যেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ ভুলে না যান। তাহলে যেখান থেকে ত্রিপুরার মানুষের জিনিষ আদায় করা হবে সেই জায়গাতে দৃষ্টি না দিয়ে অন্য জায়গায় দৃষ্টি পড়বে। এবং তাতে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষেরই ক্ষতি হবে। আজকে ত্রিপুরার একটা অংশের লোক বলছেন—বিরোধী দলের উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকে বলতে চেয়েছিলেন যে এই প্রস্তাবের সংগে আমাদের দৃষ্টিভংগী আলাদা। আমি তাদের কোন কোন নেতাকে এই কথা বলতে শুনেছি যে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যই এই ভাবে প্রস্তাব আনা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরার জনগণকে বিভ্রান্ত করা। এটা তাদের মিস-ফায়ার। তাদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এত বোকা নয়--লবণের দামের জন্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার দায়ী, পেট্রোলের দামের জন্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার দায়ী কেরসিনের দামের জন্য বামফ্রন্ট সরকার দায়ী ঔষধের জন্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার দায়ী এই কথা ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করবে না।

এই কথা বিরোধী দল যতই বলুক না কেন, যারা এই বিধানসভায় বিরোধী গ্রুপ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধী তারা যতই চেষ্টা করুন না কেন সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের সচেতন মানুষ জানেন যে এই সমস্ত জিনিসগুলির মূল্যবৃদ্ধির জায়গা কোথায়। এটার মূল হচ্ছে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি যে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্যমান বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করেন। এটা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর থাকে না। তারা যতই চেষ্টা করুন, তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। আমি আবার মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যে আমরা কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি, এখনও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে এটা হচ্ছে গরীবের জায়গা। যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমা রেখার নীচে বাস করে এবং যেখানে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী গরীব উপজাতী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বংগ থেকে আগত উদ্বাস্তু? যারা এখনও অর্থনীতির দিক থেকে শক্তভাবে দাড়াতে পারেনি অপরদিকে এই রাজ্য যোগাযোগের দিক থেকে অনগ্রসর এবং বিচ্ছিন্ন, কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সমস্ত জিনিস সরবরাহ করার দায়িত্ব নিতে হবে। সেই দিক থেকে আবার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব যে এই সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং সেই সমস্ত জিনিস যাতে ঠিকমত ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। মিঃ মোহন ধারিয়া যখন এই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ডাল, তেল, লবণ এই সমস্ত জিনিস ন্যায্য দরে পৌঁছে দেবেন এবং রাজ্যগুলির জন্য বাফার স্টক করবেন। কিন্তু তিনি তো এখন আর সরকারে নেই। এখনকার সরকারকে বলব যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তো দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে পারে না, তাদের খেয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করুন। তার জন্য এই বাফার স্টকের প্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করলে আমরা ডাল, তেল, চিনি, ইত্যাদি জিনিসের বাফার স্টক করতে পারি। সর্ষের তেল, লবণ ইত্যাদির বাফার স্টক করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। এই সমস্ত জিনিসের মূল্যমান ঠিক রাখা, এটা মূলতঃ নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক সারিতে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই সরবরাহের ব্যাঘাত না ঘটে, সেটা যেন কেন্দ্রীয় সরকার দেখেন।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—আর কেউ বলবেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—আর কেউ প্রার্থী নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আমি প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো এই সভা মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং প্রস্তাব করছেন যে কয়লা, কেরোসিন, সরিষার তেল, লবণ, চাল, ডাল, চিনি, কাপড়, ঔষধপত্র, কাগজ এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ভর্তুকি দিয়ে স্বল্পমূল্যে রেশনের দোকানের মাধ্যমে এবং ইস্পাত রাজ্যসরকারী

ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্টন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন এবং অত্যাবশ্যক পন্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যে প্রয়োজনীয় মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করার জন্য দাবী পেশ করুন।

এই প্রস্তাবের পক্ষে যারা আছেন তারা হ্যাঁ বলুন,

হ্যাঁ।

এই প্রস্তাবের বিপক্ষে যারা আছেন তারা না বলুন।

—

যারা হ্যাঁ বলেছেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রস্তাবটি পাশ হল।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথকে উনার প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ--মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে এই সভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে প্রয়োজনীয় রেল ওয়াগনের অভাবে এবং ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন সম্প্রসারিত না থাকায় ত্রিপুরার সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ দারুন ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অপরপক্ষে নিউবঙ্গাই গাঁও থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত সরাসরি ত্রিপুরা মেইল চালু না থাকায় যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকছে না। সভা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রনালয়কে অনুরোধ করছে যে তারা যেন অনতিবিলম্বে ত্রিপুরার স্বার্থে উপরোক্ত রেল ব্যবস্থার অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য উদ্যোগ নেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আমি আরো ২।১টা কথা বলতে চাই। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য এই রেল লাইনের সমস্যায় জড়িত। আগরতলা, সোনামুড়া, সাব্রুম, উদয়পুর, অমরপুর, খোয়াই, কৈলাসহর, থেকে বহু যাত্রী রেলের আশায় ধর্মনগরে যান। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে রেল লাইন আছে তা খুবই নগণ্য। আসাম থেকে ধর্মনগরের রেল লাইনের সীমানা মাত্র সাড়ে সাত মাইল। আমরা লক্ষ্য করেছি, গত ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইনের আর কোন অগ্রগতি হয় নি। ১৯৬৪ সনে যখন প্রথম ধর্মনগরে রেল লাইন সাড়ে সাত মাইল হয় তার থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ রেল লাইনও আজ পর্যন্ত বাড়ে নি। ত্রিপুরার হাজার হাজার যাত্রী ধর্মনগর থেকে আসাম এবং বিভিন্ন রাজ্যে যান এবং বাইরের যাত্রীরাও নানা কারণে ত্রিপুরায় আসেন, সেই সব যাত্রীদের কি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ধর্মনগর থেকে যে সমস্ত যাত্রী রওয়ানা হন ট্রেনে, তাদের লামডিং গিয়ে বসে থাকতে হয়। এছাড়াও আছে শিলচর থেকে যে বরাক-ভ্যালী ছাড়ে, সে ট্রেনে করে গেলেও ঐ যাত্রীদের লামডিং গিয়ে আটকে পড়তে হয়। কারণ ঐ সব ট্রেন নিউ বঙ্গাই গাঁও পর্যন্ত যুক্ত থাকে না। এই সব ট্রেন যাত্রীদের

দুর্ভোগের সীমা থাকে না। তাছাড়া আছে বারুণী থেকে তিনসুকিয়া বা তিনসুকিয়া থেকে বারুণী পর্যান্ত। সেই মেইল যখন লামডিং আসে, তখন ত্রিপুরার যাত্রীরা উঠতে পারেন না। ফলে তাদের ট্রেন ফেল করতে হয়, এবং বসে থাকতে হয় পরবর্ত্তী দিনের অপেক্ষায়। এই জন্য বিধানসভায় আমি প্রস্তাব করছি, এই রেল লাইনের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী এবং অনুরোধ করব, যাতে ধর্ম্মনগর থেকে নিউবঙ্গাইগাঁও পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় সরাসরি ত্রিপুরা মেইল ট্রেন চালু করা হয়। যাতে ত্রিপুরার হাজার হাজার যাত্রীদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের সুবিধা হয়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বের বিভিন্ন সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন জনসভায় বড় বড় নেতারা ত্রিপুরায় রেল লাইন আনা হবে বলে মন্তব্য করেছেন। সুখময় সেনগুপ্ত বিভিন্ন সভায়, জনসভায় বলেছেন, 'আমরা এই বৎসর রেল লাইন সম্প্রসারণ করব। কিন্তু সেটা আজও হল না। এই রেল লাইন সম্প্রসারণ করার জন্য আমি কেন্দ্রের কাছে দাবী রাখছি। যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস রেল ওয়াগনের অভাবে আসতে পারছে না এবং ব্রড গেজ না থাকায় মাল যথা সময়ে ত্রিপুরায় আসতে পারছে না, সেই দিকে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি থাকে এই বিধানসভায় আমি সেই প্রস্তাবও রাখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করেন আমি এই বক্তব্য রেখে আমার প্রস্তাবকে সকলে সমর্থন করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কমরেড উমেশ নাথ কর্তৃক আনীত রেল ওয়াগণের সুবিধা এবং রেল লাইন সম্পর্কীত প্রস্তাবকে আমি প্রথমেই সমর্থন করছি, এবং তার পক্ষে কয়েকটা কথা আমি বলবার চেষ্টা করছি। আমরা জানি, এই ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্য থেকে শুরু করে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের ঘাটতি এলাকা। এই ঘাটতি পূরণ করতে হয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই সমস্ত জিনিস এখানে এনে। এই সমস্ত জিনিস আনতে গেলেই একমাত্র রেল ভিন্ন অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা নেই। এই সমস্যা দেখা দেয় যখন বাংলা দেশ ভাগ হল। তখন সব চেয়ে বেশী প্রকট হয়ে উঠল। কারণ দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর ত্রিপুরার সাথে ভারতবর্ষের যোগাযোগের একমাত্র পথ হল রেল পথ। এই রেল পথ ছাড়া অন্য কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকল না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস সরকার দিল্লীতে শাসন ক্ষমতায় বসলেন। তাঁরা ৩০ বছর এক নাগাড়ে ভারতবর্ষ শাসন করলেন। কিন্তু এতগুলি রাজ্যে যেখানে ভবিষ্যৎ অগ্রগতি এবং জীবন যাত্রা নির্ভর করছে এই অঞ্চলের বিশেষ করে রেলপথ সম্প্রসারণের এবং রেল পথের মাধ্যমে এই পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে সে জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি।

কংগ্রেস সরকার রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে সব সময় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে এসেছেন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকার পূর্বাঞ্চলে শিল্প স্থাপনের কোন ব্যবস্থা করেন নি। শিল্প সম্প্রসারিত হয়েছে ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে এবং যেখানে বন্দর আছে সে সব অঞ্চলগুলির মধ্যে। বড় বড় পুঁজিপতিরা সেই সব অঞ্চলে শিল্প সম্প্রসারিত করল, কিন্তু পূর্বাঞ্চলে শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহী হল না। আগ্রহী না হওয়ার কারণ হিসাবে বড় বড় পুঁজিপতিরা দেখাল,, এখানে যোগাযোগের অভাব। আমরা এও দেখেছি, এমন কোন শিল্প দ্রব্য নেই, যা শিল্প উৎপাদন হচ্ছে না, যা চালান দিয়ে কোটি কোটি টাকা আসবে। কংগ্রেস সরকার এখানে রেল লাইন সম্প্রসারণের কোন ব্যবস্থাই করেন নি।

কংগ্রেস সরকার এটা লক্ষ্য করেন নি যে ভারতবর্ষের এই পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে যত সংখ্যক মানুষ বাস করে তার অধিকাংশই হচ্ছে উপজাতি। এই রাজ্যগুলিতে রেলপথ তো দূরের কথা, কোন কাঁচা রাস্তাও ছিলনা। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল এই পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির প্রতি, কংগ্রেস সরকার যে দিকে কোন লক্ষ্য নেননি। কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরগুলির দিকে যেগুলি থেকে বিভিন্ন কাঁচামাল এবং খনিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে আরোও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। আমরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে রেলপথ সম্প্রসারিত করার জন্য বহু লড়াই করেছি। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড দশরথ দেবও ভারতের পার্লামেন্ট বহু প্রস্তাব এনেছেন এই আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য। কিন্তু কংগ্রেস সরকার এই প্রস্তাবকে ধ্বনি ভোটে বাতিল করে দিয়েছে। তারা বলেছেন এখানে রেলপথ স্থাপন করে কোন লাভ হবেনা এবং এই বলেই উনারা দিনের পর দিন উপেক্ষা করে গেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার জনগন, ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ত্রিপুরার রেলপথ সম্প্রসারনের জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন, তার কাছে শেষ পর্য্যন্ত নতি স্বীকার করে নেহেরু সরকার ধর্মনগরে মাত্র কয়েক কি. মি. রেলপথ স্থাপন করেন। এই রেলপথ স্থাপনের পর ত্রিপুরার মানুষ অনেক আশা করেছিল যে এবার ত্রিপুরার উন্নতিকল্পে কংগ্রেস সরকার মনোযোগী হবেন। কিন্তু দেখা গেল তা ভুল। কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরায় রেলপথ সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী নয়। কারণ রেলপথ স্থাপন করার আগে তারা দেখে নিতেন এখান থেকে কি কি জিনিষ চালান দিলে বৈদিশিক মুদ্রা আয় করা যাবে এবং পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু পশ্চাদপদ রাজ্যেগুলির ঐতিহাসিক কারনেই মূল্যবান সম্পদ যোগান দেওয়ার ক্ষমতা আগে থেকেই ছিলনা। অথচ এই রেলপথ তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্যই এই সমস্ত পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি ক্রমোন্নতির স্থলে ক্রম অবনতির দিকেই গেছে। আমরা দেখেছি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার দক্ষিণ ভারতের নিলগিরী পূবঘাট এবং পশ্চিমঘাট পর্বত মালা কেটে রেলপথ সম্প্রসারণ করেছিল। তারা ভারতকে শোষণ করলেও ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের

দিকে মনোযোগী হয়েছিল। কিন্তু তাদের উত্তর অধিকারী কংগ্রেস সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন তারা শ্রেণী স্বার্থের দিকেই নজর দিয়েছিলেন কোন অনুন্নত রাজ্যের প্রতি নজর দেননি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ত্রিপুরার কথাই বলতে পারি। যেখানে কোন রেলপথ সম্প্রসারণ করা হয়নি। অথচ পাশাপাশি আরেকটি রাজ্য আসামে বদরপুর থেকে লামডিং পর্য্যন্ত সুরঙ্গ কেটে রেলপথ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সেখানে এই রেলপথ করতে যত টাকা লেগেছে, ধমনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলপথ করতে এত টাকা লাগত না। এই ত্রিপুরার সর্বস্তরের শ্রমজীবি মানুষ, কৃষিজীবি মানুষ বারবার দাবী করে আসছে এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে যে নির্বাচনী ইস্তাহার ছিল যে ১৭।১৮ লক্ষ ত্রিপুরার বাসীর স্বার্থে ত্রিপুরায় রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব, যতদিন না কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই দাবীকে মেনে নিয়ে ত্রিপুরায় রেলপথ স্থাপন বাস্তবায়িত করে। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এক মুহূর্তের জন্য ও আমাদের সরকার এ কথা ভুলেননি এবং এই বিধানসভায় ও রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। বারবার ত্রিপুরার জনগণ যে দাবী তুলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর সবগুলি দাবীই বিধানসভায় সমস্বরে উচ্চারিত হয়েছে। এখন শুনতে পাচ্ছি রেলপথ কুমারঘাট পর্য্যন্ত সম্প্রসারণের জন্য যে দাবী কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছিলেন, সে রেলপথ নাকি কুমারঘাট পর্য্যন্ত না করে পেচারথল পর্য্যন্ত করেই ফেলে রাখতে চান। ততটুকুও করবেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কেবল বাজেটে টাকা ধরে রাখলেই তো আর রেলপথ হয়ে যায় না। এইভাবে আমরা বহুবার দেখেছি কংগ্রেস রেলপথের জন্য জরীপ করেছে, এমনকি স্টেশনের নাম পর্য্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু তাতে তো আর ত্রিপুরায় রেলপথ হয়ে যায়নি। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার আর যাতে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের দাবীকে অগ্রাহ্য করে ভবিষ্যৎ ত্রিপুরার অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে না পারে তজ্জন্য বিধানসভায় আজকে যে দাবীটি সমস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে, তাকে আমি সমথন করছি। আমি আশা করি এই দাবীটি বিধানসভায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হবে। আসামে কোন ব্রডগেজ লাইন নাই। মিটার গেজ লাইন থাকা সত্বেও নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই আমাদের ত্রিপুরাবাসী ১৮ লক্ষ মানুষের দাবী আসাম থেকে ধর্মনগর তথা সাব্রুম পর্য্যন্ত ব্রডগেজ লাইন সম্প্রসারিত করা হউক। কারণ মিটারগেজ লাইনে মালামাল আনা নেওয়ায় নানারকম অসুবিধা দেখা দেয়। আমি আশা করছি ত্রিপুরাবাসী আজকের এই দাবীকে সমর্থন করে সমস্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করবেন সাব্রুম পর্য্যন্ত ব্রডগেজ লাইন সম্প্রসারণ করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ মহোদয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন, তাকে আমি সর্ব্বান্তকরনে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, আজকে রিজলিউশানের জন্য ৪-১৫ মিঃ পর্য্যন্ত যে সময় সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, হাউসের সেন্স নিয়ে সে সময় সীমাকে আমি ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত বাড়াচ্ছি। শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাবটি আলোচিত হয়েছে তার উপর আমি দু একটি কথা বলতে চাই। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বর্তমানে ভারতবর্ষে যে রেল ব্যবস্থা রয়েছে, সেটা কি জনসাধারণ, কি রেল শ্রমিক কারো কাছেই সন্তোষজনক নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বের সময় থেকেই যে আমাদের রেলের যন্ত্রপাতি দিয়ে আরবদেশে রেলপথ তৈরী হচ্ছে, ইরাককে আমরা কনট্রাক্ট নিচ্ছি রেল তৈরী করে দেব। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী বিভিন্ন রাজ্যে আমরা রেলের যন্ত্রপাতি বিক্রি করছি, ইঞ্জিন বিক্রি করছি। এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অনান্য দেশেও আমরা ওয়াগন বিক্রি করছি। অথচ আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে বিরাট অঞ্চল রয়েছে সে সব জায়গায় রেল এখনও পৌঁছে নি। এর থেকেই বুঝা যায় যে কংগ্রেস সরকার বা তার পর জনতা সরকার কি নীতিতে তাঁরা পরিচালিত হচ্ছিল। রেল যে এখন একটা এলাকার পক্ষে ইনফ্রাষ্টাকচার হিসাবে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় জিনিষ, সেই রেল যদি না যায় তাহলে সেখানে কৃষক তার ফসলের দাম পর্যন্ত পায় না, সেখানে কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারে না, সেখানে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না, সেখানকার গণতান্ত্রিক যে চেতনা সেই চেতনারও পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে না। ইনটিগ্রেশ্যান যাকে বলে একটা দেশ তার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে; তার মধ্যে যে একটা ন্যায় বোধ, সেই ন্যায় বোধ জাগ্রত হতে পারে না, তার মধ্যে যে একটা ঐক্য বোধ, সেই ঐক্য বোধ জাগ্রত হতে পারে না। সেই কারনে এই সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চল যেটা আমরা দেখছি যে ইনটিগ্রেশ্যানের অভাবে সেখানে যে সমস্ত উপজাতি আছে, এখনও তারা নিজেদের ভারতবাসী বলে ভাবতে পারছে না। স্বাতন্ত্র দাবী করছে এবং বলছে যে আমরা আলাদা হলে স্বাধীন হবো। এই সমস্ত যে সমস্ত ডিস-ইনট্রিগেশ্যনের চেহারা দেখা যাচ্ছে, তার একটা কারন হচ্ছে ইংরেজ রাজত্ব থেকে শুরু করে কংগ্রেসরাজত্ব এবং তারপর জনতা রাজত্বে কেউ এই এলাকার মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপন করেন নি। কতগুলি রাজ্য যেগুলি ল্যাণ্ড লক্‌ড (Land locked) অর্থাৎ চারিদিকে শুধু জমি। কোন জলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, নদীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। যেমন মিজোরাম রয়েছে ত্রিপুরা রয়েছে, নাগাল্যাণ্ডরয়েছে এবং মনিপুর রয়েছে। এই সমস্ত জায়গাগুলিতে রেল একেবারে নেই, শুধু একটু সীমান্ত ছুঁয়ে রেল সেখানে রয়েছে। কাজেই এটা একটু সামগ্রিক ভাবে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয় যে এটা একটা বুর্জোয়া জমিদার সরকার তারাই এলাকাগুলিকে রেখেছে সস্তায় কাঁচামাল, সস্তায় জিনিষপত্র যাতে সেই সব জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পাপেন। সামগ্রিক অগ্রগতির পক্ষে তারা এই দেশগুলিকে সহায়তা করেন নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা ত্রিপুরার কথা যদি বলি ত্রিপুরার সমস্ত জিনিষই বাইরে থেকে আনতে হয়। এমন কি রাস্তার জন্য বা যে কোন কাজের জন্য পাথর পর্যান্ত দরকার হলে রেল পথে আনতে হয়, কারন পাথর আমাদের এখানে নেই আমি কয়েকদিন আগে বলেছিলাম আমাদের ইউনিয়ন কমার্স মিনিষ্টারকে যে বাংলাদেশ থেকে যদি আমরা পাথর আনতে পারতাম তাহলে হয়তো একটু সহজে আমরা পেতে পারতাম। ইট যদি আমাদের

পোড়াতে হয় এই বছর আমরা দেখেছি ৬৫ কোটি ইট পোড়াতে হবে। আমরা হিসাব করে দেখেছি এই ৬৫ কোটি ইট পোড়াতে ৪০ হাজার টন কয়লা লাগবে। সেই কয়লা আনতে যে কত ওয়াগন লাগবে তা বলা যায় না। সেই ওয়াগন না আসলে কয়লা আসবে না, কয়লা না আসলে ইট পোড়ানো হবে না। ইট পোড়াতে না পারলে আমাদের যে সমস্ত রাস্তাঘাট বা কনষ্ট্রকশান ওয়ার্ক আছে, সেই সমস্ত কাজ পরে থাকবে। এই রকম একটা সমস্যা সংকুল রাজ্যের মধ্যে আমরা বাস করছি। কিন্তু আমরা দেখছি এই সমস্ত কাজের জন্য যে ওয়াগন পাওয়া দরকার, সেই ওয়াগন আমরা পাচ্ছি না। আমাদের এখনই যে সংখ্যক ওয়াগন দরকার-যেমন কয়লার জন্য, ষ্টীলের জন্য, সিমেন্টের জন্য, তেমনি আবার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্যও আমাদের ওয়াগন দরকার। কিন্তু আমরা ঠিক মত ওয়াগন পাচ্ছি না। চাউলের জন্য আপনারা শুনেছেন যে কি ভাবে আমাদের মজুত ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হয়ে গেল এবং খাদ্যের সংকট দেখা দিল যা আমরা অনেক কষ্টে অতিক্রম করেছি। তেমনি লবনের সংকট কখনও কখনও দেখা দেয়, এটাও ওয়াগনের জন্য দেখা দেয়। তাছাড়া অন্যান্য জিনিষ, শুধু খাদ্য এবং লবন নিয়ে একটা রাজ্য চলে না। সমস্ত জিনিষ আমাদের আনতে হয় আমাদের বাইরে থেকে, যার মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ওয়াগণ ইত্যাদি পাওয়ার উপরে। আমরা সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল চাচ্ছি। কেউ কেউ আমাকে বলেছেন মশাই টি, আর, টি, সি,তে ৫০ লক্ষ টাকা লোকশান দিচ্ছেন কিন্তু ভাড়া বাড়াচ্ছেন না কেন? তখন আমাকে বলতে হয় যে প্ল্যানিং কমিশনকে আমি বলেছি, এখানেও আবার বলছি যে যতক্ষন পর্য্যন্ত না রেল হচ্ছে, ততক্ষন পর্য্যন্ত মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অল্প ভাড়ায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং তার জন্য আমাদের ভর্তুকি দিয়ে হলেও কম পয়সায় মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে যদি সাব্রুম থেকে ধর্মনগরে রেল থাকতো তাহলে এখন যে টি. আর টি. সির ভাড়া, সেটা আরও বাড়ানো যেত। কারণ তাহলে মানুষ রেলে যাতায়াত করতে পারতো এবং মালপত্র বহন করা যেত। কাজেই রেলের ব্যবস্থা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষন পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রকে নিতে হচ্ছে যানবাহনের ক্ষেত্রে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা বরাবরই রেল মন্ত্রনালয়কে বলেছি, আগের ইউনিয়ন রেলওয়ে মিনিষ্টারকেও বলেছি এবং এখন যিনি ইউনিয়ন রেলওয়ে মিনিষ্টার রয়েছেন মিঃ পাই, উনাকে বলেছি যে নির্দিষ্ট ওয়াগন আমাদের রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। প্রতি মাসে আমরা কত ওয়াগন পাব সেটা নির্ধারন করে দিতে হবে এবং তার মধ্যে কতটা খাদ্যের জন্য, কতটা অন্যান্য জিনিষপত্রের জন্য সেটাও বলে দিতে হবে। এই সব দিক থেকে ওয়াগন ঠিক মত আসে কিনা সেটা দেখার জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কোথায় রেল ওয়াগণগুলি আটকা পরে যায়, সময় মতো আসে কিনা সেগুলির ব্যবস্থা করতে হবে। ইষ্টার্ন কাউন্সিল থেকে আমরা এই প্রশ্ন তুলেছিলাম যে রেলওয়ে ওয়াগন ইত্যাদির উপরে নজর রাখার জন্য সংগঠন ইত্যাদি

গড়ে তুলুন। আমরা যেখানে রেলের যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি যাতে রেলওয়ের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা এবং মালপত্র আনার ব্যবস্থা আরো বেশী দ্রুত এবং আরো বেশী নিয়মিত হয়। এছাড়াও এই প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে যে একটা দীর্ঘ প্যাছেঞ্জার ট্রেন নিউ বঙ্গাই গাঁও থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত হওয়া দরকার যাত্রীদের অসুবিধা দূর করার জন্য। এটাও অত্যন্তঃ সঙ্গত। আমি আশা করছি রেলওয়ের এই অঞ্চলের যে কর্তৃপক্ষ তাঁরা শীঘ্রই আগরতলায় আসবেন। তাঁরা আগরতলা থেকে কুমারঘাট পর্যান্ত রেল ব্যবস্থায় যাতে দ্রুত কনষ্ট্রাশানের কাজ শুরু হয় তার জন্য তাঁরা আলাপ আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করবেন। কেউ কেউ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে জানুয়ারী থেকে তাঁরা এই কাজ আরো তোড়জোড় করে সুরু করতে পারবেন। কাজেই আমরা এখানে বলবো যে ধর্মনগর থেকে নিউবঙ্গাই গাঁও পর্য্যন্ত যেন সরাসরি মেইল ব্যবস্থা আমাদের জন্য হয়, বুকিং এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যেন প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেতে পারি। এই কথা বলে আমি মনে করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই আমাদের বিধানসভায় যে বক্তব্য সেটা তাঁরা সারা ত্রিপুরার বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে তাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—অনারাাবল ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বিধায়ক শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ যে রেলওয়ে সম্প্রসারন, নিউবঙ্গাই গাঁও পর্য্যন্ত ব্রডগজ স্থাপন এবং অন্যান্য পেসেঞ্জার ট্রেন সংস্কার এবং একটি সরাসরি ত্রিপুরা মেইল চালু না থাকায় যাত্রীদের দুর্ভোগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। প্রথম কথা হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে এতক্ষণ ধরে বিধানসভার মধ্যে, হাউসের মধ্যে যে রিজলিউশান সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, যেমন এসেনসিয়েল কমোডিটিসের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে। তাছাড়া আরও কতগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তার মূলে রয়েছে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আমরা জানি, একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় গোটা ভারতবর্ষ শাসিত হচ্ছে। যা কিছু ডেভলাপমেন্ট, যা কিছু উন্নয়নের কাজ হোক না কেন, সমস্ত কর্ম-কাণ্ড আজকে সারা ভারতবর্ষে যা হচ্ছে তা হচ্ছে সামান্য কিছু ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ তেমনি সামাজিক দিক দিয়েও পশ্চাৎপদ। ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নত করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে বলে গেছেন, যে ত্রিপুরাকে উন্নত করার সমস্ত কাজ ব্যহত হচ্ছে এই রেল সম্প্রসারনের জন্য। বর্তমানে চলতি আর্থিক বছরে কেবল মাত্র এম. ও. এস. সির ডিভিশনের জন্য ১৭ লক্ষ টাকার ব্রিকস্ রেখেছে। এই ১৭ লক্ষ টাকার ব্রিকস্ পোড়ানোর জন্য সেখানে যদি কয়লার না থাকে তাহলে সে কাজগুলি বন্ধ থাকবে। ত্রিপুরা রাজ্যে কোনরকম মাইনর ইরিগেশানের কাজ

হবেনা। আজকে যেমন ধরুন, রাস্তার কাজ, সমস্ত ডেভলাপমেন্টাল কাজই যেগুলি মার্চ মাসের মধ্যে করার কথা, কিন্তু এগুলি এখনও শেষ হয়ে উঠছেনা। তার কারন হচ্ছে রেল। কী রকম রেল ? যেমন ধরুণ, সিমেন্ট যেটা আসার কথা সেই সিমেন্ট আসছেনা। তার ফলে কাজগুলি বন্ধ হয়ে থাকছে। প্রতিটা গ্রামের মধ্যে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে খাওয়ার জল দিতে হবে, কুয়া খনন করতে হবে, রিং ওয়েল বসাতে হবে, টিউব ওয়েল দিতে হবে। এই রিং ওয়েল টিউবওয়েল বসানোর জন্য সিমেন্টের দরকার। রডের দরকার। কিন্তু এগুলো যদি ঠিকভাবে না আসে তাহলে গ্রামে ঠিক ঠিক ভাবে জল দেওয়া সম্ভব নয়। যেখানে আমরা দেখেছি যে, লেনিন রাশিয়ায় বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালের পর প্রথমবারে যখন নতুন রাশিয়া গড়তে গিয়েছিলেন তারা প্রথমে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন গ্রামগুলিকে সম্প্রসারিত করার জন্য। আজকে হয়ত এই ত্রিপুরা রাজ্যে সেই সমাজতন্ত্র এখনও আসেনি কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, বামফ্রন্ট সরকার জনগণেব কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ যে, ত্রিপুরার ৪ হাজার ৪৩৭টি গ্রামের মধ্যে বৈদ্যুতিকী করণ করতে হবে। কিন্তু এই বৈদ্যুতিকীকরণ করতে হলে তারের দরকার, ইলেকট্রিক লাইনের দরকার, পোষ্টের দরকার। সেগুলি আসার কথা। সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে না এসে পৌঁছুলে বৈদ্যুতি-কীকরণ সম্ভব না। কিন্তু রেলের অভাবে, ওয়াগনের অভাবে সেগুলি এখনো এসে পৌছাচ্ছেনা। যার ফলে ৪ হাজার ৪৩৭টি গ্রামের মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগ গ্রামেই এখনও সেই বিজ্ঞানের অবদান বিদ্যুতের আলো পোঁছেনি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট কতগুলি কাজ হাতে নিয়েছেন। ৬৮৯টা গাঁওসভার মধ্যে অনেকগুলি গাঁওসভায় পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলির প্রায়গুলিই দেখা যায় অচল অবস্থায় পড়ে আছে। কারণ ডিজেল নাই, পরিবহন ব্যবস্থার অভাব, রেলের অভাব ওয়াগনের অভাব ডিজেল এখানে আসছেনা। তারপরে দেখা যচ্ছে এই যে খরা পরিস্থিতি, এমন কোন রাজ্য সরকার নাই যে বলতে পারবে, বামফ্রন্ট সরকারের মত মোকাবিলা করতে পেরেছে। খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে তৎপর হয়েছেন সেই রকম কোন সরকারই তৎরর হয়নি। যে কোন দিক দিয়ে যেকোন পদক্ষেপ নেওয়া হোক না কেন প্রতিটি পদক্ষেপই এই ওয়াগনের ক্রাইসিসের জন্য সবগুলি কাজেই অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সবগুলি কাজই ব্যাহত হচ্ছে। আজকে কেরোসিনের দাম ১৭ পয়সা বেড়েছে। পেট্রোলের দাম বেড়েছে। যার ফলে এসেনসিয়েল কমোডিটিসের সমস্ত কিছুরই দাম বেড়ে গেছে। যে জিনিষ, গরীবরা ব্যবহার করেন, সে জিনিষগুলির দার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদি শ্রেণীর দ্বারা যদি শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয় সেখানে কখনো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন হয়না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন হয়না বলেই আজকে ত্রিপুরা সমস্ত দিক দিয়ে কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক, সবদিক দিয়ে পশ্চাৎ পদ। আজকে ত্রিপুরাতে যদি নিউ বনগাঁও থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারন করা যায়, তাহলে সেখানে ওয়েষ্টবেঙ্গলে এমন কি আসানসোল থেকে মাল আনতে ৩ দিন কি ৪ দিন লাগবে। ত্রিপুরা সরকার বামফ্রন্ট সরকার এই

রেলের সম্প্রসরন সম্পার্কে প্রতিটি সিটিংএ আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকে যারা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন, তাদেরকে সঠিক ক্ষমতাসীন বলা মুস্কিল। কিন্তু যারা এই ৩০ বছর যেভাবে কংগ্রেস দেশ চালিয়েছে তার উত্তরাধিকারী জনতা গভর্ণমেন্ট এসেছিল তারাও একই ধরনের রাজ্য চালিয়ে এসেছেন। এই ত্রিপুরার ডেভলাপমেন্টের জন্য কোন চিন্তা কেন্দ্র করেননি। উত্তর পূবাঞ্চলের রাজ্যগুলি যেমন সবদিক থেকে বঞ্চিত তেমন অন্য কোন রাজ্য এইভাবে বঞ্চিত নয়। যেমন মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর ত্রিপুরা রাজ্য ও অরুনাচল প্রদেশ সব্বত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি পশ্চাৎপদ। তারা কেবল বড় বড় গালগল্প করে এসেছে। তারা বলেছিল আইজল থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত বড় বড় রাস্তা করবেন। তারপর আরও কত কি করবেন প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য টাকাও স্যাংশান করেছিলেন। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ অনগ্রসর মানুষ অন্ধকারেই থেকে গেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সবদিক বিবেচনা করে যদি দেখা যায়, ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবহন ব্যবস্থা নাই, পরিবহন ব্যবস্থা না থাকলে ইণ্ডাস্ট্রিয়েলাইজেশান হয়না। ইণ্ডাস্ট্রিয়েলাইজেশান না হলে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারেনা। আমরা সারা ত্রিপুরার মানুষ যখন চীৎকার করি ফ্লাড আসছে, ফ্লাড আসছে, সেই ফ্লাড কন্ট্রোলের ব্যবস্থা হয়না। অথচ এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্যালন জল অপচয় হচ্ছে, তার দিকে কারও লক্ষ্য নাই। এই জলগুলিকে মানব কল্যানের জন্য সায়েন্সের দ্বারা, টেকনোলজির দ্বারা ব্যবহার করার উপযোগী করে তোলা যায়। কিন্ত তার জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়েলাইজেশানের দরকার, নতুন মেথড দরকার। এই সবগুলির জন্য দরকার একমাত্র জীবনী শক্তি রেলের সম্প্রসারন, যা এখনো হয়নি।

কাজেই মাননীয় উমেশবাবু যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, তাকে আমি সমর্থন করি আজকে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের কথা চিন্তা করে। ৩০ বছর ধরে তারা যেভাবে বঞ্চিত হয়েছে সে কথা চিন্তা করে। ত্রিপুরার সামগ্রিক অগ্রগতি, সামগ্রিক শিল্পায়ন, সামগ্রিক উন্নতি, অর্থনীতি, সামাজিক প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়ে যাতে উন্নতি হয়, তার জন্য ত্রিপুরার রেল ব্যবস্থাটাকে কেন্দ্র ফাষ্ট প্রেফারেন্স দেবেন বলে আমি আশা করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ এর পক্ষে আর কিছু কেউ বলবেন কি? প্রস্তাবক কিছু বলবেন কি? যদি কিছু না বলেন, তাহলে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল, "এই সভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে প্রয়োজনীয় রেল ওয়াগণের অভাবে এবং ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন সম্প্রসারিত না থাকায় ত্রিপুরার সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় পন্য সরবরাহ দারুণ ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অপরপক্ষে নিউবঙ্গাই গাঁও থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত সরাসরি ত্রিপুরা মেইল চালু না থাকায় যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকছে না। সভা কেন্দ্রীয় মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ করছে যে তারা যেন অনতি

বিলম্বে ত্রিপুরার স্বার্থে উপরোক্ত রেল ব্যবস্থার অসুবিধা গুলো দুর করার জন্য উদ্যোগ নেন"।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক বে-সরকারী প্রস্তাব উথ্থাপক শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা অনুপস্থিত। তিনি তাঁর প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য শ্রীযাদব চন্দ্র মজুমদারকে অথারাইজ করে গেছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদারকে শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মার পক্ষে প্রস্তাবটি উথ্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদার ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বিধানসভার সামনে আমি প্রস্তাব রাখছি যে—"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরার মাটি দিয়ে কাপ, প্লেট, ডিস্ ইত্যাদি এবং অন্যান্য অর্থকরী মৃৎশিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হউক।" এই প্রস্তাবের পক্ষে বলতে হয় ত্রিপুরার মাটি দিয়ে কি কি জিনিষ তৈরী করা যায় সেই সম্পর্কে আমি আজকে সবার সামনে বক্তব্য রাখছি। আজকে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে এই ত্রিপুরা অনগ্রসর রাজ্য। অথচ ত্রিপুরার মাটি দিয়ে এমন অনেক জিনিষ করা যায় যা দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারি। একটু পূর্বে ত্রিপুরার রেল লাইন সম্প্রসারণ সম্পর্কে এবং রেল লাইন না থাকার জন্য কেমন অসুবিধা ভোগ করছি, সেই সম্পর্কে অনেক বক্তব্য বিধান-সভার অন্যান্য সদস্যরা রেখেছেন। কাজেই এ দিক দিয়ে আমি কিছু বলছি না। আমরা জানি সিমেন্ট পাওয়া যাবে না এবং এই সিমেন্টের অভাবে আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার অনেক কাজ পিছিয়ে গেছে, কাজেই আমার মনে হয় এই ত্রিপুরার মাটি দিয়ে কাপ, প্লেট, ডিস্ ইত্যাদি অনেক কিছু করা যায়। ফুড ফর ওয়াকের মাধ্যমে আমরা অনেক রাস্তা তৈরী করছি কিন্তু সেই সব রাস্তায় পাই-পের অভাবে জল প্রবাহের নানা প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিনামে রাস্তা ও নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই আজকে ত্রিপুরার মাটি দিয়ে যদি এই সব পাইপ তৈরী করতে পারি, এ সকল পাইপ আমরা কৃষকের কৃষির উন্নতির জন্য, বিশেষ করে কৃষকদের মাঠে জল সেচ করার জন্য আমরা কাজে লাগাতে পারব। এই ধরনের কিছু ছোটখাট কাজ আমরা আজকে এই ত্রিপুরার মাটি দিয়ে করতে পারি। এই সব দিকে যদি আমরা নজর না দিই তাহলে ত্রিপুরার কৃষকের কৃষির উন্নতি করা আমাদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভব হবে না। সিমেন্টের পাইপ তৈরী করার বিভিন্ন অসুবিধা যখন আমাদের এখানে রয়ে গেছে তখন ত্রিপুরার মাটি দিয়ে যতটুকু পারি ততটুকু করব এবং এর দ্বারাও কৃষির পক্ষে অত্যন্ত কিছুটা সহায়ক হবে। এ ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে এমন মাটি আছে যে মাটি দিয়ে এ ধরণের পাইপ ছাড়াও কতগুলি জিনিষ তৈরী করা যায়, যেমন কাপ, প্লেট, ডিস্ ইত্যাদি। কাজেই আমি মনে করি এই ধরনের একটি কমিটি যদি গঠন করা যায় তাহলে তাঁরা পুঙ্খাপুঙ্খ তদন্ত করে ত্রিপুরার মৃৎশিল্পের উন্নতি করার করার বিষয় সুপারিশ করতে

পারেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে অন্যদিকে যে অনেক বেকারের কর্ম-সংস্থান করা যাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি বলতে চাই যে মৃৎশিল্পের উন্নতি সাধনের দ্বারা ত্রিপুরার আংশিক হলেও উন্নতি বিধান করা সম্ভব হবে এবং এই ত্রিপুরার মাইনর ইরিগেশন সহ অন্যান্য বেকার সমস্যার সমাধান এর বিশেষ সহায়ক হবে। অতএব আমি আশা করি যে কাজে কাজেই বিগত সরকার ৩০ বৎসর যা অবহেলা করেছেন, বামফ্রন্ট সরকার সেই দিকে মনোযোগী হয়ে সুন্দর ত্রিপুরা গঠনে ব্রতী হবেন। কাজেই আমি আজকে হাউসের সামনে এই প্রস্তাব রাখছি এবং আমি আশা করছি যে এই প্রস্তাবের সঙ্গে আপনারা সবাই এক মত হবেন । এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আর কেউ বক্তব্য রাখবেন ?

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব পেশ করেছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ত্রিপুরার মানুষ, যারা গ্রামে বাস করছে, যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে আছে, তাদেরকে সামান্যতম উপজীবিকার পথ এর মাধ্যমে করে দেওয়া যেতে পারে। আমাদের গ্রামের গরীব মানুষেরা আজকে ন্যূনতম রোজগারের পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। সেই দিক থেকে ত্রিপুরার সম্পদ হিসাবে মাটিকে যদি কাজে লাগানো যায় এবং সেই দিকে যদি ফলোৎপাদক দৃষ্টি দেওয়া যায়, তাহলে নিত্য ব্যবহার্য্য বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করা যায়। এখানে অবশ্য ত্রিপুরার মাটি দিয়ে কি কি জিনিষ তৈরী করা যায় তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রস্তাব আছে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন রকমের মাটি আছে। পাথর মাটি, বেলে মাটি, কাদা মাটি প্রভৃতি নানা প্রকারের মাটি আছে। আমরা প্রত্যেকে জানি যে মৃৎশিল্পিরা যারা এই শিল্পকার্য্যে দক্ষ, তারা বিভিন্ন রকমের মাটি দিয়ে অনেক কাজ করতে পারেন। এ রকম ত্রিপুরায় যারা মাটি দিয়ে কাজ করে যদি তাদেরকে দক্ষ করে তোলা যায় এবং শেখানো যায় এবং বিভিন্ন কারুকার্য্যে অভিজ্ঞ করে তোলা যায়, যদি এই ধরণের ব্যবস্থা করা যায় যে পাথর মাটি দিয়ে কি হতে পারে আঠাল মাটি দিয়ে কি হতে পারে যাহা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন। সেরকম সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখলে বুঝা যায়, যেমন কাপ, প্লেট প্রভৃতি যাহা আমরা নিত্য ব্যবহারে দেখছি, সে সবগুলি মৃৎশিল্প আর এই যে শিল্পজাত জিনিষ তা কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে, যারা তামা কাঁসার জিনিষ তৈরী করে, যারা তাঁত বুনে, সে ধরণের মানুষ অনেক বেশী। গ্রামের কুটির শিল্পির দিকে যদি নজর দেওয়া যায় তবে এই মানুষগুলোকে কাজের মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। গ্রামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার কুটির শিল্পকে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছেন। যে তাঁত শিল্পীরা, যারা তাদের তাঁত তুলে রেখেছিল, আজকে সেই তাঁত নামিয়ে তারা তাঁত বুনতে শুরু করছে। তাদেরকে সুতো দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের বিভিন্ন প্রকারের কাজ

শেখানো হচ্ছে শুধু নিজেদের শিল্প নৈপুণ্য দেখানো নয়, যেভাবে হউক কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে গ্রামের অর্থনীতি ও রূপরেখাকে সুদৃঢ় করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন আরও উদ্যোগ নিচ্ছেন যাতে মৃৎশিল্পকে ব্যাপকভাবে প্রসার করা যায়। ত্রিপুরায় যে রকম বিভিন্ন প্রকারের মাটি আছে তাতে যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় আর কেন্দ্রীয় সরকার যদি সেভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখেন তবে রাজ্য সরকার শিল্পীদেরকে উৎসাহীত করে তুলতে পারেন যাতে তারা ঐ কাজে মনোনিবেশ করে। তাহলে দেখা যাবে ত্রিপুরার মাটি দিয়ে যে প্রকারের জিনিষ তৈরী করা যাবে তাতে গ্রামের গরীব মানুষ যারা কুটিরশিল্পী তাদের উপজীবিকার এটা একটা নূতন পথ হতে পারে। তাতে তাদের সম্পূর্ণ দারিদ্র্য মুক্ত না হউক অন্ততপক্ষে মোটামুটিভাবে নিজেদের জীবিকার প্রশ্ন সমাধান করতে পারেন। এই যে জিনিষপত্র তৈরী হবে তাতে তারা কাঁসার জিনিষ, কাঁশ-পিতলের জিনিষ প্রভৃতির ব্যবহার অনেক কমে যাবে। তার জন্য অর্থাৎ ঐ সব জিনিষগুলি বিক্রী করার জন্য উপযুক্ত মার্কেট তৈরী করতে হবে আর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেগুলির লনজিবিলিটি খুব বেশী থাকে যাতে বেশী দিন ব্যবহার করা যায়। তাহলে সেই জিনিষগুলি ত্রিপুরার মানুষের খুব সহজসাধ্য হবে। গ্রামের অর্থনীতি বর্তমানে পঙ্গু হয়ে গেছে শাসনে ও শোষণে। বিপর্যস্ত হয়ে গেছে ঐ বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসের শাসনে। যেখানে দেশ আজ অনেক নীচে নেমে গেছে এবং গ্রামের অথনীতি বিপযস্ত হয়ে গেছে সেখানে মানুষকে রক্ষা করার জন্য এই যে পরিকল্পনা. মৃৎশিল্পীদের জন্য পরিকল্পনা তাতে ঐ জিনিষগুলি মূল্য যাতে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। সাধারণ মানুষ, মধ্যকৃত মানুষ, কৃষক, শ্রমিক এবং কর্মচারীরা যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে তারা ব্যবহার করতে পারে। আর সেগুলি ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে যারা তৈরী করবে তাদের উপজীবিকা মিটতে পারবে। বাজার সৃষ্টি করার জন্য সারা ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে চেষ্টা করতে হবে আরও দেখতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে তবেই সেই সব জিনিষ বিক্রী করা সম্ভব হবে। তাতে ত্রিপুরার মাটি দিয়ে রকমারি জিনিষ তৈরী জন্য যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেই প্রস্তাবটিকে আমি সমর্থন করছি। এই মাটি দিয়ে কুম্ভকারগণ কাপ, প্লেট, ডিস্ ইত্যাদি ছাড়াও পাইপ তৈরী করতে পারেন। এই পাইপ দিয়ে জল সেচের ব্যাবস্থা করা যেতে পারে। মাটি দিয়ে এই রকম অনেক জিনিস তৈরী করা যেতে পারে। ফলে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ স্বল্প দামে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ পেতে পারেন এবং কুম্ভকারগণও অনেক লাভবান হবেন। মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠনের জন্য যে প্রস্তাব এখানে এসেছে আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার মাটি দিয়ে কাপ, প্লেট, ডিস, ইত্যাদি এবং অন্যান্য অর্থকরী মৃৎশিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে

দেখার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার জন্য যে প্রস্তাব এখানে এসেছে এই প্রস্তাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এখানে এই যে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আগে তা আর হতো না। ত্রিপুরার মৃৎশিল্পের উন্নতির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কেন্দ্র হতে আসত। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ঐ টাকা দিয়ে ত্রিপুরার মৃৎশিল্পের উন্নয়নমূলক কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি। তবে এত টাকা পূর্বতন কংগ্রেস সরকার কি করেছিলেন ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার এটা আজ আমাদের ভালভাবে তদন্ত করে দেখতে হবে। আগে অনেকবার এ ব্যাপারে প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু সেদিনকার কংগ্রেস সরকার তা আমলেই নেননি। আজ ত্রিপুরার মৃৎশিল্পের উন্নতির জন্য এখানে যে প্রস্তাব এসেছে আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরার মাটি দিয়ে কাপ, প্লেট, ডিস্ ইত্যাদি এবং অন্যান্য অর্থকরী মৃৎশিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এই সভা আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ ইং মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE.

ANNEXURE—A

Admetted Starred Question No. 4

By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমায় রাণীবাড়ী হইতে ইচাই নূতন বাজার রাস্তাটি পিচ করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ? থাকিলে কবে পর্যন্ত তাহা কার্যকরী হইবে ?

২। ধর্মনগর মহকুমার ইচাই লালছড়া তহশিল অফিসের নিকটবর্তী মহাদেবের আশ্রম হইতে চোরাই বাড়ী বাজার পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? থাকিলে কবে পর্যন্ত তাহা কার্যকরী হইবে ?

উত্তর

১। না, এ প্রশ্ন উঠে না।

২। না, এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 11.

By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। (ক) ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার তত্ত্বাবধানে ফলের বাগান আছে কিনা ? এবং

(খ) যদি থাকে তাহলে কোন মহকুমায় কয়টি বাগান এবং কি কি ফলের গাছ আছে ?

২। (ক) ত্রিপুরা রাজ্যে গাঁওসভাগুলিতে ফলের বাগান করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

(খ) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যে পরিণত হবে ?

উত্তর

১। আছে।

কোন মহকুমায় কয়টি বাগান ও কি কি ফলের গাছ আছে তাহা এইরূপ ঃ—

মহকুমার নাম	বাগানের সংখ্যা	ফলের গাছের নাম
১। সাব্রুম	৫টা	লিচু, আম, পেয়ারা, আসাম লেবু, কাগজী লেবু, কাজু-বাদাম, নারিকেল, সুপারী, সফেদা, কলা, কাঁঠাল, আনারস, গোলাপ জাম ও গোলমরিচ।
২। বিলোনিয়া	৬টা	লিচু, আম, পেয়ারা, আসাম লেবু, কাজু বাদাম, নারিকেল, সুপারী, সফেদা, কলা, কাঁঠাল।
৩। অমরপুর	৫টা	লিচু, আম, পেয়ারা, আসাম-লেবু, কাজু বাদাম, নারিকেল, কাঁঠাল, আনারস।
৪। উদয়পুর	৬টা	লিচু, আম, পেয়ারা, আসাম-লেবু কাজু বাদাম, নারিকেল, গুল মরিচ, সুপারী, সফেদা-কলা, কাঁঠাল।

মহকুমার নাম	বাগানের সংখ্যা	ফলের গাছের নাম
৫। সোনামুড়া	৪টা	লিচু, আম, পেয়ারা, আসাম-লেবু, কাগজীলেবু, কাজু-বাদাম, নারিকেল, সুপারী, গুলমরিচ, সফেদা, কলা, কাঁঠাল ও আনারস।
৬। সদর	৫টা	ঐ
৭। খোয়াই	৩টা	লিচু, আম, আসাম লেবু, কাগজীলেবু, কাজুবাদাম, নারিকেল, পেয়ারা, কলা, কাঁঠাল ও আনারস।
৮। কমলপুর	৪টা	লিচু, আম, আসামলেবু, কাগজীলেবু, কাজুবাদাম, নারিকেল, সুপারী, সফেদা, কলা, কাঁঠাল, কমলা।
৯। কৈলাশহর	৭টা	লিচু, আম, পেয়ারা, আসামলেবু, কাগজীলেবু, কাজুবাদাম, নারিকেল, সফেদা, কলা, কাঁঠাল, আনারস, কমলা।
১০। ধর্মনগর	৮টা	লিচু, আম, পেয়ারা, আসাম লেবু, কাজু বাদাম, গুলমরিচ সফেদা, কমলা, আনারস, নারিকেল, কাঁঠাল, কলা।

ক)

আছে।

খ) ১৯৭৫-৭৬ ইং হইতেই ফলের বাগান করার জন্য গাঁওসভাগুলিকে অনুদান দেওয়া হইতেছে এবং বাগান ও সৃষ্টি হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 13

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। পাট ও তুলা উৎপাদনকারী চাষীদের কোন প্রকার ঋণদান ব্যবস্থা চালু আছে কিনা?

২। যদি চালু থাকে তাহলে ১৯৭৮ইং এবং ১৯৭৯ ইং সনে কোন বিভাগে কতজন চাষী ঋণ পেয়েছেন।

উত্তর

১। সরকারের তরফ থেকে নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 14

By—Shri Subodh Ch. Das.

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ ইং সনের মে মাস পর্য্যন্ত খরায় ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা কতভাগ আউস এবং বরো ফসল নষ্ট হয়েছে।

২। ক্ষতির পরিমাণ কোন বিভাগে কত?

৩। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কি ধরনের সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৭৯ইং সনের মে মাস পর্য্যন্ত খরায় রাজ্যের আনুমানিক শতকরা ৬৩ ভাগ আউস ফসল এবং ৩৭ ভাগ বরো ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

২। বিভিন্ন মহকুমায় আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ :---

মহকুমার নাম	ক্ষতির পরিমাণ আউস	ক্ষতির পরিমাণ বরো
ধর্মনগর	৭,০৫৬	৩৬৬
কৈলাসহর	৯,৭৯৫	২৫৪
কমলপুর	৬,৭০৬	৮৬০
খোয়াই	১২,২২০	৮৭৪
সদর	১৫,৯৭৮	৫,০৫৭
সোনামুড়া	৭,৬১০	১,৩৩৫

মহকুমার নাম	ক্ষতির পরিমাণ	
	আউস	বরো
উদয়পুর	৫,৫৬১	১৫০০
বিলোনীয়া	৫,৭৭২	৫১৬
সাব্রুম	১৭৫৩	৮০০
অমরপুর	২,৪৮৯	৯২২
	১৪,৯৩০	১২,৪৬৪

৩। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জমির পরিমাণ ও চাহিদা অনুযায়ী ২০ টাকা থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের ধানবীজ, তৈলবীজ, মেস্তাবীজ, তুলাবীজ, ডালবীজ ও সব্জিবীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে। তদুপরি ১৫ই জুন, ১৯৭৯ হইতে শতকরা ৩৩⅓ ভাগ ভর্তুকিতে বিভিন্ন সার বিক্রি করারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 19

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর ও ধূমাছড়া রাস্তা তৈরী করিতে ফটিকরায় হইতে মশাউলি পর্য্যন্ত রাস্তাতে নাল জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে কিনা?

২। যদি হইয়া থাকে, তবে মোট জমির পরিমাণ কত ও দুই একরের কম জমির মালিক কতজন এবং

৩। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মোট জমির পরিমাণ ৫২.১০ একর। দুই একরের কম জমির মালিক কতজন এই তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

৩। জমি অধিগ্রহণের কাজ অসম্পূর্ণ থাকার জন্য।

Admitted Starred Question No. 24

By—Shri Akhil Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাধাকিশোরনগর গাঁওসভার বাজারবান্দ হইতে কামালঘাট পর্য্যন্ত রাস্তাকে পি, ডবলিউ, ডির অন্তর্ভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। যদি থাকে, তবে কবে পর্য্যন্ত তার কাজ শুরু হবে?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted starred Question No. 30.

By—Shri Tarani M an Sinha.

Will the Hon'ble Minister--in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে একজন ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে কিনা ?

২। যদি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা কত।

৩। ঐ কেন্দ্রগুলিতে ১৯৭৯ ইং এর জানুয়ারী হইতে কয়টি পশু এখন পর্য্যন্ত চিকিৎসা হইয়াছে এবং কয়টি মারা গিয়াছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ, ত্রিপুরা রাজ্যে একজন ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত পশু চিকিৎসালয় আছে।

২। বিভাগ ভিত্তিক উক্ত চিকিৎসালয়ের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা :—

সদর মহকুমা	—৬টি চিকিৎসালয় ও ১টি হাসপাতাল।
খোয়াই মহকুমা	—৩টি চিকিৎসালয়।
সোনামুড়া মহকুমা	—২টি চিকিৎসালয়।

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা :—

উদয়পুর মহকুমা	—৩টি চিকিৎসালয়।
অমরপুর মহকুমা	—২টি চিকিৎসালয়।
বিলোনীয়া মহকুমা	—৫টি চিকিৎসালয়।
সাব্রুম মহকুমা	—২টি চিকিৎসালয়।

গ) উত্তর ত্রিপুরা জিলা :—

কৈলাশহর মহকুমা	—৪টি চিকিৎসালয়।

গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা

ধর্মনগর মহকুমা —৩টি চিকিৎসালয়।

কমলপুর মহকুমা —৩টি চিকিৎসালয়।

৩। ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার উক্ত কেন্দ্রগুলিতে ১৯৭৯ ইং এর জানুয়ারী ৩১.৭.৭৯ ইং পর্যন্ত মোট ৮৩,৮১৯টি পশুকে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মোট ৫৩,৪৩৩টি পশুকে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

গ) উত্তর-দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায় মোট ৯,৩২২টি পশুকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। চিকিৎসিত পশুর মধ্যে মৃত পশুর কোন হিসাব অত্র দপ্তরে রাখা হয় না।

Admitted Starred Question No. 62

Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় দুধ উৎপাদকদের কয়টি সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে ; এবং

২। তাদের থেকে বছর গড়ে দৈনিক কি পরিমাণে দুধ সরকারের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে ;

৩। এই দুধ সরকার কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন ;

৪। এই সকল সমবায় সমিতি গঠনের ফলে দুধের দামের উপর কিরূপ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে ?

উত্তর

১। ২১টি ;

২। ৯০০ লিটার ;

৩। এই দুধ আগরতলা ডেয়ারী ও উদয়পুর গ্রামীণ ডেয়ারি সেন্টারের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জনগণ, বিভিন্ন হাসপাতাল ও জেলখানা প্রভৃতি স্থানে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

৪। দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি গড়ে উঠার ফলে গ্রামের দুগ্ধ উৎপাদকেরা সরকারের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্য পাইতেছেন এবং গরুর জন্য সুসম খাদ্যও পাইতেছেন। তাছাড়া সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ সরবরাহের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 64

By :—Shri Niranjan Debbarma.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বছরে উন্নত জাতের কয়টি হাঁস মোরগী, শূকর ও গাভী কৃষকদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হয়েছে তার হিসাব এবং

২। সরকারের তরফ থেকে এগুলি তত্ত্বাবধানের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, এবং

৩। থাকিলে তাহার বিবরণ।

উত্তর

১। বর্তমান বছরে নিম্নলিখিত সংখ্যক হাঁস, মোরগী, শূকর ও গাভী কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

হাঁস	মোরগী	শূকর	গাভী
৩২৫টি	১১,৫৯১টি	১৫৬টি	৯টি

২। হ্যাঁ আছে।

৩। ব্লক ভিত্তিক পশু পালন সম্প্রসারণ কার্যকারক ব্যতিরেকে প্রত্যেক পশু চিকিৎসালয়ে একজন পাশ করা ডাক্তার আছেন যাহাদের সহায়তায় এই বিভাগের সম্প্রসারণ কার্যে নিযুক্ত কর্মীগণ এই সমস্ত পশুগুলির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টিকার ব্যবস্থা করেন এবং অসুস্থ পশুর চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ পশু চিকিৎসালয় বা প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়ার জন্য উক্ত গ্রামবাসীদের পরামর্শ দিয়া থাকেন।

Admitted Starred Question No. 66.

By :—Shri Niranjan Deb Barma.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কয়টি ফলের চারা ও কলম উৎপাদন ও বিতরণ কেন্দ্র আছে, এবং

২। চলতি বছরে কতজন কৃষকের মধ্যে চারা ও কলম বিতরণ করা হয়েছে।

৩। যে সকল চারা ও কলম কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে তা তদারক করার জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থা আছে কি না, এবং থাকিলে তার বিবরণ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ২৩টি ফলের চারা ও কলমের উৎপাদন ও বিতরণ কেন্দ্র আছে।

২। চলতি ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ১৪,৯২০ জন কৃষকের মধ্যে ফলের চারা ও কলম বিতরণ করা হয়েছে।

৩। সাধারণভাবে গ্রাম সেবকগণ নিজ নিজ এলাকায় কৃষকদিগকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচর্য্যা ও তদারকীর জন্য উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন।

Admitted Starred Question No. 76

By :—Shri Umesh Chandra Nath.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে (ধর্মনগর) আমটিলা বড়গোল্ল মাঠে বাবনা নদীর জল আটকা থাকায় কয়েকশত একর জমির ফসল প্রতি বৎসর নষ্ট হল ?	১) হ্যাঁ।
২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জল নিকাশের ব্যবস্থা কবে পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হবে ?	২) অনুসন্ধান কার্য্যের পর ইহা সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No. 98

By :—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in charge of Fisheries Deptt. be plessed to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে কত পরিমাণ রুই ও কাতলা মাছের পোনা গ্রামাঞ্চলে কত সংখ্যক মৎস্য চাষীদের সরবরাহ করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ইং সালে ২৬·৩৭ লক্ষ (ছাব্বিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার) রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছের পোনা গ্রামাঞ্চলে ২৯২৮ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে সরবরাহ করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন

২। ১৯৭৯-৮০ সালে আগষ্ট পর্য্যন্ত কত পরিমাণ অনুরূপ মাছের পোনা গ্রামাঞ্চলের মৎস্য চাষীদের সরবরাহ করা হইয়াছে ?

উত্তর

২। বর্তমান বৎসরের (১৯৭৯-৮০ইং) আগষ্ট মাস পর্যান্ত গ্রামাঞ্চলের ৩৫৯১ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ২৫·৬৮ (পঁচিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) পোনা মাছ সরবরাহ হইয়াছে।

Admitteu Starred Question No. 99

By-- Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister incharge of the PWD be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮--৭৯ সালে কত সংখ্যক বিদ্যুৎ গ্রাহককে (Domestic and Commercial) কত পরিমান বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল ?

২। বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবত কোন গ্রাহকের নিকট বকেয়া পাওনা আছে কি ?

৩। যদি থাকে, বকেয়া টাকার পরিমান কত, এবং

৪। বকেয়া টাকা আদায় করিতে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কিনা, করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১-৪. তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 104

By :—Sri Samar Chaudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সোনামুড়া গোমতির উপর একটি স্থায়ী পাকা ব্রীজ নিম্মানের প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। যদি সত্য হয় তবে এই ব্রীজ নিম্মানের কাজ বর্ত্তমানে কোন পর্যায়ে আছে ?

উত্তর

১। সোনামুড়ায় গোমতী নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নিম্মান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। প্রাথমিক জরীপ পর্যায়ে।

Admitted Starred Question no 105

By :—Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে প্রাক্তন কোন কোন মন্ত্রীর এবং এম, এল, এদের কাছে সরকারের কোন কোন বিষয়ে টাকার মূল্যে অনেক পাওনা রয়েছে,

২। সত্য হইলে তাহাদের নাম এবং কাহার কাছে কত পাওনা আছে,

৩। এই সমস্ত পাওনা আদায়ের কি কি ব্যাবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ কেবলমাত্র কোন কোন প্রাক্তন মন্ত্রীর কাছে পাওনা আছে।

২। সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য।

৩। সরকারী সম্পত্তি ফেরৎ বা বাজারদর অনুযায়ী মূল্য জমা দেওয়ার জন্য প্রাক্তন মন্ত্রীদের লিখা হইয়াছে এবং তাগিদ ও দেওয়া হইতেছে।

ANNEXURE—'A'

STATEMENT SHOWING THE PROPERTIES LYING IN THE HOUSES OF EX-MINISTERS

Sl. No.	Name of Ex-Minister	Nature of the Govt. properties	Cost	REMARKS
1	2	3	4	5
		(A) STRUCTURES		
1.	Shri S. Sengupta, Ex-Chief Minister.			
		(i) Visitors Room	Rs. 6409 00	Regarding the structures etc in the residence of Shri S. Sengupta, Ex-Chief Minister last correspondence received from his on 20-5-79.
		(ii) Guard shed	Rs. 8074 00	
		(iii) Iron gate with wheel rail	Rs. 1243·00	Shri S. Sengupta was requested by the department under letter No. F. 18 (11)-PWD(W)/74 dt. 14-10-77 to intimute if he would like retained the structures on payment of the depreciated value amounting to Rs. 43,705/-. A remainder was also issued by Agt. Divn No. 1 on 5-6-78 A letter was received in the office of the E. E. Agt. Divn. No. I on 5-7-78. signed by somebody else othear then Shri Sengupta on his behalf intimating his willingness to retain the structures at value propossed
		(iv) Lav. block, water supply, everhead tank saptic tank sanitary fitness & approach road.	Rs. 11305·00	

1	2	3	4	5
		(v) Extension of varendah security fencing of IRC & GCI sheet.	Rs. 16674 00 Total Rs. 43705·00	by the Department He however, wantsd break up of cost for the item No. 5. The Executive Engineer wanted a eonfirmation on 10-7-78 from Shri S. Sengupta if the letter dated 5-7-78 had been issued by his authorised rep:esesentative and remainder was slso issued on 3-4-79. Confirmation of Shri Sengupta has been received on 17-5-79 and the motter is under examinotion foc early finalisation.
		(B) FURNITURE Foammatress (1 No)	Rs. 601·70 Total Rs. 44306 70	Regarding furniture Shri M. Sengupta on behalf of Shri S. Sengupta vide his letter dated 27-3-78 wanted to know the name of person who receiven the articles for Chief Minister officials residence. He also mentioned that all the furniture items were handed over to P. W. D. This was contradicted in our letter dated 6-5-78 clearifying that those particular items were carried from his official residence who his personal residence on 9-8-75 by Jeep No TRA-1224, These items of furniture have however not yet been returned by him.
		(C) FURNISHING matenials.	Nil.	

1	2	3	4	5
2)	Shri P.K. Das. Ex-Chief, Minister	(A) STRUCTURES (i) Guard shed	Rs. 687.99	On being requested Chief Engineer Tripura (PWD) allowed Shri Das to deposit the value of structurees in three instalment under his letter No. F. 16(6)-PWD(C)/78(Shadow) dated 23rd june, 1979. which has also been reminded under Exective Engineer, Agartala Division No. I letter No. 7339-41 dated 6-8-79. But action from Shri Das Ex. Chief Minister is still awaited
		(B) FURNITURES 1. Dinning table (1 No) 2. Armless Chair (1 No) 3. Sofaset Complete (1 No) 4. Doormat (1 No) 5. Godrej Almirah(1 No) 6. Site table (1 No)	Rs. 1778.15	As regards furniture, Shri Das was rqeuested on 12-6-78 by this Division either to return all the items of furniture or deposit its value amounting to Rs. 2185 15. Shri Das expressed his willingness to retain the furniture at sl. 1,2,3,5 and also wanted pay the cost in instalments.
		(C) FURNISHING MATERIALS :— (i) Door & Window screen. (ii) Sofaset cover. (iii) Chair cover etc.	Rs. 407.00	But neither any payment as so far been made by him nor any furniture has been returned by him. Executive Engineer concerned is pressing the Ex-Chief Minister eithar to make payment or to return the articles of furniture.
			Total Rs. 2873·14	

1	2	3	4	5
3)	Shri S. R. Barman Ex-Minister.	(A) STRUCTURES (i) Security shed ii) Garage	 Rs. 475.99 Rs. 319.99 Total Rs. 795.98	Sri S. R. Barman was requested under Agt. Din. I letter No. 20(3)/EE(I) EW/75/9812-18 dated 9.8.78 to intimate if he was willing to retain the structures by depositing highest bid amount for Rs. 595. 98. It was learned that Sri Barman offered his willingness to the Chief Engineer to retain the structures by making Payment of highest bid amount, but he did not pay the amount though he was reminded under Agt. Divn. I letter dated 8.9.78 and 26.2 79. Sri Barman has, on the contrary threatened legal action if any action is taken to remo e the structures from his residence without coming to a settlement about the claim preferred by him for keeping the structures in his premies. The matter is under consideration of the higher authority.
		(B) FURNITURE	Nil	
		(C) Furnishing Materials (i) Door & Window Screen-67 Nos	 Rs. 2161.40 Total Rs. 2975.38	
4)	Shri D. K. Choudhury Ex-Minister	(A) Structures (B) FURNITURE	Nil	Regarding the furnishing items nothing has been returned by Shri Barman so far though he was asked to return the furnishing itemes or to deposit the value vide letter dated 1 3.78 & 12.6 78 of Executive Engineer, Agartala Division No. 1.
		(i) Relaxion matress (1 NO) (ii) Centre table (1 No) (iii) Dinning Charir (6 Nos)	Rs. 640.20 Total Rs. 640.20	Shri D. K. Choudhury was requested on 1.3.78 and 12 6.78 either to return the erticles or to make payment but the aetion is still awaited.

1	2	3	4	5
5)	Shri H. C. Choudhury Ex-Minister.	(A) STRUCTURES	Nil	
		(B) FURNITURE		
		(i) Dunlop matress (1 No) (ii) Ralaxion (1 No) (iii) Jute matress (1 No) (iv) Dressing tolls (1 No.)	Rs 1177 00	(B) Shri H C. Choudhury was requested on 1-3-78 and 12-6-78 to either to return the article or to make payment but action is still awaited.
		(C) Furnishing materials	Nil	
			Rs. 1177 00	
6)	Shri K. C. Das Ex-Minister.	(A) STRUCTURE	Nil	
		(B) FURNITURE		
		(i) Feam matress (1 No) (ii) Coirmatress (1 No)	Rs 440 00	
		(C) Furnishing materials	Nil	—do—
		Total Rs	440·00	
		Grand Total Rs	52394·42	

Admitted Starred Question No. 108

By—Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be Pleased to State.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত নোয়াবাড়ী কিংবা অন্য কোন নিকটবর্তী স্থানে পিছাছড়াতে সেতু তৈরী করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না এবং

২। যদি থাকে, কখন কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। এই আর্থিক বছরেই কাজ আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 110

By—Shri Matahari Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিভিন্ন মানের পাটের জন্য বিভিন্ন দর বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও পাট উৎপাদক সাধারণ চাষী সব রকম পাটই কেবলমাত্র সর্ব নিম্ন দরে ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন, এবং

২। সত্য হইলে পাট উৎপাদক সাধারণ মানুষ যাহাতে পাটের ন্যায্য মূল্য পায় সে সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন,

৩। পাট উৎপাদকদের হইতে সরাসরি পাট ক্রয়ের জন্য ল্যাম্প ও প্যাক্স সোসাইটি গুলিকে সরকারের আর্থিক (ঋণ) সহায়তা করার ব্যবস্থা আছে কি,

৪। জুট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া এবং ত্রিপুরা জুট মিল যাতে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স কো-অপারেটিভগুলি মারফৎ পাট ক্রয় করেন তার জন্য সরকার চেষ্টা করিবেন কি?

উত্তর

১। ইহা ঠিক নহে। তবে, যেখানে কোন অনুমোদিত ক্রয় কেন্দ্র নাই সেখানে পরিপোষক মূল্য হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে কম দরে বিক্রয় হইতে পারে।

২। যাহাতে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পায় তজ্জন্য এই মরশুমে ৩১টি অতিরিক্ত ক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

৩। না,

৪। বর্তমানে ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া এবং ত্রিপুরা জুট মিলের পক্ষে ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং অন্যান্য সমিতির মারফৎ পাট ক্রয় করে। বর্তমানে সরকার এরূপ কোন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতেছেন না।

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কোন ব্লকে কয়টি ল্যাম্পস্ সমবায় সমিতি এবং কয়টি প্যাক্স্ সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে ?

২) এই দুই ধরণের সমবায় সমিতিগুলির যারা সরকার থেকে শেয়ারের টাকা দিয়ে সদস্য হয়েছেন তাদের সংখ্যা গ্র্যান্ট এবং লোন প্রভৃতি পৃথক ভাবে।

১) ব্লক ভিত্তিক ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স সমবায় সমিতির হিসাব এইরূপ ঃ—

ব্লকের নাম	সংখ্যা	
	ল্যাম্পস্	প্যাক্স্
১) সদর নর্থ ব্লক (মোহনপুর)	২	১৩
২) সদর ইষ্ট ব্লক (জিরানীয়া)	৩	৭
৩) সদর সাউথ ব্লক (বিশালগড়)	৪	২৫
৪) খোয়াই	২	৮
৫) তেলিয়ামুড়া	১	৬
৬) মেলাঘর	—	২২
৭) মাতাবাড়ী উদয়পুর	২	১৭
৮) রাজনগর	—	১৩
৯) বগাফা	৩	৯
১০) সাতচাঁন্দ	৩	১০
১১) পানিসাগর	—	২১
১২) কুমারঘাট	—	১৯
১৩) সালেমা	১	২১
১৪) অমরপুর	৬	—
১৫) ডুম্বুরনগর	১	—
১৬) ছৈলেংটা	৪	—
১৭) কাঞ্চনপুর	৭	—
	৩৯	১৯১

২) সরকার হইতে গ্র্যান্ট হিসাবে দেওয়া শেয়ারের টাকা দিয়ে ল্যাম্পস্ সমবায় সমিতিগুলিতে যে সদস্য হয়েছেন তাঁদের মোট সংখ্যা ১৬,৩২০। ইহা ছাড়া ত্রিপুরা স্মল ফার্মার ডেভলাপমেন্ট এজেন্সি হইতে লোন হিসাবে পাওয়া টাকা দিয়ে ল্যাম্পস্ সমবায় সমিতিতে ৬০৭ জন এবং প্যাক্স সমবায় সমিতিতে ২৩৯ জন সদস্য হয়েছেন।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—B

Admitted Un-Starred Question No. 4

By—Sri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। এ বছর খরায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মধ্যে সারা ত্রিপুরায় কি কি বীজ বিলি করা হয়েছে এবং সেই বীজের পরিমাণ কত? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ভর্তুকিতে সার বিক্রয় করতে গিয়ে রাজ্য সরকারকে কি পরিমাণ অর্থ ভর্তুকী দিতে হয়েছে?

৩। যাতে সার মজুত না হয় তার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

উত্তর

Minister-in-charge of Agriculture (Shri B. Riyan)

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Unstarred Question No. 11

By—Shri Matahari Choudhury.

Will the Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যেই বনকুল নূতন বাজার হইতে ঘোড়াকাঁপা বাজার এবং ঘোড়াকাঁপা হইতে শিলাছড়ি বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরী, রাস্তা সংস্কার ও পুল নির্মাণ করে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা হবে কিনা?

২। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

৩। কলাছড়া বাজার হইতে চালিতা বাজারের রাস্তা, চালিতা বাজার হইতে বাঘমারা রাস্তা, সাতচান্দ ব্লক অফিস হইতে ভুরাতলী কালীর বাজার রাস্তা মনু বাজার হইতে ভুরাতলী কালীর বাজার ভায়া লবন রোহাজা পাড়া, সাতচান্দ ব্লক হইতে বনকুল রাস্তা ভায়া পঞ্চমগ পাড়া এবং মনুবাজার হইতে মনুঘাট রাস্তা এখনও সম্পন্ন না হওয়ার কারন কি?

৪। কবে নাগাদ ঐ সমস্ত রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যেতে পারে?

৫। ঐ রাস্তাগুলি ছাড়া অন্যান্য গ্রামীন রাস্তা যথা, কলাছড়া হইতে গগন মৌজা রাস্তা ভায়া সোনা মোহন পাড়া এবং কলাছড়া হইতে পুষ্প রায় পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরী করা হবে কি ?

৬। ইউ, এস রোড হইতে তৈকুন্তা রাস্তার পুল নির্মানের ব্যবস্থা হবে কি ?

উত্তর

By Shri Baidyanath Majumder.

১। বনকুল নূতনবাজার—ঘোড়াকাপা রাস্তা

১৯৮০ সালের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঘোড়াকাপা —শিলাছড়ি বাজার রাস্তা

ইটের সোলিং এর কাজ শেষ হইলেই যানবাহন চলাচল করা যাইবে আশা করা যায়। প্রয়োজনীয় ইট না পাওয়া যাওয়ার জন্য সোলিং এর কাজ শেষ করিতে বিলম্ব হইতেছে।

২। ইটের অভাবে রাস্তাগুলির উন্নতির কাজ ব্যাহত হইতেছে। ঘোড়াকাঁপা হইতে শিলাছড়ি রাস্তার ইট বসানোর জন্য বহুবার দরপত্র আহবান করিয়াও কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। পুনরায় চেষ্টা করা হইতেছে।

৩। ক) কালাছড়া বাজার হইতে চালিতা বাজার রাস্তা।

ক) ১৯৭৮ সনের বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। এখন অগ্রগতি অব্যাহত আছে।

খ) চালিতা বাজার হইতে বাগমারা রাস্তা।

খ) ইহা নির্মাণের আর্থিক সম্মতি ১৯৭৯ সনে পাওয়া গিয়াছে। মাটি কাটার কাজ চলিতেছে।

গ) সাতচান্দ ব্লক অফিস হইতে ভুড়াতলী কালী বাড়ী বাজারের রাস্তা—

গ) ইহা ১৯৭৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নির্মাণের কাজ ব্যাহত হইয়াছে। বর্তমানে কাজ চলিতেছে।

ঘ) মনুবাজার হইতে লবণ রোয়াজা পাড়া—	ঘ) ইহার কাজ স্বাভাবিক গতিতে চলিতেছে।
ঙ) সাতচাঁন্দ ব্লক অফিস হইতে বনকুল বাজার রাস্তা—	ঙ) ইহার আর্থিক সম্মতি ১৯৭৯ সালে পাওয়া গিয়াছে। এখন মাটি কাটার কাজ সম্পূর্ণপ্রায় সেতুর কাজ হাতে নেওয়া হইতেছে।
চ) মনুবাজার হইতে মনু-ঘাট রাস্তা—	চ) ইহা পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে নয়।

৪। রাস্তাগুলি নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য উপযুক্ত ঠিকাদার পাওয়া গেলে ১৯৮০ সালের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হইবে আশা করা যায়।

৫। ইহা পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে নয়।

৬। হ্যাঁ।

Admitted un-stared Question No. 12.
Assembly Starred Question No. 131.
By Matilal Sarkar.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে কোনাবন, পাণ্ডবপুর, নেহালাচন্দ্রপুর গকুলনগর ও চাম্পামুড়ায় গভীর নলকুপ বসিয়ে বিরাট এলাকা কৃষিযোগ্য করা সম্ভব ?	১) হ্যাঁ। বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যাইবে।
২) এ সম্পর্কে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে কি না বা হবে কিনা ?	২) এখনও করা সম্ভব হয় নাই। তবে ভবিষ্যতে করা হইবে।
৩) উক্ত স্থান গুলিতে গভীর নল-কুপ বসানোর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?	৩) নলকুপ বসিয়ে জল পাওয়া সম্ভব হইলে, অর্থ সংকুলান অনুযায়ী ভবিষ্যতে নলকুপ বসানোর কাজ হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

By Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলা—বিশালগড় রাস্তা হইতে চাম্পামুড়া পর্য্যন্ত এবং আগরতলা—বিশালগড় রাস্তা হইতে কমলাসাগর ও কোনাবন পর্য্যন্ত রাস্তা দুইটি উন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

২। নেয়া হলে কবে পর্য্যন্ত তা কার্যকরী হবে ?

৩। ঘনিয়ামারা হইতে কামথানা পর্য্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের জন্য কিরূপ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে ?

৪। সেকেরকোট বাজার হইতে পাণ্ডবপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটি তৈরীর জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

৫। নেয়া হলে কবে পর্যন্ত তা কার্য্যকরী হবে/বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রচলিত নিয়মাবলী পালন করার পর এই আর্থিক বৎসরের শেষভাগে কাজটি হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য মাটি কাটার কাজ, পাইপ কালভার্ট বসানো এবং ইট সলিং এর ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

৪। হ্যাঁ।

৫। দরপত্র আহবান করা হইয়াছে। দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইলে কাজটি আরম্ভ করা যাইতে পারে।

——

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, the 18th September, 1979.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala on Tuesday, the 18th September, 1979 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 8 Ministers, the Deputy Speaker, 47 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীফইজুর রহমান।

শ্রীফইজুর রহমান---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রীদশরথ দেব---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে যে সকল মাদ্রাসায় সরকারী অনুদান দেওয়া হয় তাতে বাৎসরিক কত টাকা খরচ হয়?

২) মাদ্রাসাগুলিতে অনুদানের হার বাড়ানোর সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১) ১৯৭৮-৭৯ সালে মোট ১৯টি মক্তব মাদ্রাসাকে ১৫,৬০০ টাকা সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে।

২) প্রশ্নটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীফইজুর রহমান---মাননীয় মন্ত্রী মশাই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেকগুলি মাদ্রাসা আছে, যেগুলিকে কোন সরকারী অনুদান দেওয়া হয় না, আর যে সামান্য কয়েকটিকে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়, সেগুলির অবস্থা ও খুব খারাপ। কাজেই সরকার মাদ্রাসাগুলিকে যে অনুদান দেন তার হার বাড়ানো হবে কিনা জানতে পারি কি?

শ্রীদশরথ দেব---কোন্ কোন্ মাদ্রাসা অনুদান পায় না, তার তথ্য সংগ্রহ করে দেখতে হবে। আপাততঃ আমার হাতে সেই ধরনের কোন তথ্য নাই।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী---এই যে ১৫,৬০০ টাকা মাদ্রাসাগুলিকে অনুদান হিসাবে দেওয়া হল, তা মোট কয়টি মাদ্রাসাকে দেওয়া হইয়াছে জানতে পারি কি?

শ্রীদশরথ দেব---মোট ১৯টি মাদ্রাসাকে এই পরিমাণ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। তবে কোন মাদ্রাসাকে কি পরিমাণ টাকা পেয়েছে, তা মাননীয় সদস্য জানতে চাইলে আমি পরে জানাব।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী---মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে ১৯টি মাদ্রাসার কথা বলা হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকেই সম পরিমাণ টাকা পেয়েছে কিনা জানতে পারি কি?

শ্রীদশরথ দেব---এটা আমি পরে জানাব। কারণ এখন আমার হাতে সেই তথ্য নেই।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস---মাননীয় মন্ত্রী মশাই সরকারী অনুদান দেওয়া হয়, এই ধরণের

একটি মাদ্রাসা ধর্মনগর মহকুমার বিলথৈই তে আছে, তার ঘরটি মেরামত করার জন্য ২১।৫।৭৯ ইং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে লেখা হয়েছিল আবার একই তারিখে আর একটি বে-সরকারী মাদ্রাসাকে সরকারী অনুদান দেওয়ার জন্য একটা দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল। এখন সরকারী মাদ্রাসা ঘরটির মেরামতের জন্য এবং বে-সরকারী মাদ্রাসাটিকে সরকারী অনুদান দেওয়ার জন্য সরকার কি ভাবছেন জানতে পারি কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—অনেক মাদ্রাসা এবং বেসরকারী স্কুলঘর আছে, যেগুলির মেরামতের জন্য অনেক আবেদন সরকারের কাছে এসেছে। এখন মাননীয় সদস্য যে মাদ্রাসাটির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি কি অবস্থায় আছে, তার কোন তথ্য আমার হাতে নেই। তবে আমাদের অনুদান দেওয়ার কতকগুলি নিয়ম আছে, সেই নিয়ম হচ্ছে গ্রেন্টস্ ইন-এ্যাইড রুলস্ যা অনুযায়ী বে-সরকারের এবং সরকারী স্কুল ঘরগুলি মেরামতের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয়। বর্তমানে যে সমস্ত স্কুলঘরগুলির অবস্থা সব চাইতে বেশী খারাপ, সেগুলির মেরামতের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য পরবর্তী ষ্টেজে অন্যান্য যে সব স্কুলঘরগুলি আসবে, সেগুলিকে মেরামতের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর মাননীয় সদস্য যে মাদ্রাসার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, আমি খবর নিয়ে দেখব যে সেটি এখন কি অবস্থায় আছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫, স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৯ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৭৯ ইং সনের মে মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কত হাজার ব্যাগ সিমেন্ট আমদানী করা হয়েছিল?

২) আমদানীকৃত সিমেন্ট ত্রিপুরার কোন বিভাগে কত ব্যাগ করে বন্টন করা হয়েছিল?

৩) এবং বিলি বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে কোন বৈষম্য করা হয়েছিল কি?

উত্তর

১) মোট ১,৮৭,০২০ ব্যাগ সিমেন্ট আমদানী করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ৫৯,৯৯৩ ব্যাগ সিমেন্ট জনসাধারণের খাতে খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগ কতৃক এবং ১,২৭,০২৭ ব্যাগ সিমেন্ট পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক সরকারী খাতে আমদানী করা হয়েছিল।

২) উক্ত খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগ কর্ত্তৃক আমদানীকৃত সিমেন্টের বিভাগ ভিত্তিক এবং পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক আমদানীকৃত সিমেন্টের বন্টনের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ---

খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগ কর্ত্তৃক বন্টিত সিমেন্টের হিসাব ঃ---

সদর	৫১,০২০ ব্যাগ
খোয়াই	২,৮০০ ,,
সোনামুড়া	১,৫৭৮ ,,
উদয়পুর	১,৩৯৯ ,,
অমরপুর	৩০০ ,,
বিলোনীয়া	১,২০৭ ,,
সাব্রুম	৬০০ ,,
ধর্মনগর	৭১০ ,,
কৈলাসহর	৩৭০ ,,
কমলপুর	---
মোট	৫৯,৯৯৩ ব্যাগ

পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক সিমেন্ট বন্টনের হিসাব ঃ---

Agartala Division No. I	8,576 Bag
Agartala Division No. IV	4,908 ,,

Teliamura Division	13,560 ,,
Southern Division No. II Santirbazar	4,250 ,,
Electrical Division No. III	895 ,,
Gumti Civil Division	1,800 ,,
Public Health Division No. I Agartala	2,203 ,,
Ambassa Division	6,850 ,,
Southern Division No. I Udaipur	10,000 ,,
Kanchanpur Division	3,000 ,,
Northern Division Dharmanagar	5,500 ,,
Public Health Eng. Division No. II	500 ,,
Kumarghat Division	300 ,,
Agartala Division No. III	25,270 ,,
Minor Irrigation Flood Control Division No. I	3,755 ,,
Electrical Division No. I	60 ,,
Minor Irrigation Flood Control Divin. II	1,700 ,,
Minor Irrigation Flood Control Divn. III	600 ,,
Total :—	93,667
Other Departments	
Rural Water Supply	360 ,,
Forest	4,00 ,,
Agriculture	1,000 ,,
Total :—	95,427 ,,

৩) এই রকম সংবাদ সরকারের গোচরে নাই। তবে ডিষ্ট্রিবিউশান যেটা হয়েছে তার জন্য কিছু মাননীয় সদস্য এবং আরও অন্যান্য কিছু বিভাগীয় লোককে নিয়ে এক একটা বিভাগীয় ডিষ্ট্রিবিউশান কমিটি করা হয়েছে এবং তাদের সুপারিশ ক্রমে সিমেন্টের বিলি বন্টন করা হয়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ধর্মনগরে সিমেন্ট সাপ্লাইয়ের জন্য যে কমিটি আছে সেই কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে আমলাদের একাংশ সিমেন্ট বন্টন কমিটির সিদ্ধান্তের বাইরেও কাজ করেছে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন খবর আমার জানা নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ২০ ব্যাগ সিমেন্ট আনার জন্য সরকারের কত খরচা হয়েছে?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আলাদা প্রশ্ন করতে হবে, তাহলে আমি জবাব দিতে পারব।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা ঠিক কিনা যে সিমেন্ট ফেক্টরীতে ত্রিপুরার জন্য যে সিমেন্ট বরাদ্দ ছিল রেল যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য সম্পূর্ণ সিমেন্ট আমদানী করা সম্ভব হয় নাই?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক যে রেল যোগাযোগের অসুবিধার জন্য আমাদের বরাদ্দকৃত সব সিমেন্ট আমদানী করা সম্ভব হয় নাই। আমাদের সিমেন্ট আমদানী করার কতগুলি এজেন্সী আছে—সেগুলি হল মেসার্স ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ত্রিপুরা স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ, ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি—এই সব এজেন্সির মাধ্যমে আমাদের সিমেন্ট সরাসরি আমদানী করা হয়। তবে রেলওয়ের অসুবিধার জন্য আমাদের এজেন্সিগুলির পক্ষে বরাদ্দকৃত পুরো সিমেন্ট আমদানী করতে পারেনি। তবে জানুয়ারী থেকে মার্চ এই তিন মাস আমাদের বরাদ্দকৃত সিমেন্ট ছিল ৩,৫১৭৫ মেট্রিক টন—আমদানী হয়েছে ১,২৫৭ মেট্রিক টন। এপ্রিল—জুন '৭৯—আমাদের বরাদ্দ ছিল ৩,৫০০ মেট্রিক টন—আমদানী হয়েছে

১,১৮৭'২০ মেট্রিক টন। এর বাইরে পূর্ত্ত দপ্তরের এর আরও ১৯ হাজার ব্যাগ বরাদ্দ ছিল এবং আমদানী করেছে ১৮,২৮০ ব্যাগ—পূর্ত্ত দপ্তরও সব সিমেন্ট আমদানী করতে পারে নাই।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ধর্মনগরে সিমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। ধর্মনগরের জন্য কবে সিমেন্ট আনা হবে?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিমেন্ট আনার ব্যাপারে আমাদের রেল যোগাযোগের উপর নির্ভর করতে হয়।

শ্রীউমেশ নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, আমরা ধর্মনগরে সিমেন্ট পাচ্ছি না তার কারণ কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খবর নিয়ে দেখব। আমার নিকট যতটুকু খবর আছে তাতে ধর্মনগরে সিমেন্ট আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সিমেন্ট আনার দায়িত্ব কতগুলি কো-অপারেটিভ সোসাইটির উপর দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী খবর নিয়ে দেখবেন কি যে 'এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি' কৈলার্সহরের জন্য সিমেন্ট আনার দায়িত্ব নিচ্ছেন না কেন?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, বলেছেন যে ত্রিপুরার জন্য ৩ হাজারের মত সিমেন্ট বরাদ্দ ছিল এবং তার মধ্যে ১১।২২ শ'য়ের মত আনা হয়েছে এবং পূর্ত্ত দপ্তর এনেছেন ১৯ ব্যাগের মত। পূর্ত্ত দপ্তর তার সিমেন্ট আনতে পারে আর সরকারের এজেন্সী-গুলি সিমেন্ট আনতে পারে না কেন?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ত্ত দপ্তরও তার বরাদ্দকৃত সিমেন্ট সবটা আনতে পারে নি। আমি এই প্রসঙ্গে বলছি যে রেল যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য সব সিমেন্ট আনা যাচ্ছে না, যদিও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নং ২১।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নং ২১।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে ১ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কি না?

২) থাকিলে তার সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩) একাধিক শিক্ষক না দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১) আছে।

২) সংখ্যা হচ্ছে ৫৩২— সদর—৬৫ সোনামুড়া—২৬ খোয়াই—৬৫ কমলপুর—৫৫ কৈলাসহর—১২১ উদয়পুর—২১ অমরপুর—৪৩ বিলোনীয়া—৫৩ অমরপুর—৪৩ বিলোনীয়া—৫৩ সাব্রুম—৩১ ধর্মনগর—৫২

৩) প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব ছিল এবং ঠিক সেই ভাবে পদগুলির সৃষ্টি হয় নাই। তবে আমরা এইগুলি পূরণ করার জন্য আরও ৫০০ জন প্রাইমারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছি। এবং আশা করছি আগামী দুই মাসের মধ্যে আরও ৫০০ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হবে তাহলে এই অভাব মিটানো যাবে। আর যেখানে বেশী শিক্ষক আছে সেখান থেকেও বদলী করে শীঘ্রই একজন শিক্ষকের স্থলে দুই জন শিক্ষক দেওয়ার এচেষ্টা নেব।

শ্রীহরিচরণ সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কত গুলি স্কুল আছে যেখানে কোন শিক্ষক নেই?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাস্টার নেই এই রকম কোন স্কুলের খবর আমার কাছে জানা নাই। তবে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে আমাকে দেবেন, আমি খোঁজ করে দেখব। তবে দুই শিক্ষক দেওয়ার আমাদের অসুবিধার কারণ হল যে আমাদের বাজেটের বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা চেষ্টা করছি প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করে আমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য।/

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি---অলরেডী কিছু স্কুলে এক জন শিক্ষক দ্বারা কাজ চলছে আবার কোথাও ওভার লোডের কারণ কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার কারণ হচ্ছে লিগেসী অব দি পাষ্ট। আগে শিক্ষক সমানুপাতিক হারে বন্টন হয় নাই সেই জন্যই এটা হয়েছে। তবে আমরা যখন নূতন বদলী নীতি গ্রহন করলাম তখন দেখা গেল যে শিক্ষকদের ট্র্যান্সফার করতে গেলে সেই ট্র্যান্সফার অর্ডার ঠিক মত কার্যকর না করার পক্ষে যতগুলি সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলি তারা গ্রহন করেছে। মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং মামলার সুযোগ নিয়ে, এই বদলী নীতিকে বান চাল করার জন্য কর্মচারীদের একাংশ এর তৎপরতার অভাব নেই। তা সত্ত্বেও আমরা এইগুলির ক্লীয়ারেন্স পেলে সরকারী ট্র্যান্সফার অর্ডারগুলি আমরা ষ্ট্রিকটলী ফলো করব এবং এটা আমরা চালু করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা বিগত সেশনেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সমান ভাবে শিক্ষকদেরকে বন্টন করা হবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কিছু কর্মচারীর স্বার্থে ত্রিপুরা সরকার তার বদলী নীতি পালন করবে না কেন? স্কুলের স্বার্থে এবং সামগ্রিক কর্মচারীর স্বার্থে এটা প্রয়োগ করবে না কেন?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ সরকার যা বলে তা করে। এর আগে এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলের ব্যবস্থা ছিল। গতবার এক হাজার, এবং ১৩০০ শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার পর অনেকগুলি অসুবিধা দূর হয়েছে। এবার ৫০০ শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে গেল সেই অভাবটা অনেক পরিমাণ দূর হবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কিছু কর্মচারীর স্বার্থে বদলী নীতি কার্য্যকর হচ্ছে না। এটা অবান্তর কথা। কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে এই সরকার পরিচালিত হয় না। এই ট্র্যান্সফার পলিসি বদলী নীতি একেবারে গেজেটেড করা হয়েছে। এটা সমগ্র ত্রিপুরার স্বার্থে সামগ্রিকভাবে এটা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২২, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২২।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৯-৮০ ইং আর্থিক সনে ১০ম শ্রেণী বিদ্যালয়কে ১২ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিণত করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

২) থাকিলে তার সংখ্যা এবং বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা?

৩) না থাকিলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ইতিপুর্বেই মোট ৫১টি বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় এই গুলিই যথেষ্ট। সেই জন্য এই বিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত উন্নতি বিধান না করিয়া আরও নূতন স্কুল উন্নীত করার প্রস্তাব এ বৎসর নেওয়া হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩২। ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩২।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ কতদিনের মধ্যে শুরু হবে এই সম্পর্কে কোন তথ্য সরকারের জানা আছে কি না?

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পক্ষ গাফিলতি প্রদর্শন করেছেন এবং।

৩) জানা থাকলে তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কি না?

৪) গ্রহন করলে তার বিবরণ এবং না করলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ। সমীক্ষা সমাপনান্তে ধর্মনগর হতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলওয়ে সম্প্রসারণের কাজ এই আথিক বৎসরেই আরম্ভ হবে বলিয়া আশা করা যায়।

২) এইরূপ কোন অভিযোগ সরকারের গোচরে আসে নাই।

৩ ও ৪) ২ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের জানাছিল যে গত মার্চ মাস থেকে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলপথের কাজ আরম্ভ হবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আরম্ভ হল না। এটা কি গাফিলতি নয়? এছাড়া কোথায় কোথায় রেল স্টেশন হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকারের আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি জানাচ্ছি যে সেন্ট্রাল থেকে একটি প্রতিনিধি দল এখানে এসেছিল। তাদের কাছে আমরা বলেছি যে আমাদের সরকারের যতটুকু দায়িত্ব আছে সেটা সরকার করবেন। এবং অক্টোবর মাস থেকে জরিপ নেওয়া শুরু হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে জমির কিছুটা খাস থাকলেও জোত জমি যথেষ্ট আছে। অ্যাকুইজেশনের একটা আইন আছে। সেই আইন অনুসারে এটা করতে হবে। তাতে কিছু সময় লাগবে। তারা প্রথমে ১০ কিঃ মিঃ ধর্মনগর থেকে তারা কাজ সুরু করবেন। অক্টোবর থেকে তারা কাজ আরম্ভ করবেন বলে ভাবছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বছর কোন টাকা এই ব্যাপারে বরাদ্দ করা হয়েছিল কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পরিকল্পনায় এই রেল লাইনের জন্য ৯ কোটি ৪৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এইটা ষষ্ট পরিকল্পনায় শেষ হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৪, হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৪।

প্রশ্ন

১) বিগত ১৬ই জুলাই ৭৯ ইং আমরা বাঙ্গালী দল যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংগঠিত করে তাতে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে কি কি এবং কি পরিমাণ সরকারী সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

২) উক্ত ঘটনায় জড়িত কত জন দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে?

উত্তর

১) কৈলাশহর-ধর্মনগর রাস্তাটির ধর্মনগর থানার অন্তর্গত আনন্দ বাজারের নিকট

ড্রেনটা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৫০০ টাকা।

২) মোট ৮৩ জন দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---সরকারী সম্পত্তি ছাড়াও সে দিন প্রচুর বে-সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, সেই বে-সরকারী সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, এটি যদিও আলাদা প্রশ্ন, তবুও মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাইতে পারে যে, ঐ তারিখে বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে। ১৫টি এই ধরনের ঘটনা পুলিশ দপ্তরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩টি পশ্চিম ত্রিপুরায় এবং ১২টি উত্তর ত্রিপুরায়। এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কীয় আইনে ও মামলা দায়ের করা হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার ঃ---আপনি কি রিপোর্ট পড়ছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---আমি স্যার, মামলা সংক্রান্ত রিপোর্ট পড়ছি। এইগুলি সবই বিচারাধীন রয়েছে। এই সমস্ত ঘটনায় ২৪ জন বিভিন্ন ধারাতে অভিযুক্ত হয়ে ছন। এ ছাড়া ধর্মনগরে স্কুল আক্রমন করা এবং সেখানকার হেড মাষ্টার মহাশয় এবং তারস্ত্রীকে আক্রমণ করা এই সমস্ত সম্পর্কেও "আমরা বাঙ্গালীর" বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ও মামলা দায়ের করে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রামচন্দ্রঘাটে ২ জনকে, মনোরঞ্জন গোপ ও বীরচন্দ্র গুহ তারা আগরতলার কামারপুকুর এলাকার হাত বোমা সহ ধরা পরেন। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। মঠচৌমুহনীতে ঐদিন শচী গোপাল চক্রবর্ত্তী (তেলিয়ামুড়া) কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আরো কিছু লোক তারা ঐ দিন টি, আর, এস, ৪৫৩ টাউন বাস যখন কলেজের উপরে, তখন তার ভেতরে বোমা ছোড়েন। তাতে গাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যাত্রীরা কিছু আহত হয়েছে। এই ঘটনা তদন্তাধীন আছে, তবে আসামীদের এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা যায় নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---এই ১৬ই জুলাই বন্ধকে কেন্দ্র করে "আমরা বাঙ্গালী" এবং "উপজাতি যুব সমিতি" কিছু বে-আইনি ম্যাপ বাজারে ছাড়েন। সরকার সেই সম্পর্কে কি ব্যবস্থাদি নিয়েছেন এবং এটা সঠিক কি "আমরা বাঙ্গালী"র কাজ কর্মের সঙ্গে কিছু সরকারী কর্মচারী যুক্ত আছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক ১৬ই জুলাই'এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিনা আমি জানি না, তবে ২টি ম্যাপ---একটি 'আমরা বাঙ্গালীর' এবং আর একটি 'উপজাতি যুব সমিতি' প্রচার করেন এবং ২টি ম্যাপই সত্যতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বিভ্রান্তিকর এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে পুলিশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে এটা ঠিক যে, ১৬ই জুলাই 'উপজাতি যুব সমিতি' আতঙ্ক ছড়িয়েছিলেন যে, ঐ দিন কিছু একটা হবে। তার ফলে কিছু কিছু উপজাতি পরিবার তাদের বাড়ী ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্য আমাদের সরকার তাঁদের নেতাদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা যেন আতঙ্ক না ছড়ান। এই আতঙ্কে কিছু পড়িবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁরা এত আতঙ্কগ্রস্থ হয়েছিলেন যে, এর ফলে কিছু উপজাতি পরিবার তাদের গরু বাছুর পর্য্যন্ত বিক্রী করে ফেলেন। এই রকমই তাঁদের তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে, সরকার উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য কোন প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছেন না। যদিও এটা মিথ্যা। আমরা তাঁদের বলেছিলাম যে, সেদিন পুলিশ প্রচুর থাকবে এবং তারা যেন আতঙ্কিত না হয়। এবং এর জন্য সব রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ তদন্ত করতে গেলে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলনে। তাতে বুঝতে পারা যায়, কিছু এই রকম লোক ছিল যারা ১৬ই জুলাই 'আমরা বাঙ্গালী' যে বন্ধ ডেকেছিলেন, তাতে উষ্কানি দেবার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁদের সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। টাউন বাস সেকেরকোট থেকে আসছিল। সেখানে বাসটিতে আক্রমন করা হয়। কিন্তু সেখানে কোন যাত্রী আহত হন নি। তারপরে দুষ্কৃতকারীরা হাতিলেটার কাছে ইট পাটকেল ছুড়ে, তারা সোনামুড়া এবং খাসিয়া-

বস্তিতে আক্রমন করার জন্য চেষ্টা করেছিল। এই সমস্ত ঘটনা ১৬ তারিখে 'আমরা বাঙ্গালী দল' থেকে করা হয়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---এই যে ১৬ই জুলাই 'আমরা বাঙ্গালী' নামক একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন বন্ধের ডাকে ধর্মনগরের বিভিন্ন জায়গায় হামলার সৃষ্টি করেছিল, সেখানকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ছাত্রদের প্রচণ্ড মারপিট করেছিল, রাত্রে পদ্মবিল হাই স্কুলে এক ছাত্রকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল খুন করার উদ্দেশ্যে এবং তাকে এমন ভাবে আক্রমন করেছিল যে, সে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। এমন কি তার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। রওয়া বাজারের সেখানকার রেশন শপে কয়েক হাজার টাকার জিনিষ পত্র লুট করে এবং ঐ রওয়া এস, বি স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে অনেক টাকা ছিল---সে টাকা তারা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ঐ সব দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? এছাড়াও পূর্ব পদ্মবিল জুনিয়র বেসিক স্কুলের ঘটনা সম্পর্কে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও কাওকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা করা হয় নি। তাহলে মামলাটি উধাও হয়ে গেছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি ১৬ই জুলাই 'আমরা বাঙ্গালী' নামধারী কিছু দুষ্কৃতকারী হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে ৮৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু কোন কেসে কয়জন অভিযুক্ত হয়েছেন এবং কোন্ আসামীকে এখনও গ্রেপ্তার করা যায়নি সেই তথ্য আমার কাছে এক্ষণই নেই। তাই আমি দিতে পারছি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতির তরফ থেকে বে-আইনি ভাবে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ম্যাপ ছাপানো হয়েছে। কিন্তু (উপজাতি যুব সমিতি) বলছি যে আমরা ছাপাইনি। কিছু সংখ্যক লোক উপজাতি যুব সমিতির ভাবমূর্ত্তিকে নষ্ট করার জন্য উপজাতি যুব সমিতির নাম দিয়ে এই ধরনের কার্য্য কলাপে লিপ্ত রয়েছে। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যারা এই ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে উপজাতি যুব সমিতির নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার যেন কঠোর ব্যবস্থা নেন। আমরা এও জানি যে সরকার তাদেরকে মদত দিয়ে যাচ্ছেন। তবে উপজাতি যুব সমিতি এতে দুর্বল হবে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে আমি জানাতে চাই, আমি যে বিবৃতি দিয়েছি তাতে আমি এই কথা বলিনি যে উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকে এ ধরনের ম্যাপ ছাপানো হয়েছে। আমি যেটা বলেছি, সেটা হচ্ছে, উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা এই ম্যাপটা ছড়িয়েছে। আমাদের কাছে যে ম্যাপের কপি আছে, তাতে আমরা জানি ৮ আনা করে এই ম্যাপ বিক্রী হচ্ছে এবং যারা এই ম্যাপ বিক্রী করছে তারা সবাই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক এবং ম্যাপে যার সাক্ষ্য রয়েছে তিনি হচ্ছেন শ্রী বি, কে, রাংখল। তিনি হচ্ছেন ত্রিপুরা সেনাবাহিনীর সর্বাধি নায়ক। মাননীয় সদস্য যধি এখানে অস্বীকার করেন যে তিনি ত্রিপুর সেনা বাহিনীর নেতা ছিলেন এবং উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে আমি খুব খুশী হব। তিনি কি এখানে এই বিবৃতি দেবেন?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলেছি যে উপজাতি যুব সমিতির নাম করে এবং শ্রীবিজয় রাংখলের নাম করে কিছু লোক ষড়যন্ত্র মূলক এটা ছাপিয়েছে। শ্রীবিজয় রাংখল সম্পর্কে এখানে কোন প্রশ্ন উঠে না। তিনি আমাদের দলে আছেন। তিনি নিজেও জানেন না ম্যাপটা কে ছাপিয়েছে?

শ্রীবিমল সিনহা ঃ---মাননীয় স্পীকাব স্যার, আমি নিজেও দেখেছি যে শ্রীবিজয় রাংখল এবং শ্রীআশাধন কলুই ৫ টাকা করে এই ম্যাপ বিক্রী করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬১ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬১ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্ন টিফিনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

২) যদি সত্য হয় তবে কি কি বিষয় চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে?

৩) প্রাথমিক অবস্থায় কোন্ অঞ্চলের ছাত্রীদের জন্য এবং কোন শ্রেণী পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হবে?

৪) এজন্য দৈনিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে?

উত্তর

১) হ্যাঁ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

২) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে, বিশেষ করিয়া অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে, স্কুল পরিত্যাগ এবং অপচয় রোধ করা এবং এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি করার বিষয় চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

৩) মিউনিসিপাল এবং নোটিফাইড এলাকা ব্যতিত অন্যান্য এলাকার সমস্ত স্কুলের পঞ্চমশ্রেণী পর্য্যন্ত সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হইবে। তবে সিনিয়ার বেসিক, হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়গুলির সহিত যুক্ত প্রাইমারী ক্লাশের ছাত্রছাত্রীগন এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হইবে না যদি না প্রাইমারী ক্লাশগুলি পৃথক শিফ্‌টে বসে।

৪) আমরা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের জন্য দৈনিক ·৫০ পয়সা করে ব্যয় করব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে কাজ যখন শুরু হবে তখন দেখা যাবে দৈনিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য কত খরচ হয়।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই ধরনের ব্যবস্থা ভারতবর্ষের আর কোথাও চালু আছে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যতটুকু জানি ভারতবর্ষের আর কোথাও এ ধরনের ব্যবস্থা চালু নেই।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই টিফিনে কি কি দেওয়া হবে?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই টিফিন দেওয়ার ব্যাপারে স্কুল কমিটি থাকবে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের জিনিষ পাওয়া যায়। কাজেই কোন জিনিষটি টিফিনের জন্য দেওয়া হবে সেটা স্কুল কমিটি ঠিক করবেন। তবে সব স্কুলে একই টিফিন দেওয়া সম্ভব হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৩ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৩ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ ইং সাল থেকে বর্ত্তমান বছরের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি বন্দুক কনফিস্‌কেটেড করা হয়েছিল (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব), এবং

২) তন্মধ্যে নীলামে বিক্রীর সংখ্যা কত?

উত্তর

১) ও ২) মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। করা হলে পরে জানানো হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---কোয়েশ্চান নং ৭৭ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৭৭ স্যার।

১) ইহা কি সত্য কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে ছাত্রদের জন্য কোন ছাত্রাবাস নেই?

২) সত্য হইলে কবে পর্য্যন্ত ছাত্রাবাস তৈরী করা হবে বলিয়া আশা করা যায়।

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের মধ্যে ছাত্রাবাস তৈরী হবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের মধ্যে করা হলে তো অনেক দেরী হয়ে যায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি সঠিক সময় সীমা জানাবেন?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, সঠিক সময় বলা যাবে না। তবে আমরা ৩০ আসন বিশিষ্ট বালকদের এবং ১০ আসন বিশিষ্ট বালিকাদের জন্য বোর্ডিং তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে শিক্ষা অধিকর্তার তরফ থেকে ১৭-৪-৭৯ ইং তারিখে পূর্ত বিভাগে চিঠি লেখা হয়েছে এষ্টিমেট তৈরী করার জন্য। পূর্ত বিভাগ থেকে এষ্টিমেট তেরী হলে পরে আমরা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ স্যাংশন দিয়ে দেব। পূর্ত দপ্তর কত দিনের মধ্যে এষ্টিমেট তৈরী করতে পারবে সেটা পূর্ত দপ্তরই বলতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নং ৮৪ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৮৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) সারা ত্রিপুরায় কত সংখ্যক সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে গ্রামলক্ষী নাই।

২) যে সব সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে গ্রাম লক্ষী নাই, সেগুলিতে গ্রামলক্ষী নিয়োগ করা হবে কি?

৩) যদি হ্যাঁ হয় তবে কবে নাগাদ করা হবে?

উত্তর

১) সারা ত্রিপুরায় মোট ২০০টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে গ্রামলক্ষী বা স্কুল মাদার নাই।

২) সমস্ত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে গ্রামলক্ষী নিয়োগ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩) নূতন পদ সৃষ্টির পরই নিয়োগ করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯২।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯২।

প্রশ্ন

১) উদয়পুর শহর থেকে কিল্লা অবধি বাস গাড়ি চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) উদয়পুর হইতে কিল্লা পর্য্যন্ত সরাসরি বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা এখনও গ্রহন করা হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা উপজাতি কমপেক্ট এরিয়া, ওখানকার মানুষের যাতায়াতের কি ব্যবস্থা করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, উদয়পুর থেকে কিল্লা ৫ মাইল, ওখানে একটা রাস্তা আছে ইট সলিং করা কিন্তু রাস্তাটা সরু সুতরাং ঐ রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলতে পারে না। রাস্তাটা বড় করবার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া একটা ব্রীজ করতে হবে, ব্রীজ-এর টেণ্ডার কল করা হয়েছে। ব্রীজটা হয়ে গেলে রাস্তাটা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীমতহরি চৌধুরী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী (মাতাহরি চৌধুরী) ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৩।

প্রশ্ন

১) সাব্রুম বিভাগে সাতচাঁদ ও শিলাছড়িতে কবে নাগাদ গ্রামীন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবে?

উত্তর

২) আগামী নভেম্বর মাসে শিলাছড়িতে গ্রামীন ব্যাঙ্ক খোলার সম্ভাবনা আছে এবং সাতচাঁদে আমরা একটা শাখা খোলার কথা বিবেচনা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৬।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৬।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮-৭৯ সালে কত সংখ্যক টিউব ওয়েল এণ্ড রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় ছিল,

২) এর মধ্যে কতগুলি টিউবওয়েল ও রিংওয়েল মেরামত করা হয়েছে?

উত্তর

১) ১৯৭৮-৭৯ সালে ১২৫৭টি টিউবওয়েল ও ৬১৪টি রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় ছিল।

২) এর মধ্যে ১০৫১টি টিউবওয়েল এবং ৪১৭টি রিংওয়েল মেরামত করা হয়েছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলগুলি কি ১৯৭৮-৭৯ সালে খারাপ হয়েছে নাকি দীর্ঘ দিন যাবত নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। যেটা ১৯৭৮-৭৯ সালে এই সরকারের উপরে পড়েছে?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলগুলি অনেক আগে থেকে অকেজো ছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই কাজগুলি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত টিউব ওয়েল ঠিক করা সম্ভব হয় নি সেটার কারণ হলো সিমেন্টের স্বল্পতা। আমরা সিমেন্টের জন্য এলটমেন্ট করেছি। আশা করছি এখন সিমেন্টের কাজ করা সম্ভব হবে।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে ব্লকে ষ্টাফের স্বল্পতার জন্য এই কাজ করা সম্ভব হয় নি?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে ব্লকে ষ্টাফ কম ছিল, এখন আমরা ঐ সমস্ত ব্লকে ষ্টাফ পাঠিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৩।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৩।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৯ সালে জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে কত সংখ্যক ছাত্র অথবা ছাত্রীকে বিনা মূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ করা হয়েছে এবং

২) বুক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কত সংখ্যক ছাত্র অথবা ছাত্রীকে পাঠ্য বই বন্টন করা হয়েছে প্রত্যেক স্কুল ইন্সপেক্টরেট ভিত্তিতে তার হিসাব?

উত্তর

১) জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কোন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে নেই।

২) স্কুল ভিত্তিক ও ইন্সপেক্টরেট ভিত্তিক সর্বশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সমস্ত জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে যে সমস্ত সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস্ ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদের ছাড়া অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের বিনা মূল্যে পাঠ্য বই দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এবং সিডিউল্ড কাস্টস্ ছাত্র ছাত্রীদের বিনা মূল্যে পাঠ্য বই দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনি তো ছাত্রছাত্রী বলতে জেনারেল বুঝাচ্ছেন। তাই মাননীয় সদস্য-এর অবগতির জন্য আমাদের যে সিস্টেম সেটা বলছি প্রথমে ক্লাশ ওয়ান থেকে ফাইভ পর্য্যন্ত বুক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সিডিউল্ড কাস্টস্ এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যে পাঠ্য বই দেওয়া হতো এবং সে বই থেকে যদি অতিরিক্ত থাকতো তাহলে সেটা জেনারেল ক্লাশ পেত। পরের বছর ছাত্র-ছাত্রীরা সেই বইগুলি ফেরত দিয়ে দিত কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে বইগুলি ফেরত আসে সেগুলি ব্যবহার যোগ্য নয় কারণ বইগুলি একেবারেই ছিড়ে যায়। তাই এবার আমরা ঠিক করেছি এই বই-এর পরিবর্তে একটা গ্র্যাণ্ড দেওয়া হবে যাতে এই টাকা দিয়ে তারা বইগুলি কিনে নিতে পারে, এই হলো আমাদের নূতন সিস্টেম। কিন্তু ক্লাশ সিক্স থেকে টেন পর্য্যন্ত বুক ব্যাঙ্ক থাকবে। বুক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বইগুলি যাতে অনায়াসে পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। মেরিটরিয়াস ছাত্রছাত্রীদের জন্য বুক ব্যাঙ্ক বই দেওয়ার রুল করা হবে কাজেই রুলস্ ফাইল হলে আসল পিক্চার বেরুবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খুব গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে নেই, সম্ভব হলে বিবেচনা করা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১৯।

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত কয়টি নাশকতামূলক কাজ সংঘটিত হয়েছে (যথা ব্রীজ পুড়িয়ে দেওয়া, স্কুল পোড়ানো ইত্যাদি)

২) এতে কত টাকা ক্ষতি হয়েছে,

৩) নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কতজনকে এ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

উত্তর

১) এই সময়ের মধ্যে ৩৬টি বিদ্যালয়, ৫টি ব্রীজ, ১২টি বাজার, জনসাধারণের ১৫টি বসবাসের ঘর, ৪টি দোকান ঘর, ৬টি সরকারী অফিস ঘর এবং ১৬টি প্লেনটেশন সেন্টার দুষ্কৃতকারীদের নাশকতামূলক অগ্নি সংযোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ইহা ছাড়া ধর্মনগর কৈলাশহর রাস্তায় আনন্দ বাজারের নিকট ড্রেন কাটিয়া রাস্তার ক্ষতি করা হইয়াছে।

২) এই সমস্ত নাশকতামূলক কাজের ফলে আনুমানিক মং ১৮,৮৫,৭২৫ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

৩) মোট ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে নাশকতামূলক কাজ হচ্ছে তার মধ্যে কোন রাজনৈতিক দল জড়িত আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, যারা ধৃত হয়েছেন তাঁরা "আমরা বাঙ্গালী" দলের সঙ্গে জড়িত আছে বলে রিপোর্ট আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সমস্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক কর্মী জড়িত আছে বলে পুলিশের কাছে রিপোর্ট আছে, সেই তথ্য আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি এই সম্পর্কে যে, একটা দল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পুলিশের কাছে আছে, সেটা হচ্ছে "আমরা বাঙ্গালী" দল। স্কুল পুড়ানো, ব্রীজ পোড়ানো ইত্যাদি যে সব ঘটনা ঘটছে, সেই সম্পর্কে পুলিশ যাতে দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করতে পারেন তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা গোয়েন্দা পুলিশকে

শক্তিশালী করে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করছি। এই সব ক্ষেত্রে আমরা জনসাধারণের কাছেও সহযোগিতা কামনা করছি। স্কুল ঘর পোড়ানো, ব্রীজ পোড়ানো ইত্যাদি যেখানে হয়, সেখানে জনসাধারণের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, যাতে তারা অনুসন্ধান করে দুষ্কৃতকারীদের পুলিশের হাতে তুলে দেন। স্কুল পোড়ানো, বাজার পোড়ানো, ব্রীজ পোড়ানো এই সমস্ত জিনিষগুলি যে দুষ্কৃতকারীরা নষ্ট করছে, সেগুলির জন্য জনসাধারণ এবং পুলিশ যদি একযোগে কাজ করেন তাহলে দু দুষ্কৃতকারীদের আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

Calling Attention.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---এখন পরবর্তী কার্য্যসূচী হল দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব। আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি----

১) শ্রীসমর চৌধুরী।

২) শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

প্রথম নোটিশের বিষয়বস্তু হল ঃ---গত ২রা সেপ্টেম্বর সোনামুড়া থানার ধনপুরে নিতাই দেবনাথকে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় দুরন্তদের আক্রমণ করে খুনের চেষ্টা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঃ---স্যার আমি এই সম্পর্কে আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর বলবো।

মাননীয় অধ্যাক্ষ্য ঃ---মাননীয় মন্ত্রী এই সম্পর্কে আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর বলবেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের বিষয় বস্তু হল--- আগরতলা শহরে পূজায় জোর করে চাঁদা আদায় সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি বিবৃতি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আগরতলায় ও অন্যান্য শহরে ছাত্র, যুবক এবং নাগরিকদের একটা অংশ চাঁদা আদায়ের জন্য বাড়াবাড়ি করে, সরকার এই সম্পর্কে অবগত আছেন। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সকলের নিকট আবেদন রাখা হয়েছে তারা যেন কোথাও চাঁদা আদায়ের জন্য জুর জুলুমের আশ্রয় না নেন। শহরে পূজা কমিটি, এবং পূজা উদ্যোক্তা ক্লাব সমূহের নিকট আমাদের অনুরোধ, তারা যেন চাঁদা সংগ্রহের কাজটা তাদের নিজ নিজ পাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। শহরের দোকানগুলিতে দলবদ্ধ ভাবে চাপ সৃষ্টি করার ফলে অনেক ছোটখাট ব্যবসায়ী বিপন্ন বোধ করেন। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা পর্যান্ত হয় এবং আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দেয়। পূজা উপলক্ষে অপচয় বন্ধ করা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে সর্বত্র শান্তির পরিবেশ রাখার জন্য বামফ্রন্ট সরকার আবেদন রেখেছেন। শান্তি বজায় রাখতে পৌরসভার উদ্যোগে আগরতলার প্রত্যেক ওয়ার্ডে নাগরিক কমিটি গঠিত হয়েছে। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যাতে সব সময় নাগরিক কমিটির সহায়তায় শান্তি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন তা মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—

"গত ২৯শে আগষ্ট পশ্চিম ত্রিপুরায় সিধাই মোহনপুরের গোপালনগর গ্রামের রাজেন্দ্র দেবনাথ এবং অমরচাঁদ দেবনাথের খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---(মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীখগেন দাস দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি হচ্ছে, ২৯শে আগষ্ট পশ্চিম ত্রিপুরা মোহনপুরের গোপালনগর গ্রামের রাজেন্দ্র দেবনাথ এবং অমরচাঁদ দেবনাথের খুন হওয়া সম্পর্কে।

গত ২৯-৮-৭৯ ইং তারিখে শ্রীনৃপেন্দ্র দেবনাথের তাহার পিতা ও ভাইয়ের হত্যা সম্পর্কে সিধাই থানায় কেইস নথীভূক্ত করিলে উক্ত দিবসেই সন্ধ্যা ৭ টায় থানার দারোগা শ্রী বি, বি দেবনাথ শ্রীনৃপেন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে নিম্নরূপ জবানবন্দী গ্রহন করেন।

২৯-৮-৭৯ইং বেলা ৪টার সময় শ্রীনৃপেন্দ্র দেবনাথ তাহার ভাই রাজেন্দ্র বাবা অমর চাঁদ ও ছোট ভাই যতীন্দ্র দেবনাথ সহ তাহাদের ক্ষেতে ধান কাটিতে ছিল। তখন (১) শ্রীগিরীশ চন্দ্র দেবনাথ (২) শ্রীগুরুধন দেবনাথ (৩) শ্রীহারাধন ধেদবনাথ (৪) শ্রীসুবোধ দেবনাথ ক্ষেতের আইল প্রসঙ্গে এদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি সৃষ্টি করে এবং তাহাদের আইল কাটিয়া ফেলে। তখন শ্রীসুরেশ দেবনাথ ও সুধীর দেবনাথ মীমাংসা করিয়া দিবে বলিয়া তখনকার মত ব্যাপারটা মিটিয়া যায়। এরপর শ্রীনৃপেন্দ্র দেবনাথ এবং তাহার পিতা ও ভ্রাতৃদ্বয় সহ পুনঃ ধান কাটিতে আরম্ভ করে। হঠাৎ অনুমান ৫টা ৪৫ মিঃ এর সময় শ্রীগিরীশ চন্দ্র দেবনাথ ও উপরে বনিত অপর চার জন দা, বল্লম ইত্যাদি লইয়া নৃপেন্দ্র দেবনাথ ও তাহার পিতা ও ভাইদেরকে আক্রমন করে। নৃপেন্দ্র দেবনাথের তথ্য মতে তাহারা তাহার ভাই রাজেন্দ্র দেবনাথকে কুপাইয়া হত্যা করে। নৃপেন্দ্র দেবনাথের বাবা অমরচাঁদকে দৌড়াইয়া গোপালনগর চা বাগানে নিয়া হত্যা করে। অভিযোগকারী নৃপেন্দ্র দেবনাথের অভিযোগ অনুসারে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮(৮)৭৯ ইউ/এস ৩০২।৩৪ ধারায় একটি কেইস সিধাই থানায় নথীভূক্ত করে সিধাই থানার অন্তর্গত গোপাল নগর নিবাসী সর্বশ্রী (১) হারাধন দেবনাথ (২) উষারঞ্জন দেবনাথ (৩) গিরীশ চন্দ্র দেবনাথ (৪) সুবোধ দেবনাথ এবং (৫) গুরুধন দেবনাথ এই ঘটনায় আসামী হিসাবে অভিযুক্ত হইয়াছে। হারাধন দেবনাথকে এবং শ্রীউষারঞ্জন দেবনাথকে গত ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ইং তাং গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আসামী হারাধন দেবনাথকে দুইদিন পুলিশ হাজতে রাখা হইয়াছিল। আসামী গিরীশ চন্দ্র দেবনাথ এবং সুবোধ চন্দ্র দেবনাথ গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ইং তাং আদালতে আত্মসমর্পন করিয়াছে। তাহাদিগকেও দুই দিন পুলিশ হাজতে রাখা হয়। অপর আসামী শ্রীগুরুধন দেবনাথ গত ৫ই সেপ্টম্বর আদালতে আত্মসমর্পন করে। তাহাকেও তিন দিনের জন্য পুলিশ হাজতে রাখা হয়েছিল।

এই ৫ জন আসামীই বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছেন। ঘটনাস্থলটি সিধাই থানা হইতে ২ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ঘটনাটি ঘটে ২৯শে আগষ্ট বৈকাল ৫টা ৪৫ মিঃ এর সময় এবং পুলিশ খবর পেয়ে ঐ দিনই সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ঘটন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা দেশ বিভাগের পরে জমি বদল করে ১৯৫২ ইং হইতে এই রাজ্যে বসবাস করিয়া আসিতেছে। জমিনের সীমানা নিয়েই তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছিল। আসামীরা দাও, সরকি, লাঠি, নিয়ে আক্রমন করেছিল। রাজেন্দ্র দেবনাথ তাহাদের আক্রমনে আহত হয়ে ধান ক্ষেতেই মারা যায়। অমরচাঁদ দেবনাথের মৃতদেহটি ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ১ কিঃ মিঃ দূরে গোপালনগর চা বাগানে পাওয়া যায়।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই চার্জসীট দাখিল করা হইবে।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দোটো খুন সম্পর্কে আমাদের যতটুকুকু জানা আছে রাজেন্দ্র দেবনাথ এবং অমর চাঁদ দেবনাথের যে মতদেহটি সেটা আমি জানি যে

এক মাইল এদিক সেদিকে পাওয়া গেছে, মানে একটা যেখানে পাওয়া গেছে অপরটরতার চেয়ে মাইল খানিক দূরে পাওয়া গেছে। সিধাই মোহনপুর থানার খবর দেওয়ার পর পুলিশ লাশ দুটোর মধ্যে একটাকে সেদিন রাত্রেই আগরতলার থানায় আনে। আর অপরটিকে পরদিন সকাল প্রায় ৮টা ৯টা নাগাদ আগরতলায় আনে। কাজেই এই লাশ দুটোকে আলাদা আলাদাভাবে আনার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি? নৃপেন দেবনাথের স্টেটমেন্টে পাওয়াখুনের আসামী সর্বশ্রী হারাধন দেবনাথ, উষারঞ্জন দেবনাথ, গিরীশ চন্দ্র দেবনাথ, সুবোধ চন্দ্র দেবনাথ, গুরুধন দেবনাথ এদের সম্বন্ধে বিশেষ সূত্রে জানা গেছে যে তারা নাকি আমরা বাঙ্গালীর সঙ্গে জড়িত, তারা আমরা বাঙ্গালী করে এবং ঐ এলাকায় নানা প্রকার অত্যাচার করে এলাকার শান্তি নষ্ট করছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---এটা আমি পরে খবর নিয়ে বলব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে আসামীরা এদের সম্পর্কে পুলিশ অনেক আগে থেকে অভিযোগ আছে। সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---এটাও আমি খবর নিয়ে বলব।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশ বিষয় বস্তু হলো ঃ---"গত ২০শে আগষ্ট সাব্রুমে বন্যার ফলে ব্যাপক জন জীবন বিপর্যস্ত ও ফসল হানী সম্পর্কে"।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, পর্য্যাপ্ত এবং অনবরত বৃষ্টির ফলে সাব্রুম বিভাগের গোবিন্দমাঠ, কাঠালছড়ি, ডোলবাড়ী, ছোটখিল ইত্যাদি এলাকায় ২০-৮-৭৯ ইং প্রবল বন্যা দেখা দেয়। প্রায় ৩৩২টি পরিবারকে বন্যা প্লাবিত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করিয়া অস্থায়ী আবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। তম্মধ্যে গোবিন্দমাঠ হইতে ৩০০টির কাঠালছড়ি হইতে ১৫টি ও ডোলবাড়ী হইতে ১৭টি পরিবারকে উদ্ধার করা হয়। এই সকল পরিবারের মধ্যে ২৩৮টি পরিবারকে সাময়িক সাহায্য বাবত নগদ টাকা অথবা খাদ্য দ্রব্য যথা ঃ--- চিরা, গুড়, ডাল, চাল, লবন ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

বন্যার প্রকোপে বিজয়নগর, বেতাগা এবং রুপাইছড়া গ্রামগুলি হইতে মোট ২টা ষাড়, ১টা গাভী, ১০টা ছাগ পশু, এবং প্রায় ১৫টা হাঁস মুরগী স্রোতে ভাসিয়া যায় ও মৃত্যু ঘটে। ইহা ছাড়া উদয়পুর, সাব্রুম, রাস্তার পাকা পোলটা আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়। সাব্রুম মনুবঙ্কুল রাস্তা, মনুবাজার শ্রীনগর রাস্তা অমরপুর হইতে শিলাছড়ি প্যর্যন্ত রাস্তাগুলিও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সাব্রুম বিভাগে উক্ত বন্যায় মোট ১৫২০ হেক্টর কৃষি জমি জলমগ্ন হয় ফলে আনুমানিক প্রায় ১৩,৬৮,৯৮২ টাকা মূল্যের শস্যহানী ঘটে। প্রায় ৫০টি গ্রাম অথবা গাঁওসভার অন্তর্গত ৩৪৯১টা কৃষক পরিবার উক্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইহা ছাড়াও প্রায় ১৮৭৩ হেক্টর কৃষি জমিতে বালি ভরাট হইয়া কৃষি কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের নাম, জমির পরিমাণ ও আনুমানিক মূল্য নিম্নে বর্নিত হইল ঃ---

কৃষিজাত পন্যের নাম,	আনুমানিক জমির পরিমাণ, (হেক্টর হিসাব)	কৃষিজাত দ্রব্যের আনুমানিক মূল, (টাকার হিসাব)
১) আমন ধান	৯১৪.২৩	১০,১৮,৭০০
২) আউস ধান	২২০.৯৮	১,৮৫,১৭৯
৩) পাট	১১২.২৮	৪১,৬৪৯
৪) ইক্ষু	৪১.৯০	৪৩,৯১০
৫) আমন সিড্ বেড্	২৩০.৬৩	৭৯,৫০৪

পণ্য হিসাবে আসবে। কাজেই এই বিলের দ্বারা কৃষির উন্নতি নানা দিক দিয়ে সম্প্রসারিত হবে, যেমন এক একটা পঞ্চায়েতে অনেকগুলি পাম্প মেসিনের দরকার, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ পাম্প মেসিন পঞ্চায়েতগুলিতে নেই। অথচ অনেক জমির মালিক আছে, যারা খুবই গরীব, তাদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে তারা টাকা সংগ্রহ করে, বিশেষ করে অল্প সময়য়ের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করে পাম্প মেশিনের ব্যবস্থা করতে পারে। কাজেই পঞ্চায়েতের হাতে যদি এই ধরণের ক্ষমতা থাকে, তাহলে পঞ্চায়েতের অধীন যে সমস্ত গরীব কৃষক আছে, তাদের প্রয়োজনে পঞ্চায়েত ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারবে। তাছাড়া আরও এমন অনেক কিছু আছে, যেমন ধরুন জমিতে জল সেচের জন্য নালা কাটার দরকার আছে অথবা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার দরকার আছে, ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে গরীব কৃষকেরা সেই সব কাজ অনায়াসে করতে পারবে। আমার জানা মত একটা জায়গার নাম এখানে উল্লেখ করতে পারি, সেটা হল পাপিয়াছড়া গাঁওসভায়, সেখানে অনেক পাহাড়ী পরিবার আছে, তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু জমি আছে, কিন্তু তাদের কারো এমন অবস্থা নাই যে তারা নিজেরা সেই জমিগুলি করতে পারে। আগে তারা সেই সব জমি বর্গা দিতে কিন্তু এবার তারা বর্গা আইন চালু হওয়াতে বাঙ্গালীদের সেই জমি বর্গা দেয় নি, অথচ নিজেরাও জমিতে কিছু করল না। ফলে জমিগুলি দুই ফসলী হওয়া সত্বেও সেগুলি আজকে পতিত হয়ে আছে। সেখানে প্রায় ১০০ কাণির বেশী জমি আছে। তাদের জমিগুলি করতে হলে যে টাকার দরকার, তা তারা কোথায় থেকে পাবে? গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহলে হয়তো তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কিছু ঋণ সংগ্রহ করে সেগুলি করতে পারত। আজকে তাদের কেউ খুঁজ খবর রাখে না। আগে মহাজনরা তাদের চড়া হার সুদে টাকা ধার দিত, সেই টাকা নিয়ে তারা হয়তো কিছু ফসল ফলাতে পারত, কিন্তু যে ফসল হতো, তা তাদের ঐ মহাজনদের আসল আর সুদ গুণতে শেষ হয়ে যেত। কাজেই আজকে পঞ্চায়েতের উপর যে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এই বিলের মাধ্যমে, এটা যদি কার্য্য করী হয়, তাহলে তাদের মতো গরীব কৃষকেরা ও ঐ মহাজন আর সুদখোরদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারবে। তাই আমাদের সরকার ঐ গরীব কৃষকদের কথা মনে রেখে এই ব্যবস্থা করতে চান, যার ফলে গরীব কৃষকেরা তাদের হালের বলদ বলুন, বীজধান বলুন, অথবা জমি সংস্কারের কথাই বলুন সব দিক দিয়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন। কারণ এমনও দেখা গেছে, একটা পঞ্চায়েতে এমন কতজন গরীব কৃষক আছে, তাদের সহিত হালের বলদের দরকার, কিন্তু সেখানে দেখা যায় হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে গেছে, এখন কোন দরখাস্তটা ঠিক আর কোন দরখাস্তটা ভূয়া তা বের করা সহজ ব্যাপার নয়। এরকম হওয়ার কারণ গ্রামের মধ্যেও ভিলেজ পলিটিকস্ বলে একটা জিনিস আছে। কাজেই হয়তো ১০।১৫ জন গরীব কৃষক যদি হালের বলদের জন্য দরখাস্ত করে, তাহলে তাদের হালের বলদ কেনার জন্য টাকা দেওয়া সম্ভব হয়, হাজার হাজার যদি দরখাস্ত করে, তাহলে সেটা সম্ভব হয় না। এবং আজকের যে ব্যবস্থা আজকে যে শাসন ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার ফলে, সামান্য ছোট খাটো ব্যাপারের জন্যও মহাজনদের কাছ তাদের ফলস পর্য্যন্ত বাঁধা দিতে হয়; কাজেই এই সব ছোট খাটো ব্যাপারে হাত থেকে গরীব কৃষকদের রক্ষা করার জন্য গাঁও সভার হাতে টাকা সংগ্রহের জন্য যে বিল আনা হয়েছে, সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং আশা করি এর দ্বারা ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের আরও সমৃদ্ধশালী করা সম্ভব হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে সেকশান ৩৬-এর উপর এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন তার উপর আমি ক'টি কথা বলতে চাই। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন পঞ্চায়েতগুলির হাতে যে সমস্ত আর্থিক সংস্থা আছে তারা বাস্তবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করছে না। সেজন্য এখানে বিভিন্ন ব্যাংক ন্যাশনালাইজ ব্যাংক সিডিউল্ড ব্যাংক, কোপারেটিভ ব্যাংক ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক, আসাম ফিনানশিয়াল কর্পোরেশন এই সমস্ত সংস্থাগুলি রয়েছে। যেহেতু এইগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রনে নেই সেজন্য এই সব সংস্থাগুলিকে সরকারের নিয়ন্ত্রনে এনে যাতে পঞ্চায়েতকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যায় এবং ত্রিপুরার গ্রামগুলিকে আরও ডেভেলাপ করা যায় তার জন্য এই সব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে সেটা যদি বাস্তবে ঠিক ঠিক প্রয়োগ করে তাহলে জনগণের

ভাল হবে। সেই বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই। তবে গত ২ বছরের অভিজ্ঞতায়—বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখলাম যা আর্থিক সাহায্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে পাওয়া গিয়েছে সেটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে--সেই সমস্ত আর্থিক সাহায্য ঠিক ঠিক ভাবে ইউটিলাইজড হচ্ছে না এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে আর্থিক ক্ষমতার--যে আর্থিক সাহায্য পাওয়া হয়েছে সেটা ভাল কথা এই বিলে যা চাওয়া হয়েছে সেই ভাবে যদি টাকাগুলি ইউটিলাইজড হয় তা হলে জনগণের খুবই উপকার হবে কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতায় এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ প্রকাশ করতে হচ্ছে। কাজেই আমরা জানি যে বিভিন্ন গ্রামীন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য নিয়ে---মাননীয় সদস্য বিধুভূষন মালাকার বলেছেন যে গরু কিনার সাহায্য কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে পারে নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বিগত অধিবেশনে বলেছিলাম যে সারা ত্রিপুরায় গরু চুরি যাচ্ছে এবং এর ফলে কৃষকদের চাষবাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং কৃষকরা এর জন্য মার খাচ্ছে। এর ব্যপারে সরকারের তরফ থেকে গ্রামীন ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে কৃষকদের গরু কিনে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু সারা ত্রিপুরায় গরু চুরি বন্ধ করার মত কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে সেটা আমাদের গত ২ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি না। শুধু তাই নয় এমন কি এই হাউসে গত মার্চ বা জুনের সেসনে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছিলেন যে এই গরু চুরির জন্য যে সমস্ত এরিয়া এফেক্টেড সেই সব এলাকায় গরু কিনার সাহায্য না দিয়ে সেই সব এলাকায় পাওয়ার টিলার দিয়ে কৃষকদের রক্ষা করবেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে সেই সব এলাকায় আজ পর্য্যন্ত কৃষকদের জন্য পাওয়ার টিলার দেওয়া হচ্ছে না। সেই সব এলাকার কৃষকদের গরু কিনার সাহায্যের জন্য অনেক ব্যাঙ্কের কাছে আমি নিজে গিয়েছিলাম---সেই সব এলাকার কিছু অংশ কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কের অধীন এবং কিছু এলাকা গ্রামীন ব্যাঙ্কের অধীন। সেখানে গ্রামীন ব্যাঙ্ক আমার কাছে অস্বীকার করেছেন কৃষকদের গরু কিনার জন্য সাহায্য দিতে। কারণ তারা দেখিয়েছেন যে আমরা আজকে তাদের গরু কিনার জন্য সাহায্য দিলাম কিন্তু দু'দিন পরে তার গরু আবার চুরি গেলে তারপর সেই দায়িত্ব কেনেবে। যার ফলে বহু কৃষকের এই ধরনের সমস্যা রয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ মালাকার পাম্প সেটের কথাও বলেছেন। পঞ্চায়েতকে আরও আর্থিক ক্ষমতা থাকত তাহলে পাম্প সেট দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু আমি মনে করি যে ক'টা পাম্প সেট পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত পাম্প সেট দিয়ে ত্রিপুরার জনগণের এবং গ্রামের কৃষকদের কি উপকার হল সেটা আলোচনার বিষয়। আমরা জানি যে সমস্ত পাম্প সেট ত্রিপুরায় আনা হয়েছিল এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছিল---আমরা জানি তার শতকরা ৫ ভাগ উপকার হয়েছে কিনা সন্দেহ। এবং এমন ক'টি বাজে কোম্পানীর সংগে যোগাযোগ করা হয়েছিল যে যারা পুরানো মেসিনগুলির উপর রং পালিশ লাগিয়ে বাজার থেকে কম দামে ত্রিপুরাতে সেগুলি চালান করেছিল---এবং সেগুলি আজকে অচল অবস্থায় আছে। কাজেই তারা আবার নূতন করে ত্রিপুরার কৃষকদের উপকার করবেন এটা আমরা আশা করতে পারি না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটি কথা আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না এবং সেটা হল---ধর্মনগর, দশদা, কাঞ্চনপুর, ৮২ মাইল ইত্যাদি এলাকার যে সমস্ত উপজাতির জমি, ফসল বন্ধক ছিল সেই সব এলাকায় আমরা উস্কানী দিচ্ছি---এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা তাদের চাষ বাস করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছি যাতে তারা তাদের আর্থিক বাড়িয়ে তুলতে পারে। সেই জায়গায় এই ধরণের কথা বলাটা উদ্দেশ্যমূলক। তবে তারা আমাদের কাছে একটা কথা বলছে যে আমাদের গরু নাই। এবং এটা সরকার ব্যবস্থা করতে পারছে না। তার জন্য উপজাতি যুব সমিতির উপর দোষ চাপানোটা ঠিক হবে না। এবং সেটা সরকারী বিধায়ক হিসাবে মাননীয় সদস্যের সেটা অজানা থাকার কথা নয়। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে উদ্দেশ্য বিল আনা হয়েছে সেটাকে যদি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করা হয় তাহলে ত্রিপুরার জনগনের উপকার হবে এবং গরীব কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে। কিন্তু তা না করে যদি সেটাকে দলীয় স্বার্থে এই সমস্ত আর্থিক সাহায্য ব্যবহার করা হয় --কারন আমরা দেখেছি যে এটা উপজাতি যুব সমিতির এলাকা--এটা কংগ্রেসের এলাকা বলে অনেক সময় সেই সব এলাকাগুলিকে অবহেলা করা হয়। সেটা যাতে না হয়

যাতে ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের দলমত নির্বিশেষে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় যাতে ত্রিপুরার মেহনতী মানুষের সত্যিকারের উপকার হয় এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ—বেলা ২টা পর্য্যন্ত সভার কাজ মুলতুবী রইল।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য সুমন্ত দাসকে তার বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুমন্ত দাস ঃ—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় কমরেড মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত বিলটা এই সভায় এনেছেন যে সংশোধনী বিল এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি। এটাকে সমর্থন করছি এই কারণে যে আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষে যে সংবিধান আছে, সেই সংবিধানের মধ্যে ধনীদের স্বার্থে কতকগুলি আইন আছে, এগুলি ইংরেজ আমলের। এই সংবিধানের আইনগুলির উপর ভিত্তি করে গরীব মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার গত দেড় বৎসরে কাজ করতে পারছে না। তার জন্য আমরা বামফ্রন্ট সরকার এসে এই আইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে যে সব ধারাগুলি আছে সেগুলির পরিবর্তন করে গরীব জনসাধারণের জন্য কাজ করছে। সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখেই আজকে এই সভায় এই বিল আনা হয়েছে। আমরা বিগত দিনের উত্তর প্রদেশে পঞ্চায়েত আইন দেখলাম। এই ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলির কার্য্যকলাপ আমরা দেখলাম বিগত কংগ্রেস আমলে। এই পঞ্চায়েতগুলি ছিল দুর্নিতির আড্ডাখানা। এই পঞ্চায়েতের অধীনে গরীব মানুষ, যারা পঞ্চায়েতের কাছ থেকে রেজিষ্ট্রী কোপন নিত সেখানে পঞ্চায়েতকে এক টাকা না দিলে তারা কোপন পেত না। ছাগল, গরু, বিক্রি করতে গেলে সেখানে তাদেরকে পয়সা দিতে হত। এমন কি আমরা দেখছি এই পঞ্চায়েতকে সহায় করে বিগত দিনের সরকার মানুষের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত, লেভি আদায় করত এবং লেভি আদায় করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করত এবং আইনের পাঁচে ফেলে গরীব মানুষকে জেলে দিত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে পঞ্চায়েতকে ঢেলে সাজিয়ে প্রচেষ্টা নিচ্ছেন কি করে গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করা যায়। সেখানে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ফুড ফর ওয়ার্ক এবং গ্রামেরপঞ্চায়েতের হাতে পয়সা দিয়ে সেখানে গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করার মত একটা পরিবেশ এই সরকার সৃষ্টি করেছে। এই বিল যেটা এখানে আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত যাতে করে নিজের গ্রামের উন্নয়ন, নিজের গ্রামের জনসাধারণের উন্নয়ন, করতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন জলাশয় খনন, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, জলসেচের ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারে তারই ব্যবস্থা এই বিলে করা হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস দেখছি সেটা হল আমাদের যে কর্মাশিয়াল ব্যাংক আছে যে গুলি জাতীয়করণ করা হয়েছে, সেগুলি কয়েকটি মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থেই করা হয়েছে। যারা লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে বাড়ী করবে, ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে লগ্নী করবে, তাদের জন্যই এই ব্যাংকগুলি জাতীয়করণ করা হয়েছে। একটা কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে সোনামুড়ায় তকছাপাড়ার একজন কৃষক—ধীরেন্দ্র দেববর্মা, উনার যখন ৭টা গরু চুরি হয় তখন তার আর গরু কেনার ক্ষমতা থাকে না। সে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত নিয়ে আসলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই দরখাস্তটা বি,ডি,ওর কাছে পাঠিয়ে দেন এই বলে যে এই দেববর্মাকে ব্যাংক থেকে লোন দেওয়া হোক। বি,ডি,ও সাহেব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে তিনি সেই দরখাস্তটা ব্যাংকের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ব্যাংকের ম্যানাজার বললো যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী আমরা রাজ্য সরকারের আওতায় নই। সেখানে তাকে ঋণ দেওয়া হয় নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। সেজন্য আমি এটা হাউসে উল্লেখ করলাম। এই সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার একটা পদক্ষেপ নেবেন যাতে গরীব জনসাধারণ ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারে। এই বলে এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী যে পঞ্চায়েতরাজ বিল নং ১২ অ্যামেণ্ডমেন্ট যেটা হাউসে উপস্থাপিত করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে প্রথমে এই কথাটা বলতে চাই যে নির্বাচনের প্রাক্‌কালে বামফ্রন্ট সরকার তার নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলেন যে বামফ্রন্ট সরকার যদি ক্ষমতায়

আসে- তাহলে তারা শুধু আগরতলা লাল দালানে বসেই প্রশাসন পরিচালনা করবেন না। তাঁরা প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার গ্রাম এবং পাহাড়ে যে সমস্ত অবহেলিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষ গুলি আছে, তাদের সাহায্য, সহযোগিতা করার জন্য সরকার পরিচালনা করবেন এবং এ কথাও তাঁরা নির্বাচনের প্রাক্‌কালে বলেছিলেন, বামফ্রন্ট যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রাম পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, নির্বাচনে জয় লাভ করার পরে, সরকারে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রথমেই গাঁওসভাগুলির নির্বাচন গ্রহণ করেন। সেই নির্বাচন কংগ্রেসী আমলের মত ডিফেকটিভ নয়। শচীন বাবু, সুখময় বাবুর মত নির্বাচন নয়। তখন হাত তুলে ভোট দেওয়া হত। তাই গ্রামের বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষগুলির সাহস ছিল না গ্রামের মহাজন এবং জোতদারদের বিরুদ্ধে তাদের চোঁখের সামনে হাত না তুলে থাকতে পারে। এই সময়ে কোন সুষ্ঠ নির্বাচনী পদ্ধতি ছিল না। আপনারা লক্ষ্য করে দেখে থাক বেন, আগে কংগ্রেসী আমলে টাউট, বাটপাড়ের রাজত্ব ছিল গাঁও সভার নির্বা চন গুলিতে এবং দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে গ্রামের অবহেলিত, লাঞ্চিত মানুষগুলির ভাগ্য মহাজন এ বং জোতদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের পরে পঞ্চায়েতের হাতে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন। শুধু তাই নয় বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও গ্রাম এবং পাহাড়ের কাজের জন্য, অগ্রগতির জন্য প্রচুর টাকা পঞ্চায়েতের হাতে দিয়েছেন। আমার ২।৪টা ব্লক সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হলো তাতে দেখেছি। ১৯৭৬-৭৭ সালে যে ব্লকগুলিতে ৩।৪।৫ লাখ টাকা দেওয়া হতো গাঁও সভার কাজের জন্য, আজকে ১৯৭৭-৭৮ সালে দেখি সেই কব্লক গুলিতেই ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকার কাজ হয়েছে। গাঁও সভার পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই সেই কাজ গুলি করান হয়েছে। এই কাজের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে গ্রামের সেই সব বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষ গুলিই। গ্রামের রাস্তা ঘাট সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, বর্তমানে গ্রামে যখন রাস্তা ঘাট করা হয় তখন এক দিকে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গাঁও সভার প্রধানদের সঙ্গে যে রূপ আলাপ আলোচনা হয়, ঠিক তেমনি গ্রাম পঞ্চায়েৎ আলাপ আলোচনা করে গ্রামের সেই সব অবহেলিত মানুষের সঙ্গে যে, কি ভাবে রাস্তা করলে তাদের উপকারে আসবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্যের বিনিময়ে কাজ যেটা চালু হয়েছিল সেখানে আমরা দেখেছি, এই প্রকল্পের ফলে গ্রামের মানুষ উপকৃত হয়েছে। মে, জুন ও জুলাই মাসে ত্রিপুরা খাদ্যের অভাব এত হত যে, এর ফলে বহু মানুষ মারা যেত, খাদ্যের জন্য সন্তান বিক্রী করে দিত এবং এই খাদ্যের জন্যই মা ও বোনদের দেহ বিক্রী করতে হত, সেই দিকে বিবেচনা করেই বামফ্রন্ট সরকার অন্তত গরীব মানুষগুলির মধ্যে এক মুঠো হলেও অন্নের সংস্থান করতে পেরেছিলেন। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কাজ পাচ্ছে কারা? কাজ পাচ্ছে গ্রামের সেই সব নিঃস্ব, গরীব, অসহায় মানুষগুলো। এই অসহায় মানুষগুলিকে চিহ্নিত করে দিয়েছে পঞ্চায়েত। আমরা দির্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনে দেখেছি, নির্বাচনের সময় গ্রামের থেকে দাবী উঠেছে, রিংওয়েল দাও, টিউবওয়েল দাও নয়ত ভোট দেব না। আমি ব্লক কমিটির চেয়ারম্যান। আমার ব্লকে রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে, টিউব-ওয়েল দেওয়া হয়েছে। এবং যে রিংউয়েল, টিউব-ওয়েল দেওয়া হয়েছে তাতে আমার বিশ্বাস ৪০টা গাঁও সভা আছে আমার ব্লকে, সেই ব্লকগুলিতে আগামী বৎসরে নির্বাচনের আগে আর এ দাবী উঠবে না যে রিংওয়েল, টিউব-ওয়েল না দিলে ভোট দেব না। এই কথা আর তারা বলবে না। কারণ এই সমস্ত অভাব আর তাদের থাকবে না। কোথায় কোথায় রিংওয়েল, টিউবওয়েল বসানো হবে তা গ্রামের পঞ্চায়েৎ গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করে থাকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে কংগ্রেস সরকারের হাতে টাকা থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যে টাকা যেত, তারা গ্রামের উন্নয়ন প্রকল্পে সেই টাকা খরচ না করে নিজেদের পকেটস্থ করত। তারা গ্রামের উন্নয়নের নামে কংগ্রেসী সরকার ৩০ বছরে যে টাকা দিয়েছিলেন সেই টাকা সেই সব মহাজন, জোতদার এবং টাউটারই ভাগ করে নিয়েছেন। রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কাজের কোন ব্যবস্থাই তারা করতে পারেন নি। এই পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই গ্রাম এবং পাহাড়ে যা যা প্রয়োজন সেই সব বামফ্রন্ট

সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয় তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকে। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক কালেও যে কথা বামফ্রন্ট বলেছিলেন, তা হচ্ছে, রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তবে ৩০ বছরের শাসনে বন্টন ক্ষমতা যে চুরান্ত পর্য্যায়ে গিয়ে পেঁৗছেছিল সেটা দূর করা যাবে না এটা যেমন ঠিক, ঠিক তেমনি যদি বাম ফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসানো হয় তবে যে টাকা রাজ্যে আসবে তার সুষ্ঠু এবং সমান সুযোগ গ্রামীণ পাহাড়ী এবং বাঙ্গালী এবং বিভিন্ন অংশের মানুষ রাজ্যের ৯০ শতাংশ গ্রামের মানুষ আছে তাদের জন্য ব্যয় করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, যে টাকা আসছে তার ৯০ শতাংশ গ্রামে ব্যয় করার জন্য সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র আছে এই ত্রিপুরায় তা এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে দূর করা যাবে না। তবে যে সমস্ত ফিন্যানশিয়াল ইন্সটিটিউট আছে সেই সমস্ত অর্থকরী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই করবে। বি,ডি,সি,এর মিটিংয়ে দেখেছি, ব্যাংকের রিপ্রেজেনটেটিভ দেখলেই গ্রামের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এর কারণ হচ্ছে ছোট কৃষক যখন ঋণ পেতে চায়, প্রান্তিক কৃষক যখন ঋণ পেতে চায়, মাঝারী কৃষক যখন ঋণ পেতে চায় তখন তাদের ঋণ দেওয়া হয় না। তারা বলে যে, আমাদের ৩ লক্ষ টাকার দাবী আছে, ৪ লক্ষ টাকা বাজারে ছেড়েছি, ৬ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছি। কিন্তু সে টাকা আমাদের আসে নি। কিন্তু আমাদের ধারণা যে ভাবে ঋণ দেওয়া হত কংগ্রেসী আমলে, কংগ্রেসী আমলে যে সব লোকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হত সেটা কোন সুষ্ঠু পদ্ধতি ছিল না। এখনও দেখা গেছে, যার জমি নেই কংগ্রেসী মন্ত্রী, কংগ্রেসী এম,এল,-এ,দের কথায় তাদের ঋণ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা এভাবে ঋণ দিয়েছে। কিন্তু আমরা ব্যাংককে বলছি যে, আপনাদের ঋণ পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। আগে যে ভাবে ঋণ দিতেন তাতে আগের ঋণের টাকা আপনারা আদায় করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা আশ্বাস দিতে পারি যে, গ্রাম সভার প্রধান, বি,ডি,সিতে যে সমস্ত লোক আছেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে খাদ্য উৎপাদন বা অন্যান্য শিল্প উৎপাদন-এর ক্ষেত্রে যাহা ঋণ ব্যবহার করতে চান তাদের ঋণ দেওয়ার জন্য চিন্তা করুন। কিন্তু তা সত্বেও আমরা দেখলাম কিছু কিছু অভিযোগ আমাদের বিভিন্ন ব্লকে এসেছে যে আমাদের এম,এস,এদের, গাঁও প্রধানদের রিক-মেনডেশান অনুযায়ী ঋণ না দিয়ে ব্যাংকের কিছু কিছু স্টাফ ঐ আগের পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং চোরাপথে বড় বড় ব্যবসায়ী, জোতদার জমিদারদের ওরা ঋণ দিয়ে যাচ্ছেন। কিস তাদের ঐ ঋণ আর আদায় হয় না। আমরা অনেক বলা সত্বেও তাদের ঐ নীতি পরিবর্তন করতে পারি নি। গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির একটা বিরাট ভূমিকা আছে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে সাড়ে বিরাশি ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। নিমন্ত্রন বাড়ীতে খেতে গেলে দেখা যায় যে, যারা নিমন্ত্রন খান, তাদের উচ্ছিষ্ট গুলি যখন রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়, তখন সে গুলি নিয়ে মানুষে এবং কুকুরে নিয়ে টানাটানি করে। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে স্বাধীনতার ৩২ বৎসর পরেও উচ্ছিষ্টা খাবার নিয়ে কুকুরে মানুষে টানাটানি করতে হয়। আমরা সমাজ ব্যবস্থা চাইনি। মানুষে মানুষে এই বৈষম্য আমরা দূর করতে চাই। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি এই ব্যাংক গুলি আহবান করছি যাতে গ্রামের উন্নতিকল্পে, গ্রামের কৃষকদের, গ্রামে কুটির শিল্প গুলিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। তবেই আমি মনে করি ত্রিপুরায় খাদ্যের উৎপাদন কিছু বাড়তে পারে। আমাদের ডিস্ট্রিক ক্রেডিট লেভেলে ৩টি সেন্টার আছে--এগ্রিকালচারাল সেক্টার, ইণ্ডাস্ট্রি সেক্টার এবং সারভিস সেক্টার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি ১৯৭৮ইং সালে এগ্রিকালচারাল সেকটারে ব্যাংক গুলির যে লক্ষ্য ছিল সেটার মাত্র ৬৭ পার্সেন্ট তারা পূরণ করতে পেরেছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সেন্ট পার্সেন্ট কেন তারা পুরণ করতে পারেন নি, যেখানে বি,ডি,সি, গাঁও প্রধান এবং গাঁও সভার মেম্বার গন সেই সমস্ত ছোট ছোট প্রান্তিক চাষীদেরকে সাহায্য করার জন্য আবেদন করেছেন এবং সেই টাকা উঠিয়ে দেবার ক্ষেত্রেও তারা সহযোগিতা করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যায় যে ১৯৭৮ইং সালে এগ্রিকালচারল সেক্টরে ব্যাংক গুলি তাদের লক্ষের মাত্রা ৬৭ পার্সেন্ট পূরণ করতে পেরেছে। ১৯৭৯ইং সালে আপ টু জুন পর্যান্ত দেখা যায় তাদের এচিভমেন্ট ছিল ১০০ পার্সেন্ট। কিন্তু ৩৪,৪ পার্সেন্ট তারা ফুলফিল করতে পেরেছে। ১৯৭৮ইং সালের যে এচিভমেন্ট ছিল তা থেকেও ১৯৭৯ইং সালে অনেক

কমে যায়। এছাড়া শর্ট টার্ম লোনএ দেখা যায় তারা ৭০,২ পার্সেন্ট এবং মিডিয়াম টার্ম লোনে ১৯৭৮ইং সালে দেখা যায় ৬৮.৯ পার্সেন্ট তারা এচিভমেন্ট করেছে। এর মধ্যে দেখা যায় শর্ট টার্মে লোনে ১৯৭৯ইং সালে আপ টু জুন পর্য্যন্ত ২৭,৫ পার্সেন্ট তারা এচিভমেন্ট করেছে এবং মিডিয়ামে টার্ম লোনে '৭৯ইং সালে আপ টু জুন পর্য্যন্ত ওরা ৪৭,৭ পার্সেন্ট এচিভমেন্ট করেছে। গ্রামের গরীব কৃষক প্রান্তিক কৃষক যাতে মহাজনদের হাতে শোষিত না হয়, সেজন্য এই সমস্ত ছোট ছোট চাষী গরীবলোককে ব্যাংকগুলি থেকে সাহায্য দিতে হবে। বিশেষ করে ত্রিপুরার মতন জায়গায় যেখানে ব্যাংকগুলি থেকে বেশী করে সাহায্য সুযোগ পাওয়ার কথা, সেখানে দেখা যায় শর্ট টার্ম লোনে ছোট ছোট কৃষক বা প্রান্তিক চাষী দিগকে ঋণ দিতে ব্যাংক গুলি কার্পন্য দেখাচ্ছে। স্যার, এই ত্রিপুরাতে ১৩টি ব্যাংক আছে এবং সারা ত্রিপুরাতে ৬৭টি ব্রাঞ্চ আছে। সেখানে দেখা যায় ১৯৭৮ইং সালে এগ্রিকালচারাল সেক্টরে ১১৯.৪০ লক্ষ টাকা তাদের এচিভমেন্ট রয়েছে এবং ইণ্ডাস্ট্রিও সারভিস সেক্টরে এচিভমেন্ট হল ৮১.৫ লক্ষ টাকা।

(এ্যাট দিস স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

স্যার, আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দিন। কিন্তু ১৯৭৮ইং সালে এগ্রিকালচারাল সেকটরে দেখা যায় তাদের এচিভমেন্ট ফুলফিল হয়েছে মাত্র ৭৩.১০ লক্ষ টাকা। যেখানে তাদের এচিভ-মেন্ট হওয়ার কথা ছিল ১১৯,৪০ লক্ষ টাকা। গ্রামের কৃষকদের এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরাকে খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ব্যাংকগুলি তাদের এই টারগেটকে ফুলফিল করেনি। কারন হিসাবে দেখা যায়, লোনে দেওয়া এবং নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলি ধনী এবং মাঝারি কৃষকদের লোনটা দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই গরীব, প্রান্তিক কৃষকদেরকে সাহায্য করার প্রশ্নে এবং এই সমস্ত টাকা আদায়ের জন্য এম,এল,এ, এবং গাঁও প্রধানদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস থাকা সত্বেও ব্যাংকগুলি এই সমস্ত ছোটছোট কৃষকদের সাহায্য করার জন্য কার্পন্যতা করছে। দ্বিতীয়তঃ ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে ১০.৪০ লক্ষ টাকা এবং সারভিসের ক্ষেত্রে ১৭৬.০৪ লক্ষ টাকা তারা দিয়েছেন। এটা তারা একটা ভাল কাজ করেছেন যে ত্রিপুরার গ্রামীণ শিল্পকে গড়ে তোলার জন্য তারা এক্সেস ১০৫.৪৫ লক্ষ টাকা তারা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা সাড়ে বিরাশী ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। সুতরাং ছোট এবং প্রান্তিক কৃষকদের সাহায্য করার জন্য ব্যাংক গুলির যে এচিভমেন্ট ছিল, সে টাকা তো তারা এই সমস্ত ছোট এবং প্রান্তিক কৃষকদেরকে দেননি। তাছাড়া ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ত্রিপুরা হল সবার নীচে। সারা ভারতবর্ষে যেখানে পার কেপিটা ইনভেষ্টমেন্ট হচ্ছে রূপীস ২.৪১, সেখানে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে পার কেপিটা ইনভেষ্টমেন্ট হচ্ছে রুপিস .৩৪। ভারতীয় সংবিধানে আছে যে অনগ্রসর রাজ্যগুলির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয়সরকার এর সাহায্য করার দায়িত্ব আছে। কিন্তু এখানে যে ব্যাংকগুলি আছে সেগুলির সবগুলিই হল ন্যাশনালাইজ ব্যাংক। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে ব্যাংকগুলির একটা দায়িত্ব আছে এই অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে সাহায্য করার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংবিধানে বনিত নির্দেশগুলি ব্যাংকগুলি পালন করে নি। আর একটা লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একশত টাকার ইনভেষ্টমেন্ট করা হচ্ছে ৩৬ টাকা আর বাকী ৬৪ টাকা ত্রিপুরার বাইরে চলে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে, এরকম সাড়ে বিরাশী ভাগ লোক, যাদের দিনে কোন রকমে এক বেলা খাওয়াও জোটে না, তাদের জন্য ব্যাংকগুলি ইনভেষ্টমেন্ট না করে ত্রিপুরার সমস্ত ডিপজিটেড টাকাগুলি বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা তো আমরা চাই নি। এবং সেটা আমরা হতে দিতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার,আজকে হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে—ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ বিল নং ১২ অব ১৯৭৯ যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন, যাতে গাঁও সভা এবং ব্লক গুলি টাকা পেতে পারে। আমি সরকার এর কাছে আবেদন করছি, ত্রিপুরাতে ব্যাংকগুলিতে ডিপো-জিটেড সমস্ত টাকাগুলিই যেন ত্রিপুরার উন্নতিকল্পে ইনভেষ্টমেন্ট করা হয়। যাতে ত্রিপুরার ছোট, প্রান্তিক চাষী, কুটির শিল্পে ইত্যাদিতে নিয়োগ করা হয় ত্রিপুরার উন্নতিকল্পে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রাম ত্রিপুরার অগ্রগতিকে যে কিছুটা উন্নতি করবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। এবং অপর দিকে ব্যাংক গুলির নিকট আমি এই আবেদন রাখছি, ব্যাংকগুলি যেন ত্রিপুরার ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদেরকে লোন দিয়ে, কুটির শিল্প ইত্যাদিতে ঋণ দিয়ে ভবিষ্যৎ ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কর্তৃক আনীত-'দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা থার্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯)" বিলকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীগোপাল দাস—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়, যে সংশোধনী বিলটি আজকে হাউসে এনেছেন আমি আর,এস,পি, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে সেই বিলটাকে সমর্থন করছি। কারণ আমরা দেখতে পাই এই বিলের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের যে প্রতিশ্রুতি, সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হতে চলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখলাম বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসেন তখন সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তাঁর যে প্রতিশ্রুতি সেই প্রতিশ্রুতির দিকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আজকে এই যে পঞ্চায়েত বিল এসেছে সেটা আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য গ্রামের পঞ্চায়েৎ ঠিক ভাবে কাজ করতে পারছে না। আমরা দেখছি বামফ্রন্টের নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির যে উদ্যম সেটা ব্যহত হচ্ছে বিশেষ করে অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য। কাজেই আজকে এই বিলটা আনা হয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য। গ্রামের পঞ্চায়েতগুলিকে আরো বেশী করে টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক যাতে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য এই বিলটা এসেছে। একটা জিনিষ আমরা দেখি যখন আমরা বিভিন্ন মিটিং-এ যাই এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যাই, তখন আমরা দেখি গ্রামের যারা মানুষ, যারা অর্থ সাহায্য চায় অর্থাৎ যারা চাষী তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। একটা গ্রামের কৃষক তার এই যে অবস্থা এই অবস্থার ফলে গ্রামের দরিদ্র কৃষক যারা প্রান্তিক চাষী তাদের আজকে কৃষি কাজে যে ডেভেলাপমেন্ট করার কথা, সেই সুযোগ তারা পাচ্ছে না। তাদের বলদ নেই তোরা চাষ করতে পারছে না, তার ফলে তাদের ঋণ করতে হচ্ছে। এইভাবে সমস্ত কৃষক নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে এবং এই ভাবেই গ্রামের মহাজনরা তাদের নিঃস্ব করে চলেছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যখন এই বিলটা এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটাও এসেছে যে ব্যাঙ্কের যে রুলস্ এবং রেগুলেশান রয়েছে, এর ফলে আজকে যারা ধনী তারা যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু অন্য দিকে গ্রামের দরিদ্র মানুষ এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আজকে আমাদের বক্তব্য হলো এই সমস্ত আইন-কানুনকে আরো সহজতর করে তুলতে হবে যাতে গ্রামের মানুষ অতি সহজেই ব্যাঙ্কের এই ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সে দিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করলেন যে পঞ্চায়েত ক্ষমতাকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে, তার জন্যও আমি এই বিলটিকে সমর্থন করছি। এর আগে কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি পঞ্চায়েত নির্বাচনের টাকা নিয়ে কায়েমী স্বার্থের লোকেরা নয় ছয় করতেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার কায়েমী স্বার্থের যে বাধা, সে বাধাকে দূর করেছেন এবং বামফ্রন্ট সরকার সেই পঞ্চায়েতকে আরো সফলকাম করে তুলেছেন। আজকে বিধানসভায় এই বিল এনে অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরো সুদৃঢ় করে তোলার জন্য আজকে সরকারের যে প্রচেষ্টা, সেটা সত্যই অভিনন্দন যোগ্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে সমস্ত পঞ্চায়েত রয়েছে, সমস্ত পঞ্চায়েতই দুর্নীতিমুক্ত এই কথা বলা না গেলেও আমরা বলতে পারি অন্ততঃ পক্ষে সেখানে ৯০ শতাংশ কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কিন্তু আগে এই সমস্ত পঞ্চায়েতে 'পুকুর চুরি" করা হতো। আমাদের সরকার ঐ সমস্ত দুর্নীতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন, ঐ সমস্ত লোকগুলির উপর আমাদের সরকার কড়া নজর রেখেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচী কেহ বানচাল না করতে পারে তার জন্যও আমাদের সরকার চেষ্টা করে চলেছেন। সেই পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী রূপায়ণের ফলে আজকে বামফ্রন্ট সরকারের যে প্রতিশ্রুতি সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছেন এবং সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে বিল এনেছেন সেই বিলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বিল সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে চাই যাতে সত্যিকারের গরীব মানুষের স্বার্থে এই বিলটা কাজে লাগে এবং বামফ্রন্ট সরকারের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য যাতে ব্যহত না হতে পারে সে দিকে সরকার যেন সব সময় নজর রাখেন। এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মান গীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার,—Tripura Panchayet RajBill মানগীনাং মন্ত্রী তিছামানি আবন তীই আং কিছা ছানা নাই অ, পঞ্চায়েত রাজনি চৌঙ যে অর কক চাপলাইমানি আব মানি আব অংথা যে কামি যারা য়াগুল থীলাই চানাইরক, কীরীই রক, তাংওই চানাইরক বরগনি হামা বিনি বাগীই জাতে কামিনি বরগ রকন হাইন ছামুং তাং ওই মানাতীই আবনি বাগীই যাতে রাজধানী অ অর রাজা থর অ সাস্থকনা নাংয়া তীই আবনি বাগীই চৌঙ গাঁওসভা রীথা, এবং অ গাঁওসভাঅ যারা প্রধান অংনাই আ বরক ন চৌঙ কামিনি বরগ রকনি ব্যালট ভোট বাই ন আবন চংলাই থা, অরনি অ একটা কক ছানা নাই অ যে কাহাম ছামুং বাগীইসে কাহাম না হা মুং তীই ন ছামুংঅ সরকার নি য়াগঅ বীমানি এবং চৌঙ ব বিরোধী দল অ তংওইন অ ছামুং অ সমর্থন থীলাইমানি। তাবুক চৌঙমুগু যে য়াগছি সরকারনি যারা প্রধান তংনাইরক বরক বরংনি কিঙচৌকু নারাক মালিয়া। ক্ষমতা অ ফাইকা হীন কাই বরগ বেজুয়া থাওই থাংঅ। যুব সমিতি যে সমস্ত প্রধান তাবুক পর্যন্ত তংগ। বরক সরকার নি খুব কম সহযোগিতা মানী Cooperation কক বারীই থাংওই অ মানয়া, এবং বামফ্রন্ট নি যে সমস্ত প্রধান তাংমানি বরক থেন সুযোগ কীবাং মান অ। কিন্তু কামিনি বরক রকনি লুকুরকনি কম ছামুং থীলাই অ, আং ছাওয়াসু অমরপুর নিযে রতননগর অরনি প্রধান আনন্দ রোয়াজা ব গঙ্গাছড়া Block কমিটি নি ব চেয়ারম্যান ব আর chairman তংগীই গাঁওসভা অফাইনী ক্ষমতা তীরীই তংগ এটা আইন আরনি অ চালক ওই তংগ, C. P. M. ছাডা R. S. P. বরক শুধু ন, Forward Block বরক শুধু ন. এবং যুব সমিতি বরক মিটিং মা থীলাইয়া। আবতীই হীনাইছে আর আইন চালকওই তংগ। এবং চৌঙ মুগু যে এই আনন্দ রোয়াজা শান্তি সেনা দৈত্রারাগ্রা এবং মেজর মিলিটারী রীমাহাই আবতীই যে মাথা তীই হিম অ এবং বিনি কক যদি যুব সমিতি নি তেইব কর্মী ফাইকা হীন কাইলে বন তকদি। যুব সমিতি কক কেইব মা ছাগীলাক আবতীই থে বিনি এলাকা অ বেড়া রুওই তনথা খুতুং বিনি যাফা অ যে সুযোগ থাং মানি সেই খুতুং ন বরক কোশলই ন যত কীরীই রকন বীগীলাক রতন নগর এলাকা অ চৌঙ ছিঅ যে বীরীইরক বরক রিগানাই তাকওই কানওই মানয়া। বরকনি য়াকাখুতু, কীবীই, অ সুযোগ তীইওই আনন্দ রোয়াজা সেই সি. পি. এম. থীলাই নাই বরকছে খুতুং মানছিনাই। যে আর ব খুতুং মানথা আবতীই হীনওই একটা সব সময় শান্তি সেনা ঘাট রুওই ব থেই চলা ফেরা থীলাই তংগ। আবতীই থাই ন করবুকনি বিনন্দ দেববর্মা এবং শিলাশ্বরী থে রবীন্দ্র ত্রিপুরা আবতীই বক অ এতই অবস্থা বরক Food for work নি ছামু, তীলাং অ হীনথে আব যে সি, পি. এম অর আংনাই আবরক তীই ছিমি ছামুং তাং রীঅ, বরকথে চীরাই ফান ছামুং তাংয়া ফান মানছিনাই যা আবতীই কেব কেব ফান মীরীক লাই অ সি, পি, এম, কর্মীরক আবতীই থে বেবাক ন নগ কীলাই তংগ, কাজেই রাঙ Sanction থোলাই থে আব কোন দিন অ লুকোরক হামারি থীলাইয়া। Principle—নাই নাই কাহাম Principal বীথা কাহাম আংনা নাং নাই। এব রতন হামজাক না নাং নাই। যতনি হামারি নি বাগীই রাঙ খরচ আং থীলাই আবতীই থেছে ছামুং চাঅ। তাবুক গত ত্রিশ বৎসর অরনি অ ত্রিপুরাঅ বাজেট থীলাই জাক লিয়া, কোটি কোটি রাঙ বাজেট থীলাইদি কিন্তু অ বাজেট নি রাং যেহেতু বিযাল

বিপদ অ কীলাই তংনাই রকনি য়াগ থাংয়া আবনি বাগীই কামি অ লামা আংয়া। আবনি বাগীই কামি অ স্কুল আংয়া। আবনি বাগীই চিনি হামারি ফাইয়া যারা মাচায়া, কাজেই রাঙ বাজেট খীলাই মা বাই কিছু আংয়া। অরনি অ কিছা ব্যাংক বেদেক লাগাই নানানি এগুলি আংখা রাঙনি ব্যাপার ছে। ছামুং তাংনা থাংকাই রাঙনি দরকার তংঅ। কিন্তু রাঙ ফাইকে যে যতনি হামারি আংনাই আবয়া হামারিনি বাগীই হামারি খীলাই নানানি মত একটা লাম-তীইনা নাং অ তারপর অর কৈলাসহর, ধনবিলাস. নাগিন মনু আবতীই রকঅ তামথাই হুকখা। এই যে সিন্ধুকুমার গাঁওসভা এবং সি. পি. এম, ওয়ার্কার ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরা ব তাম খীলাই খা বয়স্ক পেনশন, সে বুড়া চলিই মানয়া আবরকনি পেনশন হীনওই রাঙ ১০ টাকা Collection খীলাই খা। আবন রীই বীনা হীনাই। হীনখে যারা বুড়া বরক খে রীই রীরাইখা। তাবুক পর্যন্ত কোনো পাত্তা কীরীই। যারা মুছুক মাননাই আবরক খেই ১০ টাকা চাওা মা রুঅ, যারা পুন মান নাই, তাখুম মাননাই বরক যে ৫ টাকা খে চাঁদা মা রুঅ। অ গজেন্দ্র, ত্রিপুরানি প্রচার তাম মন্ত্রী বাজুবন রিয়াং, ফাইছাকা আবনি বাগীই অ রাঙমা, থমনাই। আব-তীই খে মা চায়া বিপদ অ কীলাই তংনাই বরক যে মুছুক কীবীই পুন কীরীই আবতীই রকন আহাই কে চা অ, কাজেই তেইব রাঙরীখা হীনখে আব তেইব বারি কুক নাই, আহাই অবস্থা, এছাড়া তাবুক খেন তাম মজুরী কমিটি হাই হীনাই তাবুক Food For Work মা চায়া আবছে থীই কীরীই রক আবতীই রক ছালছা ছামুং তাংখা হীনখে চার আনা পুইছা মাছে মা রীনাই বন। রীয়াখেই বন List শুধুছে খীলাইয়া। এই আংখা অবস্থা ব্যাংক যারা তাবুক প্রধান ব্লক যেগুলি খীলাই তংমানি গ্রামীণ ব্যাংক রক, Land রক। অব C. P. M. নি কার্ড খীলাই গীরাদি C. P M নি কার্ড ফুনুকদি তাব পরেছে নিনি চাকুরী আংনাই। C. P. M. কার্ড ফুনুকদি তাব পরেছে খুতুং মাননাই আবতীই খীলাই তাবুক চলিই তংগ, এই Principle তীইওই ত্রিপুরানি হামারি ফাইন? অরনি বকজাক নাই মান গীনা. আদং সুমন্ত দাস ছাওই থংকা যে বিয়াল বিপদ কীরীই তংনাই, কীরীই রকনি বাগীইছে অ পঞ্চায়েৎ রাজ হামরয়া আং নানিছে তুবুঅ। কিন্তু আং অরনি অ ছানা মা চুঙ অ এই যে গণ্ডাছড়া নি পঞ্চবটী রিয়াং বিনি আর ১০ টাকা খীলাইছে একজন মহাজন তীলাংওই খা, মানি ১৫০ (দেড়শ) টাকা রাঙ বাইছে তেইনি বৎসর অ তৌহনি বৎসর অ ১০মন্ন মাই নাইখা। তেই পাঁচ রীই মান লিয়া। আবনি বাগীই ছেব ৫২৯ ৩০০ টাকা রাঙ ছান ওই তংখা। রীই মান লিয়া আবছে মুছুক রীই মা কীলাংখা। মুছুক মা রীই তাইনি বৎসর অ হীনখে বীছারক বাওই মাছিনি আংখা। আবন ফাল ওই চাওই খা খুনী খীনাই তংঅ। আবনি বিচার নাইখা। এই আনন্দ রোয়াজা বি, ডি, সি, এবং সি, পি, এম ন একজন কতরমা বরগ আবছে সমর্থন খীলাই মান য়া। আবছে পঞ্চবটীনি গানা বাচাই মানয়া এবং সি, পি, এম, নি তেইব work তুঅ। অ মুক্তা রাম রিয়াং বীরেন্দ্র ভৌমিক আবতাই রক বরক শুধুছে আ মহাজন নি পক্ষে নাং অর আইন খীলাই তাম আংনাই। বিধান সভা অ তা তা খে চিরিক থকওই তাম আং নাই। অম হাইখে তাবুক অ অবস্থা চলিই তংগ। সুধীর দেববর্মা সি, পি, এম, নি worker ন পাঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী অ রীইরীজাক খা, অর তংগ এম এল এ আ।

তাম খীলাইথা তাবুক voter list, তাবুক এই যে voter list পর্যন্ত ব তিছানা ছইয়া, যুব সমিতি নি কামি খে হাই তিছায়া, আবতাই হীনখে বাদ অরনি অ চোঙ মুগু বিজয় ত্রিপুরা, বুদ্ধিজয় চৌধুরী পাড়া, কাঙ্গারাই চৌধুরী পাড়া আবতাই রক অ তাবুক ফান অ voter তিছায়া থ আর শত শত voter তংগ. তাবুক নি অছে তিছানা নাইয়া। গতবার ব অ সুধীর দেববর্মা বন অর শ্যামাচরণ ত্রিপুরা চিনি জেনারেল সেক্রেটারী বরকনি গননি বরগ রকন শুধুনছে voter list বাদ রাই রাঅ। কারণ অ voter list যারা কাছানাই বরক বুলাই অ ছাপ রানাই। বুলাই ন কিরিজাক বাই অ। কাজেই তাবুক লোকসভা নির্বাচন অ ব বুলাই ন কি রি অ। কাজেই তাবুক বরক বেবাক চারলাই তংলাইঅ।

ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় (অস্পষ্ট) মাননীয় সদস্য পঞ্চায়েৎ বিলের উপর আপনার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবেন। হাউসে এখন যে আলোচনা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী নি ছামুং ন ছে আং ছাঅ।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় উপাধ্যক্ষ স্যার, প্রথমত—মাননীয় সসস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সব কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছেন, এটা উচিত না যদি মাননীয় সদস্যের কাছে প্রশ্ন থাকে তাহলে এটা সংক্ষিপ্ত লিখিত দিতে পারেন। কারণ সেই কর্মীরা ত হাউসে নেই। কারণ এটা যদি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগও হয়ে থাকে হ্যাঁ বা না বলার সদস্যের উচিত নেই। সাধারণত: পার্লামেন্টের নিয়ম হচ্ছে—পার্লামেন্টে যারা হতে পারেন না বা যারা সদস্য না তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ঠিক না। কর্মচারীরা সরকারের অধীনে আছে তাদের কাছে যদি কোন স্পষ্ট অভিযোগ থাকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠান আমরা যথেষ্ট ব্যবস্থা তার আমরা করতে পারি। কিন্তু হাউসে শ্যামাচরণের পরিবারের ভোটার বাদ দিচ্ছে যখন ঐ Voter list Final প্রকাশিত হবে তখন বুঝা যাবে কার কার নাম উঠছে বা উঠছে না এর পরেও সেই পরিবারের নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকবে। কাজেই মাননীয় সদস্য কিভাবে বলতে পারে সে অমোখ পরিবারের নাম উঠছেনা, এরকম ধরণের বক্তব্য আগে হাজির দেওয়া যায় না। তাহলে মনগড়া হবে, এটা ঠিক না. কারণ এখনও Voter list হয় নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—যা, নাই বিধানসভা অ যা আং মানি আবন ছে আং ছাঅ। ব ছালগড়া বাজারঅ আচুকওই তংগু বনছে আং ছাঅ, যত কর্মচারী যে রাজনৈতিক থীলাইয়া এবং সরকারনি একটা Agent হাইকে ছামুং তাংওই তংগ। আবন ছে আং মা ছাঅ কারণ বরক ব জাতি ন হামজাক ওই তংখা হীনখে কাজেই যেটা আং ছাঅ জাতি স্বার্থন ছে ছাঅ, কাজেই মানগানাং ডেপুটি স্পীকার, স্যার,—যে তাবুক অরনি অরনি অ পাঞ্চায়েৎ বিল তাবুক তুবুমানি আব আং হামজাক থামো কিন্তু যারা তাবুক যারা পঞ্চায়েৎ প্রধান উং তংনাই রক বরক যদি কিছা মিছা কাহাম তুবুই তং মাংখা, হীন থীলাই যারা বামফ্রন্টনি প্রধান রকনি বরকনি মাগছে সুযোগ ছাগ এ, কাজেই এই অবস্থা অ হামারি ফাই মানয়া, তারপর অরনি অ ব্যাংক রক হীনাই লোনরা অ ইনমানি আব ফিরক ওই রানানি অরনি কক অর তংগ। কিন্তু অর মন্ত্রী ও হাই ন আব রাহাইকে ফিরকগুই ফাইনা, এবং কাহামখে কিরকত ফাইনানি আবতাই লাম। ঠিকমত ছামা কারাই, হীনখেন আংঅরনিঅ একটা

ককন ছানা নি নাইও যে সমস্ত প্রধান রকনি বিরুদ্ধে চৗং এবং জনসাধারণ ছাক আবনি কোন বিচার আংয়া, যদি অন্তত পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এবং যারা অন্যান্য মন্ত্রী তংনাইরাগ বরক ফান বরকনি প্রধান যারা ছামুং হাময়া তাং তংনাইরক বরকনি বিরুদ্ধে যদি কক হাময়া। ছামানি তংখে বরক ঠিকমতে বিচার খীলাইখা হীনখেলাই বরক ন ঠিক-মত লামা ফুস্থকওই তীইমানখা হীন খীলাই আবছে চাখা মো। আবতাইছে আইন কাহাম। কিন্তু ব মন্ত্রীরগ ছে বরক ন গার্ড রীই তংঅ। বরক ছে আহাই খীলাইদি আহাই খীলাইদি হীনাই তংগ কাজেই অ জাগাঅ চৗঙ গাঁওসভাঅ বিন কান কীরীইখা, ছানা কীরীইখা বরক কোন লামাছে মালিয়া। কাজেই এই ব্যাঙ্ক রাঙ পুইছানি ছামানি আব ব আহাই খেন থাংনাই। কাজেই যতদিন পর্য্যন্তঅ Prenciple অ কীলাইয়া ছাক ততদিন পর্য্যন্ত চিনি হামারি ফাইমানয়া। কাজেই আং অর দাবী খীলাইনাই। সে অ প্রধান রকনি যারা জনসাধারণ রকনি বখরক তকওই চাই তংনাই রকনি যারা হামারিন নষ্ট খীলাই তংনাই রক বরকনি বিরুদ্ধে বরকন ঠিক খীলাইনানি বরকনি অপরাধী রময় তাং বাইদি অ বামফ্রন্ট সরকার তার পরেছে আব কুবুই কুবুইন আব মীচায়া, তংনাইরক বিপদঅ বিয়ালঅ কীলাই কামিনি বরক রক লুকোরক হামারি ফাইযানো, আছীক ছাই পাই রীখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজ এখানে মাননীয় মন্ত্রী Tripura Panchayet Raj বিলটি যে এনেছেন তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। পঞ্চায়েৎ রাজের যে কথা আমরা এখানে আলোচনা করছি সেটা হলো গ্রামে যারা দিন মজুর গরীব মেহনতী মানুষের ভালো'র জন্য যাতে গ্রামের মানুষেরা কাজ পায় তার জন্য, যাতে করে তাদের কাজের জন্য রাজধানীতে আসতে না হয়, আমরা গাঁও সভাগুলোতে সে ব্যবস্থাকরেছি। এবং এই সমস্ত গাঁও সভাগুলোর প্রধানদেরও আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষের বেলট্ এর মাধ্যমে নির্বাচিত করেছি। এখানে একটা কথা বলতে চাই, ভালো কাজের জন্য, ভালো ভালো উন্নয়নশীল কাজগুলো যে ভাবে সরকার হাতে নিয়েছেন সেগুলোকে বিরোধীদল হয়েও আমরা সমর্থন করি। এখন আমরা দেখি এই বাম সরকারের যারা প্রধান আছেন তারা তাদের প্রদত্ত কথা রাখতে পারছেন না। ক্ষমতায় আসার পর তারা অন্যরকম হয়ে যান। উপজাতি যুব সমিতির যে সব প্রধানরা আছেন তারা খুব কমই সরকারের সহযোগিতা পান, Co-operation পান। এবং বাম-ফ্রন্টের যে সমস্ত প্রধান আছেন তারা অনেকবেশী সুযোগ পেয়ে থাকেন, কিন্তু গ্রামের মানুষের জন্য খুব কম কাজই তারা করেন। আমি বলছি, অমরপুরের রতন নগর গ্রামের গাঁও প্রধান আনন্দ রোয়াজা, তিনি গণ্ডাছড়া ব্লকেরও Chairman। তিনি যেখানে চেয়্যারম্যান হয়ে একটা মার্শাল আইন চালু করে চলছেন। সি,পি,এম, ছাড়া ফরওয়ার্ড ব্লক, আর,এস,পি, কেউ সেখানে মিটিং করতে পারবে না, উপজাতি যুব সমিতি মিটিং করতে পারবে না। আমরা দেখি এই আনন্দ রোয়াজা তিনি বাঁ দিকে, ডান দিকে মেজরের মতো শান্তি সেনাদের নিয়ে মিলিটারী কায়দায় চলাফেরা করেন। এবং তিনি বলেন উপজাতি যুব সমিতির কর্মী আসলে তাদের পেটাতে হবে। যুব সমিতির কথা কেউ বলতে পারবে না। এই ভাবে তার গোটা এলাকায় তিনি বেড়া দিয়ে রেখেছেন, সুতার ব্যাপারে হাতে যে সুযোগটা গেছে সেগুলো তিনি দরিদ্রদের দেন নাই। রতন নগর এলাকাতে আমরা জানি, সেখানকার মেয়েরা তাদের তেরী পাছড়া পড়তে পারেন না, কারণ তাদের হাতে সুতা নেই এই সুযোগ নিয়ে আনন্দরোয়াজা যারা সি,পি.এম, করেন তাদের সুতা সরবরাহ করেন। যেখানে যে গরীব সে সুতা পায় না— এইকথা বলে সব সময় শান্তি সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি চলাফেরা করে থাকেন। এই ভাবেই কল্লবুকের বিনন্দ দেববর্মা এবং শিলাছড়ির রথীন্দ্র ত্রিপুরা। তাঁরা ফুড ফর ওয়ার্ক এর কাজ

নিয়ে যান আর যারা সি,পি,এম করেন তাদের কেউ এই সকল কাজে আনেন, তারা নাবালক হলেও কাজ। এইভাবে সি,পি,এম কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে বসে আছেন। কাজেই টাকা Sanction হলেও কোনদিন সাধারণ মানুষের ভালোর জন্য তারা টাকা খরচ করছেন না। Principle ভালো হতে হবে, Principle দিয়ে মানুষের সমর্থন লাভ করতে হবে। সকলের উন্নতির জন্য টাকা খরচ হলেই কাজটা ভালো হবে। এখন, ত্রিশ বছর এখানে এই ত্রিপুরায় বাজেট করা হয় নি, কোটি কোটি টাকা বাজেট করতে হবে, কিন্তু এই সমস্ত টাকাগুলো দরিদ্র মানুষের হাতে যায় না, বিপদাপন্ন সাধারণ মানুষের/কাছে পেঁছায় না, সেই কারণে গ্রামে গ্রামে রাস্তাঘাট হয় না, এই কারণে স্কুল হয় না, এই কারণেই আমাদের উন্নতি হয় না, যারা জুমচাষ করেন তাদের ভালো হয় না, যারা নিরন্ন। কাজেই টাকা বাজেট করলেই হলো না। এখানে ব্যাংক থেকে লোন নেয়া এগুলো হলো টাকার ব্যাপার। কাজ করতে হলে টাকার দরকার কিন্তু টাকা এলেই যে সকলের মঙ্গল হবে এমন কোন কথা নেই, ভালো ব্যবহার জন্য ভালো একটা পথ খুঁজে নিতে হয়। তারপর কৈলাশহরের মনু, ঐ সমস্ত অঞ্চলে দেখা গেছে, ঐ সিন্ধু কুমার গাঁও সভার সি,পি,এম কর্মী গজেন্দ্র ত্রিপুরা বয়স্ক যে সব বুড়া চলতে পারেনেনা তাদের নামে ১০ (দশ) টাকা করে কালেক্শান করেছেন। বৃদ্ধরা অনেকেই দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন পাত্তা নেই। যারা গরু পাবেন তাদেরও দশ টাকা চাঁদা দিতে হয়, যারা ছাগল, হাঁস পাবেন তাদের ৫(পাঁচ)টাকা। সেই গজেন্দ্র ত্রিপুরা প্রচার করেছেন, মন্ত্রী বাজুবন রিয়াং আসছেন, তার জন্য এক মণ মাছ দরকার মন্ত্রীর একটা জন সভা করার জন্য এক মণ মাছ কিনতে হবে তারজন টাকা দরকার। এই ভাবে অভাবী, বিপদাপন্ন সাধারণ মানুষদের সরকার যে টাকাগুলো দিয়েছেন, যাদের গরু বাছুর নেই, ছাগল-হাঁস নেই তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। এখন মজুরী কমিটির কথা বলে ফুড ফর ওয়ার্ক এর কাজ পেতে হলে তাকে ২৫ পয়সা দিতে হবে--২৫ পয়সা না দিলে কাজের লিস্টে নাম উঠবে না। এই হলো অবস্থা। ব্যাঙ্কে যারা ঋণ নেবেন তাদের কাছে ঐ সব প্রধানদের প্রথমেই কথা হলে সি,পি,এম এর কার্ড দেখাতে হবে। সি,পি,এম এর কাড দেখালে সুতা পাওয়া যাবে, কার্ড দেখাতে না পারলে ব্যাঙ্কের ঋণ পাবে না, সুতা দেয়া হবে না। এই অবস্থা চলছে। এই প্রিন্সিপাল নিয়ে কি ত্রিপুরার উন্নয়ন হবে। এখানে মাননীয় সদস্য সুমন্ত দাস বলেছেন, গরীব মানুষের জন্য এই পঞ্চায়েৎ রাজ। কিন্তু আমি বলতে চাই ঐ গণ্ডাছড়ার পঞ্চবটি রিয়াং তার কাছে দশ টাকা মণ করে একজন মহাজন দেড়শত টাকা দিয়েছিল, পরের বছর তিনি দশ মণ ধান আদায় করেছিলেন ; ৫ মন দিতে পেরেছিলেন আর ৫ মন দিতে না পারায় ঐ মহাজন আরও ৫২৯, ৩০০ টাকা দাবী করেন পরে গরু দিয়ে দিতে বাধ্য হয়, চারটা গরু পরের বছর বাছুর সহ সাতটি হয়। ঐগোলো বিক্রি করে খুশী মনে আছেন। এর বিচার ঐখানকার B. D. C. এবং আনন্দ রোয়াজা এবং সেখানকার একজন প্রভাবশালী C. P. M. কর্মী সমর্থন করেন নাই। এবং পঞ্চবটির সামনে যেতে পারেন না এবং C.P.M. এর আরও Worker আছেন, মুক্তারাম রিয়াং, বীরেন্দ্র ভৌমিক, ওরা সকলেই মহাজনের পক্ষে। এখানে আইন করে কি হবে, বিধান সভায় চিৎকার করে বক্তৃতা দিয়ে কি হবে। এই ভাবে এখন অবস্থা চলছে। সুধীর দেববর্মা C. P. M. এর Worker কে Panchayet Secretary সম্পূর্ণ দিয়ে দিয়েছেন। এখানে এম, এল, এও আছেন। এখন তো Voter List তৈরী করার সময়, যে সমস্ত গ্রামে উপজাতি যুব সমিতির লোক আছেন সেখানে List তৈরী করা হয় না। এখানে আমরা দেখি, বিজয় ত্রিপুরা, বুদ্ধিজয় চৌধুরী পাড়া, কাঙ্গরাই চৌধুরী পাড়া, কুঞ্জমোহন পাড়া, এই সব অঞ্চলে এখনো Voter List তৈরী করা হয় নি, সেখানে শত শত Voter আছেন, এখনই শুধু List বাদ দিচ্ছেন তাই নয়, ঐ সুধীর দেববর্মা তিনি গতবারেও আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার বাড়ীতে Voter List তৈরী করেন নাই, কারণ এই Voter List যাদের নাম উঠবে তারা সবাই পাতায় ছাপ দেবে। তারা পাতায় ভয় পায়। কাজেই এখন লোকসভার নির্বাচনেও পাতাকে ভয় পায় কাজেই এখন তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় আছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য, আপনি Panchayet Bill এর উপর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন----

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---হাউসে এখন যে আলোচনা হচ্ছে তা পঞ্চায়েৎ বিলের উপরই হচ্ছে। পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীর কাজকে আমি বলছি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার,

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় প্রথমে আমি বলতে চাই মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যেসব কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছেন এটা উচিৎ নয়। যদি মাননীয় সদস্যের কাছে কোন তথ্য থাকে তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে লিখিত দিতে পারেন। কারণ সেই কর্মচারীরা হাউসে নেই, কারণ এটা যদি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ হয়ে থাকে তাহলে তাদের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে হাঁ বা না বলার কোন সুযোগ নেই। সাধারনত পার্লামেন্টের নিয়ম হচ্ছে পার্লামেন্টএ যারা উপস্থিত নন, অথবা সদস্য নয় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ঠিক নয়। যে কর্মচারীরা সরকারের অধীন আছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে যদি তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠান, আমরা তার যথেষ্ট ব্যবস্থা করতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---বিগত বিধানসভায় যা ঘটছে আমি তা বলছি। শালগড়া বাজারে বসে থাকেন আমি সেই কথা বলছি। সকল কর্মচারীই তো আর রাজনীতি করেন না এবং সরকারের Agent এর মতো কাজ করছেন আমি তার কথাই বলছি কারণ তারা জাতিকে ভালোবাসেন এবং কাজেই আমি যেটা বলছি জাতির স্বার্থে বলছি।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখন এখানকার যে পঞ্চায়েৎ বিল এটা আমার মতে ভালো। কিন্তু বর্ত্তমানে যারা পঞ্চায়েৎ প্রধান আছেন তারা যদি একটু ভালো কিছু আনতে না পারেন। যারা বামফ্রন্টের প্রধান তাদের কাছেই যদি সুযোগটা বেশী করে যায়--- কাজেই এই অবস্থায় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তারপর এখানে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণদানের কথা বলা হয়েছে, ঋণ ফেরত দেবার কথাও মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কিন্তু কি উপায়ে ঐ সমস্ত প্রদত্ত ঋণের টাকা ফেরত আসবে তার পথ বলা হয় নি। তারপর আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, যে সমস্ত প্রধানদের বিরুদ্ধে আমরা বলি, জনসাধারণও বলে তাদের বিচার হয় না। অন্ততঃ পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীগণ যাঁরা আছেন তাঁরা যদি তাদের প্রধান যারা ভালো-ভাবে কাজ করেন না তাদের বিরুদ্ধে বিচার করতেন এবং তাদের জনসেবা পথ ঠিক করে দিতেন তাহলে ভালো হতো। এ হলো ভালো আইন। কিন্তু মন্ত্রীরাই তাদের গার্ড দিয়ে রাখেন। তাঁরাই বরং এ রকম সেই রকম পথ বলে দিয়ে থাকেন। কাজেই এখানে গাঁও সভার উপর আমাদের কোন আস্থাই আর নাই। এর যে আমাদের কাছে আর নেই। কাজেই ব্যাংক থেকে ঋণের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে এটা এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে যতদিন পর্য্যন্ত তাদের Principle এর পরিবর্ত্তন না হচ্ছে। কাজেই আমি এখানে দাবী করছি প্রধানদের যারা জনসাধারণের মাথায় হাত রেখে চলছেন, যারা ভালো কাজকে নষ্ট করে চলছেন তাদের বিরুদ্ধে সঠিক পথ নিতে হবে, অপরাধীদের খুজতে হবে বামফ্রন্ট সরকারকে। তারপরই, গ্রামের দরিদ্র, অনাহারী বিপদাপন্ন সাধারণ মানুষের কল্যাণ সম্ভব হবে। এ বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যে শ্যামাচরনের পরিবারের লোকেদের নাম ভোটের লিষ্ট থেকে বাদ দিয়েছে বলছেন এ প্রশ্ন আদৌ উঠতে পারে না। কারণ এখনও ভোটের লিষ্ট প্রকাশ হয়নি। যখন ভোটের লিষ্ট প্রকাশ হবে তখনই বুঝা যাবে কার নাম বাদ গেছে বা উঠেনি বা উঠাচ্ছে না। এর পরেও যদি কোন পরিবারের কোন লোকের নাম বাদ যায় তবে সে তার নিজের নাম ভোটার লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পাবে। কাজেই এখনই মাননীয় সদস্য কি করে বলতে পারেন যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী অমুক পরিবারের অমুক লোকের নাম উঠাচ্ছে না। এই ধরনের বক্তব্য ভোটার লিষ্ট প্রকাশ করার আগে হাজির করা যায় না। আর করলে এটা মনগড়া হবে, কাজেই আমার মনে হয় এটা ঠিক না। কারণ এখনও ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়নি।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী যে বিল আনছে আমরা সমর্থন করি। আং সমর্থন খীলাই অ তামনি কারণে হীমানো যে তিনি বামফ্রন্ট সরকার কাইকা মাত্র ন যে ত্রিপুরানি ৬০০ গাঁও সভা ৬৮৯ গাঁও সভা ন যথেষ্ট ক্ষমতা রীই রীখা, যে ক্ষমতা রীমানি অংখা গণতান্ত্রি নি অ, সেই গণতন্ত্র নি অ যারা বুচিই মানয়া খেলে নির্বাচিত বরক ন ক্ষমতা রীমানি বরকন গণতন্ত্র নি নিয়ম, সেই কারনে আং যে পঞ্চায়েৎ, মন্ত্রী বিল তুবুমানি আবন হমর্থন খীলাই অ, তাছাড়া যে ত্রিশ বৎসর কংগ্রেস রাজত্ব খীলাই ফুরৎ একমাত্র পঞ্চায়েৎ লাবছে খীলাই মা তংখা হী,নমালে বরক বানক ওই তংখা। ও, কলক ওই তীই বরক ছামু, তাংগীই তংগ, কোন গ্রাম নি উন্নয়ন মূলক কাজ মানয়া। পেছনে তংগ বি,ডি,ও, বা যারা গ্রাম সেক্রেটারী নানা রকম খেই বরক লুটপাত খীলাই ওই চাঅ। যারা সাধারণ বরক রকন মা চাইযা, যে ত্রিশ বৎসর নি অভিজ্ঞতা কিন্তু তাছাড়া চিনি চিনি বগাফা, বিলোনীয়া বলক অ ৪৯ গাঁও সভা তংগ। যে সব বলক রাজনগর বলক বা বাগাফা বলক, বগাফা বলক আংখা ২৪টা, আয়া রাজনগর অ অংখা ২৫টা গাঁও সভা অ গাঁও সভা অ প্রত্যেকটা জাগা অ আং গাঁও প্রধান রক বাই মিছিল খীলাই অ, কিন্তু মিছিল খালাই ফান কিছু কিছু যারা কংগ্রেস তংগ বা সি,পি,আই তংগ যুব সমিতি তংগ বরক অংখা গণতন্ত্র অভাব বাইন আগি নি যে পুরানো কায়দা মতে, কত গুলি কাজ ফাইপান বরক ঠিকমতে কাজ খীলাই মানয়া। তাম তি নৃপেন চক্রবর্তী চিনি মুখ্য মন্ত্রী আবরক থাং নাই ভোটনি ছীকাং লক্ষীছড়া অ সভা খীলাই ফুরাত লক্ষী ছড়ানি মেম্বার রক ফাইওই চিনি আর কাজ কীবীই যারা যুব সমিতি নি, মেম্বার রক ন সদস্য রকন কাজ কীরীই। তাং গীই কাজ কারীই নরক ন বা মাইরুং বহর ওই তংবীনা ইমাছে, চিনি আর কলসী অ কো-অপারেটিভ অ ১২ বস্তা মাইরুং তংগ। যে প্রধান তীংলাংয়া ও মেম্বারক ছাও যে মাইরুং তংগ চীও ছামু, মা তংয়া হীনীই তংগীই ছামুং মা তংয়া হীন মানি প্রধান হীনখা তাবুক মাই বরীই তংগ চীও ছামু মানয়া আং গীলাক। রোয়ানি সময় বা ছামুং মানয়া আং নাই তাবুক কানি খেত ১০ টাকা খাই আগি অ রাও রীজাক। সেই রীজাক নি বরীই মান লায়া আংখাই ওই য়াগুল মান লায়া আংলাই ওল ছামু, তাং রীয়া খেই অংগ, হাইখে নেতারক যারা উপজাতি যুব সমিতি খীলীই তংনাই রক বরক আহাই খীলাই তংগ যুব সমিতি নি প্রধান লক্ষী ছড়ানি তামখে বরক চা কো-অপারেটিভ মাইরুং খেত ফসল, মাই ফাইসা মানয়া হীনীই বরক য়াগুল মানযা হীনীই কানি খেত অ ১০ টাকা খীলীই রীজাক অ। আর ব ফন্দি তংগ তারপরে আর কাঠাইলা অ। কাঠাইলা গাঁও সভা সিকুরিয়াঅ সিকুরিয়া আর বাব শ লেবার তুবুই ফাইকা ৬০০ লেবার বনি হুক তাং রীই পাইখা। যে বরক নি মেম্বার ন রীওই আর মাষ্টার নাইছে রাও তিখলাইওই ছামু, তংগীই মা রাখা ইআর নি গাঁও সভানি প্রধান ০ ০ গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র নে নিয়মনীতি রাজনীতি অভাব বা ন ব--ব কতগুলি ছামু, তাংখা, যে নির্বিনি খেত বকন গা তানরাই নালারক চক রীখা, হাই কতগুলি অভিযোগ তবে কতগুলি জাগা প্রত্যেকটি যে প্রধান চীও চিঠি রীঅ প্রধান মিছিল খলাইদি হীনখে বরক ফাইয়া। কাবয়া বা চীও বরক বাই কক বুঝুক নানি। যে প্রত্যেকটি কোন বিরোধী পার্টি যে কোন পার্টি কান আং থীং যতন কীইদি চিনি আর প্রধান নি বিচার অ, আর ফাইদি হীন মাফনি বরক আর ফাইয়া। ফাইয়া খে চীও চিনি যে প্রধান তংগ, চিনি ব বাইরে চীও গাইড রীই তংমা বাইছে বরক ব ঠিক খে ছামুং তাংগুই তাং মানু। চীও বুঝুক মা বাইছে বরক ছামুং তাংগুই তংমানু যাতে জনসাধারণ সাধারণ মানুষ ন চীও উপকৃত খীলাইনা বাগাই। গ্রাম উন্নয়ন খীলাইনা বাগাই কতগুলি প্রত্যেকটি গাঁওসভা ৪৯ গাঁওসভা বিলোনীয়া গাঁও সভা অ প্রত্যেকটি অন ক্ষমতা রীই রাখা, সেই ক্ষমতা অনুসারে জনসাধারণনি সহযোগিতা বাই ছামু, তাং লাইদি প্রত্যেকটি গাঁও সভা অ আং ডিসি, চেয়ারম্যান তংগ, সেই চেয়ারম্যান নি মাধ্যমে সমস্ত বিলি বন্টন খীলাই ওই কোন কোন জাগা অ কীবাং কোন জাগা কমখে, গাঁও সভা কতর খে বড় গাঁও সভা হীচখে বিশী খীলাই রাও রীঅ। মাই চীলীই মাধ্যমে খে-ব, নগ দুই হাজার, আড়াই হাজার বা আহাইখে ভাগওই রীখা। যে গাঁও সভা হীনি খেন যে বড় গাঁও সভা হীন খেলে তিন হাজার রীআ। তাই পরে হীনখে আড়াই হাজার বা দুই হাজার সোয়া দুই হাজার খে চীও রাও বিলি বন্টন খীলাই রীঅ। সেই মাই চীলীই তিনি বাজেট প্রত্যেকটি গাঁওসভা অ ভাগয়া। কিন্তু তাছাড়া ব কতগুলি যে কাঞ্চন নগর গাঁও সভা ব এই যে, পূর্ব সড়ক বাই আর আং খা আগিনি কংগ্রেসনি প্রধানরক। বরক তাম

মনোবাজারে মিটিং করেছিল, সেদিন রবিবার ঐ লোকটা বাড়ীতে গিয়েছিল। সেখানে সে আট দিন ছিলো এবং মৃত্যুর পরে তাকে দোলনায় করে আমার ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি সঙ্গে সঙ্গে দারোগা পুলিশ ডাকি এবং তারপর সবাই ধরা পড়ে। আখিরায় জমাতিয়া আমার জেঠা মহাশয় বিছুংরাই এর ছেলে, সেই কাঁধে করে তাকে নিয়ে এসেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিলো আমাদের দোষ চাপিয়ে দেবার, তারপর সেখানে আমার ছেলে এবং কয়েকজন ছেলেরা গিয়ে দেখতে পায়। তখন আমি উদয়পুর ও মনু থানায় খবর দিয়েছিলাম। তারপর তারা ওখানেই শেষ করে ফেলে। স্পীকার---মাননীয় সদস্য, আপনি আরও ১ মিনিট সময়--দিন বক্তা--তারা নাকি উপজাতিদের দরদী এখন মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী যে বিলটি এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে দি ইউনাইটেড পঞ্চায়েত রাজ বিলের একটি তয় সংশোধনী আনা হয়েছে, সেই সংশোধনীর লক্ষ্য খুবই পরিস্কার। কারণ প্রথমতঃ আমাদের বুঝতে হবে যে চিরকালই গ্রাম অবহেলিত। গ্রামকে অবহেলা করার অর্থ গোটা দেশটাকে অবহেলা করা। আরো সহজ অর্থ দাঁড়ায় যে মানব গোষ্ঠির এক বৃহৎ অংশকে অবহেলা করা। শতকরা ৭০ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। উন্নয়ন করার কাজে গ্রামের জনগণকে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দানের জন্য এই পঞ্চায়েত রাজ আইনটি তৈরী হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে সেই পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রামের উন্নতির কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। সেই কাজে পঞ্চায়েতগুলি যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে এবং তাতে গ্রামের লোক বেশ উপকৃত হচ্ছে এটা ঠিক। এতে অসুবিধা হল এখন পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে একমাত্র সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর করতে হয়। সরকারের অনুদান ছাড়া তাদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সেখানে নেশানালাইজড্ ব্যাঙ্ক আছে, সিডিউল ব্যাঙ্ক আছে, সমবায় ব্যাঙ্ক আছে গ্রামীন ব্যাঙ্কে আছে এবং আঁরো অনেক। ত্রিপুরায় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আছে, জীবন বীমা কর্পোরেশন আছে, আসাম ফাইন্যান্স কর্পোরেশান আছে। ত্রিপুরাতে আমরা একটি ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশান অব স্ট্যাট গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছি। কাজেই এই যে আর্থিক সাহায্য করার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে রয়েছে, সেগুলি থেকে গাঁও সভাগুলোকে আর্থিক ঋণ বা সাহায্য দেবার মত কোন ধারা বা রুল বর্তমান পঞ্চায়েত আইনের মধ্যে নেই। বামফ্রন্ট সরকার এটা উপলব্ধি করছেন যে, আথিক সাহায্য পাবার যদি কোন রাস্তা না থাকে তবে গ্রাম-পঞ্চায়েত গুলির উপর কাজের দায়িত্ব দেওয়া সত্বেও টাকার অভাবে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। এই দিক বিবেচনা করেই বর্তমান সংশোধনী বিলটি এখানে আনা হয়েছে এবং এই সংশোধনী বিলটি গৃহীত হলে এবং এটা আইনে পরিগণিত হলে গাঁওসভাগুলোর বিভিন্ন বিভাগ বা করপোরেশন থেকে টাকা পাওয়ার যে অসুবিধা তা দূর হবে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই বিলটি এখানে আনা হয়েছে। এই আইন পাশ হলেই যে ব্যাংকগুলি বা করপোরেশন গুলি টাকা দেবে তা ঠিক নয়। তবে টাকা পাওয়ার জন্য সরকার থেকে যেমন প্রচেষ্টা নেওয়া হবে, তেমনি গাঁওসভাগুলি থেকেও প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। এই আইনে যে অসুবিধা সেটাও আমরা দূর করবার ব্যবস্থা নিয়েছি। এবং এটা যে বামফ্রন্ট সরকারের একটা জন-কল্যাণ-মূলক পদক্ষেপ তা ত্রিপুরার জনগণ ভালভাবেই বুঝতে পারছেন। এই আইন, এই সংশোধনী আইনটি এই হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া উচিত।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন যে বক্তব্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়া বলেছেন এটা মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আমি এখানে তার বক্তব্যের কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি—"গ্রাম পঞ্চায়েত আইনটি যখন এখানে আনা হয়, তখন আমরা ভেবেছিলাম যে এটার দ্বারা জনগনের মঙ্গল হবে। কিন্তু এখন দেখছি এটা জনগণের কোন কাজেই লাগছে না।" এ ধরনের কথা শ্রীজমাতিয়া তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলেননি কারন বামফ্রন্ট সরকার খাদ্যের বদলে কাজ থেকে আরম্ভ করে গত দেড় বৎসরে যে কাজ গাঁও সভাগুলোর মধ্যে দিয়ে করেছেন তাতে গ্রামের জনসাধারনের একটা

বড় অংশ শুধু সমর্থনই জানাননি, তারা এই কাজগুলো আরো বেশী করে করার জন্য বলেছেন। কাজেই গাঁওসভাগুলি জনগনের কোন কাজেই আসছে না এইরূপ মন্তব্য শুধু শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বা তার আরও কয়েকজন লোকের পক্ষে করা সম্ভব হতে পারে। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব চিত্র নয় এবং এটা গ্রামবাসী বা মেহনতী মানুষের কথাও নয়। শ্রীজমাতিয়া আরো বলেছেন যে, গাঁওসভাগুলির বৈষম্যমূলক আচরন করে শুধু শাসক শ্রেণীর দলের লোকেরাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন, আর উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। এমনকি বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি যথা ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর,এস,পি, তাঁরাও নাকি কোন সুযোগ সুবিধা না পেয়ে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছেন এবং তাঁরা এখন আর সহযোগীতা করছেন না। এই যে বক্তব্য, এই বক্তব্য আমার ফরওয়ার্ড ব্লক বা আর,এস,পি'র বন্ধুগণ গ্রহন করেননি বরং শ্রীজমাতিয়ার মন্তব্যে তাঁরা তাকে বিদ্রূপ করেছেন। আর উপজাতি যুব সমিতির যারা আছেন এবং যারা গ্রামে কাজ করছেন তারাও এ কথায় কর্নপাত করছেন না। কারন এ কথার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন মিল নেই। সরকার তার আচরনে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করে না। সব গাঁওসভাগুলিকে সমভাবে কাজ দিচ্ছেন এবং সম পরিমান অর্থ দিচ্ছেন। বর্তমান বৎসরেও গত বৎসরের মত পুজা উপলক্ষে কাজের বদলে গরীব গ্রামবাসীদের মধ্যে ধুতি এবং শাড়ী বিতরন করা হচ্ছে। কাজেই শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার বক্তব্য বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন মিল নেই। তবে বিরোধী দলের বলে যদি বিরোধীতা করাই তাদের ধর্ম হয় তবে তিনি তা বলতে পারেন। তারপরে তিনি আরো বলেছেন যে আনন্দ-নগরে নাকি কেউ যেতে পারেন না। কিন্তু আমরা কাগজে দেখেছি নগেন্দ্র জমাতিয়া থেকে শুরু করে তাদের দলের নেতা শ্যামাচরন ত্রিপুরা পর্যন্ত সকল নেতারাই সেখানে গিয়ে মিটিং করেছেন। এমন কি সেখানে মিজো হামলার কয়েকদিন আগেও নাকি তারা গিয়ে সেখানে মিটিং করেছেন। এ খবর অবশ্য সব খবরের কাগজে বের হয়ে যায়। কাজেই এখানে তার এ বক্তব্য যে শুধু কেয়াস সৃষ্টি করার জন্যই বলেছেন তা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া আরো বলেছেন যে চাকুরীর ক্ষেত্রে নাকি সি,পি,এমের কার্ড না দেখালে চাকুরী হয় না। তার এ কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন। কারা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার বেকারের চাকুরী হয়েছে। এবং এটা হয়েছে সিনিয়রিটি-কাম-পভার্টি'র ভিত্তিতে। সুতরাং এক্ষেত্রে কে কংগ্রেস, কে সি,এফ,ডি কে উপজাতি যুব সমিতি তা আর বিচার করা হয় না। এটার পরীক্ষা করেও দেখা যেতে পারে। যারা চাকুরী পেয়েছেন তাদের জিজ্ঞাসা করলেই তারা বলবে কিভাবে তাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

স্যার, নগেন্দ্র জমাতিয়ার কথা শুনে আমার একটা কথা মনে হল। কথা বা ছড়া হল-- কক্‌বরক্ ভাষায়)। ইংরাজীতে হল "অল্ দ্যাট গ্লিটারস্ আর নট গোল্ড এবং এর বাংলা হয়--শুধু শুধু চক্ চক্ করলেই সোনা হয়না। এখানে শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া , উপজাতি যুব সমিতির সদস্য বাস্তব অভিজ্ঞতা না নিয়ে শুধু যে মায়া কান্না করছেন তা দেশের মানুষ বুঝে ফেলেছেন।

কাজেই স্যার, আমি এই বিলটি সম্পর্কে রিকমেণ্ড করছি যে, এই বিল হাউসে সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হওয়া উচিৎ। কারন এই বিলটি পাশ হলে গ্রামের গরীব এবং মেহনতী মানুষ তাদের কৃষি কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ বা আথিক সাহায্য পেতে পারবে। এবং দেশের মানুষ এই বিলকে বামফ্রন্ট সরকারের একটা জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ বলে বুঝতে পারবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একটু আগে আমাদের বিরোধী পক্ষের কোন এক মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে বাম ফ্রন্টের ভিতর অর্থাৎ আমাদের আর,এস,পি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সি,পি,এমের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটছে। এই সম্পর্কে অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী দশরথ বাবু একটু আগেই তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। আমি তাঁর সেই বক্তব্যের সমর্থন করে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে কথ বলেছেন, তার জবাবে বলতে

চাই যে তাদের বক্তব্য আদৌ ঠিক নয়। কারণ ফুড ফর ওয়ার্কটা কোন পার্টি বা দলের জন্য দেওয়া হয় নি। এর মধ্যে সি,পি,এম, উপজাতি যুব সমিতি, আর,এস,পি, ফর ওয়ার্ড ব্লক অথবা কংগ্রেস কারো কোন ভাগ নেই। আমাদের রাজ্যের মধ্যে যারা সত্যিকারের গরীব মানুষ, তারা যাতে কাজ পেতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এটাকে চালু করা হয়েছে। এবং সেভাবে কাজও হচ্ছে। তবে পার্টিগতভাবে আমাদের সঙ্গে হয়তো অন্য কোন পার্টি মতামতের মিল না হতে পারে, কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যাদের নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে কোন রকম গোলমাল নাই, একথাটা আমি এই হাউসের মাধ্যমে আমার বিরোধী দলের সদস্যদের জানিয়ে দিতে চাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, আমার কাছে একটা সংবাদ ছিল যে ফুড ফর ওয়ার্কের ব্যাপারে যে ভাবে কাজ হচ্ছে, তাতে বামফ্রন্টের শরীকদলগুলির মধ্যে একটা মতানৈক্য ঘটেছে আর সেই কারণেই আমি একথাটা এখানে তুলেছিলাম।

শ্রীরসিরাম দেববর্মাঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়, যে এ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা হাউসের সামনে এনেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আমি ২।৪টি কথা এখানে বলতে চাই। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারই বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য এই এ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা হাউসের সামনে এসেছে। কাজেই এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ গ্রামের গরীব মানুষেরা এর দ্বারা সব চেয়ে বেশী সবিধা পাবেন। আর সেজন্যই আমি এই বিলকে সমর্থন না করে পারি না। আমি এও আশা করব যে বিরোধী পক্ষের যে সব সদস্যরা রয়েছেন তারাও এই বিলকে সমর্থন করবেন। যদিও তারা ইতিমধ্যে এই বিলকে সমর্থন করতে গিয়ে অনেকগুলি তথ্য পরিবেশন করেছেন, যা সত্যের সঙ্গে কোন মিল নেই। অবশ্য আমাদের কাছেও সেই রকম কতকগুলি তথ্য রয়েছে, যা আমরা দিতে পারি। কারণ আমরা এমন অনেক উপজাতি যুব সমিতির যে সব প্রধান রয়েছেন, তাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করেছি এবং তাতে বিশেষ করে জিরানীয়া ব্লকের চাম্পামুড়া গাঁও সভায় যে সমস্ত রাস্তা করা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই ঐ যুব সমিতির স্বার্থের দিকে নজর রেখে করা হয়েছে, যাতে তাঁরা ভবিষ্যত নির্বাচনে সাফল্য লাভ করতে করতে পারেন। সেই সবের খবরাখবর অবশ্য সরকার ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের এই সব করার পেছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটা হল বর্তমান সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেগুলিকে নষ্ট করবার জন্যই তাঁরা এই সব ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। কাজেই তাঁরা যে বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলি আদৌ ঠিক নয়। গাঁও সভাগুলিতে কাজ কর্ম বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে সি, পি, এম তার দলের সমর্থকদের বেশী করে কাজে লাগাচ্ছেন বলে যে কথা তারা বলেছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। তাঁরা আরও বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের সমর্থকদেরই শুধু চাকুরী দিচ্ছেন, অন্য কাউকে চাকুরী দিচ্ছেন না। তাঁদের এই বক্তব্যও ঠিক নয়, কারণ আমার কাছে এমন তথ্য আছে, উপজাতি যুব সমিতির অনেক সমর্থকদেরও চাকুরী হয়েছে। কাজেই নিয়োগ নীতির ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার যে নীতি নিয়েছেন, সেটা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তার মধ্যে কোথাও কোন রকম বৈষম্য হচ্ছে বলে অন্ততঃ আমার জানা নাই। কাজেই তারা যদি বিরোধীতা করার জন্যই এই সব কথাগুলি বলে থাকেন, তো সে অন্য কথা। কিন্তু অসত্য বলে বা অসত্য কিছু পরিবেশন করে বিরোধীতা করার যে কৌশল তারা নিয়েছেন, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কখনও মেনে নিতে পারে না। এই বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে গরীব মানুষের সরকার। কাজেই গরীবদের কি ভাবে বেশী করে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, সে দিক থেকে এই সরকার তার যাবতীয় কাজ কর্ম করে চলেছেন। গরীব মানুষ সে কংগ্রেসের সমর্থক হউক, উপজাতি যুব সমিতির সমথক হউক বা সি, পি, এম এর সমর্থক হউক, সে কাজ পাবে, এর মধ্যে অন্য কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। কাজেই তাদের যে বক্তব্য, সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য, এর মধ্যে সত্য বলে কোন কিছু নাই। অবশ্য ইতিমধ্যে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে সাম্প্রদায়িক বলে পরিচিত হয়ে গেছেন, যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে উপজাতি যুব সমিতি থেকে অনেক লোক আমাদের দলে এসে পড়েছে, এবং এমন এক দিন আসবে যখন উপজাতি যুব

সমিতি বলে কোন কিছুই থাকবে না। কাজেই এই যে বিল এ্যামেন্ডমেন্ট আকারে এখানে আনা হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কর্তৃক ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট (ত্রিপুরা থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ আনা হয়েছে, এটা এক দিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনন্দন যোগ্য। কারণ এই বিলের দ্বারা গ্রামের গাঁও সভাগুলি আথিক ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ/হতে না পারলেও, তারা কিছু আথিক ক্ষমতা পাবে এবং তারা গ্রামের জনগণের জন্য কিছু উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। কাজেই এই দিক থেকে এই বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু শুধু আইন পাশ করে দিলেই তো চলে না, এর বাস্তব প্রয়োগ চাই। কারণ আমরা গত দেড় বছরে বামফ্রন্টের যে কাজ, সেটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে বলতে পারি যে তারা দলের স্বার্থ নানা ভাবে সরকারী টাকা ব্যয় করছেন। যেমন ফুড ফর ওয়ার্কের কথা, এটা কেন্দ্রীয় সরকার এর একটা পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে যে সব গরীব মানুষ আছে, তারা যাতে কাজ পেতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা। আমাদের আশা ছিল যে এই পরিকল্পনাটার দ্বারা সরকার সত্যিকারের গরীব মানুষদের কিছু সাহায্য করবে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা সরকার তার কাজের মাধ্যমে সেরকম কিছু করছেন না। তারা এটাকে ইলেকশনের কাজে ব্যবহার করছে। যেমন বলতে পারি, দক্ষিণ দশদা গাঁও সভার সবিলাল ভৌমিক, ইনি বাম ফ্রন্ট সরকারের এক জন প্রধান, তিনি ফুড ফর ওয়ার্কে গরীব মানুষের বাড়ীতে গিয়ে যারা এক বোতল মদ দিতে পারে বা যারা একটা মোরগ দিতে পারে, কাজ না করে তাদের মধ্যে টাকা বিলিয়ে দিচ্ছেন, এই অভিযোগ সেখানকার জনসাধারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে করেছিল এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে জনগণের তরফ থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে তাঁরা কি করেছেন সেটা আমার জানা নাই। আমি আশা করব তাঁরা এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। আর একটা ঘটনার কথা আমি এখানে না বলে পারছি না। ঘটনাটি হচ্ছে যে বীরচন্দ্র মনুতে ক'জন গরীব দেববর্মা সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। তারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক। তারা ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ করতে চায় কিন্তু তাদের সেখানে কাজ করতে দেওয়া হয় নাই। সে জন্য তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে যতদিন পর্য্যন্ত না উপজাতি স্বশাসিত জেলা না হচ্ছে ততদিন তারা এই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ করবে না। এটা তারা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলেছে। তারা কাজ করতে চায় এবং ২।৩ বার তারা এসেও ছিলেন কিন্তু এম, এল, এ ব্রজমোহন জমাতিয়া---তোমরা বামফ্রন্টের নিন্দা কর সেজন্য তোমরা কাজ পাবে না এই বলে তাদের কাজ দিলেন না। আমি নিজেও একবার উপস্থিত ছিলাম কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারলাম না। এই রকম লক্ষ লক্ষ উদাহরণ দেওয়া যায় আমি শুধু একটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরলাম। কাজেই আজকে যে উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে---বামফ্রন্টের আমলে যাতে পুকুর চুরি না হয় এই আমাদের ভয় হচ্ছে। কারণ পঞ্চায়েত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারবে এবং সেই টাকা তুলে বামফ্রন্টের সমর্থক যারা তারাই টাকা পাবে, আর অন্যেরা টাকা পাবে না সেই টাকা দিয়ে দলবাজী করা হবে এবং সেই টাকা এই ভাবে মিসিউজ হবে বলে আমরা মনে করি। সেজন্য এটাকে আমরা সমর্থন করে যেতে পারি না। কারণ সরকারী টাকা খরচার ব্যাপারে জোলাইবাড়ী থেকে এসে আমার এলাকায় এসে সংশোধনী দিতে পারে--বামফ্রন্টের আমলে এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এই বিলটি একটা বলিষ্ট পদক্ষেপ কিন্তু এই ভাবে আইনের মর্যাদা রক্ষা না করা হয় তাহলে সেটা হবে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। কাজেই দলবাজী না করে যাতে সরকারী টাকা মিসইউজ না হয় বামফ্রন্ট সরকারকে এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বিলটা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে আমি তার সমর্থনে দুই একটা কথা বলতে চাই। এই যে পঞ্চায়েত আইন যা ত্রিপুরায় চালু হয়েছে এটা ত্রিপুরার জন্য তৈরী হয়নি। এটা উত্তর প্রদেশের জন্য তৈরী হয়েছিল। এবং

উত্তর প্রদেশের আইনই সামান্য পরিবর্তন করে হুবহু আমাদের ত্রিপুরায় চালু হয়েছিল। চালু করা হয়েছিল। কংগ্রেস সরকারের আমলে। সেই আইনের অনেক কিছুই পরিবর্তন করতে হবে। সেই আইনের মধ্যে যারা ভোটার--তারা ২১ বছরে ভোটার হবেন এবং আমরা চাই যাতে ১৮ বছর বয়স হলেই ভোটার করা হয়। এবং সেই আইনের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধানদের যে ক্ষমতা থাকা উচিৎ তা সেখানে নেই। কাজেই একটা সামগ্রিক সংশোধন এটার জন্য প্রয়োজন হবে। কিন্তু তার জন্য যেহেতু একটা সময় লাগবে সেজন্য বিচ্ছিন্নভাবে এখন যা জরুরী যা আমাদের দরকার সেই সংশোধনী এই বিলের মধ্য দিয়ে করতে চেষ্টা করেছি। কংগ্রেস এইভাবে অনেক আইন এখানে এনেছিলেন-যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এই রকম কিছু কিছু আইন আছে যা আমরা চেষ্টা করব এই সমস্ত পাল্টিয়ে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আইন তৈরী করতে। পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল একটা হাস্যকর ব্যাপার। হাত তুলে ভোট দেওয়া এবং সেই নির্বাচনও ১০ বছরের মধ্যে করতে সাহস পেত না। সেই হাত তুলে ভোটও ১০ বছরে হত না। কারণ তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। তাঁদের দালাল জোতদার জমিদাররা যদি ভোটে দাঁড়িয়ে জিতে না আসতে পারেন তাহলে কংগ্রেসী রাজত্ব দুর্বল হয়ে পরবে। কিন্তু আমরা সেই হাত তুলে ভোট দেওয়া তুলে দিয়ে গোপন ভোটের ব্যবস্থা করেছি এই অল্প সময়ের মধ্যে। তারফলে দেখা গিয়েছে যে এতদিন যে সব মহারথীরা ছিলেন, সেই সব মুখগুলোর অনেকেই আজ অনুপস্থিত। আগে যারা ছিল দিন মজুর তারাও আজকে পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। কাজেই সাধারণ গরীব মানুষকে মর্যাদা দেওয়া, তাদের গণতন্ত্রের মধ্যে স্থান করিয়ে দেওয়া , তারা যাতে তাদের গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করতে পারেন, তার সুযোগ করে দেওয়া, স্বাধীনতার পর সেই মর্যাদা এবং সুযোগ গরীব অংশের মানুষকে বামফ্রন্ট সরকারই করে দিয়েছেন। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যে ধরনের পঞ্চায়েৎ চান, তার সঙ্গে আগেকার পঞ্চায়েতের কোন মিল নেই। যদিও আমরা জানি যে, সেই ক্ষমতাকে, যেখানে মানুষ যত সচেতন, সেখানেই মানুষ সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করতে পারেন এবং সেখানে সচেতন নন, সেখানে কম ব্যবহার করা যায়। কাজেই গণতান্ত্রিক চেতনা যত বাড়বে সাধারণ গরীব মানুষের মধ্যে, ততই এই পঞ্চায়েতের বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহন করতে পারবে। পঞ্চায়েতকে আমরা বাজেটে টাকা দিয়েছি। এবং সেই টাকা ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে খরচা করেছে। পি,ডবলিউ,ডি, শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কাজ এবং কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট লক্ষ লক্ষ টাকা বাকী এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা খরচা করেছি। এই ক্ষমতা পঞ্চায়েতের কোনদিন ছিল না। পঞ্চায়েত আজ যে ক্ষমতার মালিক হয়েছে, সেটা এখনও খুব যথেষ্ট বলে মনে করছি না। আমরা এই পঞ্চায়েতের সঙ্গে আর একটা পঞ্চায়েত গঠন করার জন্য আইন তৈরী করব। সেটা হবে ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি। সেই পঞ্চায়েত সমিতি আইন চালু করার জন্য রুলস্ তৈরী হচ্ছে। সেই রুলস্ তৈরী হওয়ার পর ব্লক পঞ্চায়েত গঠন করা হবে। তখন দেখা যাবে বি,ডি,সি, যা কংগ্রেস আমলে তৈরী করা হয়েছিল সেই বি,ডি,সির সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ব্লক পঞ্চায়েতের আকাশ-পাতাল তফাৎ। এই বি,ডি,সি,র কংগ্রেস আমলে নমিনেশান দিয়ে করা হত এবং সেই নমিনেশান নিয়ে এসে বি,ডি,সি,র মেম্বাররা নিজেদের বাড়ীতে কূয়া, টিউব ওয়েল করার ব্যবস্থা করত। আর আমরা যেটা করছি সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানরা একজনও নির্বাচিত লোক ছাড়া থাকবে না। তাঁদেরকে যে ক্ষমতা দেওয়া হবে সেটা ডিসেনট্রেলাইজড বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলা চলে। ব্লক লেভেল পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতি করবে। তাঁদের আমরা শুধু সরকার থেকে যে টাকা দিচ্ছি তা নয় তাঁরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে সামগ্রিক ব্লক এলাকার জন্য—যেমন জল সেচের জন্য, রাস্তাঘাট ইত্যাদি উন্নতির ব্যবস্থা করতে পারবেন। আমরা যে টাকা দিচ্ছি সেই টাকায় যদি না হয়, তারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে কাজ করতে পারবেন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্লক লেভেলে তারা কাজ করতে পারবেন, সেই সুযোগ আমরা করে দিয়েছি। পঞ্চায়েত আইন যেটা কংগ্রেসী সরকার গ্রহণ করেছিলেন এবং যে আইনে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিল, তার আয় কি ছিল ? আমরা যখন জেল খানায়, সেই সব পঞ্চায়েত সব কিছুর উপর টেক্স বসিয়েছে। রেশন কার্ডের উপর টেক্স বসিয়েছে, রেশন কার্ড করতে গেলে টেক্স দিতে হত। ছোট ছোট দোকানদারদের উপর টেক্স বসাতে আরম্ভ করেছিল। কেউ যদি সিটিজেনশীপ কার্ড করতে যেতো তাদের কাছ থেকেও টেক্স সংগ্রহ করা হত। আমাদের পঞ্চায়েত নিজেরা এ্যাসেট তৈরী করবে, সম্পত্তি তৈরী করবে,

যে সম্পত্তি থেকে আয় হয়, সেই রকম ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করেছে। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। আমরা ৫ হাজার টাকা দিয়েছি। কিন্তু সেই পাঁচ হাজার থেকে একটা বড় রকমের আয় হতে পারে না। সেই জন্য ব্যাঙ্কের থেকে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে নিজের আয়ের সোর্স তৈরী করার জন্য। এই টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত কি কাজ করবেন? তারা ফিশারী করবেন, রাবার চাষ করতে পারেন, হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌স্, তাঁতশিল্প, বাঁশ বেতের শিল্প, সেগুলির মাধ্যমে তারা আয়ের সোর্স তৈরী করবেন এবং গ্রামীন বেকার যারা আছেন, তাদের কাজের সংস্থান করবেন। যে সমস্ত কৃষকেরা জিনিস উৎপাদন করেন এবং তাদের দালালরা কিনে নিয়ে মুনাফা করে, সেই সমস্ত সুযোগগুলি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমাদের পঞ্চায়েত-গুলি, আমাদের কো-অপারেটিভগুলির হাতে তুলে দিতে হবে। কো-অপারেটিভ ও পঞ্চায়েতে যারা কন্ট্রাকটারী করে, যারা দালালী করে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত অঞ্চলে তাদেরকে দূর করে দিয়ে, এক দিকে পঞ্চায়েত এবং অন্য দিকে কো-অপারেটিভগুলি এই সমস্ত গঠন মূলক কাজ করবে। তারা বাগান করতে পারে। আমরা একটা কাজ হাতে নিয়েছি সেটা হল রেশন দোকানগুলি। আপনারা জানেন বে-সরকারী ডিলার্স যারা ছিল, তারা কতখানি দুর্নিতীগ্রস্ত। তারা বলছে যে তাদের লাভ হয় না। শুধু কেরোসিন এবং লবণ বিক্রী করলে তদের লাভ হয় না। অথচ লবণ, কেরোসিনের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেটা এক দিনের জন্য তার কার্ডে তুলতে না পারলে কতখানি অসুবিধায় পরতে হয়। কাজেই প্রাইভেট ডিলার্স-দের হাঁতে এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ফেলে রাখা যায় না। আমার সরকার কো-অপারেটিভএর হাতে, পঞ্চায়েতের হাতে, সেটা তুলে দেবেন। পঞ্চায়েত যাতে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিতে পারে, আমরা তার ব্যবস্থা করছি। যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অল্প কয়েকটা জায়গাতে ছিল, আজকে আমরা অনেক জায়গাতে ব্যাঙ্ক খুলেছি, এই বছরের মধ্যেই আরও অনেক জায়গাতে গ্রামীন ব্যাঙ্কের শাখা খুলতে পারব। সাবডিভিশনেল হেড কোয়ার্টাসের থেকে এনে, ব্লকে আমরা কেরোসিন, চাউল, লবণ যদি দিতে পারি, তাহলে পঞ্চায়েত ও কো-অপারেটিভগুলি সেখানে থেকে নিতে পারবে। এতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হবে ব্লক লেভেল থেকে পঞ্চায়েত লেভেল পর্য্যন্ত। এ কথা ঠিক যে এতে পঞ্চায়েতগুলির দায়িত্ব বাড়ছে। আমরা যেমন তাদেরকে অধিকার দিচ্ছি, তেমনি টাকা পয়সারও সুযোগ করে দিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা পঞ্চায়েত দপ্তর, খাদ্য দপ্তর আগে কোন হিসাব রাখে নি। একটা মুদির দোকানে যে হিসাব রাখা হয়, সেই মুদির দোকানের জমা-খরচের মতও তারা একটা হিসাব রাখেননি। পঞ্চায়েত দপ্তর রাখে নি। খাদ্য দপ্তরও রাখে নি। সরকারে আসার আগে আমি যখন পি,এ,সি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম, তখন এই নিয়ে ঝড় উঠেছিল। বলেছিলাম যে মুদির দোকানে যে হিসাব রাখে সেই হিসাবও আপনারা রাখেন নি। এই অবস্থায় গভর্ণমেন্ট চালাচ্ছেন? সেই সমস্ত একাউন্টস আমরা এখন রাখার চেষ্টা করছি। পঞ্চায়েতগুলির হাতে কি করে ম্যানেজমেন্ট দেওয়া যায়, কি করে ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন করতে হবে, তার জন্য কো-অপারেটিভে যারা ম্যানাজার থাকবেন তাদের জন্য ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলি নেওয়ার সাথে সাথে আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়ল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য রাখার প্রয়োজন আছে। কংগ্রেসী রাজত্বে ব্যাঙ্ক দায়িত্ব নিতেন না। আমরা সাব-ডিভিশনের হেড-কোয়ার্টারে ব্যাঙ্ক বসিয়েছি। আরও কিছু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা সেই দুর্গম এলাকায় ছামনুতে, সেই জম্পুই জলাতে আমরা ব্যাঙ্কের শাখা নিয়ে যাচ্ছি। সেই পানিসাগর, খেদাছড়াতে ব্যাঙ্কের শাখা নিয়ে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন এই বছর শিলাছড়িতে ব্যাঙ্কের শাখা খুলেছি। এই সমস্ত এলাকায় মহাজনী ব্যবসা চলতো, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা ব্যাঙ্ক নিয়ে যাচ্ছি। এটা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার। সেই দিক থেকে ব্যাঙ্কের কাছে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, একমাত্র গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য ব্যাঙ্কগুলি গরীব জন সাধারণের দিকে তাকাচ্ছে না। তারা শতকরা ৪৫ ভাগও লগ্নী করেন না। বাকী টাকা ত্রিপুরার বাইরে চলে যায়। আমরা দেখেছি কোন কোন রাজ্যে ১০০ টাকার মধ্যে ১০০টাকাই লগ্নী করা হয়। এমন রাজ্যও আছে। যেখানে তারা ১০০ টাকায় ১০০ টাকার বেশী লগ্নী করছে। কাজেই গড়পড়তা লগ্নী শতকরা ৬০।৬১ ভাগ হওয়া উচিৎ। আমাদের ত্রিপুরায় লগ্নী বাড়েনি। এমন অনেক লোক আছে যারা আগেই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে নিয়েছে ব্যাঙ্কের সেই ঋণ তারা শোধ করেন নাই। তাহলে সেই লোক কোথায় ঋণ পাবে? তার জন্য কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি

এবং কায়েমী স্বার্থের লোক এমন কি কোন কোন পত্রিকাও বলছে, দেখছেন,"বাম ফ্রন্ট সরকার বলছে ঋণ দিও না।" এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার কোথাও বলে নি ঋণ দিও না। বামফ্রন্ট সরকার বলেছে, ঋণ যারা দিচ্ছে না তাদের দু'ভাগ ভাগ করতে। এক ভাগে থাকবে ইচ্ছাকৃত ঋণ না দেওয়া এবং অন্য ভাগে থাকবে অনিচ্ছাকৃত ঋণ না দেওয়া। হ্যাঁ, স্যার, ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেকে ঋণ দেন না। যেমন বিড়লার মত লোক পার্লামেন্টে উঠেছে যে, বিড়লার মত লোক কোটি কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছেন না। বিড়লা ঋণ শোধ না করার জন্য বিড়লার কারখানা বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না? তাহলে এই গরীব রিক্সাওয়ালারা ঋণ শোধ করতে পারছে না অনিচ্ছাকৃত ভাবে। কেন তাদের রিক্সা বাজেয়াপ্ত করা হবে। কোন কোন কাগজ অবশ্য বলছে যে, রিক্সাওয়ালাদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে ঋণ না দেবার জন্য কিন্তু এ কন্ঠস্বর তো আমরা চিনি। এ কন্ঠস্বর প্রতিক্রিয়া শক্তির কন্ঠস্বর, এ কন্ঠস্বর কায়েমী স্বার্থের কন্ঠস্বর যেহেতু আমরা গরীব মানুষের জন্য বলছি। ব্যাঙ্কে ঋণ মকুব হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ঋণ মুকুব করার ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে কেন আমরা এখানে গরীব রিক্সাওয়ালার ঋণ মুকুব হবে না। আমি সেদিনও কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী বহুগুণাকে বলেছি এমন অনেক গরীব অংশের লোক, রিক্সাওয়ালার মত লোক আমার এখানে আছে যারা ঋণ নিয়েছেন কিন্তু সে ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না, যে রাজ্যের মধ্যে ৮২ জন না খেয়ে থাকে সেখানে তারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কি করে? তারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। কাজে কাজেই তাদের ঋণ মুকুব করে দিতে হবে। যারা ইচ্ছা করে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন নি, তাঁদের কাছ থেকে আদায় করার ব্যবস্থা করুন। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন লোক আছে যারা ২৫।৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন কিন্তু ঋণ পরিশোধ করেন নি। কই তাদের ঘর বাড়ী তো নেওয়া হচ্ছে না কিংবা বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না? তবে আমার গরীব রিক্সাওয়ালার রিক্সা কেন বাজেয়াপ্ত করা হবে? কেন আটকিয়ে রাখা হবে তার রিক্সা যে সারাদিন পরিশ্রম করে মাত্র ৭।৮ টাকা রোজগার করে? কাজে কাজেই আমরা বলি, রিক্সা ছেড়ে দিতে হবে। এতে কায়েমী শক্তি গোষ্ঠীর কন্ঠস্বর শোনা যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হাউসের পক্ষ থেকে অনুরোধ করব, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রককে অনুরোধ করব এই ঋণ মকুব করুন, এবং আর একবার ঋণ দেবার ব্যবস্থা করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি ব্যাঙ্ক এগিয়ে না আসে, যদি ব্যাঙ্ককে আমরা এর মধ্যে না আনতে পারি, তাহলে এ্যামেণ্ডমেন্ট পাশ করিয়েও কাজ হবে না। কারণ পঞ্চায়েৎ টাকা পাবে জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে। পঞ্চায়েৎকে তার গঠণ মূলক কাজে সাহায্য করুন ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু কিছু লোক, কায়েমী স্বার্থের লোক, তারা এই ধরনের চিৎকার করার চেষ্টা করছে। এই পঞ্চায়েৎ মাত্র এক দেড় বছরের মধ্যে যা কাজ করেছে বা কংগ্রেসের ৩০ বছরের আমলে তা হয় নি। তারপরেও তারা বলেছেন, ত্রিপুরার কিছুই হয় নি। এই সমস্ত লোক, এই সমস্ত পত্রিকা ৩০ বছরের সময়েও ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে তো কোন চিৎকার শুনা যায়নি। কিন্তু আজকে যেই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৩০ বছরের কাজ দেড় বছরের মধ্যে করবার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু এত সব করার পরও বলছেন, গ্রামীণ বেকার সমস্যা দূর হল না, খাদ্যের অভাবে না খেয়ে মরছে। কংগ্রেস ৩০ বছরের শাসনে ত্রিপুরার যে সর্বনাশ করেছে, ত্রিপুরার যে ধ্বংস করেছে, আমরা আজকে সেই ধ্বংস স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে নূতন ত্রিপুরা, নূতন সমাজ গড়ে তুলবার জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছি। এই সমস্ত প্রতিক্রিয়া শক্তির কণ্ঠস্বরের মধ্যেও আমরা সেটা পালন করে যাব কঠোর সংগ্রামের মধ্যে। যদিও মনে করার কোন কারণ নেই যে যারা জমিদার, যারা জোতদার, যারা মজুতদার, যারা ব্ল্যাক মার্কেটীয়ার, তারা চুপ করে থাকবে। তারা চুপ করে না থাকলেও আমরা কাজ করে যাব। ঐ সব লোকেরা ষড়যন্ত্র করছে কংগ্রেস, কংগ্রেস আই, সি, এফ, ডি,, উপজাতি যুব সমিতি, জনতার সঙ্গে। এবং তারা ঐ সব দলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ষড়যন্ত্র করার. ত্রিপুরার সাধারণ লোকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কাজেই আমরা আশা করব, গরীব-ধনীর ঐক্য, পাহাড়ী-বাঙ্গালীর ঐক্য, মনিপুরী-অমনিপুরীর ঐক্য, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের মাধ্যমে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই এক মাত্র রূপায়িত করতে পারবে বামফ্রন্টের এই সমস্ত কর্মসূচী। সেই জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। কাজেই কাজেই এই বিলকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়, তাঁর বক্তব্য রাখতে বলছি। আপনি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার বক্তব্য রাখবেন। কারণ আমাদের হাতে সময় কম এবং অন্যান্য কার্য্যসূচী রয়ে গেছে।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী আজকে হাউসের সামনে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল উপস্থিত করেছেন আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, ত্রিপুরার দিকে আজকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একটা শশ্মানের বুকের মাঝে দাঁড়িয়ে নূতন সমাজ গড়ে তুলার জন্য কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসে সেটাই করছেন। এই কাজ আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমরা করছি। পঞ্চায়েৎ বিল হাউসে অনেক কারণে আনা হয়েছে। ত্রিপুরার নিজস্ব কোন পঞ্চায়েৎ বিল নেই। আমাদের এখানে যে বিল কার্য্যকরী করা হয় সেটা উত্তর প্রদেশের বিল। উত্তর প্রদেশের বিল সংশোধন করে এখানে চালু করা হয়েছে। কাজ করতে যেয়ে যে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, সে অসুবিধা দূর করার জন্য এই বিলের সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে। আজকে আমাদের লোকের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গ্রাম হচ্ছে আমাদের স্নায়ু। ঐ গ্রামের যতক্ষণ উন্নতি না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন উন্নতি হবে না। কাজেই তাদের সুযোগ আমাদের করে দিতে হবে। ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হয়েছিল ঐ সাধারণ গরীব মানুষের স্বার্থে। সেই ব্যাঙ্কের কাজ থেকে আমরা এটাই আশা করতাম, তারা দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও আশা করা গিয়েছিল যে, ব্যাঙ্ক থেকে যারা ঋণ নেবে তারা সেটা শোধ করবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি প্রান্তিক কৃষক, দরিদ্র কৃষক যারা আছে তারা ঋণের এই সুযোগে থেকে বঞ্চিত। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা করছে। তারা বলেছে কি করে টাকাটা আদায় করব, সিকিউরিটি মানি তো সাধারণ কৃষক দিচ্ছে না। কিন্তু আমরা চাই সাধারণ কৃষক যাতে এই ঋণ পায়। গরীব কৃষক কেন টাকাটা ফেরৎ দিতে পারছেনা সেটাও ভাবতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি সাধারণ কৃষক, যারা উঠবার চেষ্টা করছে, তাদেরকে সাহায্য করার। কিন্তু তখনই দেখা যাচ্ছে এই যে মহাজনরা যারা এই সমস্ত গরীব কৃষকদের নিকট থেকে মুনাফা লুটার জন্য ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন, তারা আমাদের এই জন কল্যাণমূলক কাজের বিরোধীতা করছে। কিন্তু এই সাধারণ কৃষক-দের যদি আমরা বাঁচবার সুযোগ করে দিতে পারি, তাদেরকে যদি এই মহাজনদের খপ্পর থেকে বাঁচাতে পারি, তাহলে গ্রামীণ বিকাশ সম্ভব পর হবে। ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি বিস্তৃত আলোচনা করতে চাইনা, কারন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীই বিস্তৃত ভাবে এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কর্তৃক আনীত আজকের এই সংশোধনী বিলকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী শ্রীদীনেশ দেববর্মাকে উনার জবাবী ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজকে হাউসে যে—দ্যা ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা থার্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯)" উৎথাপন করেছি, তার উপর এখন আমি আলোচনা করছি। আমি এই কথা বলতে চাই যে, বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের নির্বাচনের পথ থেকে কেন এত বেশী সুযোগ ও ক্ষমতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সরকার মানুষকে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সারা ত্রিপুরায় ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত ৬৮৯টি গাঁও পঞ্চায়েত আছে, তার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলের গরবী মেহনতী মানুষের উন্নতিকল্পে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং তার জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের জন্য ১৫ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং গাঁও প্রধানদের এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রশিক্ষণের জন্য আমরা কেন এত টাকা খরচ করছি। কারন আমরা মানুষের উপর আস্থা রাখি বলে, তাদের চেতনাকে বিশ্বাস করি বলে। মানুষ ভুল করলে পরে সংশোধনের ব্যবস্থা আছে এবং এই বামফ্রন্ট সরকার সেটা বিশ্বাস করে। এই বিলের উপর

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীহরিনাথ বাবু যে কথা বলেছেন যে--বামফ্রন্ট সরকার কোম্পানীগুলির সঙ্গে করে খারাপ পাম্পসেট দিয়ে কৃষি কাজের ক্ষতি করেছে। কিন্তু এটাতো মেশিনের ব্যাপার। ৫০০টি পাম্পসেট আনা হয়েছে সেগুলি কি চালাই করে দিয়েছে, নাকি কালাই করে দিয়েছে সেটা গাঁও প্রধানগণ ও বুঝবেন না বা যিনি মন্ত্রী আছেন তিনিও বুঝবেন না। কেননা এটা মেশিনের ব্যাপার। আমরা কৃষিতে ঔষধ ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি গাঁও সভাতে স্প্রে মেশিন দিয়েছি। এত টাকার সম্পত্তি কেন আমরা দিয়েছি? কারন এই সমস্ত গাঁও প্রধানদের উপর আমরা বিশ্বাস করতে পারি বলে। হয়তো তারা কিছু অপরাধ করতে পারে, কিন্তু সেই অপরাধের বিচার করবে জনসাধারণ। তিনি উপজাতি যুব সমিতির প্রধানই হোন, আর সি,পি,আই,এমের প্রধানই হোন। আমার বিশ্বাস গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিটি মানুষই সততার সঙ্গে দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই--গত বৎসর আমরা সুতী শাড়ীর যে প্রভিশান রেখেছিলাম, এবার সেই সংখ্যা বাড়িয়ে আমি ১ লক্ষ করেছি। আমার সরকার যদি মানুষের উপর বিশ্বাস না করত, তাহলে এত লক্ষ লক্ষ টাকার শাড়ী কেন তাদের হাতে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে অর্থনীতি আছে, সেটা অত্যন্ত দুর্বল। তবুও আমাদের এই সীমিত অর্থনীতির মধ্যে থেকে যখন যেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তখনই আমরা মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছি। একটা ৫ঘোড়ার মেশিন দিয়ে তো আর বিস্তর জমির জল সেচ করা যাবে না। কাজেই এই গুলি যাতে গাঁও সভাগুলি কিনতে পারে তার জন্য আমি ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন রাখছি। আমি আমার জবাবী ভাষনে বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার এই জিনিষ গুলি লক্ষ্য করেই, গাঁও পঞ্চায়েত গুলি যাতে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার কাছ থেকে ঋণ গ্রহন করতে পারে এবং গাঁও সভার জনগনের যে প্রয়োজন, সে প্রয়োজনে তারা যাতে লগ্নী করতে পারে এবং যারা সুদখোর মহাজন, তাহাদের শোষণের হাত থেকে গরীব মেহনতী জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য আজকে যে বিল আমি হাউসে উপস্থিত করছি, আশা করি হাউস আমার এই বিলটিকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করবেন।

কনসিডারেশান এ্যাণ্ড পাসিং অব দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯)

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ----এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো--"দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৯(ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯)" বিবেচনা করা হউক।

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিবেচিত হয়।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ----আমি বিলের ধারা দুইটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২নং ধারা এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

বিলের ধারা দুইটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে উক্ত ধারা দুইটি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ----এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হলো ঃ---বিলের শিরোণামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের শিরোণামাটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ----সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---"দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ ত্রিপুরা থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি হাউসে উৎথাপন করতে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্ক উথ্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯) পাশ করা হউক।"

(সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে বিলটি সভা কর্ত্ক পাশ হলো)

সর্ট ডিস্কাশন অন্ মেটারস্ অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ---

"সর্ট ডিসকাশন অন্ মেটারস্ অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স"। আজকের সংশ্লিষ্ট কার্য্যসূচীতে দুইটি "সর্ট ডিসকাশন নোটিশ" আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা মহোদয়, বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"অমরপুরে সম্প্রতি কিছু সংখ্যক মিজো দুর্বৃত্তদের হামলা সম্পর্কে" আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে বিষয় বস্তুর উপরে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে "অমরপুরে সম্প্রতি কিছু সংখ্যক মিজো দুর্বৃত্তদের হামলা সম্পর্কে"

এই হামলাটি সংগঠিত হয়েছিল গত ৮ই আগষ্ট রাত্রি আনুমানিক প্রায় ৯ ঘটিকায়। হামলাকারীরা অমরপুর বাজারসহ থানা এবং সি,পি,আই,এম অফিস আক্রমণ করেন এবং তাদের আক্রমণে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, (টিং) দোকানদার চিত্ত সাহা তাদের গুলীতে প্রাণ হারান। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঐ দিনই ৪০।৫০ জনের মিজো দলটি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে ত্রিপুরার সীমান্ত পার হয়ে রইস্যাবাড়ীর ৪ নম্বর বাড়ীতে তারা আসেন এবং ৪টি উপজাতি নৌকা সেখানে ছিল, সেই নৌকা নিয়ে তারা রামনগর বাজারে আসেন এবং সেখানথেকে তারা ৪ তারিখ রাত্রে অযোধ্যা বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন এবং পথি মধ্যে দু'জন বাঙ্গালীকে তারা জোড় করে ধরে নিয়ে যান। তাদের একজন হচ্ছে হাতুরে চিকিৎসক এবং অপর জন হচ্ছে একজন মৎস্যজীবী। ৫ তারিখ সকালে তাদের খপ্পর থেকে সেই বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন কোন রকম পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং সেই পালিয়ে আসা বাঙ্গালী লোকটি গণ্ডাছড়া থানাতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে। গণ্ডাছড়া থানা থেকে ৪।৫ জনের একটি পুলিশ দল-রামনগর বাজারে আসেন এবং সেখানকার গাঁও প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যা বাড়ীতে যান। সেখানে তারা জানতে পারেন যে মিজোর সসস্ত্র দলটি বন টিলার নিকটবর্তী সাধু পাড়ার দিকে চলে যান। ৫ জনের সেই পুলিশ বাহিনী তারা সেই সাধু পাড়ার খবর নেন এবং খবর নিয়ে জানতে পারেন যে মিজোর শসস্ত্র দলটি অমরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। কিন্তু পুলিশ সেই সসস্ত্র মিজো দলটিকে অনুসরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোন। সহকারী এস,পি, সাহেবও রামনগর বাজারে যান এবং তিনিও অনুরূপ ঘটনা জানতে পারেন। সমস্ত রিজারভার বি,এস,এফ,এর প্রতিরক্ষার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হলো কিন্তু এতসব জানা সত্বেও অমরপুর থানা এবং অমরপুর শহরকে সম্পূণ অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হলো এবং সেই অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে ৮ই আগষ্ট রাত্রি আনুমানিক প্রায় ৯ ঘটিকায় হঠাৎ করে আকস্মিকভাবে মিজো হামলাকারীরা বাজারে এসে তাদের হামলা পরিচালনা করেন। তারা প্রথমে থানা আক্রমণ করেন এবং তারপর সি,পি,আই,এম অফিসকে লক্ষ্য করে অবিরাম গুলী বর্ষণ করেন, সেই আক্রমণকারীদের হাতে ছিল স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র কিন্তু আমাদের অমরপুর থানাতে সেই রকম অর্থবল এবং লোকবল ছিল না তবে সেই ঘটনার সময় আরক্ষা বাহিনী

তাদের সাধ্য অনুযায়ী তারা প্রতি উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই মিজো দশটি পুশিলকে লক্ষ্য করে থানার দিকে গুলী ছুড়তে আরম্ভ করেন, এইভাবে তারা থানাকে আটকে রেখেছিলেন প্রায় দু'ঘন্টার মতো। সেই দু'ঘন্টা সময়ের মধ্যে মিজোদের একটি অংশ বাজারের ১৯টি দোকান লুট করতে সক্ষম হোন এবং তারা লুট করেছিলেন কাপড়, জুতো, সিগারেট, টর্চের বেটারী এবং নগদ প্রায় ১০ হাজার টাকার মতো তারা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এবং ঘটনা তারা সংগঠিত করলেন তারা যে ভাবে এসেছিলেন ঠিক নির্বিঘ্নে তারা সেই ভাবে অমরপুরের দিকে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা দেখেছি যে এই ঘটনা শুধ অমরপুরবাসীই নয় সারা ত্রিপুরাবাসী বিস্মিত এবং বিমূঢ় হয়ে ভাবছেন যে এই মিজো দলটি এত ভিতরে কি করে আসতে সক্ষম হলো। আমাদের মনে আজকে এই প্রশ্ন জাগছে যে সীমান্ত থেকে ৬০ কলো-মিটার ভিতরে তারা এসেছেন এবং এই আক্রমণ তারা সংগঠিত করেছেন, তাতে সময় লেগেছে ৪ থেকে ৫ দিন এবং তার মধ্যে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ তার কোন হদিস করতে পারলেন না। এবং স্বভাবতই আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণের মনে এই গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্ম নিয়ে একটা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া মিজোরা অমরপুরে সি,পি,আই,এম অফিসে যে ভাবে হামলা চালিয়েছিল তাতে মনে হয় উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে একটা নিবিড় যোগ-সাজস আছে কারণ উপজাতি যুব সমিতি না থাকলে এই মিজোরা কি ভাবে সি,পি,আই,এমের অফিসকে টারগেট করে গুলী চালিয়ে জর্জরিত করেছেন তার চিহ্ন আজও দেখা যায়। সেই ঘরের চাল আজও শত ছিদ্র হয়ে আছে। আজ পর্য্যন্ত যাদেরকে সন্দেহমূলক ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নাম আমি হাউসে বলছি।

1) Ranabahadur Jamatia
S/O Milanta Kr. Jamatia
of Kasku P.S. Amarpur

2) Swapan Kr. Jamatia
S/O Haripurna Jamartia
P.S. Takarjala

3) Sagu-ya Kr. Jamatia
S/O Lt. Santa Kr. Jamatia
P.S.Amarpur

4) Kunja Sadhan Jamatia
S/O Sri Rati Sadhan Jamatia
Bandarghat P.S. Amarpur

5) Biswesar Jamatia
S/O Sri Baidesh Kr. Jamatia
of W. Sorbong P.S. Amarpur

6) Nayachand Chakma
S/O Lt. Chikanna Chakma
of Gandachara P.S. G.N.C.

7) Kanna Kr. Chakma
S/O Sri Dhan Chandra Chkma
of Gandachara P.S. G.N.C.

8) Jahaj Ch. Chkma
S/O Lt. Laraich Chakma
of Gandachara P.S.G.N.C.

9) Dinesh Ch. Deb Barma
S/O Sri Surendra Ch. Deb Barma
of Kasko P S. Anp

10) Badhya Hari Jamatia.
S/O Lt. Dayamaya Jamatia.
of W. Sorbong P.S. Amp.

11) Karnasadhan Jamatia.
S/O Sri Jannya Jamatia
of Kachimbari
P.S. Amp.

12) Dhananjoy Jamatia.
S/O Sri Chailanra Hari Jamatia.
of Kachimari.
P.S. Amarpur.

13) Anindra Deb Barma.
O/S Sri Budhumani Deb Barma
of Gihtatali.
P.S. Kalyanpur.

14) Ruhini Kr. Jamatia
S/O Sri Bira Kr. Jamatia
of Bampur
P.S. Amarpur.

15) Aulua Sudhan Jamatia.
S/O Sri Prem dayal Jamatia.
of Sorbong
P.S. Amarpur.

16) Chaitanya Hari Jamatia.
S/O Sri Janmastor of Kachimabari.

এই যে ১৬ জনকে ধরা হয়েছে, তারা সবাই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক। অতএব উপজাতি-যুব-সমিতির যে একটা প্রচ্ছন্ন ভাব এই আক্রমণের পেছনে কাজ করছে তাতে আর দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। কারণ যাদেরকে এরেস্ট করা হয়েছে, তাদের কাছে কিছু চোরাই মাল পাওয়া গেছে। যেমন ধুতি, শাড়ী, টর্চের ব্যাটারী ইত্যাদি। এই আক্রমণের সঙ্গে মিজোরা জড়িত ছিলেন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। মিজোরাম থেকে বৈরী মিজোরা এসে ত্রিপুরার ভিতরে ৬০ কিলোমিটার ভিতরে প্রবেশ করে আক্রমণ করেছে। অতএব সীমান্ত ব্যবস্থাকে যাতে আরো জোরদার করা যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহবান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭ই আগষ্ট অমরপুরে মিজো হামলা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা বিবৃতি দিয়েছেন। অবশ্য তার বিবৃতি সম্পূর্ণ সাজানো। তিনি ৮ তারিখে অমরপুরে ছিলেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি যে সমস্ত বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে বলেছেন যে সরকার ৫ তারিখে অজন্তা বাড়ীর ঘটনায় জানতে পেরেছেন যে তরা অমরপুর থেকে আসছে। অজন্তা বাড়ী অমরপুরথেকে অনেক দূরে। কিন্তু তার ৩৪ দিন পরে অমরপুর আক্রমণ করেছে। হামলা হয়েছে। তিনি নিজে বলেছেন যারা আক্রমন করেছে সেই আক্রমণকারীরা হচ্ছে মিজো। সেই মিজোরা অমরপুরে হামলা চালিয়েছে। ত্রিপুরার সীমান্তের বাইরে থেকে তারা এসেছে। তাদের হাতে অস্ত্র ছিল তাদের স্ট্যান গান ছিল। এটা তিনি বলেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে একটা জিনিস তিনি বলেছেন যে পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তর এই ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্ন করতে চাই, যে সমস্ত বাহিনী সেই ৬০ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে অমরপুর আক্রমণ করেছিল, সেই আক্রমণের সময় রাতও তেমন বেশী ছিলনা, হয়ত রাত ৮টা ৩০ মিনিটের মত হবে, কিন্তু পুলিশ তা প্রতিহত করতে পারেনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা বলেছেন তারা আবার নির্বিঘ্নে সীমান্তের ওপারে চলে গেছেন, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যারা আক্রমণ করেছে তারা কি হেলিকপ্টারে এসেছিল, বা এমন কোন রিক্সা বা সাইকেল করে এসেছিল, যার জন্য পুলিশ তাদেরকে ধরতে পারেনি? ৫ তারিখে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেয়েছিল। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নভাবে হামলা চালিয়ে ফিরে গেছে।

পুলিশ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পুলিশ তার ব্যর্থতা স্বীকার করেছে। কিন্তু সেই ব্যর্থতায় আজকে কি সব হচ্ছে। সেটা মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা তার একটা রূপরেখা দিয়েছেন। মিজোরাম থেকে আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু কাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, যে মিজোরা মিজোরাম থেকে আক্রমণ করছে পুলিশ তাদের ধরতে পারেনি। তাদের চেহারা কি ছিল পুলিশ বলতে পারে না। পুলিশ তাদের জ্যান্ত কিংবা মৃত কোন অবস্থায়ই রাখতে পারেনি। এখন পুলিশ ত্রিপুরায় দুস্কৃত-কারীদের খুঁজে বের করার নাম করে চষে বেড়াচ্ছে। পুলিশের যদি এমন ইচ্ছা থাকে, এমন বাহাদুরী থাকে তবে তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে, গুলি চালিয়ে কেন রাখতে পারলনা। আর আজকে পুলিশ সারা ত্রিপুরায় ঘুরে ঘুরে গ্রেপ্তার করছে, আর এর পরে যারা ভয়ে ভীত হচ্ছে, তারা কারা? তারা ঐ উপজাতি যুব সমিতির কর্মীরা।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে পুলিশকে এবং গোয়েন্দা বিভাগকে জেনে শোনে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এই গোয়েন্দা বিভাগ কার হাতে, পুলিশ বিভাগ কার হাতে? তাদেরকে কিছু বলেনি। সমস্ত ঘটনা নির্বিঘ্নে ঘটতে দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য আজকে যুব সমিতির উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারকে পুলিশের উপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে। তাঁরা সংগঠনের মাধ্যমে যখন যুব সমিতিকে আটকাতে পারছে না এবং যুব সমিতির অগ্রগতিকে রোধ করতে পারছে না, তার কর্মীরা যখন যুব সমিতিতে এসে যোগ দিচ্ছে, তখন এই সি,পি, এম, তাদের দল রক্ষা করার জন্য, তার অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য, পুলিশের উপর নির্ভর করছে। যে সরকার জনসাধারণের উপর নির্ভর করতে পারে না, তার সরকারে থাকা সাজে না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে দুই তিন জনের গ্রেফতারের কথা উনি বলেছেন, তাদের সম্বন্ধে কিন্তু তিনি এটা বলতে পারেন নি যে তাদের হাতে মিজোদের অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গেছে কি না বা এই ধরণের কোন জিনিষ পাওয়া গেছে কি না। তিনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে শাড়ী, ধুতি। আমি জানি চৈতন্য জমাতিয়ার বাড়ীতে যে শাড়ী, ধুতী পাওয়া গিয়াছিল, সেটা তার ছেলের বিয়েতে দেওয়া ২ টা শাড়ী, ১টা ধুতী। অমরপুরে যে হামলা হয়ে গেছে সেটাতে কয়েকটা দোকান একবারে উজার করে নিয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে ১টা শাড়ী ও ২টা ধুতী এনেছে এবং এগুলিকে সম্বল করে ধরা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা জানেন যে অমরপুরে কি ঘটছে, সেখানে সি,পি,এম এর কর্মীরা এখন দল বেঁধে নেমে পড়েছে এবং তারা বলছে যে, আমার জমি নিয়ে তোমার সঙ্গে বিরোধ আছে, এখন আমি তোমাকে সায়েস্তা করতে পারি। কাজেই বলছি যদি উপজাতি যুব সমিতি কর তাহলে ঐ মিজোর সঙ্গে জড়িত করে তোমাকে গ্রেপ্তার করব। উদয়পুরের কর্মীরাও এই রকম করে শাসাচ্ছে। অবশ্য তারা সরকার থেকে সহযোগিতা পাচ্ছে। তারই প্রমাণ হিসাবে সরকারে যিনি প্রধান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করছেন যে এই মিজোদের সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতি জড়িত আছে। তা না হলে পরেতো গ্রামে গিয়ে উপজাতি যুব সমিতির উপর অত্যাচার করতে পারবে না। তাদের ঘরে গিয়ে তাদেরকে অজ্ঞান করে মুমূর্ষ অবস্থায় অমরপুর থানায় রাখতে পারবে না এবং হাজার হাজার টাকা বাহির করতে পারবে না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আমরা দেখে এসেছি যে উপজাতিরা বার বার পুলিশের হাতে মার খেয়েছে, এখনও তাই হচ্ছে। যখনই কোন ঘটনা ঘটছে, বিনাদোষে উপজাতিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেন? এতে পুলিশের কি স্বার্থ, সরকারের কি স্বার্থ? পুলিশ জানে উপজাতিরা তার স্ত্রীর গয়না তৈরী করার জন্য জমি বিক্রি করে না, জমি বন্ধক দেয় না, হালের গরু বিক্রি করে না, শুধু পুলিশকে খুশী করার জন্য তারা হালের গরু বিক্রি করে, জমি বিক্রি করে, জমি বন্ধক দেয়।

কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ভাবে সরকার একদিকে তার রাজনীতিক ও ধনীক স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং তাদের আত্ম রক্ষার জন্য, এই উপজাতি যুব সমিতিকে দুর্বল করার জন্য,

অপরদিকে পুলিশ তার আইনকে রক্ষা করার জন্য আজকে এইভাবে যুব সমিতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার দুঃস্বপ্ন দেখছে। সেই কারণেই আজকে যুব সমিতির অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তারা দেখেছি সামনের ঐ লোকসভার আসনগুলি উপজাতি যুব সমিতির হাতে চলে যাচ্ছে এবং তার ফলে তারা আর খবরদারী করতে পারবে না, আমার দলের লোককে পুলিশ দিয়ে এরেষ্ট করতে পারবে না, উপজাতি যুব সমিতিকে আর বঞ্চিত করতে পারবে না, আর এ জন্যই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। পুলিশের ভয়ে, সি,পি,এম কর্মীদের ভয়ে চলতে হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের। এভাবে আজকে আমাদেরকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। তাই বলছি অগণতান্ত্রিকভাবে, সরকারী ক্ষমতার অপ্যব্যবহার করে, একটা গণতান্ত্রিক শক্তিকে রোখা যাবে না। তেলিয়ামুড়াতে আমরা বাঙ্গালীর সঙ্গে বামফ্রন্ট এর কর্মীদের দাঙ্গা হয়েছে, আর পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে "উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের। এমনি করে একটা গণতান্ত্রিক শক্তিকে নষ্ট করার যে চেষ্টা তাকে আমি নিন্দা করে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর ব্য ক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা এবং লক্ষ্য করার কথা যে মিজো হামলায় অমরপুরে একটা জীবন নষ্ট হয়েছে এবং কয়েকজন লোক আহত হয়েছেন। অনেক মানুষের জিনিষপত্র লুটপাট হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্য সেই হামলার একবারও নিন্দা করেননি। তাঁরা একবারও মানুষের উপর গুলি করার জন্য নিন্দা করেননি। এটা সত্যিই বিস্ময়কর ও নিন্দনীয় বিষয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে ৪০,৫০ জনের দল, তারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এল,এম,জি, স্টেইনগান প্রভৃতি নিয়ে ৮ তারিখে একটা পাড়ায় লুট করে। শুধু তাই নয়, এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে সেখানে সমস্ত রকমের জিনিষ থাকা সত্বেও, তারা নিয়েছে ক্যাশ, বিড়ি, সিগেরেট, ঔষধের দোকান থেকে কিছু মেলেরিয়া বা এই ধরনের কিছু ঔষধ। সব রকমের উষধ নেয়নি। একটা জুতোর দোকান লুট করে নিয়েছে শুধু কিছু জুতো। অথচ অন্যান্য অনেক জিনিষ ছিল। টর্চ এবং টর্চের ব্যাটারি নিয়েছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে এ লোকগুলো কোন হাইড় আউটে আছে। কোন জায়গায় তারা আত্মগোপন করে একটি ঘাঁটি তৈরী করছে। সেই ঘাঁটির জন্য যা দরকার সেই ধরণের জিনিষপত্র,--যে অর্থ দরকার সেই অর্থ এবং জিনিসপত্র তারা নিচ্ছে। এই ঘটনা সঠিক বলে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে রেইডটি মিজো রেইড হলেও, বাঙ্গলার কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি এলাকা থেকে এই হামলা সংগঠিত হয়েছে। এবং সেই এলাকায় কিছু লোক অস্ত্রের ট্রেইনিং নিচ্ছেন। সেই অস্ত্রের ট্রেইনিং যারা নিচ্ছেন, তার মধ্যে সে সমস্ত লোকও আছেন, যারা মনিপুরে স্বাধীন মনিপুরের আওয়াজ তুলছেন, যারা মিজোরামে স্বাধীন মিজোরামের আওয়াজ তুলেছেন, যারা নাগাল্যাণ্ডে স্বাধীন নাগাল্যাণ্ডের আওয়াজ তুলছেন এবং ত্রিপুরাতে যারা ম্যাপ ছেপে সেই ম্যাপ যারা সার্কুলেইট করেছেন। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেই ম্যাপ এডিটেড এণ্ড পাবলিশড হয়েছে বাই বি, কে রাংখল। তাঁর ঠিকানা দিয়েছেন কলমছড়া, আমবাসা, ত্রিপুরা। সেখান থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যারা এইটা বিলি বন্টন করেছেন, তারা ত্রিপুরা যুব সমিতির সভ্য এবং সমর্থক। তাছাড়া এই যে স্বাধীন সরকার হবে, তার চেয়ারমেনের নামও দেওয়া হয়েছে। শ্রীহরিনাথ দেববর্মা, চেয়ারম্যান। তার মধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রী আছেন, ডিফেন্স মিনিষ্টার আছেন। এই রেইড নিছক ঘাতকই নয়। এইটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই রেইড করা হচ্ছে। এই রেইডের উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরাতে এরকম অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে রাষ্ট্রপতির শাসন হতে পারে। আইন-শৃঋলার অবনতি হতে পারে। সে রকম সবটা উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে এরা কাজ করছেন। সি,পি,এম এর পার্টি অফিসটি আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যস্থল হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন কেন তাদেরকে আটকানো হল না। তারা কত গুলি ছুঁড়েছেন তা অস্পষ্ট। তবে তার একটা প্রমাণ আছে যে ৩০০ কার্টুজ, যেগুলি ফায়ার্ড এবং মিস-ফায়ার্ড হয়েছে সেগুলি পুলিশ সংগ্রহ করে রেখেছে।

তাহলে কত হাজার রাউণ্ড তারা গুলি করেছেন অনুমান করা যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। শুধু মানুষকে আতংকিত করার জন্য হাজার হাজার রাউণ্ড গুলি তারা নিকটবর্তী যে ছড়া সেখানে করেছে। একথা নয় যে এত বড় একটা দল যে এলতা কেউ দেখেনি, অনেকে দেখেছে। ৩০।৪০ বা ৪০।৫০ জনের একটি সশস্ত্র বাহিনী, গ্রামের নিরস্ত্র মানুষ যাদের দৃষ্টিতে এসেছে তারা জানেন যে এই সমস্ত বাহিনী কি রকমভাবে অত্যাচার করেছে। আমাদের উপজাতি যুব সমিতির কিছু কিছু নেতা এবং বন্ধু, যাঁরা সন্ত্রাস বাহিনী তৈরী করেছেন, তাঁরা দেখেছেন গোবিন্দ বাড়ীতে এবং অন্যান্য জায়গায় তখন স্যার, পাকিস্তান ছিল, তারা কিভাবে লুটতরাজ করেছে। কবিরাজ রোয়াজার বাড়ীতে তারা লুটতরাজ করেছে চাল নেওয়ার জন্য। কারণ তারা খাবে কি? এতে রসদ লাগে, চাল লাগে, টাকা লাগে, সিগারেট লাগে, বিড়ি লাগে, বিভিন্ন টর্চ ও টর্চের বেটারী লাগে, তাই তারা লুট করার জন্য ট্রাইবেল বাড়ীগুলি সবচেয়ে আগে বেছে নেয়। ভগীরথ পাড়া ও গোবিন্দ বাড়ী সেগুলিতে কোন বাঙ্গালি বাড়ী নেই। সেখানকার লোকেরা দেখেছেন কি রকম অত্যাচার তারা করেছে। কাজেই তারা চুপ করে আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পরবর্তী সময়তে এই সমস্ত এলাকার উপজাতি গরীব মানুষ এসে বলেছে যে আমরা দেখেছি, কিন্তু কিছু বলবার উপায় ছিল না। এদের হাতে এল.এম.জি. স্টেইনগান ইত্যাদি ছিল। কাজেই আমরা যদি কিছু বলতাম হয়ত আমাদের বাড়ী ঘরে আগুন ধরিয়ে দিত, নয়ত আমাদেরকে রক্তাক্ত করে দিত। কাজেই আমরা কিছু বলিনি। এরকম একটা ডাকাত দল, এরা রাজনৈতিক ডাকাতি নিছক ডাকাতি না, এরা রাজনৈতিক ডাকাত, অন্যান্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসব করছেন এবং যারা নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছেন, তারা হচ্ছেন উপজাতি যুব সমিতির কিছু নেতা কিছু ছাত্র নেতা। এই যে ঘটনা, এই ঘটনা ঠিকই যে ত্রিপুরার পক্ষে, সকল মানুষের পক্ষে উপজাতির পক্ষে, এমনকি সকলের পক্ষে আজকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনায় পরিণত হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতির পেছনে যারা ছুটেছেন, বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। তারা আজকে বুঝতে পেরেছেন উপজাতি যুব সমিতি কি ভাবছেন এবং কি করার জন্য চেষ্টা করছেন। কাজেই এ কথা ঠিক নয় যেকথা মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে, তাদের উপরে ভীষণ অত্যাচার হচ্ছে। মাননীয় সদস্য আমার কাছে গিয়েছিলেন এই সমস্ত আজগুবি কথা নিয়ে। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে আজকে পর্য্যন্ত আমার পুলিশের কাছে একটা নালিশ আসেনি যে কোন জায়গায় কোন একটি মানুষের উপর আঁচর লেগেছে। কোন জায়গায় কেউ নির্যাতিত হয়েছে। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি কিছু তথ্য থাকে, আমি আমার চেম্বারে বসে বলেছিলাম যে আপনি লিস্ট করে দিন, যে কোথায়, কারা অত্যাচারিত হচ্ছেন। মাননীয় সদস্য আজ পর্যন্ত কোন তথ্য দিতে পারেন নি। একটি নামও মাননীয় সদস্য দিতে পারেন নি। আমি অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে বলেছিলাম। একটি নামও কোন থানাতে রেজিস্ট্রি হয়নি, কোন এজাহার পুলিশের কাছে আসেনি। কি আজগুবি কথা। এসেমব্লীর ময়দানে এসে অসত্য কথা বললে হবে না--আসলে তাঁরা আতঙ্কিত, এদের বুকের মধ্যে ভয় ঢুকেছে। ভয় ত ঢুকবেই যদি একটি বিদেশের মাটিতে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তাহলে পরে এদের বুকের মধ্যে ভয় ঢুকা স্বাভাবিক এবং সেই ভয় ঢুকা উচিত। কারণ কোন সরকার এটা সহ্য করবেন না। বিদেশের টাকা নিয়ে, বিদেশের ট্রেনিং নিয়ে, বিদেশের অস্ত্র নিয়ে আমাদের বুকের উপর মানুষকে খুন করবে, এটা কেউ সহ্য করবে না। কোন ট্রাইবেল সহ্য করবে না, কোন বাঙ্গালী সহ্য করবে না। কাজেই এদের বুকের মধ্যে ভয় থাকা স্বাভাবিক। যারা অপরাধী তাদের বুকের মধ্যে ভয় হবে, যারা নিরপরাধী তাদের বুকের মধ্যে কোন ভয় নেই, থাকতে পারে না। অমরপুরে, মাননীয় সদস্যরা জেনে রাখুন যারা এই সমস্ত কাজে লিপ্ত আছেন তারা জনসাধারণ নন, যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ ট্রাইবেল তারাও নন। বিরোধী দলের সদস্যদের জানাতে চাই তারা যেন মনে রাখেন যে তাদের এই কাজে জনসাধারণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগ্য। যেমন নক্সালের সময়ে নক্সালরা হাজার হাজার যুবককে ঐক্যবদ্ধ করেছিল;আজকে তারা অতর্কিতে কারো কাছ থেকে একটি বন্দুক ছিনিয়ে নিচ্ছে, তারা বিপ্লবী কৃষক সংগঠন করতে চাইছে কিন্তু কোন কৃষক তাদের সঙ্গে থাকতে চাইছে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী বলতে চাই না। এখানে শুধু একটা কথা বলব যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে আমরা যথেষ্ট পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে পারি নাই। বিষয়টি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এবং তারা ইতিমধ্যে কিছু ব্যবস্থাও

গ্রহণ করেছেন। আমাদের আভ্যন্তরীন যে পুলিশ বাহিনী আছে তাহা আমরা বাঙ্গালী এবং উপজাতি যুব সমিতির দ্বারা সংঘটিত হামলা দমনেই ব্যস্ত আছে। তবে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে এ ধরনের ঘটনা আর যাতে না ঘটে তার জন্য পুলিশ আরো সতর্ক থাকবে এবং সীমান্তে রক্ষী বাহিনী আরো সতর্ক থাকবে তার জন্য ইতিমধ্যে আমরা ২।১টি ব্যবস্থা গ্রহন করেছি। তবে দুঃখের বিষয় হল আমাদের একজন প্রিয় ভাই তার অমূল্য জীবন দিয়েছেন তিনি হলেন চিত্ত রঞ্জন সাহা। আমরা এই হাউসের পক্ষ থেকে তার পরিবার এবং পরিজনদের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তেমনি সমবেদনা জানাচ্ছি সে সমস্ত এলাকায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যাদের দোকান লুট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা অমরপুরের জনগণকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে এধরনের ঘটনা আর যাতে না ঘটে তার জন্য আমরা জনসাধারণের সহযোগিতায় নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা নিচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---"সর্ট ডিস্কাশন অন্ মেটারস অব আর্জেন্ট পাবিলিক ইম্পর্টেন্স"। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়, বিষয়বস্তু হলো " ঃ--"ত্রিপুরার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বই সরবরাহ না করা সম্পর্কে"--আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার আলাচনার বিষয়বস্তু যেটি আমি হাউসের সামনে উপস্থিত করেছি তাহলো "ত্রিপুরার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বই সরবরাহ না করা সম্পর্কে।"

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অনেক স্কুল থেকে রিপোর্ট পেয়েছি এবং আমি নিজেও গিয়ে দেখেছি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বুক ব্যাঙ্ক থেকে বই পাচ্ছে না। এবং বুক্ গ্রান্টও পাচ্ছে না। বাইরের দোকান থেকেও তারা বই সংগ্রহ করতে পারছে না। কারণ ঐ সব দোকানে যে বই আছে তার দাম খুবই বেশী থাকায় গরীব ছাত্রছাত্রীরা অর্থ দিয়ে বই কিনতে পারে না। ১২ ক্লাসের ক্লাসগুলি কিছু দিন হয় আরম্ভ হয়েছে। অথচ তারা এখনো তাদের বইপত্র সংগ্রহ করতে পারে নাই। সুতরাং শিক্ষায় ক্ষেত্রে যে দুরবস্থা চলেছে আমি সেদিকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা জানতে চাই যে এ দুরবস্থা ইমেডিয়েটলি যাতে দূর করা যায় তার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার করছেন কিনা যাতে করে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে ছাত্রদের শিক্ষা পথকে উন্মুক্ত করা যায়?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণতঃ বুক ব্যাঙ্ক এবং বুক গ্র্যান্ট থেকে ছাত্রদের বিশেষ করে সিডিউল ট্রাইব এবং সিডিউল কাস্ট ছাত্রদের বই দেওয়া হয়ে থাকে। তবে গত বছর থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত বুক ব্যাঙ্ক থেকে বই দিচ্ছি না। কারণ হলো প্রথমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে বুক ব্যাঙ্ক থেকে যে বই ছাত্রদের দেওয়া হবে পরের বছর সে সব বই ফেরৎ এলে নূতন ছাত্রদের দেওয়া হবে। কিন্তু প্রায়ই দেখা গেছে যে, পুরোনো বই যেগুলি ফেরৎ আসে সেগুলি আর ভালো অবস্থায় থাকে না। সেগুলি ছাত্ররা ছিঁড়ে ফেলে তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমরা বুক ব্যাঙ্ক থেকে বই না দিয়ে তাদের বই কিনার জন্য বুক গ্রান্ট থেকে টাকা দেওয়া হবে। এবং ক্লাস সিক্স থেকে ১২ শ্রেণী পর্য্যন্ত বুক ব্যাঙ্ক থেকে বই দেওয়া হবে। শুধু যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি ছাত্ররা এই বই পাবে তা নয় অন্যান্য যে সব ছাত্র আছে যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ তাদেরও বই দেওয়া হবে, তবে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি ছাত্রদের বই দেওয়ার পর যদিকিছু অবশিষ্ট থাকে। এবছরে বুক ব্যাঙ্ক থেকে বই ছাত্রদের মধ্যে বন্টন করা হয়ে গেছে। সুতরাং ছাত্ররা যে বই পায়নি সেরকম কোন খবর আমাদের জানা নেই। আর বইয়ের দোকানে বইয়ের দাম বেশী বলে ছাত্ররা বই কিনতে পারছে না সেটা এই বুকব্যাঙ্ক এবং বুক গ্র্যান্ট এর আওতায় নয়। এটা যদি আমাদের দেখতে হয় তবে আমাদের জেনারেল ছাত্রদের ব্যাপারটাও এখানে আসবে। স্যার এই হলো মোটামুটি ব্যাপার। তবে বুক ব্যা ঙ্ক এবং বুক গ্র্যান্ট এর স্কীমটি আমরা আরো ইমপ্রুভ করতে চেষ্টা করছি। শুধু বুক ব্যাঙ্ক থেকে যে সিডিউল ট্রাইব এবং সিডিউল কাস্ট

এর ছাত্ররা সুযোগ পাবে তা নয়। জেনারেল যারা এই বিধির আওতায় আসবে তাদেরও আমরা সাহায্য করব। এই হলো সরকারের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্য। ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—এইসভা আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ইং বুধবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইলো।

Papers Laid on the Table

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 6

By Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি হাইস্কুল আছে এবং হাইস্কুলগুলিতে তপশিলী-উপজাতি ছাত্র সংখ্যা কত এবং ছাত্রী সংখ্যা কত?

উত্তর

১। মোট ১০৫টি হাইস্কুল।
মোট উপজাতি ছাত্র ৪৮৪৮ জন।
মোট উপজাতি ছাত্রী ২১৩৭ জন।

Admitted Starred Question No' 7.

By Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister—in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার চোড়াইবাড়ী গাঁও সভার ফুলবাড়ী প্রাইমারী স্কুলটি সিনিয়র বেসিক স্কুল করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা এখনও লওয়া হয় নাই।

Admited sStarred Question No. 16.

By Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister iin-Charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন .

১। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে কতগুলি বালোয়ারী বিদ্যালয় ছিল ও (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। সেই সকল বিদ্যালয়ের কতটিতে শিক্ষক আছেন এবং কতটিতে নাই।

১। ৫০১টি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল---

উত্তর

১। উদয়পুর---৫৪
২। অমরপুর---২৬
৩। বিলোনীয়া---৫২
৪। সাব্রুম---২৬
৫। সদর---১২৩
৬। সোনামুড়া---২৯
৭। খোয়াই---৩৯
৮। কমলপুর---৬৭
৯। কৈলাশহর ---৪০
১০। ধর্মনগর---৪৮

মোট ৫০১

২। ৪৮৬টিতে শিক্ষক আছে। ১৫টীতে নাই।

STARRED QUESTION NO. 20

By Shri Tarani Mohan Sinha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। (ক) ইহা কি সত্য যে আমরা বাঙ্গালী দল কর্তৃক ত্রিপুরা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল সম্পর্কে বে-আইনী ম্যাপ প্রকাশিত হইয়াছিল?

(খ) সত্য হইলে এই যে বে-আইনী ম্যাপের জন্য এখন পর্য্যন্ত কতজন ধরা পড়িয়াছে?

২। (ক) ইহা কি সত্য যে কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী বে-আইনী ম্যাপ সহ আমরা বাঙ্গালীর পক্ষে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন?

(খ) সত্য হইলে সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন।

উত্তর

১। না মহাশয় আমরা বাঙ্গালী দল কোন বে-আইনী ম্যাপ প্রকাশ করে নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

২। (ক) সরকারের নিকট এ ধরণের কোন অভিযোগ নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 59 by Shri Matilal Sarkar,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখতে গিয়ে রাজ্য কি কি দুস্তর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন ;

২। এই সকল জিনিষ বহনকারী ওয়াগনের অব্যবস্থা দুরীকরনের জন্য কেন্দ্রীয় রেল দপ্তর কোনরূপ পরিকল্পনা নিচ্ছেন বলে রাজ্য সরকারের নিকট কোন তথ্য আছে কিনা ;

৩। চাউলের মান উন্নত করার জন্য এফ,সি,আই কোন প্রচেষ্টা নিচ্ছেন বলে রাজ্য সরকার জানেন কি?

উত্তর

১। মূলতঃ ওয়াগনের অপ্রতুলতায় ব্যবসায়ীগন কর্তৃক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিতে অসুবিধার হেতু ও উৎসস্থল হইতে ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃক খাদ্যশস্য সরবরাহে শ্লথতার জন্য রাজ্য সরকার খাদ্যশস্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখিতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছেন।

২। খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য রেলওয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। জিনিষ পরিবহনের জন্য রেল কর্তৃপক্ষের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের হাতে নাই।

৩। বর্তমানে ভারতীয় খাদ্য নিগম "ভাল মানের চাউল" (F. A. Q.) সরবরাহ করিতেছেন।

Admitted Starred Question No. 75.
By Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in -charge of Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য (ধর্মনগর) ভি,নানঝাম্পা জে,বি, স্কুলটি গত বৎসর রিপেয়ারিং করা হয়নি ?

২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। স্কুলগুলির জীর্ন অবস্থার গুরুত্ব অনুযারী মেরামতের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গত বৎসর বিভিন্ন স্কুলগৃহ মেরামত করা হইয়াছে। উক্ত স্কুলের মেরামতের কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরে হাতে নেওয়ার প্রস্তাব আছে।

Admitted Starred Question No. 83.
By Shri Hari Charan Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Educatin Department to pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার কত সংখ্যক বয়স্কদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছেন ?

২। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে কত সংখ্যক নিরক্ষর লোক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হয়েছেন ?

উত্তর

১। মোট ১৬০৩টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছেন।
এছাড়া ১৫০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রও ৫৬৪টি নূতন বালোয়ারী কেন্দ্রের সঙ্গেও বয়স্ক সাক্ষরতার ক্লাশ আছে।

২। নূতন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু হওয়ার পর প্রথম শিক্ষার্থী দলের পাঠক্রম এখনও শেষ হয় নি। পাঠক্রম শেষে পরীক্ষা গ্রহনের পর কত জন অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হয়েছেন তা জানা যাবে।

Admitted Starred Question No. 85.
By Shri Haricharan Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased io state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় ভগ্নস্কুল গৃহের সংখ্যা কত ;

২। উক্ত স্কুলগুলি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সর্বশেষে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০৯টি। বাকী তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

২। হ্যাঁ।

৩। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভগ্ন স্কুল গৃহগুলির মেরামতের কাজ চলিতেছে। উক্ত ভগ্ন স্কুল গৃহগুলির মেরামতের কাজ আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 91.

By Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শিক্ষকদের বেতনের নোশনাল ফিক্সেশনের ফলে শিক্ষকদের শতকরা কতভাগ উপকৃত হবেন?

উত্তর

১। প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষক উপকৃত হবেন আশা করা যায়। এর অর্থ হল বাকী ৫০ শতাংশ পূর্বেই ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন। কাজেই ইনক্রিমেন্ট বঞ্চিত শতকরা একশত জনই উপকৃত হবেন।

Admitted Starred Question No. 94.

By Shri Mata Hari Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাব্রুম বিভাগের শ্রীনগর, হরিনা, সোনাই ছড়ি, শিলা ছড়ি ও গার্ধাং হাইস্কুলে কোথায় কতজন শিক্ষক আছেন। (স্কুল ভিত্তিক হিসাব)

২। চলতি আর্থিক বৎসরে উত্তর মনু বকুল জে, বি, স্কুলকে এস,বি, স্কুলে এবং রূপাই ছড়ি (বনকুল) এস,বি, স্কুলকে এইচ, এস স্কুলে উন্নীত করার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর

১। শ্রীনগর হাইস্কুলে ১৪ জন, হরিণা হাইস্কুলে ১২ জন, ছাতক ছড়ি (পোঃ সোনাই ছড়ি) হাইস্কুলে ৯ জন, শিলা ছড়ি হাইস্কুলে ১১জন এবং গার্ধাং হাইস্কুলে ৯ জন।

২। উত্তর মনু বকুল নামে কোন জে,বি, স্কুল বর্তমানে নাই। তবে ঐ এলাকায় যে জে,বি, স্কুল আছে তাহার নাম চালিতা বকুল কলোনী জে,বি, স্কুল এবং সেই বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা এখনও লওয়া হয় নাই।

রূপাই ছড়ি (বকুল) উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় নামে বর্তমানে কোন বিদ্যালয় নাই। তবে ঐ এলাকায় যে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে তাহার নাম মনু বকুল উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়। উক্ত বিদ্যালয়টি যেহেতু এখনও হাইস্কুলে উন্নীত হয় নাই, সেই হেতু উহাকে এখনই এইচ, এস স্কুল করা যায় না।

Admitted starred Question No. 109

By Shri Mata Hari Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। চলিত আর্থিক বৎসরে ভূমি এলটপ্রাপ্ত জুমিয়াদের মধ্যে সর্বমোট কতজনকে নূতন ভাবে জমিতে পুনর্বাসনের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে (বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা), এবং

২। কতজন তপশিলী জাতিকে নূতন ভাবে পুনর্বাসনের টাকা দেওয়া হবে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),

৩। যে সমস্ত উপজাতি কৃষক ব্যাঙ্কে ঋণের দায়ে বা অন্যান্য কাজের জন্য জমি বিক্রি করার একান্ত প্রয়োজন বোধ করে, ঐ জমিগুলির উপজাতি ক্রেতা না থাকিলে তাহার কি ব্যবস্থা হবে?

উত্তর

১। বর্তমান ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে উপ-পরিকল্পনা ও রাজ্য-পরিকল্পনা খাতের ৬৫১০ টাকা প্রকল্পে মোট ১৫০০ জুমিয়া পরিবারকে নূতন ভাবে পুনর্বাসনক্রমে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। জেলা ও মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

উত্তর ত্রিপুরা জেলা।	১।	ধর্মনগর---	২০০ পরিবার
	২।	কৈলাশহর---	২০০ ,,
	৩।	কমলপুর---	১০০ ,,
			৫০০ ,,
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।	১।	খোয়াই---	১৭৫ পরিবার
	২।	সদর---	১৭৫ ,,
	৩।	সোনামুড়া---	১০০ ,,
			৪৫০ ,,
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা।	১।	উদয়পুর---	১০০ পরিবার
	২।	অমরপুর---	১৫০ ,,
	৩।	বিলোনীয়া---	১৫০ ,,
	৪।	সাব্রুম	১৫০ ,,
			৫৫০ ,,

সর্বমোট ১৫০০ পরিবার

২। চলিত আর্থিক বছরে ১৯২০ টাকা প্রকল্পে মোট ৪৩১টি কৃষি ও অকৃষি শ্রমিক তপশিলী পরিবারকে নূতন ভাবে পুর্নবাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে। জেলা ও ও মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

তপশিলী কৃষি শ্রমিক

উত্তর ত্রিপুরা	১।	ধর্মনগর—	৫৩ পরিবার
	২।	কৈলাশহর—	৩১ ,,
	৩।	কমলপুর—	৩৮ পরিবার
			১২২ ,,
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১।	সাব্রুম—	১২ পরিবার
	২।	বিলোনীয়া—	৫৪ পরিবার
			৬৬ ,,
পশ্চিম ত্রিপুরা—	১।	সদর—	১৮ পরিবার
			২০৬ পরিবার

তপশিলী অ-কৃষি শ্রমিক

উত্তর ত্রিপুরা জেলা —	৭৫টি পরিবার
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা —	৭৫ ,,
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা —	৭৫ ,,
	২২৫ ,,
সর্বমোট —	৪৩১ পরিবার

৩। যে সমস্ত উপজাতি কৃষক ব্যাঙ্কে ঋণের দায়ে বা অন্যান্য কাজের জন্য ভূমি বিক্রি করারএকান্ত প্রয়োজন বোধ করেন, ঐ ভূমি খরিদের জন্য উপজাতি ক্রেতা না থাকিলে উপজাতি ভুক্ত সদস্য নহে এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করার জন্য কালেক্টারের লিখিত আগাম অনুমতি পত্র লইতে হইবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
ANNEXURE—'B'

Assembly Admitted Unstarred Question No. 1.

By Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগে প্রতিটি হাইস্কুলে এবং দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা কত;

২। ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি হাইস্কুলে বা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক আছেন কিনা, না থাকিলে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন।

উত্তর

১। এই বিভাগের প্রতিটি হাইস্কুলে এবং দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের সর্বশেষ শিক্ষক সংখ্যা পৃথকভাবে সংগৃহীত হচ্ছে। তবে বিগত জুলাই মাসের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে ধর্মনগর বিভাগের মোট ১২টি হাই এবং দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের মোট ৬৯ জন বিষয় শিক্ষকের ঘাটতি আছে।

২। না,
শীঘ্রই আরও বিষয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 6.

By Shri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কর্মরত ব্যাঙ্কগুলি প্রতি পরিবারকে দশ হাজার বা তার বেশী টাকা ঋণ দিয়েছে, এরূপ পরিবারের সংখ্যা ও প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কত? (এ বছরে ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক ভিত্তিক হিসাব)

২। প্রতি পরিবারকে দুই হাজার টাকা বা তার কম টাকা দেওয়া হয়েছে, এরূপ পরিবারের সংখ্যা ও প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ব্যাঙ্ক ভিত্তিক একই সময়ের জন্য কত হইবে?

৩। মোট ঋণের কত শতাংশ কৃষি খাতে দেওয়া হয়েছে?
(ব্যাঙ্ক ভিত্তিক হিসাব)

৪। তিন মাস বা তদূর্ধ সময় যাবৎ কোন ব্যাঙ্কে ঋণের জন্য কত আবেদন পত্র অমিমাংসীত অবস্থায় পড়ে রয়েছে?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩।
৪।

Admitted Unstarred Question No. 7.

By—Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the EducationDepartment be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সদর "খ" বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে কলকলিয়া কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ভুমি কতিপয় লোক বে-আইনী ভাবে দখল করে আছে।

২। যদি সত্য হয় তাহলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত, নাম সহ তার বিবরণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ। কলকলিয়া কলোনী জে, বি, স্কুল এবং রাজ্যের আরও কতিপয় বিদ্যালয়ের ভুমি জবর দখল সম্বন্ধে শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ আছে।

২। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়ের নাম ও বিদ্যালয়ের ভুমি জবর দখলকারীর নাম সংশ্লিষ্ট তালিকায় দেওয়া হইল। অন্যান্য বিদ্যালয়ের তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

বিদ্যালয়ের নাম ও বিদ্যালয়ের ভূমির জবর দখলকারীর নামের তালিকা

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	দাগ নং	ভূমির পরিমাণ	জবর দখলকারীর নাম
১	২	৩	৪	৫
১।	সেকেরকোট হাই স্কুল, সদর	২৩২৫ ২৩২৬ ২৩২৭ ২৩২৮ ২৩২৯	·০৫ একর ·০৬ ,, ·০৫ ,, ·১১ ,, ·৪২ ,,	
			০·৬৯ ,,	শ্রীদীনবন্ধু সাহা
		২৩১২	·১০	শ্রীমতি কৌশল্যাভক্ত চৌধুরী
		২০৪৪	·১৫	শ্রীসুশীল ভূষন নাগ
২।	বক্সনগর হাই স্কুল, সোনামুড়া	২৪৮৭	সামান্য অংশ	পি,ডব্লিও,ডি, সি,পি,আই (মা) স্থানীয় শাখা শ্রীগুরুপদ বনিক শ্রীশচীন্দ্র দেবনাথ
৩।	কোবরা খামার হাইস্কুল, সদর	৭৯২৬ ৭৯২৬	·২০ ·২০	শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা শ্রীপংখিরাজ দেববর্মা
৪।	উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা	বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর দক্ষিণে কিছু অংশ		শ্রীকিরণ কর্মকার
৫।	আরালিয়া হাইস্কুল সদর,	১৮৭০ ১৮৭২/পি ১৮৭৪/পি	·৫৫ ·৬০	শ্রীসূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দেবনাথ
৬।	কামালঘাট হাইস্কুল, সদর	৪২৯৫/পি	·৩২	শ্রীমণন্দ্রি চন্দ্র পাল
৭।	নবীন ছড়া জে, বি, স্কুল, ধর্মনগর	জানা যায় নাই		শ্রীবিড়লা চাকমা
৮।	আলগাপুর জে,বি, স্কুল, ধর্মনগর,	,,		শ্রীসন্তোষ দেব
৯।	রাধাপুর জে,বি, স্কুল, ধর্মনগর	,,		শ্রীদরিন্দ্রমোহন মোহান্ত
১০।	রাজবাড়ী জে,বি, স্কুল, ধর্মনগর	,,		জানা যায় নাই
১১।	দক্ষিন পূর্ব হুরুয়া জে,বি, স্কুল, ধর্মনগর	,,		শ্রীপরেশ চন্দ্র নাগ ও অন্যান্য
১২।	বগাইছড়া ষোলনালা জে,বি, স্কুল, ধর্মনগর	,,		জানা যায় নাই
১৩।	বাগরুল এস,বি, স্কুল, ধর্মনগর	,,		শ্রীদীজেন্দ্র নাথ

১	২	৩	৪	৫
১৪।	জলেভাষা এস,বি, স্কুল	,,		জানা যায় নাই
১৫।	দুর্গারাম আর, পি,হাই স্কুল, ধর্মনগর	,,		শ্রীরসময় মালাকার
১৬।	এল,ডি,হাইস্কুল, ধর্মনগর	,,		বিভূতি চাকমা
১৭।	কাঞ্চনপুর কলোনী জে,বি, স্কুল, ধর্মনগর	,,		ও, এম, ব্রিক্স দিল্লী কোং
১৮।	পূর্ব আর,কে পুর এস,বি স্কুল, উদয়পুর		.৮০	শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস শ্রীমনমোহন সরকার
১৯।	উত্তর বিলোনিয়া জে,বি, স্কুল, বিলোনীয়া		২.০০	শ্রীচন্দ্রকুমার সেন
২০।	কলকলিয়া কলোনী জে,বি, স্কুল, সদর	জানা যায় নাই		শ্রীজ্ঞানেন্দ্র দাস
২১।	হরিজয় চৌধুরী পাড়া স্কুল, সদর	,,		শ্রীঅরুন দেববর্মা শ্রীযোগেশ বণিক
২২।	মেখলী পাড়া দিনদয়াল জে,বি, স্কুল, সদর	,,		শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার
২৩।	বি,বি, ইন্‌ষ্টিটিউশন, ধর্মনগর	,,		শ্রীবকুল চৌধুরী ও অন্যান্য
২৪।	মোতাই হাইস্কুল, বিলোনীয়া বিলোনীয়া	১৫৭৫ ১৬৫৮ ১৬৯০		পশুপালন বিভাগীয় অফিস মোতাই তহশীল অফিস স্থানীয় পোষ্ট অফিস স্থানীয় কো-অপারেটিভ অফিস শ্রীরবীন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীজগদীশ মজুমদার শ্রীযোগেশ কর্মকার শ্রীউপেন্দ্র চক্রবর্তী
২৫।	মহারাণীপুর এস,বি, স্কুল, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই	জানা যায় নাই		জানা যায় নাই

Admitted Unstarred Question No. 9.
By Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তাবক ছেলে নাই বিছি অ কক্ বরক ইস্কুল কাই বুসীক ত্রিপুরা—অ তং (মুং গনাং খেই হিসাব)। চলতি বছর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কয়টি কক্-বরক্ স্কুল আছে (নাম সহ হিসাব),

২। ইই ইস্কুল রগ অ বই দে রহর জাগলাং (ঐ সমস্ত স্কুলে বই সরবরাহ করা হয়েছে কি),

৩। রহর জাগ্‌য়া খেই আবনি কারণ তাম ; (যদি না করা হয়ে থাকে, তার কারণ কি) ;

৪। যে, যে ইস্কুল রগন কক্-বরক ইস্কুল হিনয় গছেই নামারগ-অ ফুরীং নাই দে তং বাই ? (যে সমস্ত স্কুলগুলোকে কক্‌বরক স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত স্কুলগুলোতে শিক্ষক আছে কি) ?

৫। ছেমা ই ইস্কুল রগ-অ পাইথাক (এ্যানুয়েল) পরিখা অংখা দে ? (গত বছর উক্ত স্কুল গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া হয়েছে কি ?)

উত্তর

১। ত্রিপুরা অ কক্‌বরক স্কুল বুমুঙই তাবুকথ স্কুল চং জাক্ য়াখ। তাম হিনবা-- ছুঙদীক চেরায়–রগন কক্ বরক বায় লেখা ফীরীঙনা বাগীই ১৪৮টি প্রাথমিক স্কুলন সায়ীই না থা।

(ত্রিপুরাতে "কক্‌বরক স্কুল" নামে কোন স্কুল নাই। তবে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কক্‌বরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত ১৪৮টি প্রাথমিক নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়কে নির্বাচিত করা হইয়াছে।)

২ ও ৩। তাকলাই বিছি অ কক্ বরক বায় সীয় জাক "লেখা মুঙ" (গণিত) স্কুল রিজক খা। কক্ বরক সীরুংমা কীতাল খীলাই ছাপকনা সাগুঙ রমজাক থা। কক্ বরক ফুয়ার না কক্ বতি খিলনাই কমিটি বানান সৌয়মুঙ ফিয়গমা বাগীই তাবুক কীতালখাই ছাপকনা নাংখা। আখাই ন, বই ছাপকযানি কিছা লেরনা নাঙখা।

(এ বছর কক্ বরক ভাষায় লিখিত গণিত "লেখা মুং" চাহিদা অনুযায়ী স্কুলগুলিতে সরবরাহ করা হইয়াছে। সাহিত্য পুস্তক "কক্-ছুরুংমা" যথেষ্ট পরিমান নূতন করে ছাপার কাজ হাতে লওয়া হয়েছে। ত্রিপুরী ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী উক্ত পুস্তকে কক্-বরক বানান পদ্ধতিতে কিছু নূতন নীতি গ্রহনের ফলে পুস্তক খানি পুর্নলিখনের প্রয়োজন হয়। ঐ কার্য্য সমাপ্ত না হওয়ায় পুনমুদ্রন ও প্রকাশনে কিছু বিলম্ব হইতেছে। আশা করা যায় অনতিবিলম্বেই কাজটি সম্পন্ন হইবে।)

৪। আউ, তাবুকজরা ১৫০ জনা ফীরীঙ নাই চংজাকথা। (হ্যাঁ। এ পর্য্যন্ত ১৫০ জন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে।)

৫। থাংনাই বিছি অ অ স্কুলরগ্ পরীক্ষা উংখা। (গত বছর উক্ত স্কুলগুলিতে পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছে।)

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 10.

By Shri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৬-৭৭, ১৯৭৭-৭৮, ১৯৭৮-৭৯ এবং চলতি আর্থিক বছরে এ পর্য্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে (ডিসক্রেশানারী ফাণ্ড) থেকে কত টাকা দান করা হয়েছে এবং তা কত পরিবারকে দেওয়া হয়েছে ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। বিভিন্ন বছরে কি নীতির ভিত্তিতে এইদান মঞ্জুর করা হয়েছে ?

৩। এই দানের উচ্চতম পরিমান ও নিম্নতম পরিমান কত ? (বিভিন্ন বছরে)।

উত্তর

১। মুখ্যমন্ত্রীর দান তহবিল (ডিসক্রেশনারী ফাণ্ড) হইতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমান নিম্নে দেওয়া হইল :—

১৯৭৫-৭৬ সালে ২১,৪৭৫ টাকা ১৯৫ জনকে
১৯৭৬-৭৭ সালে ১৮,৯৭৫ টাকা ১৩২ জনকে
১৯৭৭-৭৮ সালে ৬০,০০০ টাকা ৭৩৯ জনকে
১৯৭৮-৭৯ সালে ১,১১,২৩০ টাকা ৩২৫৬ জনকে
১৯৭৯-৮০ সালে ৫৯,২১০ টাকা ১৬৬৭ জনকে
৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত)

২। ডিসক্রেশনারী গ্র্যান্টের যে রুল প্রনয়ন করা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে বিভিন্ন বৎসরে এই দান মঞ্জুর করা হইয়াছে।

৩। বিভিন্ন বৎসরে এই দানের উচ্চতম ও নিম্নতম পরিমান নীচে দেওয়া হইল :—

বৎসর	দানের উচ্চতম পরিমান	দানের নিম্নতম পরিমান
১৯৭৫-৭৬ সালে	২৫০ টাকা	৫০ টাকা
১৯৭৬-৭৭ সালে	৫০০ টাকা	৫০ টাকা
১৯৭৭-৭৮ সালে	৫০০ টাকা	১০ টাকা
১৯৭৮-৭৯ সালে	৪০০ টাকা	২০ টাকা
১৯৭৯-৮০ সালে	২৫০ টাকা	১৫ টাকা

(৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত)

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 14.

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কোন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কতগুলি গাঁও সভা এলাকা নিয়ে মোট কত গ্রামীন লোক সংখ্যার মধ্যে কাজ করে।

২। গত ৫ বছরে, কোন বছর কোন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কত পরিমান ঋণ কি কি স্কীমে কত সংখ্যক প্রান্তিক চাষি, ক্ষুদ্র চাষি, মাঝারি চাষি এবং অন্যান্য ব্যাক্তিকে বিলি করেছে।

উত্তর

১। }
   } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২। }

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 16.

By Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। সেকেরকোট, মধুপুর এবং ইহাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিগত ১২ মাসের মধ্যে কয়টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

২। ঘন ঘন ডাকাতির ঘটনা হওয়া সত্বেও ডাকাত দলকে খুঁজে বের করা সম্ভব না হবার কারণ কি?

৩। ঘটনাবলীর গুরুত্ব অনুসারে প্রতিকারের জন্য সরকারী কিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

উত্তর

১। মোট ১৪টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

২। স্থানগুলি বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এবং ঘন বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ফলে ডাকাতদল সহজেই বাংলাদেশে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হয়।

৩। উপদ্রুত এলাকাগুলিতে পুলিশের টহলদারি জোরদার করা হইয়াছে। পুরাতন গ্রাম্যরক্ষী বাহিনী ছাড়াও নূতন গ্রাম্যরক্ষী বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। তাহাদের সুবিধার জন্য টর্চ, বর্শা, বেটারী প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়াছে। একজন উচ্চ পদস্ত অফিসার দ্বারা ইহার তত্বাবধান করা হয়। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে তাহাদের টহলদারী জোরদার করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আমতলী একটি পুলিশ থানা স্থাপনের বিষয় সরকার চিন্তা করিতেছেন।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Wednesday, the 19th September, 1979.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala on Wednesday, the 19th September, 1979 at 11 A. M.

Present

Mr. Speaker (Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 9 Ministers, the Deputy Speaker, and 43 Members.

Question & Answers

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীফইজুর রহমাণ।

শ্রীফইজুর রহমাণ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

শ্রীআরবের রহমাণ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯, স্যার,

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কত একর ভুমিতে রাবার বাগান আছে?

২) রাবার থেকে ত্রিপুরা সরকারের বাৎসরিক আয় কত?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে ৭৬·৩০ হেক্টর এবং ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এ্যাণ্ড প্লেন্টেশান করপোরেশান লিমিটেড এর তত্ত্বাবধানে ১৯১৫.৩৪ হেক্টর অর্থাৎ সর্বমোট ১৯৯১.৬৫ হেক্টর রাবার বাগান আছে।

২) ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে ফরেষ্ট করপোরেশান ত্রিপুরায় উৎপাদিত রাবার বিক্রয় করিয়া মোট ২,৫২,৫৯১·৮২ টাকা রাজস্ব আদায় করিয়াছে।

শ্রীফইজুর রহমান—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ রাবার বাগান আছে, তার সবটাই কি সরকারী না এর মধ্যে বে-সরকারী মালিকানাধীনও কিছু আছে? আর বে-সরকারী মালিকানাধীন যদি কিছু না থাকে, তাহলে সরকারী সাহায্যে, জনসাধারণ যাতে রাবার বাগান করতে পারে, তার জন্য সরকার তাদের কোন সাহায্য করবেন কি?

শ্রীআরবের রহমান—সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু দিন আগে একটা রাবার বোর্ডের ব্রাঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে যদি কেউ উৎসাহী হন,

তাহলে তারা ঐ রাবার বোর্ড থেকে সর্বোচ্চ ৭,৫০০ টাকা লোন নিয়ে রাবার বাগান করতে পারেন।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই রাবার প্লেন্টেশান এরিয়ার মধ্যে যে সব শ্রমিক কাজ করে, তাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কতজনকে বোনাস দেওয়া হয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীআরবের রহমান—স্যার, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, কাজেই নূতন করে প্রশ্ন করলে আমি তার জবাব দিতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই রাবার প্লেন্টেশান করতে এখন পর্য্যন্ত সরকারী ভাবে কত টাকা খরচ পড়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীআরবের রহমাণ—স্যার, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, কাজেই নূতন করে প্রশ্ন করলে আমি পরে তার জবাব দেব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রাবার প্লেন্টেশানে স্থায়ী এবং অস্থায়ী কতজন কর্মী আছে জানতে পারি কি ?

শ্রীআরবের রহমাণ—স্যার, পৃথকভাবে প্রশ্ন করলে আমি পরে তার জবাব দেব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮।

শ্রীআরবের রহমাণ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮, স্যার,

প্রশ্ন

১) বনদপ্তরে কেরানী পদে বামফ্রন্ট সরকার কতজনকে চাকুরী দিয়েছেন এবং (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

২) এর মধ্যে কতজন পুরুষ ও কতজন মহিলা ?

উত্তর

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বনদপ্তরে মোট ৮ জনকে কেরানী পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। এদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ—
সদর—৪ জন, বিলোনীয়া—৩ জন এবং সোনামুড়া—১ জন।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ৮ জনের মধ্যে ৬ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বন দপ্তরে এই কেরানী পদের নিয়োগ কি শেষ হয়েছে না আরও হবে জানতে পারি কি ?

শ্রীআরবের রহমান—এবারেও আমরা বনদপ্তর থেকে ইন্টারভিয় নিয়ে মোট ৮০ জনকে কেরানী পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছি।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে কেরানী পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে বিলোনীয়া এবং সোনামুড়া মহকুমা থেকে, তা কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীআরবের রহমান—এটা সরকারের নিয়োগ নীতি অনুযায়ীই করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই পদের জন্য মোট কতজন ইণ্টারভিয়্ দিয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমাণ—স্যার, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, কাজেই নূতন করে প্রশ্ন করলে আমি পরে তার উত্তর দেব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে ৮ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে তার মধ্যে কতজন সিডিউল্ড কাষ্ট এবং কতজন সিডিউল্ড ট্রাইবস্ জানতে পারি কি ?

শ্রীআরবের রহমান—স্যার, এটাও একটা আলাদা প্রশ্ন, নূতন করে প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

শ্রীতরনী মোহন সিন্হা—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩, স্যার,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে অনেক বর্গাদার আইনগত ভাবে স্বীকৃতি পাওযার পরও জমি হইতে বঞ্চিত হচ্ছেন ?

২) সত্য হইলে এরূপ বঞ্চিত বর্গাচাষীর সংখ্যা কত ও সরকারী ভাবে কি কি সাহায্য তাদের করা হয়েছে ?

৩) যে সমস্ত বর্গাদার জমির মালিকের বিভিন্ন প্রকার চাপের ফলে বর্গাদার রেকড' করতে পারছেন না, সরকার তাদের সম্পর্কে কি চিন্তা করছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ঐরূপ সংখ্যা সরকারের নিকট বর্ত্তমানে নাই। তবে ১৫জন বর্গাদারকে কেস্ পরিচালনা করার জন্য 'ত্রিপুরা বর্গাদার এ্যাণ্ড ম্যর্জিন্যাল ফার্মাস' (পেমেণ্ট অব লিগ্যাল এ্যাক্সপেন্স) রুল, ১৯৭৯ অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩। রিভিশান অব রেকর্ডস অব রাইটের কার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের সাহায্যে 'বিশেষ কার্য্যক্রম' গ্রহণ করিয়া বর্গাদারদের সনাক্ত করা ও তাহাদের নাম রেকর্ড করার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট ১৯৬০ এর প্রয়োজনীয় ধারা সংশোধন করা হইয়াছে যাহাতে বর্গাদারের বা সম্ভাব্য বর্গাদারের নাম খতিয়ানভুক্ত করা সম্ভব হয়। এই ব্যাপারে সিভিল কোর্টের ক্ষমতা সংকুচিত করা হইয়াছে।

শ্রীতরনী মোহন সিংহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন হ্যাঁ। জমির মালিকেরা কোর্টে'র আশ্রয় নিয়ে বর্গাদারদের যে ভাবে বঞ্চিত করছেন, এই সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা করছেন, জানতে পারি কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে, সংখ্যাটা সত্যি সত্যি খুব বেশী। কিন্তু সে হিসাবে বর্গাদারদের বিরুদ্ধে খুব বেশী কেস্ হয়নি। বরং বত্তমান বর্গাদার এবং জোত

চাষী মিলিতভাবে ১২৮৬টি বর্গা নথিভুক্ত কয়া হয়েছে। মামলা আছে ১৫টির ক্ষেত্রে। অবশিষ্ট যে কোন ক্ষেত্রে উচ্ছেদের যদি বিবরণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সংশোধিত আইনানুসারে সরকার সরাসরি তাদের নাম রেজিষ্ট্রি ভুক্ত করতে পারেন এবং জোতদার তাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারেনা এবং এ মামলা জোতদার একমাত্র রেভিনিউ কোর্টে উত্থাপিত করতে পারেন। তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে যদি বর্গাদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা অথবা স্বত্বের মামলা দায়ের করা হয় তাহলে প্রতিটি বিভাগে এম. এল. এ সহ এবং অন্যান্য অফিসার এইসব বর্গাদারদের মামলার খরচা পরিচালনা করা এবং নিম্ন আদালতে যদি রায় নূতন আইনানুসারে না হয়ে থাকে তাহলে উচ্চ আদালতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্গাদারদের নাম রেকর্ডের জন্য দুইটা ধারায় কাজ চলছে। রিভিশন অব সেটেলমেণ্ট যেখানে হচ্ছে সেখানে এছাড়া প্রত্যেক বিভাগে অর্ডিন্যান্স যখন অ্যাকটে পরিণত হয় তখন প্রত্যেক S.D.O.কে, বিভিন্ন কৃষক সমিতি এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় বিশেষ একটা অভিযান চালিয়ে বর্গা রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইসব ক্ষেত্রে মামলার কোন খবর নেই।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে ১৫টা মামলা আছে এগুলি কি সিভিল কোর্টে না রেভিনিউ কোর্টে ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রেভেনিউ কোর্টে আসেনি। অর্ডিন্যান্স চালু হওয়ার পর প্রত্যেক কোর্টে আইন দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে এখন এগুলি রেভিনিউ কোর্টে প্রেরণ করতে হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সোনামুড়ায় গকুলনগরে একজন বর্গাদার হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও তাকে জমিতে দখল দেওয়া হচ্ছেনা। তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানেন কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে একটা দরখাস্ত এসেছিল। তার বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারী মামলা আছে। এই বর্গাদারকে সাহায্য দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বর্ত্তমান আইনানুসারে এই মামলাটা উচ্চতম কোর্টে নিয়ে যেতে হবে।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খোয়াই মোহড়ছড়াতে এক জোতদার একজন বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে তাকে হয়রানী করছে। এই উচ্ছেদ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন এস. ডি. ও এবং এম. এল. এ কে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। খোয়াইতে এইসব কেসে সাহায্য করার জন্য। এরকম কোন তথ্য আসেনি। কেবলমাত্র অমরপুর থেকে ৩৩টি কেস্ এসেছে এবং বিশালগড থেকে কিছু এসেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৬।

(লোকেল সেলফ গভার্ণমেণ্ট)

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকার কি অবগত আছেন যে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশ্য স্থানে ছাগ, মেষ কাটিয়া মাংস বিক্রী করা হয়।	১। প্রকাশ্য স্থানে ছাগ, মেষ কাটিয়া মাংস বিক্রী করার কোন ঘটনা সরকারের জানা নাই।
২। অবগত থাকিলে প্রকাশ্যে ছাগ, মেষ কাটা বন্ধ করিবার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা?	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। থাকিলে কবে নাগাত তাহা কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।	৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস:—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫৫, লোকেল সেলফ গভার্ণমেণ্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৫৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলাসহ ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে ভাড়াটিয়াদের স্বপক্ষে কোন আইন নেই।

উত্তর

১) ১৯৭৫ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে দি ত্রিপুরা বিল্ডিংস লিজ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড কণ্ট্রোল অ্যাক্ট ১৯৭৫, এই রাজ্যে চালু হইয়াছে। প্রথম পর্য্যায়ে এই আইন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রশ্ন

২) সত্য হলে বর্ত্তমান বামফ্রণ্ট সরকার এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেবেন কি না?

উত্তর

২) প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৩) যদি নেন, তবে কবে কি ধরণের উদ্যোগ নেবেন?

উত্তর

৪) উক্ত ত্রিপুরা বিল্ডিংস লিজ অ্যাণ্ড রেণ্ট কণ্ট্রোল আইনের বিধান অনুসারে রাজ্য সরকার রেণ্ট কণ্ট্রোল কোর্ট, একোমোডেশন কন্ট্রোলার এবং এপেলেট অথরিটি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে, ভাড়াটিয়া সংক্রান্তীয় মামলা প্রায় ৫০০ এর মত আগরতলা সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু মামলা আছে তবে তার সঠিক নাম্বার আমার জানা নেই।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সেন্ট্রাল রোড়ের ৩৮ নাম্বার যে দালান আছে ঐ দালানে ১৯৫৫ সাল থেকে এক ভদ্রলোক বসবাস করতে থাকেন। বেশ কয়েক বছর পরে ১৯৬০ সালে কেস হয়। ভাডাটিয়াকে না জানিয়ে অন্যকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে বলে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :—এটা ল্যাণ্ড কন্ট্রোল রেভিনিউর পরিপ্রেক্ষিতে আসে না। কাজে কাজেই এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কোন উত্তর দিতে পারব না। স্বতন্ত্র ভাবে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪।

শ্রীবীরেন দত্ত : —স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। (ধর্মনগর) ব্রজেন্দ্র নগর, বিরাজনগর, সাতসঙ্গম, জিরাতিয়া জমির পরিমাণ কত?	ধর্মনগর বিভাগের ব্রজেন্দ্রনগর, বিরাজনগর, সাতসঙ্গমে, কোন জিরাতিয়া জমি নাই। তবে বিগত ১৯৬৫ সনের ইন্দোপাক যুদ্ধের সময় কিছু সংখ্যক মুসলমান পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত জমি ঐ সব অঞ্চলে আছে।
২। এবং ঐ জমি কাহাদের দখলে কিভাবে আছে?	উক্ত পরিত্যক্ত ভূমির পরিমাণ ৩২১.৬৩ একর। ইহার মধ্যে ৭৮·৮৮ একর জমির আইন সম্মত ভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে, এবং ১৪৩·৬২ একর টীলা, ছড়া, ঢেপা, ছনখোলা, পুকুর, কবরস্থান ইত্যাদি কাহারও দখলে নাই, ১৯.৭২ একর জমি স্থানীয় লোকেরা বে-দখলী করিয়াছে এবং বাকী ৭৯·৪১ একর (প্রায় ৮০ একর) স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বর্গা দেওয়া হইয়াছে।
৩। যদি দখলে থাকে, তাহা হইলে সরকারকে তাহারা কোন আয় দেয় কিনা?	না, উক্ত বর্গাদারেরা বর্ত্তমানে তাহাদের দেয় শস্য ভাগ সরকারকে দেয় না, এবং
৪। এবং না দিলে তাহার কারণ কি?	নূতন ভাবে বাৎসরিক ইজারার সর্তে বণ্ড দিতে অনিচ্ছুক।
৫। তাহা আদায়ের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?	ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ ও ল্যাণ্ড রিফরমস এক্ট ও রুল অনুযায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যব া নেওয়া হইবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সামাগু অঞ্চল ব্রজেন্দ্রনগর, বিরজানগর, সাতসঙ্গম এলাকার কিছু মুসলমান ইন্দোপাক যুদ্ধের সময় জমি পরিত্যাক্ত করে চলে যায় এ কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

বলেছেন, এবং এ কথাও বলেছেন যে, ঐ ভূমি জিরাতিয়া নয়। তাই মাননীয় মন্ত্রী মাহাদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ঐ ভূমিকে তাহলে কি ভূমি বলে চিহ্নিত করা হবে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—এটা রেভিনিউ বিভাগের খাস জমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস, শ্রীমতিলাল সরকার, শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ব্র্যাকেটেড।

শ্রীসুবোধ দন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০।

শ্রীবীরেন দত্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৭৯ ইং সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত কত ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ভূমি বণ্টন করা হয়েছে? (মহকুমা ভিত্তিক এবং বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। এই ভূমি বণ্টনের ফলে ত্রিপুরায় নূতন করে কয়টি কলোনী গড়ে উঠেছে?

৩। এই গৃহহীন পরিবারগুলির গৃহ নির্মানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৭৯ইং সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ৪৮৬৬টি ভূমিহন, ৮৯৯টি গৃহহীন এবং ভূমিহীন ও গৃহহীন উভয় ৩০১৩টি পরিবারকে ভূমি এলটমেণ্ট দেওয়া হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নোক্ত রূপ

(বৎসর ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় নাই)

বিভাগ	ভূমিহীন	গৃহহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন উভয়
সদর	৪৯১	৫৫০	৪২৩
সোনামুড়া	২৩৯	৩	৯৩
খোয়াই	৫০৩	৯১	৪৪৬
উত্তর			
কৈলাসহর	৬৩৫	৪৭	৫২৩
কমলপুর	১৫৪	—	—
ধর্ম্মনগর	১৯১৮	৫২	৪৬৬
উদয়পুর	৬৪	—	—
অমরপুর	৮৩	১৯	২০০
বিলনীয়া	৬৪৮	১৩৫	৫৪৪
সাব্রুম	৯৫	২	৩১৭
	৪৮৬৬	৮৯৯	৩০১৩

২। ভূমি বণ্টনের ফলে ত্রিপুরার সদর বিভাগে যোগেন্দ্রনগর মৌজায় নিম্নোক্ত ৩টি কলোনী স্থাপিত হইয়াছে।

১। নজরুল কলোনী
২। সুকান্ত কলোনী
৩। নেতাজী কলোনী

৩। রাজস্ব বিভাগের অধীনে গৃহহীন পরিবারগুলির গৃহ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে চালু নাই। তবে ওয়েলফেয়ার ফর সিড্যুল ট্রাইবস অ্যাণ্ড সিড্যুল কাষ্ট বিভাগের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে ১৭২৫ জন উপজাতি ও ৩৭৬ জন তপশীলি জাতি পরিবারকে ভূমি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গৃহ নির্মাণের জন্য ১২৪৫টি উপজাতি পরিবারকে ও ১৩৬টি তপশীলি ভুক্ত অকৃষক পরিবারের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা হিসাবে অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার সময়ে যারা ভূমি বণ্টনের নামে রেভিনিউ অফিসার বা কর্মচারীরা দুর্নীতি বা অত্যাচার চালিয়েছিলেন সেই সব কর্মচারীরা এখনও সেই জায়গায় আছেন? তাদের বদলী পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই। পূর্ব্বের দুর্নীতিকে তারা আবার নূতন করে করার যে মনোভাব নিয়েছেন এ রূপ আশংকা রয়েছে? তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ঐসব দুর্নীতি গ্রস্ত অফিসার বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা সরকার করেছেন কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত—আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই যে আমরা বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর ঘোষণা দেই যে, নাম রেজিষ্ট্রি করতে হবে এবং রেজিষ্ট্রিকৃত নামের তালিকা গাঁও সভার দ্বারা তদন্ত হতে হবে। গাঁওসভা যে তদন্ত করে ভূমিহীন এ্যালটমেণ্ট কমিটির কাছে দেবে। ভূমিহীন এ্যালটমেণ্ট কমিটির মধ্যেও মাননীয় সদস্যরা আছেন। তার জন্য আমাদের কাজ যতটুকু পর্য্যন্ত এই দুই বৎসরে মধ্যে তরান্বিত করা সম্ভব হত, সেটা হয় নি। এটা অতি সত্য কথা যে, আমরা দেখেছি ম্যাপ ভিত্তিতে বহু জায়গায় বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। আমাদের রেভেনিউ অফিসাররা যখন সেই জায়গার খোঁজে জান, সেখানে তারা জায়গাও পান না বা কোন লোকও পান না। অথচ সে জায়গা এ্যালটমেণ্ট হিসাবে দেওয়া আছে। সেগুলি যাতে না হয়, তার জন্য আমরা নির্ভর করি আমাদের নির্বাচিত সদস্য এবং গাঁও পঞ্চায়েতের সহযোগিতার উপর। যে কয়টা কাজ আমাদের করতে হয়েছে, সেগুলি গাঁও সভার সদস্য এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই দুটি কমিটির মাধ্যমে তদন্তক্রমে সেগুলি করা হয়েছে। এগুলি করতে গিয়ে আমাদের কাছে কিছু কিছু দুর্নীতির অভিযোগ ও এসেছে যেগুলি সংগে সংগে আমরা তদন্ত করার চেষ্টা করেছি। যদি বাস্তবিকই তদন্তে ধরা পড়ে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথোচিত ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নং ১০৭ স্যার

শ্রীআরবের রহমান—কোয়েশ্চান নং ১০৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমায় ফরেষ্ট রিজার্ভের ভিতর চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ কত, এবং

২) উক্ত রিজার্ভের ভিতরে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা কত?

৩) উক্ত জমির ব্যবহার এবং বসবাসকারী পরিবারগুলির স্থিতাবস্থা সম্পর্কে সরকারের পরিকল্পনা কি? এবং

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে রাবার বোর্ড কর্তৃক ২৫২ হেক্টর (৬২২·৭১ একর) বাগানের যে পরিকল্পনা আছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখন দিতে পারেন নাই। এই তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

৪। উপরোক্ত আনুমানিক ৮৮১ ১৯ হেক্টর অর্থাৎ ২১১২·৪১ একর পরিমাণ জমিতে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়ায় ত্রিপুরায় মোট ১৫৭টি রাবার বাগান বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে নূতন করে গড়ে উঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নূতন করে রাবার বাগানের জন্য যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তার জন্য এষ্টিমেট কত টাকার ধরা হয়েছে?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাবার বোর্ড এর একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনা মতে প্রতি হেকটারে ২০০ টাকা করে যারা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে তাদের দেওয়া হবে এবং সেই টাকা দিয়ে তারা রাবার বাগান করতে পারবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ব্যক্তিগত মালিকানায় ২৫০ হেক্টার পরিমাণ জমিতে রাবার বোর্ডের মাধ্যমে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এটা কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা রাবার বোর্ডের প্লেনটেশন কর্পোরেশনের হাতে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন বেকারর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে?	১। এই বৎসর সর্ব্বমোট ১৪,২৬৮ জনের কর্ম সংস্থান করা হয়েছে।
২। তার মধ্যে কতজনকে কর্মে নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে?	২। তার মধ্যে ১৪, ২, ৬৮ জনকেই কর্মে নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিভিন্ন দপ্তরে মোট কত রকম পদ রয়েছে এটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মি: স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে আমাদের হাতে প্রশ্ন নেই। স্বতন্ত্র প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারবো।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি গত দু বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কি ধরনের পদ সৃষ্টি হয়েছিল তার কোন হিসাব আছে কিনা?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্ট-মেণ্টের ব্যাপার। সুতরাং আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানানো হবে।

মি: স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতি লাল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১১৫ স্যার।

শ্রীআরবের রহমান :—কোয়েশ্চান নং ১১৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। চলতি আথিক বছরে রাবার চাষের জন্য নূতন করে কত একর জমি বাছাই করা হয়েছে ?

২। এর মধ্যে কত একর ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং কত একর সরকারী খাস জমিতে রাবার বোর্ডের মাধ্যমে চাষ করা হবে ?

৩। ব্লক ভিত্তিক এই জমির পরিমাণ কত ?

৪। এর ফরে সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি রাবার বাগান নূতন করে গড়ে উঠার সম্ভবনা রয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড প্ল্যাণ্টেশান কর্পোরেশন এবং "রাবার বোর্ড" কতৃ'ক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে বর্ত্তমান আথিক বৎসরে ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড প্ল্যাণ্টেশান কর্পোরেশন কতৃ'ক আনুমানিক ৬২৯.১৯ হেক্টর অর্থাৎ ১৫৫৪·৭৬ একর এবং রাবার বোর্ডের তত্বাবধানে আনুমানিক ২৫২ হেক্টর অর্থাৎ ৬২২.৭১ একর জমিতে রাবার বাগান অর্থাৎ সর্বমোট আনুমানিক৮৮১·১৯ হেক্টর (২১৭৭·৪৭ একর) জমিতে রাবার বাগান করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

২। রাবার বোর্ড কতৃ'ক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২৫২ হেকটর (৬২২·৭১ একর) অর্থাৎ যে পরিমাণ জমিতে রাবার বোর্ডের তত্বাবধানে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় ২৫০ হেকটর (৬১৭·৭৬ একর) এবং সরকারী খাস জমিতে ২ হেকটর (৪·৯৫ একর) পরিমাণ জমিতে রাবার বোর্ডের মাধ্যমে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

৩। উপরি উক্ত ৮৮১·১৯ হেকটরের (২১৭৭·৪৭ একর মধ্যে ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড প্ল্যাণ্টেশান কর্পোরেশন কতৃ'ক নেওয়া ৬২৯·১৯ হেকটর অর্থাৎ ১৫৫৪·৭৬ একর রাবার বাগানের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	জমির পরিমাণ
বগাফা	২৫৭·০০ হেক্টর (অর্থাৎ ৬৩৫·০৬ একর)
পানিসাগর	১০৯·৫০ হেক্টর (অর্থাৎ ২৭০·৫৮ একর)
কুমারঘাট	১১০·০০ হেক্টর (অর্থাৎ ২৭১·৮২ একর)
তেলিয়ামুড়া	১০২·৬৯ হেক্টর (অর্থাৎ ২৫৩·৭৫ একর)
বিশালগড়	৫০·০০ হেক্টর (অর্থাৎ ১২৩·৫৫ একর)

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে রাবার বোর্ড কর্তৃক ২৫২ হেক্টর (৬২২·৭১ একর) বাগানের যে পরিকল্পনা আছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখন দিতে পারেন নাই। এই তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

৪। উপরোক্ত আনুমানিক ৮৮১ ১৯ হেক্টর অর্থাৎ ২১১২·৪১ একর পরিমাণ জমিতে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়ায় ত্রিপুরায় মোট ১৫৭টি রাবার বাগান বর্তমান আর্থিক বৎসরে নূতন করে গড়ে উঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নূতন করে রাবার বাগানের জন্য যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তার জন্য এষ্টিমেট কত টাকার ধরা হয়েছে ?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাবার বোর্ড এর একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনা মতে প্রতি হেকটারে ২০০ টাকা করে যারা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে তাদের দেওয়া হবে এবং সেই টাকা দিয়ে তারা রাবার বাগান করতে পারবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ব্যক্তিগত মালিকানায় ২৫০ হেক্টার পরিমাণ জমিতে রাবার বোর্ডের মাধ্যমে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এটা কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা রাবার বোর্ডের প্লেনটেশন কর্পোরেশনের হাতে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন বেকারর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?	১। এই বৎসর সর্ব্বমোট ১৪,২৬৮ জনের কর্ম সংস্থান করা হয়েছে।
২। তার মধ্যে কতজনকে কর্মে নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে ?	২। তার মধ্যে ১৪, ২, ৬৮ জনকেই কর্মে নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভিন্ন দপ্তরে মোট কত রকম পদ রয়েছে এটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে আমাদের হাতে প্রশ্ন নেই। স্বতন্ত্র প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারবো।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি গত দু বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কি ধরনের পদ সৃষ্টি হয়েছিল তার কোন হিসাব আছে কিনা ?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের ব্যাপার। সুতরাং আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানানো হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতি লাল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১১৫ স্যার।

শ্রীআরবের রহমান :—কোয়েশ্চান নং ১১৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে রাবার চাষের জন্য নূতন করে কত একর জমি বাছাই করা হয়েছে ?

২। এর মধ্যে কত একর ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং কত একর সরকারী খাস জমিতে রাবার বোর্ডের মাধ্যমে চাষ করা হবে ?

৩। ব্লক ভিত্তিক এই জমির পরিমাণ কত ?

৪। এর ফলে সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি রাবার বাগান নূতন করে গড়ে উঠার সম্ভবনা রয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড প্ল্যাণ্টেশান কর্পোরেশন এবং "রাবার বোর্ড" কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড প্ল্যাণ্টেশান কর্পোরেশন কর্তৃক আনুমানিক ৬২৯.১৯ হেক্টর অর্থাৎ ১৫৫৪·৭৬ একর এবং রাবার বোর্ডের তত্বাবধানে আনুমানিক ২৫২ হেক্টর অর্থাঃ ৬২২.৭১ একর জমিতে রাবার বাগান অর্থাৎ সর্বমোট আনুমানিক৮৮১·১৯ হেক্টর (২১৭৭·৪৭ একর) জমিতে রাবার বাগান করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

২। রাবার বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২৫২ হেকটর (৬২২·৭১ একর) অর্থাৎ যে পরিমাণ জমিতে রাবার বোর্ডের তত্বাবধানে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় ২৫০ হেকটর (৬১৭·৭৬ একর) এবং সরকারী খাস জমিতে ২ হেকটর (৪·৯৫ একর) পরিমাণ জমিতে রাবার বোর্ডের মাধ্যমে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে ।

৩। উপরিউক্ত ৮৮১·১৯ হেকটরের (২১৭৭·৪৭ একর মধ্যে ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড প্ল্যাণ্টেশান কর্পোরেশন কর্তৃক নেওয়া ৬২৯·১৯ হেকটর অর্থাৎ ১৫৫৪·৭৬ একর রাবার বাগানের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	জমির পরিমাণ
বগাফা	২৫৭·০০ হেক্টর (অর্থাৎ ৬৩৫·০৬ একর)
পানিসাগর	১০৯·৫০ হেক্টর (অর্থাৎ ২৭০·৫৮ একর)
কুমারঘাট	১১০·০০ হেক্টর (অর্থাৎ ২৭১·৮২ একর)
তেলিয়ামুড়া	১০২·৬৯ হেক্টর (অর্থাৎ ২৫৩·৭৫ একর)
বিশালগড়	৫০·০০ হেক্টর (অর্থাৎ ১২৩·৫৫ একর)

বর্তমানে ২২৫ জন। আমরা ক্ষমতায় আসার আগে সমস্ত কমলপুর রেভিনিউ সার্কেলে বর্গা রেকর্ডভুক্ত ছিল মাত্র ১ জন, আর আমরা ক্ষমতায় আসার পরে হয়েছে ৬১৭ জন। উদয়পুর সার্কেলে আমরা ক্ষমতায় আসার আগে ছিল ৮৩ জন আর এখন হয়েছে ৩৩৭ জন। এই যে রেকর্ড তার থেকে বুঝা যায় যেখানে গাঁওসভা ও কৃষকসভা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিয়ে সেখানে মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি নিয়ে যতগুলি মামলা আছে তার সম্পর্কে আজকে অতীতের রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত সে তখন থেকে চলে আসছে। কিন্তু এখন যখন আমরা বর্গাদারদের বর্গা নতুনভাবে রেকর্ড করতে যাচ্ছি তখন নতুন করে মামলা খুব কম দেখা যায়।

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলটি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলটির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এর সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

বিলের নাম	তারিখ
"দি বেঙ্গল এ্যাগ্রিকালচারেল ইনকাম্ ট্যাকস্ (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৭৯)"।	১-৯-১৯৭৯ ইং

CALLING ATTENTION

আমি নিম্নলিখিত সদস্য-এর নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—

১। শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

"সাম্প্রতিক সূতার অসম্ভব পরিমাণ দাম বৃদ্ধির ফলে তাঁতশিল্পীদের বিপন্ন হয়ে পড়া সম্পর্কে।"

শ্রীঅনিল সরকার—তাঁত শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সূতা মিলে উৎপাদন হয়। কাজে কাজেই প্রয়োজনীয় সূতার যোগান বহিরাজ্যের মিলের উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। বিগত জুলাই ও আগষ্ট মাসে ১৯৭৯ ইং মোট ৬০ (ষাট) দিন তামিল নাড়ুর সমস্ত মিলে ধর্মঘটের দরুণ সূতা উৎপাদন বন্ধ থাকে। সম্ভবতঃ এই কারণে সমগ্র ভারতে সূতার যোগান হ্রাস পায় এবং সূতার বাজার দর বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা যায় যে তাঁত শিল্পের প্রয়োজনীয় চাহিদানুযায়ী সূতার যোগান মুখ্যতঃ তামিলনাড়ুর মিল হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে।

২) হ্যাঁ কোন কোন ক্ষেত্রে।

৩, ৪, ৫) এইরূপ সংখ্যা সরকারের নিকট বর্ত্তমানে নাই তবে এ পর্যন্ত ১৫ জন বর্গাদারের বিরুদ্ধে জোতদারগণ আদালতে কেস্ দায়ের করেছে। কেস পরিচালনা করার জন্য "ত্রিপুরা বর্গাদার এণ্ড মারজিনেল ফার্মার (পেমেণ্ট অব লিগেল একস্পেস) রুল ১৯৭৯" অনুযায়ী এ পর্যন্ত মোট ৪৯৪২ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া রিভিশান অব রেকর্ড-অব রাইটের কার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের সাহায্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া বর্গাদারদের সনাক্ত করা ও তাহাদের নাম রেকর্ড করার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা লেণ্ড রেভিনিউ এণ্ড লেণ্ড রিফরমস একট্ ১৯৬০ এর প্রয়োজনীয় ধারা সংশোধন করা হইয়াছে যাহাতে বর্গাদারের বা সম্ভাব্য বর্গাদারের নাম খতিয়ানভুক্ত করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া এই ব্যাপারে সিভিল কোর্টের ক্ষমতাও সংকুচিত করা হইয়াছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় এখন পর্যন্ত ১২১৬ জন বর্গাদারকে বর্গা রেকর্ডভুক্ত করা হইয়াছে। তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গাতে অ্যাটেষ্টশান করার পর পরচা দেওয়া শুরু হয়েছে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বিগত ইমারজেন্সির সময়ে কিছু কিছু জোতদার বিশেষ করে আমবাসার মধ্যে এক একজন এক দ্রোন দেড় দ্রোন এমন কি তিন দ্রোন পর্যন্ত জমি নিজেদের নামে খাস জায়গা এ্যালটামণ্ট করে নিয়েছে।

কিন্তু আজকে যখন বর্গাদাররা সেখানে চাষ করতে যায় তখন তাদের সংগে বিরোধ হয়, মামলা হয় মোকদ্দমা হয়। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন যে, বিগত জরুরী অবস্থার সময়ে সমস্ত ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাণ্ড এলটমেণ্ট রুল ভায়োলেট করে যে সমস্ত জোরদারকে জমি এলট্মেণ্ট দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ক্যান্সেল করা হবে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত :—এই প্রশ্নটা বিভিন্ন জায়গায় উঠেছে। আমাদের বর্ত্তমান ল্যাণ্ড রিফর্মস আইন প্রয়োজনীয় সংশোধনের অপেক্ষায় আছে। যেসব ক্ষেত্রে ল্যাণ্ড এলট্মেণ্ট রুল অমান্য করে জমি দেওয়া হয়েছে. আমাদের রিভিশান অব রেকর্ডস্ যখন শুরু হয়েছে সেইসবগুলি একটা পরিষ্কার কলামে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু যে ধারা বলে সর্ত্তকে সংশোধন করা যায় এবং কতগুলি ধারা এমনভাবে জড়িত আছে, যে জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত সেটালমেণ্ট ষ্টাফও সেটা করতে পারে না। তার রেকর্ড সরকারের কাছে উপস্থিত করার জন্য ল্যাণ্ড রেকর্ড এর যারা কাজ করে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এই তথ্য আছে জমির এলটমেণ্ট দেওযার জন্য এলট্মেণ্ট যে রুল আছে সেই রুল অমান্য করে এলট্মেণ্ট দেওয়া হয়ে গেছে। ১২ বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেগুলি ফিরিয়ে নিয়ে আসা, সাধারণভাবে এমন কোন ব্যবস্থা নাই। সেজন্য এইগুলি সম্পর্কে রেকর্ডে ৯৮ ধারা অনুসারে যে কোন সময় রেভিনিউ অফিসার রিভিউ করতে পারে। সেই রিভিউ করার পর ধারাপ্রয়োগ করার জন্য রিভিনিউ দপ্তর থেকে বিভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট এর কাছে নির্দেশ গিয়েছে। আমি এখানে একটা জিনিষ উল্লেখ করতে চাই। আমরা সরকারে আসার আগে কয়টা অঞ্চল বর্গা শর্তের রেকর্ড-ভুক্ত হয়েছে তার উল্লেখ করছি। আমরা ক্ষমতায় আসার আগে অমরপুর সার্কেলে ছিল ৮ জন

বর্তমানে ২২৫ জন। আমরা ক্ষমতায় আসার আগে সমস্ত কমলপুর রেভিনিউ সার্কেলে বর্গা রেকর্ডভুক্ত ছিল মাত্র ১ জন, আর আমরা ক্ষমতায় আসার পরে হয়েছে ৬৯৭ জন। উদয়পুর সার্কেলে আমরা ক্ষমতায় আসার আগে ছিল ৮৩ জন আর এখন হয়েছে ৩৩৭ জন। এই যে রেকর্ড তার থেকে বুঝা যায় যেখানে গাঁওসভা ও কৃষকসভা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিয়ে সেখানে মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি নিয়ে যতগুলি মামলা আছে তার সম্পর্কে আজকে অতীতের রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত সে তখন থেকে চলে আসছে। কিন্তু এখন যখন আমরা বর্গাদারদের বর্গা নতুনভাবে রেকর্ড করতে যাচ্ছি তখন নতুন করে মামলা খুব কম দেখা যায়।

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলটি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলটির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এর সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

বিলের নাম	তারিখ
"দি বেঙ্গল এ্যাগ্রিকালচারেল ইন্‌কাম্‌ ট্যাকস্‌ (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৭৯)"।	১-৯-১৯৭৯ ইং

CALLING ATTENTION

আমি নিম্নলিখিত সদস্য-এর নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—

১। শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

"সাম্প্রতিক সুতার অসম্ভব পরিমাণ দাম বৃদ্ধির ফলে তাঁতশিল্পীদের বিপন্ন হয়ে পড়া সম্পর্কে।"

শ্রীঅনিল সরকার—তাঁত শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সূতা মিলে উৎপাদন হয়। কাজে কাজেই প্রয়োজনীয় সূতার যোগান বহিরাজ্যের মিলের উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। বিগত জুলাই ও আগষ্ট মাসে ১৯৭৯ ইং মোট ৬০ (ষাট) দিন তামিল নাড়ুর সমস্ত মিলে ধর্মঘটের দরুণ সূতা উৎপাদন বন্ধ থাকে। সম্ভবতঃ এই কারণে সমগ্র ভারতে সূতার যোগান হ্রাস পায় এবং সূতার বাজার দর বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা যায় যে তাঁত শিল্পের প্রয়োজনীয় চাহিদানুযায়ী সূতার যোগান মুখ্যতঃ তামিলনাড়ুর মিল হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে।

২) হ্যাঁ কোন কোন ক্ষেত্রে।

৩, ৪, ৫) এইরূপ সংখ্যা সরকারের নিকট বর্ত্তমানে নাই তবে এ পর্য্যন্ত ১৫ জন বর্গাদারের বিরুদ্ধে জোতদারগণ আদালতে কেস্ দায়ের করেছে। কেস পরিচালনা করার জন্য "ত্রিপুরা বর্গাদার এণ্ড মারজিনেল ফার্মার (পেমেণ্ট অব লিগেল একস্পেস) রুল ১৯৭৯" অনুযায়ী এ পর্য্যন্ত মোট ৪৯৪২ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া রিভিশান অব রেকর্ড-অব রাইটের কার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের সাহায্যে বিশেষ কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়া বর্গাদারদের সনাক্ত করা ও তাহাদের নাম রেকর্ড করার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা লেণ্ড রেভিনিউ এণ্ড লেণ্ড রিফরমস একট্ ১৯৬০ এর প্রয়োজনীয় ধারা সংশোধন করা হইয়াছে যাহাতে বর্গাদারের বা সম্ভাব্য বর্গাদারের নাম খতিয়ানভুক্ত করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া এই ব্যাপারে সিভিল কোর্টের ক্ষমতাও সংকুচিত করা হইয়াছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় এখন পর্য্যন্ত ২১৬ জন বর্গাদারকে বর্গা রেকর্ডভুক্ত করা হইয়াছে। তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গাতে অ্যাটেষ্টশান করার পর পরচা দেওয়া শুরু হয়েছে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বিগত ইমারজেন্সির সময়ে কিছু কিছু জোতদার বিশেষ করে আমবাসার মধ্যে এক একজন এক দ্রোন দেড় দ্রোন এমন কি তিন দ্রোন পর্য্যন্ত জমি নিজেদের নামে খাস জায়গা এ্যালটমেণ্ট করে নিয়েছে।

কিন্তু আজকে যখন বর্গাদাররা সেখানে চাষ করতে যায় তখন তাদের সংগে বিরোধ হয়, মামলা হয় মোকদ্দমা হয়। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন যে, বিগত জরুরী অবস্থার সময়ে সমস্ত ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাণ্ড এলটমেণ্ট রুল ভায়োলেট করে যে সমস্ত জোতদারকে জমি এলট্মেণ্ট দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ক্যান্সেল করা হবে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত :—এই প্রশ্নটা বিভিন্ন জায়গায় উঠেছে। আমাদের বর্ত্তমান ল্যাণ্ড রিফর্মস আইন প্রয়োজনীয় সংশোধনের অপেক্ষায় আছে। যেসব ক্ষেত্রে ল্যাণ্ড এলট্মেণ্ট রুল অমান্য করে জমি দেওয়া হয়েছে. আমাদের রিভিশান অব রেকর্ডস্ যখন শুরু হয়েছে সেইসবগুলি একটা পরিষ্কার কলামে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু যে ধারা বলে সর্ত্তকে সংশোধন করা যায় এবং কতগুলি ধারা এমনভাবে জড়িত আছে, যে জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত সেটালমেণ্ট ষ্টাফও সেটা করতে পারে না। তার রেকর্ড সরকারের কাছে উপস্থিত করার জন্য ল্যাণ্ড রেকর্ড এর যারা কাজ করে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এই তথ্য আছে জমির এলটমেণ্ট দেওয়ার জন্য এলট্মেণ্ট যে রুল আছে সেই রুল অমান্য করে এলট্মেণ্ট দেওয়া হয়ে গেছে। ১২ বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেগুলি ফিরিয়ে নিয়ে আসা, সাধারণভাবে এমন কোন ব্যবস্থা নাই। সেজন্য এইগুলি সম্পর্কে রেকর্ডে ৯৮ ধারা অনুসারে যে কোন সময় রেভিনিউ অফিসার রিভিউ করতে পারে। সেই রিভিউ করার পর ধারাপ্রয়োগ করার জন্য রিভিনিউ দপ্তর থেকে বিভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট এর কাছে নির্দেশ গিয়েছে। আমি এখানে একটা জিনিষ উল্লেখ করতে চাই। আমরা সরকারে আসার আগে কয়টা অঞ্চল বর্গা শর্তের রেকর্ড-ভুক্ত হয়েছে তার উল্লেখ করছি। আমরা ক্ষমতায় আসার আগে অমরপুর সার্কেলে ছিল ৮ জন

৮০ এস×৮০ এস শাড়ী	টা: ২৮.০০ হইতে টা: ৩০.০০ প্রতিটি	টা: ৩৩.০০ হইতে টা: ৩৪.০০ প্রতিটি।
১০০ এস×১০০ এস শাড়ী	টা: ৩২.০০ হইতে টা: ৩৪.০০ প্রতিটি	টা: ৩৬.০০ হইতে টা: ৩৭.০০ প্রতিটি।
		১২ হাত শাড়ী প্রতিটি ৪২.০০ টাকা বুটী শাড়ী ৫০.০০ হইতে ৫৫.০০ প্রতিটি

সূতার মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁত শিল্পীদের সূতার যোগান রাখা সম্পর্কে এবং তাঁত শিল্পীদের কাপড়ের ক্রয় মূল্য, মজুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে রাজ্য সরকার যথেষ্ট সচেতন আছেন এবং যোগান অব্যাহত রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এমন কোন নজীর নাই, যে সূতার যোগানের অভাবে রাজ্যের কোন তাঁতশিল্পী কর্মচ্যুত হয়েছেন। যদিও সমগ্র ভারতে সূতার মূল্য বৃদ্ধি এবং যোগান হ্রাস পাইয়াছে। তবুও এগুলি বিচার বিবেচনার মধ্যে আছে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান, এই যে দামটা বলেছেন যে জনতা শাড়ীর দাম ১৩.৫০ পয়সা থেকে বেড়ে ১৪.৫০ পয়সা করা হয়েছে, কিন্তু তার পরে আমি দেখছি এই সূতার দাম আগের থেকে আরও ৭ টাকা বেড়ে গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনতা শাড়ীর দাম আরও বাড়াবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :—আমি এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দিল্লীতে আজকে ও কালকে জনতা শাড়ীর উপর একটা কনফারেন্স আছে, তাতে আমি শিল্প অধীকর্তাকে পাঠিয়েছি। সূতার দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে তাঁত শিল্পীদের মজুরী বাড়ানো যায়, তার জন্য সেখানে ত্রিপুরা তাঁতীদের পক্ষে এবং আমাদের সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলবেন। তাছাড়া সে সম্পর্কে কি করা যায় সেটা আমরা ভেবে দেখব।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—আজকে হ্যাণ্ডলুম এবং হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশানে প্রায় সাড়ে ৪০০ রেজিষ্টারড্ তাঁতশিল্পী আছে। তাদের সূতা জোগান দেওয়ার মত সূতা ষ্টক করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :—আমি তো এখনই ষ্টক করতে চাই, এ সম্পর্কে আমাদের কোন দ্বিমত নাই। সূতা সংগ্রহ করা হয় যে মিল গুলি থেকে, কলগুলি থেকে আমি একটু আগেই বলেছি যে তাদের ধর্মঘট ছিল। অবশ্য সেটা বড় কথা নয়। আমাদেরকে সূতা দেবার ব্যাপারে তারা কতটুকু আগ্রহী সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ বাজারে বিভিন্ন সময় সূতার দাম বাড়ানো যায়, যদি সূতা তাদের কাছে থাকে। তবুও আমি ন্যাশানেল টেক্সটাইল-কর্পোরেশানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে তাদের এজেন্সি চেয়েছি।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—প্রতিবছর কর্পোরেশানের মাধ্যমে ৬ লাখ টাকার মত ভর্ত্তুকি এবং ট্রাইবেলদের গ্রেড সূতা দেওয়া হয়। আজকে সূতার যে অনটন, এতে করে আগামী

বছরে ৭৫ পারসেন্ট ভর্তুকি দিয়ে ট্রাইবেল ও তাঁতশিল্পীদের মধ্যে সুতা বিলি বণ্টন করতে হবে। যদি আগাম সুতা ষ্টক না রাখা হয়, তাহলে পরবর্তী কালে সুতা সরবরাহ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এই জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা নিয়ে ষ্টক রাখার কোন ব্যবস্থা করেছেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার:—স্যার, আমি আগেই বলেছি আমরা সরাসরি এজেন্সি পর্যন্ত চাই যেটা নাকি আমাদের ষ্টক করার ব্যাপারে সুবিধা হবে। এই সুতার সংগ্রহের জন্য আমরা হন্যে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, এক ছটাক সুতা পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছে. অনেকে দয়াদাক্ষিণ্য করে যেমন পশ্চিমবঙ্গের সরকার ও অন্যান্যরা আমাদেরকে সুতা দিয়েছেন। কাজেই এই সমস্যাটা মিলের সঙ্গে, সুতার উপরে যাদের নাকি সম্পূর্ণ কণ্ট্রোল। আমরা এ কথা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা সুযোগ পেলেই ওদের থেকে যদি সুতা পাওয়া যায় আমরা ষ্টক করার জন্য সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করব। কারণ বিগত দিনে আমাদের কাপড়ের যে সমস্ত সমস্যা ছিল বাজারে সেটা বিক্রি হত না, জমা হয়ে থাকত। এ বছর সমস্যা হল আমরা চাহিদা অনুসারে উৎপাদন করতে পারছি না। সারা ভারতবর্ষ থেকে এখন আমাদের কাপড়ের জন্য যে প্রচণ্ড চাহিদা বেড়েছে এবং সেই চাহিদাকে যোগান দেওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমার তাঁতীদেরকে বাঁচানোর জন্য এই যে আমাদের সমস্ত প্রায়োরিটি কিন্তু উৎপাদক আমরা নই, সেখানে আমাদের মূল সমস্যা, তবে আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীঅখিল দেবনাথ:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ ৮০ এবং ১০০ যে মূল্যবৃদ্ধির কথা বলেছেন, কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির কথা বলেছেন তা বর্তমানে পূজার যে বাজার দর তার সঙ্গে সংগতি পূর্ণ নয়। সুতরাং এইটাকে বর্তমানে পূজার দরের সঙ্গে সংগতি পূর্ণ রেখে কাপড়ের দাম বাড়ানোর কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এখনি সরকারের হাতে আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার:—মাননীয় স্পীকার স্যার, কাপড়ের দাম বাড়ানোর আমাদের কোন পরিকল্পনা এখনই নেই। সুতার দর বাড়লেই চেষ্টা করছি ভর্তুকি দিয়ে পর্যন্ত আমরা কাপড়ের দর যাতে একটা ক্রয় সীমার মধ্যে রাখা যায়।

মিঃ স্পীকার:—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মার কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি হল:—"গত ১৭-৯-৭৯ ইং তারিখ বেলা সাড়ে তিন ঘটিকা থেকে চারটা নাগাদ আখাউড়া চেকপোষ্ট সংলগ্ন দক্ষিণ রামনগরে বাংলাদেশ সিমান্ত থেকে গরু পাচার কালে গরু সমেত কতিপয় স্থানিয় জনসাধারণ কর্তৃক ধৃত এবং পুলিশের নিকট সোপার্দ করা সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই 'দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটার উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২১ তারিখে হাউসের সামনে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১ তারিখে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণীর নোটীশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ উপর বিবৃতি দেন। নোটীশটীর বিষয়বস্তু হল :— "গত ৯ই আগষ্ট আগরতলা সেক্রেটারিয়েটের সামনে কিছু সংখ্যক কংগ্রেস কর্মি দুবৃর্ত্তগণ কর্তৃক সরকারী গাড়ী ভাঙ্গচুর করা এবং বিভিন্ন সরকারী অফিস ভবনের দরজা, জানালা ভেঙ্গে তছনচ করা সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার. মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এই হাউসের সামনে আনা হয়েছিল সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল ত্রিপুরা স্বয়ং শাসিত জেলা পরিষদ বিল বাতিলের, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের মূল্য-বৃদ্ধির প্রতিবাদে বেকারদের চাকুরীর জন্য এবং কয়েকটি ছাত্র হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে গত ৯ই আগষ্ট ১৯৭৯ ইং তারিখে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস (স্বর্ণ সিং গ্রুপ) এবং ইহার ছাত্র সংঘটন ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। তাহারা পোষ্ট অফিস চৌমুহনী সংলগ্ন কংগ্রেস অফিস হইতে আরম্ভ করিয়া, হরিগঙ্গা বসাক রোড বটতলা এবং রোনালডসে রোড হইয়া শোভাযাত্রা সহ-কারে ফায়ার ব্রিগেড চৌমুনীতে আসিয়া দলে দলে গ্রেপ্তার বরন করবে বলিয়া ঘোষণা দেয়। ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী এবং সচিবালয়ের চতুর্দ্দিকে পুলিশী ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শোভাযাত্রা কারী গণ কংগ্রেস ভবন হইতে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সময় বেলা ৪ ঘটিকায় যাত্রা করেন কিন্তু তাহারা হঠাৎ গতিপথ পরিবর্তন করে এবং হরিগঙ্গা বসাক রোড হইয়া কামান চৌমুহনীর দিকে যান এবং সেন্ট্রাল রোড হইয়া আখাউড়া রোডে পৌছে। রাস্তায় পুলিশী ব্যবস্থা এবং ভি, এম, হাসপাতাল চৌমুহনীতে পুলিশী প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকিলেও শোভাযাত্রী গনের হঠাৎ গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পুলিশী ব্যবস্থার কিছু অদল বদল প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শোভা যাত্রীগণ ভি, এম, হাসপাতাল চৌমুহনীতে পৌছিলে পুলিশ তাহাদের গতিরোধ করে। এই সময় স্থানীয় উমাকান্ত বিদ্যালয় ছুটি হয়। কারা ছাত্র এবং কারা বিক্ষোভকারী পুলিশ বুঝিতে না পারায় ২৫।৩০ জন বিক্ষোভ কারী পুলিশ প্রতিরোধ পার হইয়া সচিবালয়ের পূর্ব গেইটে আসিয়া পড়ে। এই সব বিক্ষোভকারীদের হাতে ফেষ্টুন, লাঠি ও লুকাইত অবস্থায় ইটের টুকরা ছিল। তাহারা ইটের টুকরা নিক্ষেপ করিতে করিতে সচিবালয়ের বাহিরের গেইটের ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে এবং লোহার গেইটের নিকটে আসিয়া সচিবালয়ের সামনে রক্ষিত তিনটি এম্বেসেডার গাড়ীর কাঁচের পর্দা লাঠি ও ইটের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যেলে। গাড়ী গুলি ছিল রাজস্বমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, ও জেল মন্ত্রীর। এই সমস্ত দুস্কৃতকারীদের বিরত করিতে গিয়া পুলিশও ইট এবং লাঠির আঘাত পান। ফলে চারজন পুলিশ কর্মী আহত হন। দুস্কৃতকারীরা সচিবালয়ের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে কিন্তু লোহার গেইট বন্ধ

করিয়া তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যাহত করা হয়। পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে তাহারা পুলিশকে বাধা দেয় ও ধস্তাধস্তি শুরু করে। ফলে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী আহত হয়। পুলিশ ১৭ জন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া পশ্চিম আগরতলা থানায় মোকদ্দমা ১৭-(৮)৭৯ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭।১৪৮।১৪৯।৩২৩।৩৩৩।৪২৭।৪৪০ ধারায় নথীভুক্ত করে। পরে রতন রায় নামে আর একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এই ব্যাপারে মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের নাম হল:— ১) খোকন চক্রবর্তী পিতা শ্রী উপেন্দ্র চক্রবর্তী, ২) দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য পিতা শ্রী রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩) খোকন দে পিতা যদুনাথ দে, ৪) জীবন চক্রবর্তী পিতা মহেন্দ্র বক্রবর্তী, ৫) অনিমেষ দাস পিতা জ্যোতিষ দাস, ৬) হরিপদ সাহা পিতা বীরেন্দ্র সাহা, ৭) সত্য নারায়ণ চক্রবর্তী পিতা রামনাথ চক্রবর্তী, ৮) শক্তিপদ সাহা পিতা সুশীল সাহা, ৯) বরুন সাহা পিতা মনমোহন সাহা, ১০) পরিমল দেব পিতা মৃত সারদা দেব, ১১) অসীম সাহা পিতা রেবতী সাহা, ১২) পিযুষ বিশ্বাস পিতা সুরেন্দ্র বিশ্বাস, ১৩) দীলিপ পাল পিতা দেবেন্দ্র চন্দ্র পাল, ১৪) রতন ঘোষ পিতা হরিশ ঘোষ, ১৫) অমূল্য দেব নাথ পিতা উমেশ দেব নাথ, ১৬) নন্দন গুপ্ত পিতা উমাচরণ গুপ্ত ১৭) কমল দেব নাথ পিতা লক্ষী চন্দ্র দেব নাথ ও ১৮) তরুন রায় পিতা হরেন্দ্র রায়। সমস্ত ধৃত ব্যাক্তিকে কোর্টে হাজির করা হয় এবং সেখান হইতে ১৬ জন ১৬-৮-৭৯ ইং তারিখে জামিনে মুক্ত হয় এবং অপর দুইজন ১০-৮-৭৯ ইং তারিখে জামিনে মুক্ত হয়। মোকদ্দমাটীর তদন্ত প্রায় শেষ এবং চার্জশীট খুব শীঘ্রই পেশ করা হবে। অন্যান্য কোন অফিস গৃহের দরজা বা জানালার কোন ক্ষতি হয় নাই। গাড়ী ভাঙ্গা এবং পুলিশের একটী মোটর সাইকেলের ক্ষতি বাবত ২ হাজার টাকার কিছু উপরে হবে।

শ্রী সমর চৌধুরি :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটু ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই শোভা-যাত্রার দুর্বৃত্তদের তথা কংগ্রেস কর্মী দুর্বৃত্তদের প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস নেতা অর্থাৎ ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতা মনছুর আলি সাহেব এবং মোহন লাল রায় প্রমুখ নেতৃত্ব দিয়েছেন এইটা মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মননীয় স্পীকার স্যার, আমি ত আগেই বলছি যে এই শোভা-যাত্রাটী স্বরণ সিং কংগ্রেস বলে পরিচিত যে কংগ্রেস সেই কংগ্রেস পরিচালনা করেছেন এবং ঘটনাটী করেছেন এবং কংগ্রেসর নেতৃত্বে রয়েছেন শ্রী মনছুর আলি সাহেব অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা।

Motion for extension of time

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক কমিটির রিপোর্ট পেশ করার জন্য আরও সময় চেয়ে প্রস্তাব উত্থাপণ। আমি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Keshab Majumder,

M. L. A. against Editor of the "Chinikok" a local weekly newspaper, as referred to the Committee on 25-1-79 for investigation, Examination and report, be extended upto the next Session.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

Govt. Business (Legislation)—Introduction of Bill

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— "দি প্রিজনারস্ (ত্রিপুরা এমেণ্ড-মেন্ট বিল, ১৯৭৯) (ত্রিপুরা বিল নং—১৩ অব্ ১৯৭৯)" উত্থাপন। এখন আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "দি প্রিজনারস্ (ত্রিপুরা এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং—১৩ অব ১৯৭৯)" হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "দি প্রিজনারস্ (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং--১৩ অব ১৯৭৯)" হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় এবং বিলটি উত্থাপিত হয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি সদস্যদের অনুরোধ করছি এই বিলের কপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— "দি এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল টু রেগুলেট দি ট্রাফিক বাই রিক্‌শো, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং—১৪ অব ১৯৭৯)" উত্থাপন। এখন আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "দি এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল টু রেগুলেট দি ট্রাফিক বাই রিক্‌শো, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং—১৪ অব ১৯৭৯)" হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ অধ্যক্ষ :—এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কতৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো— "দি এমেণ্ডমেন্ট বিল টু রেগুলেট দি ট্রাফিক্ বাই রিক্‌শো, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব্ ১৯৭৯)" হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি সদস্যদের অনুরোধ করছি এই বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

মিঃ অধ্যক্ষ :— এখন সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— "সর্ট ডিসকাশন অন্ মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স।" আজকের সংশ্লিষ্ট কার্য্যসূচীতে তিনটি "সর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। প্রথমটি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয়ের, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্হা, এবং তৃতীয়টি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের। আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের অনুরোধ নোটিশটি আরম্ভ করছি, বিষয়বস্তু হল :—সীমান্ত এলাকাগুলিতে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের দ্বারা গরু চুরি, ডাকাতি ও বে আইনী পাচার প্রভৃতি সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি ঘটনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই হাউসের সামনে যে নোটিশটি উপস্থাপিত করছি আলোচনার জন্য সেটি হচ্ছে—"সীমান্ত এলাকাগুলিতে বাংলাদেশ দুর্বৃত্তদের দ্বারা গরু চুরি, ডাকাতি ও বেআইনী পাচার প্রভৃতি সম্পর্কে"।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার অভ্যন্তরে শান্তি শৃংখলা জোরদার হয়েছে, নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে, যদিও আমরা বাঙ্গালী বা ঐ ধরনের কতগুলি কায়েমী সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলি রাজ্যের অভ্যন্তরে কিছু কিছু গণ্ডগোল বাধাচ্ছে, তথাপি রাজ্যের জনগণ এ সকল সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি রাজ্যের যে সীমান্ত এলাকা যেখানে সাধারণতঃ রাজ্যের পুলিশের এক্তিয়ারে থাকে না সেখানে সীমান্ত বি. এস, এফ, বাহিনী পাহারা দিচ্ছে। সীমান্ত এলাকা পাহারা দেবার দায়িত্ব সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের। সে সব সীমান্ত এলাকায় গরু চুরি, ডাকাতি, খুন রাহাজানি ইত্যাদি বাড়ছে। এই সব ঘটনার জন্য বি. এস, এফ, বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্বেও কোন ফল হয়নি। আমি এই বিধান সভায় দুই, একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। ত্রিপুরার সেকেরকোট এবং কমলাসাগর এর বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা বি, এস, এফ, এর তদারকীতে রয়েছে। অথচ বি, এস, এফ, বাহিনী তাদের কাজ ঠিকভাবে করছে না। ফলে এই সীমান্ত এলাকায় গরু চুরি, ডাকাতি অহরহ হচ্ছে। এগুলো বন্ধের জন্য বি, এস, এফ, বাহিনী কিছুই করছে না। দেবীপুরে কিছুদিন আগে একটি ডাকাতি হয়ে গেল। এই স্থান থেকে বি, এস, এফ, এর ক্যাম্প মাত্র আধ বা এক কিলোমিটার দূরে। তথাপি বি, এস, এফ, ঘটনাস্থলে সময়মত আসতে পারেনি বা ঐ এলাকায় চুরি বা ডাকাতি রোধে কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি।

অর্থাৎ কতটা উদাসীন থাকলে, এটা হতে পারে। এমনি ভাবে পাণ্ডবপুর এলাকায় ডাকতি হয়েছে এবং পুলিশের সংগে আলোচনা করে আমি ব্যক্তিগতভাবে জেনেছি যে সবগুলি ডাকাতির নমুনা প্রায় একই রকম. তাঁরা একই পথে ডাকাতি করতে আসে. আবার ডাকাতি করে একই পথে ফিরে যায়। যদিও সেখানে বি এস, এফ ক্যাম্প আছে, তবু তারা ডাকাতদের প্রতিরোধ করতে পারছে না। যদি সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তার একটা সুষ্ঠ ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে এভাবে একের পর এক ডাকাতি হত না, একই

রাস্তা দিয়ে ডাকাতি করতে এসে, আবার ডাকাতি করে ঐ একই রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে পারত না। গরু পাচার সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। গরু পাচার সম্পর্কে সীমান্ত এলাকার লোকেরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে এক এক এলাকায় রক্ষীবাহিনী গঠন করেছেন। কারণ এ সব এলাকার লোকেরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, তারা খেটে খাওয়া মানুষ গরীব মানুষ, তাদের বিষয় সম্পত্তি বলতে তেমন কিছু নেই, বলতে গেলে বলতে হয় যে তারা ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে নিজেদের জীবন ধারণ করছে, তারাও আজকে এলাকায় এই রকম উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজ নিজ এলাকায় রক্ষী বাহিনী গড়ে তুলেছে। ফলে আজকে কোন এলাকায় দেখা যাচ্ছে যে গরু পাচার হচ্ছে না, বিশেষ করে রাত্রির বেলায় যে ভাবে আগে গরু পাচার হত, সেটা অনেক জায়গায় কমে এসেছে। কাজেই জনসাধারণ আজকে নিশ্চয় এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করবে, কেন না তাদের সামনে যে প্রশ্ন এসেছে, বিশেষ করে পাণ্ডবপুর এলাকায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের আরও বিভিন্ন এলাকাতে তারা নিজেরা এই সব উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পাড়ায় পাড়ায় রক্ষী বাহিনী গড়ে তুলেছে। কাজেই জনসাধারণের এই উদ্যোগটা নিশ্চয় আমাদের প্রশংসনীয়, কারণ তাদের এই উদ্যোগের ফলে রাত্রির বেলায় কোন কোন জায়গায় গরু পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন দিনের বেলায় ৫০/৬০ জন একত্রিত হয়ে দল বেঁধে গরু পাচার করে। কারণ তখন মানুষ নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই সব ঘটনা আমাদের আজকে নূতন ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। সীমান্ত এলাকার মধ্যে প্রতি ৩/৪ কিলোমিটার অন্তর অন্তর একটা করে বি এস, এফ ক্যাম্প রয়েছে অথচ তারা কেন যে গরু পাচার বন্ধ করতে পারছে না তা জনসাধারণের কাছে বোধগম্য নয়। অথচ জানা যায় যে কোনাবন বি, এস, এফ ক্যাম্পের একেবারে মেইন গেটের মধ্য দিয়ে ভিন্ন দেশীয় গরু চোরেরা আমাদের এখান থেকে গরু পাচার করে নিয়ে যায়। সেখানে যদি সত্যি বি. এস. এফ এই সব গরু পাচার রোধ করতে পারত, তাহলে নিশ্চয় আমাদের এলাকা থেকে এত গরু পাচার হত না, শুধু কি গরু পাচার, আরও যে অন্যান্য অবৈধ মালামাল পাচার হয়, সেটাও বন্ধ করা সম্ভব হত। আজকে অন্ততঃ মানুষ যে ভাবে ত্রিপুরাতে আমাদের বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় আসীন করেছেন, তাদের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে দিকে আমাদের বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তারপর আছে বক্সনগর এলাকা অথবা বিশালগড বা কোনাবন এলাকা, এই সব এলাকা দিয়ে প্রতি দিনই গরু পাচার হচ্ছে এবং অন্যান্য জিনিষপত্রও অবৈধ ভাবে পাচার হচ্ছে। আমি পুলিশের সংগে আলোচনা করে জানতে পেরেছি, তারা বলেছেন যে যারা এসব মালামাল নিয়ে যাতায়াত করে, তাদের কাছে বৈধ পারমিট থাকে, কাজেই পুলিশের পক্ষে তাদের আটক করা সম্ভব নয়। রাজ্যের পুলিশ—কেউ যদি নিজ এলাকার মধ্যে যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চায়, এবং তার জন্য বৈধ পারমিট থাকে, তাহলে তাদের কি ভাবে বাধা দেবে? তারা সেক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু সীমান্ত রক্ষী বাহিনী যাদের ক্যাম্পগুলি প্রায় সীমান্তের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত, সেখান দিয়ে যদি গরু পাচার হয়, বা আরও অন্যান্য

জিনিস পাচার হয়, তাহলে তারা সেগুলি প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, যে বি, এস, এফ সেগুলিকে প্রতিরোধ করছে না। কাজেই সীমান্ত এলাকায় এই সবের প্রতিরোধ করার জন্য যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবী জানাতে হবে এবং সেই সংগে রাজ্য সরকার তার যে পুলিশ বাহিনী আছে, তার সাহায্যে সীমান্ত এলাকার মানুষের মনে যাতে নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে আরও তৎপরতার সংগে সহযোগীতা করতে হবে। কাজেই আমি সীমান্ত এলাকার মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে এই বিষয়টা আলোচনা করার জন্য এই হাউসের সামনে এনেছি। আমি আশা করব, যে সরকার, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করবেন যাতে সীমান্তে বসবাসকারী মানুষদের মনে নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি হতে পারে এবং সীমান্তে যাতে কোনরকম বে-আইনি কাজকর্ম না হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহাশয়কে ধন্যবাদ, কারন ত্রিপুরার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সীমান্ত এলাকা-গুলিতে বাংলাদেশ দুর্বৃত্তদের দ্বারা গরু চুরি, ডাকাতি ও বে-আইনী পাচার সম্পর্কে যে আলোচনাটা এই হাউসের সামনে এনেছেন, তার থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সীমান্ত এলাকায় গরু চুরি, চোরা কারবারি এবং অন্যান্য বে-আইনী কার্য্যকলাপ আরও বেড়ে গিয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার সেগুলি বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা সেই সব প্রতিশ্রুতির কোনটিই পালন করতে পারছেন না। এই অমরপুরের কথাই যদি বলি, তাহলে আমরা দেখছি যে ৬০ মাইল ভিতরে এসে মিজোরা হামলা করে গেল, অথচ তার কোন রকম প্রতিরোধ করা গেল না। আবার ভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে চোর আসবে, ডাকাত আসবে, তারা এসে এখানকার গরু চুরি করে নিয়ে যাবে, এখানকার মানুষের ধন সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে যাবে, সরকার আছে, তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা আছে, পুলিশ আছে, যাদের জন্য বছরে লাখ লাখ টাকা খরচ করা হয় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার রক্ষার নামে, অথচ এই সব হামলা বা উপদ্রবকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না, এটা কেমন কথা? প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, তাদের কোন রকমে বাধা পর্য্যন্ত দিতে পারছে না, কাজেই এটাকে সরকারের ব্যর্থতা বলব না তো কি বলব? আমার মনে হয় হয়তো এটা বামফ্রন্ট সরকারেরই একটা চক্রান্ত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার আলোচনাটা বিষয়বস্তু থেকে সরে যাচ্ছে। আপনি আপনার আলোচনা বিষয়বস্তুর উপর সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— স্যার, আমি তো আলোচনা বিষয়বস্তুর উপরই রাখছি। জনগণের সরকার কি এভাবে চলতে পারে? এভাবে চলতে পারে না। কারণ জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যে সরকার করতে পারে না, যে সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়, বর্ডার এলাকা থেকে প্রতিদিন গরু চুরি হবে, ভিতরে এসে ডাকাতি করে যাবে,

অথচ এইসব বে-আইনী কার্য্যকলাপকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। এই যদি হয়, তাহলে পুলিশের জন্য কেন লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়, কাজেই আমার বক্তব্য হল বামফ্রন্ট সরকার বি, এস, এফকে দোষ না দিয়ে, দলবাজী না করে, নিজেরাই মানুষের সম্পত্তি, ত্রিপুরা বাসীর সম্পত্তি রক্ষা করতে সচেষ্ট হোন, এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য এবং যুব সমিতির বক্তব্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার সীমান্ত সমস্যা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং এটা দুঃখের বিষয় যে কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। আমাদের আন্তর্জাতিক বর্ডার বা বাংলাদেশের বর্ডার প্রায় ৯০০ কি. মি.। এছাড়া মিজো বর্ডার রয়েছে যেটা খুব শান্ত না। এই বর্ডারের চেহারা কোন জায়গাতে একজনের বাড়ীর উপর দিয়ে গেছে বা কোন বাড়ী অর্ধেক বাংলাদেশে আর অর্ধেকটা ত্রিপুরাতে। আবার কোন এলাকা আছে যেখানে এখন পর্যন্ত কোন যানবাহন চলে না, মানুষ পায়ে হেঁটে যান। এরকম দুর্গম এলাকা রয়েছে যেসব এলাকা এখনও জনমানব বিহীন। তাছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র সেখানে শুধু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নয়, সেখানে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট চলছে। আমাদের ভারতবর্ষে যে চেহারা অনেকদিন থেকে চলেছে তার চেয়েও খারাপ অবস্থা প্রতিবেশ রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই সমস্ত কারণে, সীমান্ত এলাকাতে অপরাধ মূলক কাজ সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের যারা বি, এস, এফ নিযুক্ত আছেন সীমান্ত রক্ষা করার কাজে, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এই সম্পর্কে অজ্ঞ। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং তারা বি, এস, এফ নিযুক্ত করেছেন। বি, এস, এফ বাহিনী খুব অসুবিধার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, অনেক অসুবিধার মধ্যে তাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে। তারা অনেক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। ত্রিপুরা সরকারের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সীমান্ত রক্ষা, সীমান্ত অপরাধরত কমানো সেটা শুধু বি, এস, এফের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন নি। বি, এস, এফের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা বাইরের লোক সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা বলেছি যে আপনারা এখান থেকে আমাদের কিছু লোক আপনাদের বর্ডার ফোর্সে রিক্রুট করুন যারা এলাকার সংগে পরিচিত। ইতিমধ্যে কিছু লোক তারা নিয়েছেন এবং আরও কিছু নেবেন। দুইটা বি, এস, এফ ক্যাম্প তার মাঝখানে অনেক ব্যবধান। সেই ব্যবধান যাতে দূর করা হয় সেই জন্য আমরা অনেকবার কেন্দ্রীয় সরকারে বক্তব্য রেখেছি। যতক্ষণ এই ব্যবধান দূর করা না হবে ততক্ষণ দুই ক্যাম্পের মধ্যে রাজ্য সরকারের পুলিশ ক্যাম্প ২৬/২৭টা আছে। তাতে আর, এস, টি, এ, পি, এবং মিজো বর্ডারে সি, আর, পি ইত্যাদি তারা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় কি ঘটছে? মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বাংলাদেশে সেখানে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলে। কোন কোন সময় সামরিক বাহিনীর লোকদেরকে নিয়োগ করা হয়। সেখানকার সংখ্যালঘু লোকেরা দলে দলে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করেছে। আমরা দেখেছি এক সময়ে মগরা এবং পরবর্তী সময়ে চাকমা তারা আসবার চেষ্টা করেছে। এই রকম সময়ে বি, এস, এফকে, পুলিশকে তাদের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সেইজন্য বলছি যে তারা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা

প্রশংশনীয় কাজ করেছেন। যেভাবে চাকমা রিফিউজীদেরকে ফেরত দিয়েছেন, কারও গায়ে তারা হাত তুলেন নি। আমি সেই সময়েতে চাকমার যারা নেতা তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের সংগে সাক্ষাৎ করেছেন; আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বলেছি যে আপনাদের উপর আমাদের সহানুভূতি থাকলেও আমরা নিতে পারি না। তারা বি, এস, এফের প্রশংশা করেছেন। কাজেই আমরা দেখছি যে। অনেক সময় দেখা গেছে গরু চুরি হয়ে গেছে, সেই গরু বি, এস, এফ ফেরত দিয়েছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন বিভিন্ন জায়গাতে এরকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তার অর্থ তাই নয় যে কোন জায়গাতে কোন একটা বি, এস, এফ তার কাজে গাফিলতি করছেন না। সেইসব ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে গেলে তারা নিশ্চয়ই কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। সেই সমস্ত ক্ষেত্রেতে বি, এস, এফ ইউনিটকে সরিয়ে নিয়েছেন এবং অপরাধ যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সাজা দিয়েছেন। এই সমস্ত কাজ তারা করেছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন সেকেরকোট, মাননীয় সদস্য সেখানকার যিনি এই আলোচনাটা উপস্থিত করেছেন তিনি ও জানেন যে সেখানে বার বার ডাকাতি হয়েছে। এবং এই ডাকাতি শুধু বাংলাদেশের লোক এসে করতে পারে না। সেদিক থেকে আমাদের অপদার্থতা, পুলিশের অপদার্থতা রয়েছে। কারণ এই সমস্ত ক্ষেত্রেতে যথেষ্ট তৎপরতার সহিত কাজ করতে পারে নি. যদিও এটা আমাদের করা প্রয়োজন এবং সরকারী ভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রেতে যে সব জায়গাতে আমরা লক্ষ্য করছি যে, স্থানীয় লোকের সহযোগিতা ছাড়া এই ধরনের কাজ হয় না সেখানে পুলিশকে আরো বেশী সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরো একটি দায়িত্ব জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কাছে দিয়েছি—পঞ্চায়েৎ, তাদের আমরা বলেছি, আপনারা বর্ডারে যারা ডিফেন্স পার্টি করতে ইচ্ছুক, তাদের দিয়ে ডিফেন্স পার্টি করুন। আমরা তাদের যতটুকু পারি সাহায্য করব। বি.এস.এফ-কে বলেছি, তাদের ইকুইপমেণ্টের জন্য আরো কিছু টাকা পয়সা খরচ করতে যাতে করে এই সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে বেশী করে নজর দেওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চায়েৎগুলিকে বলা হয়েছে, বহিরাগত যে সমস্ত লোক ত্রিপুরায় আসেন, অর্থাৎ বাইরে থেকে যে সমস্ত লোক ভেতরে ঢুকেন তাদের উপরে যথেষ্ট নজর রাখতে হবে। যা এখনও অনেক জায়গায় রাখছেন না। এটা আমাদের বুঝতে হবে, সীমান্ত এলাকায় বাইরের লোক যাতায়াত করবে, তাদের প্রতি যদি যথেষ্ট নজর রাখা যায়, তাহলে সীমান্ত এলাকায় পাচার কমানো যায়। সে দিক থেকে বি.এস.এফ., পুলিশ ও জনসাধারণকে মিলে আরো একটু সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সীমান্তে যে সমস্ত গরু আছে, সেগুলির সব যে বাংলাদেশর লোক নিয়ে যাচ্ছে চুরি করে, পুলিশ বলছেন যে, তার সবগুলি ঠিক নয়। যেহেতু গরু ব্যবসা লাভজনক ব্যবসা, সেই জন্য অনেক সময় গ্রামের লোকেরা লাভের আশায়ও গরু পাচার করে দিয়ে তারপরে পুলিশের কাছে বলেন যে, গরু লিফটিং হয়ে গেছে। বাংলাদেশের লোক গরু নিয়ে গেছে। যদিও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, গরু চুরি হচ্ছে সীমান্তে. এবং মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্রে বাহিনী তৈরী করা হয়েছে এবং এই সব বাহিনী সীমান্তে গরু চুরি করে নেবার জন্য প্রবেশ করলে পর আমাদের সীমান্ত গ্রামের নিরস্ত্র লোকদের কিছুই করার থাকে না। কাজেই সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, ডাকাতি হচ্ছে, আমাদের লোক আহত হচ্ছে, জোর করে টাকা পয়সা গরু পাচার করে নিয়ে

যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্য পঞ্চায়েৎগুলি থেকে গরুর হিসাব এবং গরুর উপর নজর দেওয়ার জন্য আমরা একটা কর্মসূচী নেওয়ার চেষ্টা করছি. এবং সেই সঙ্গে এও চেষ্টা করছি সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে হালের বলদের পরিবর্ত্তে পাওয়ার দেওয়া যায় কিনা যাতে করে সীমান্ত এলাকায় কম করে হালের বলদ ব্যবহার করতে পারে। যদিও একথা ঠিক সীমান্ত অঞ্চলেই শুধু গরু চুরি হচ্ছে না, অনেক ভীপে, অনেক ভেতরে যেয়েও গরু পাচার হচ্ছে। গরু পাচার ছাড়াও বিভিন্ন জিনিষ যাচ্ছে। যতটুকু খবর আছে তাতে, খাদ্য চাল এবং চাল জাতীয় জিনিষ পাচার হচ্ছে না। কিন্তু চিনি পাচার হচ্ছে। অনেক জায়গায় চিনি ধরাও হয়েছে। আমরা সেটার উপরে নজর রাখছি। চিনি ধরার জন্য গ্রামবাসীও চেষ্টা করছেন সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। আর একটি জিনিস আমরা করছি সেটা হচ্ছে, বাংলাদেশের যে সরকার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এইসব ঘটনার প্রতি সে জন্য বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের কাছেও আমরা বলেছি সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও চাই যে, যেসব জিনিষ বাংলাদেশ থেকে এখানে আসতে পারে তার একটা বৈধ ব্যবসা বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের মধ্যে যদি বৈধ বাণিজ্য চুক্তি করা যায়, তাহলে অবৈধ যে সব জিনিষপত্র আসছে এবং যাচ্ছে সেটা কিছুটা কমানো যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আশা করব, মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত অভিযোগ রেখেছেন, তাঁদের আরো অভিযোগ করার রয়েছে। অভিযোগগুলি যদি সরকারের কাছে সময় মত উপস্থিত করেন, তাহলে আমাদের বি এস.এফ. যে সমস্ত জায়গায় দুর্বল রয়েছে, সেই জায়গায় তাদের শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে পারব এবং দুর্নীতিবাজদের দূর করা যাবে বি.এস.এফ., পুলিশ ও জনসাধারণের সহযোগিতায়ই। এই সব কাজ আমাদের সরকার আরো দ্রুত করার চেষ্টা করবে। আমি আপনাদের এই যে উদ্বেগ এই উদ্বেগের কথা কেন্দ্রীয় সরকারকেও জানিয়ে দেব, যাতে তাঁরা এই সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের সমস্যা আরো বেশী গুরুত্ব দিয়ে দেখেন, এবং সীমান্তে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মি: স্পীকার :— শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রী হরিচরণ সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার যে এখানে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই যে গরু চুরি, ডাকাতি. এবং বে-আইনী পাচারের জন্য সীমান্তবর্ত্তী এলাকার গরীব কৃষক এবং মাঝারী কৃষককে তাদের একটা অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হয়। আমরা জানি ঐ যে গরীব কৃষক এবং মাঝারী কৃষক তাদের জীবন এবং জীবিকা সমস্ত কিছু নির্ভর করে ঐ গো-সম্পদের উপরে। তারা সারাদিন ক্ষেতের কাজ করেন এবং তাদের রুটি রোজগারের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করেন এবং ঐ পরিশ্রমের পর তারা আর রাত্রিতে তাদের ঐ গো সম্পদ রক্ষা করার মত, পাহারা দেবার মত শরীরের অবস্থা থাকে না। কাজে কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যে আলোচনা এই আলোচনাকে আমি সমর্থন করে বলতে চাই, এ ক্ষেত্রে এই কৃষক সম্প্রদায় নিজেদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য নিজেরাই ব্যবস্থা করতে পারছেন না। অথচ দেখা যায়, পুলিশ এবং বি, এস, এফ, এর নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। এই ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য। আমার

বামুটীয়া এলাকায় দেখা যায়, বি, এস, এফ, এর ভূমিকা। বি, এস, এফ, সেখানে দিবা-লোকে একটি সাধারণ মেয়ে লোকের ২টি গরু ধরে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীর চেষ্টায় বি, এস, এফ এর হাত থেকে তারা গরুগুলি রেখে দেয়। কিন্তু দেখা গেল. তাদের এই কার্য্যকলাপে সাধারণ মানুষের কোনই উপকার হচ্ছে না। উপকার তো হচ্ছেই না বরং সাধারণ মানুষের উপর তারা অত্যাচারই করছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকে হুমকি দিয়ে ব্ল্যাক মার্কে-টিয়ারদের সুযোগই করে দিচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এখন রিসেসের সময় হয়ে গেছে। আপনি আপনার বক্তব্য রিসেসের পর শেষ করবেন।

সভার কার্য্যসূচী বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

আফটার রিসেস

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়কে উনার অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী হরিচরণ সরকার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখছিলাম। আমরা দেখেছি সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় এবং সীমান্ত এলাকার ভিতরেও বসবাসকারী জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা আজকে বিপর্য্যস্ত। কিন্তু তার জন্য দায়ী কে ? তার জন্য বাংলাদেশের দুবৃর্ত্তরা যারা গরু চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি করে তাদেরকেই শুধু আমরা দায়ী করব না, আমাদের দেশের যারা টাউট. বাটপার আছে, যারা বাংলাদেশের দুবৃর্ত্তদের এই সমস্ত চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি কাজে সহায়তা করে তাদেরকেও দায়ী করব। শুধু তাই নয়, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি বি, এস, এফ, এর কিছু লোক, থানার কিছু লোক, এমন কি থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাও এই সমস্ত কাজে লিপ্ত রয়েছে। তাদের এই সমস্ত কার্য্যকলাপের ফলে সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় যারা গরীব কৃষক, যারা দীন দরিদ্র লোক রয়েছে. তাদের জীবনে আজকে নেমে এসেছে দুর্বিসহ অভিশাপ। এমন কি তারা যদি কোন চুরির কেস, বা কোন ডাকাতির কেস থানায় দায়ের করতে যায়, তখন থানা সেই কেস লিপিবদ্ধ করতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনীহা প্রকাশ করে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বলছি—সেকের কোট এলাকার অন্তর্গত রায়মুড়াতে একটি বি. এস, এফ এর ক্যাম্প আছে। সেই ক্যাম্পের যিনি কমাণ্ডার তিনিও সেই টাউট, বাটপারদের সর্দ্দার। আজকে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুই বছর পরও তারা সেই সমস্ত টাউট, বাটপারদের, যারা এই সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় চুরি ডাকাতিতে একটা বিরাট ভূমিকা নিচ্ছে. তাদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আজকে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলতে চাই যে, আজকে জনজীবনের এই দুর্বিসহ অভিশাপ দূরীকরণে কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাজ্য সর-কারেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। কাজেই সেই বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে তারা তাদের কর্ত্তব্যে ব্রতী হবেন, এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গরু চুরি এবং অন্যান্য জিনিষ পাচার এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় ডাকাতি সম্পর্কে যে প্রস্তাবটি আজকে হাউসে এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। কৃষক হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড এবং কৃষকের উপরেই দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল, বিশেষ করে ত্রিপুরায়। কিন্তু কৃষি প্রধান ত্রিপুরার সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় কৃষকরা আজকে কৃষি কাজ করতে পারছেন না। কেননা গরু চুরিই তার প্রধান বাঁধা। এটা পূর্বে ছিল এবং এ সম্পর্কে এই বিধান সভায় এর আগে অনেক বার কেন্দ্রীয় সরকারকে যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার হচ্ছেন সীমান্তবর্ত্তী এলাকার পাহারার অধিকার এবং সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা পাহারা দিচ্ছেন। কিন্তু তা সত্বেও আমরা দেখিছি যে সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় কৃষকদের গরু চুরি এবং অন্যান্য জিনিষপত্র পাচায় হয়ে যাচ্ছে। স্যার, আমি বলতে চাই, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এই বর্ডার এলাকার নিয়ন্ত্রক, সেহেতু সীমান্তবর্তী এলাকায় কোন গরু চুরি বা কোন ডাকাতি হলে তার দায় দায়িত্ব এই কেন্দ্রীয় সরকারেকে নিতে হবে। স্যার, একটা সিন্দুক যদি আমার পাহারাধীন থাকে এবং আর চাবিও যদি আমার কাছে থাকে, তাহলে সেই সিন্দুক থেকে যদি কোন জিনিষ চুরি যায়, তাহালে তার জন্য দায়ীতো আমি। স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু এই সীমান্ত এলাকার পাহারাদার, সুতরাং সীমান্ত বর্ত্তী এলাকার জনসাধারণের ক্ষতি হলে তো, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী হবেন। সেই জন্য আমি আজকে এই বিধান সভায় প্রস্তাব রাখছি যে, সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় কোন গরু চুরি গেলে, বা কোন ডাকাতি হলে বা অপর কোন ক্ষতি হলে, তার ক্ষতি পুরণ কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে এবং বিধান সভার বাইরেও আমাদেরকে এই প্রস্তাবের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে হবে, যাতে এই সমস্ত কার্য্যকলাপ সংঘটিত হলে পরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তার ক্ষতি পুরণ আদায় করা যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না, আজকে হাউসে যে প্রস্তাটি হাউস সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যাবে এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্যরা আপনারা কি আর কেউ এই আলোচনার উপর বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে সেটা হচ্ছে :—

'সীমান্ত এলাকাগুলিতে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের দ্বারা গরু চুরি, ডাকাতি ও বেআইনি প্রচার প্রভৃতি সম্পর্কে'।

এই সমস্ত ঘটনা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন নয়। এক নাগাড়ে এই সমস্ত ঘটনা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ঘটছে। এই সমস্ত ঘটনায় আমরা দেখেছি যে একদিকে বাংলাদেশ থেকে দুর্বৃত্তরা এসে গরু চুরি, ডাকাতি এবং বেআইনি পাচার ইত্যাদি করে এইগুলি নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং নির্বিঘ্নেই এই কাজগুলি তারা করে চলেছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর একটা জিনিষও আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরা রাজ্যেও কিছু দুর্বৃত্ত

লোক আছে তারাও এই সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করছে এবং নির্বিঘ্নে এই সমস্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আর একটি জিনিষ আমরা দেখেছি যে যারা বাংলাদেশের দুর্বৃত্ত এবং এই রাজ্যের দুর্বৃত্ত, তাদের মধ্যে একটা যোগসাজস রয়েছে অর্থাৎ একটা মেলামেশা রয়েছে। আমরা এই ব্যাপারে আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে সীমান্ত অঞ্চলগুলি থেকে গরু চুরি করে নিয়ে কম দামে সেগুলি বিক্রি করা হয় এবং সেই কম দামী গরুগুলি বাংলাদেশে নিয়ে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। এই সমস্ত ঘটনাগুলির ফল হচ্ছে একদিকে গরীব কৃষক তার সহায় সম্বল হারিয়ে ফেলছে এবং অপর দিকে ত্রিপুরা রাজ্যে গরুর চাহিদা বাড়ছে এবং অভাব দেখা দিচ্ছে, এটার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধি। ইদানিং কালে গরুর যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা ক্রমবর্ধমান হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন জিনিষ যেমন চিনি লবন এই গুলিও পাচার হচ্ছে, তার ফলেও এখানে ঐ সমস্ত জিনিষের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দ্রব্য সংকট দেখা দিয়েছে। কাজেই এই ঘটনাগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষের মনে একটা উদ্বেগ-জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে এবং এর ফলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতির উপর একটা অভিশাপ আমরা দেখছি। মাননীয়
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি ঐ সমস্ত ঘটনা নিয়ে এই হাউসে বহু আলোচনা হয়েছে। এবং বিভিন্ন ঘটনাও এই হাউসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এমন একটা ঘটনার নজীর এখন পর্য্যন্ত দেখাতে পারবেন না যে ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ এমন একটা ঘটনায় জড়িত কাউকে ধরতে পেরেছেন। এখানকার সরকারী সদস্য যারা রয়েছেন, তাঁরা নিজেরা স্বীকার করেছেন যে এটা শুধু সীমান্তে যারা পাহারা দিচ্ছে সেই বি, এস, এফ—

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, কিছু দিন আগে কমলাসাগরে একটা দুর্বৃত্ত দল এসেছিল, সেই দুর্বৃত্ত দলকে বিশালগড়ের থানার পুলিশ ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এই দলে বাংলা দেশী আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই ঘটনাটা কতখানি ঠিক সেটা আমার জানা নেই তবে হাজার ঘটনার মধ্যে একটাকে অবলম্বন করে যদি বলতে চান তাহলে জনগণ সেটা মেনে নিতে পারবে না। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে আমি বলতে পারি একটা সামান্য ঘটনা নিয়ে ঐ সমস্ত ঘটনার মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে এত আলোচনার পরও আমরা যখন এর জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারি নি তখন বলতে হবে এই আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে কি? কাজেই আমি বলতে চাই এমন একটা গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় আলোচনা করার সময় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব নিয়ে সরকার যেন এটার মোকাবিলা করেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা খবর নিয়ে দেখেছি যে বিভিন্ন কেসে এই সমস্ত দুর্বৃত্তের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ এবং কর্মী তারাও জড়িত আছেন এবং সাধারণ মানুষ যখন সেই ডাকাতদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কেইস দেয়—

শ্রীবিমল সিনহা :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের কোন কর্মী এটা জিজ্ঞাসা করার দরকার আছে কারণ এই ভাবে একজন দায়িত্বশীল কর্মীর উপর অসত্য কথা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কোন কর্মী সেটা এখানে প্রমাণ করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা পুলিশের খাতায় আছে, কাজেই এই সমস্ত ঘটনার পেছনে—

শ্রীমতিলাল সরকার—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের কোন কর্মী সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই তথ্য অবাস্তব এবং অসত্য। এটা এই হাউসে প্রমাণ করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে এই ভাবে ডিষ্টার্ব করলে আমি বলতে পারবো না। এই সমস্ত ঘটনার জন্য আমি বিব্রতবোধ করছি। এই বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এই মানসিকতা আপনারা অর্জ্জন করুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে ত্রিপুরার সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে, নদীর স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে, সেখানে ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা দরকার। ত্রিপুরা সরকার পুলিশ বাহিনীকে সতর্ক করে দেবেন এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলে আমি আশা করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সীমান্তে বি. এস. এবং সি আর পি ও। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশ সীমান্তে মাইনরিটি রিপ্রেশান হচ্ছে। তার ফলে সংখ্যা লঘুরা বাংলাদেশ থেকে এখানে আসেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন মগ, চাকমা বা যখন এখানে প্রবেশ করে তখন তাদেরকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করেছেন, তাদেরকে প্রতিরোধ করেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে বক্তব্য রেখেছেন। যে ভাবে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া চাকমা, মগদের উপর কঠোর ভাবে দমন করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন, এই বক্তব্যকে উইথড্র করতে হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ না নিয়ে এরকম কোন মন্তব্য করবেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া :—আমি দমন করা হয়েছে বলিনি, আমি প্রতিরোধ করা হয়েছে বলেছি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্যকে, বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে উনারা এই অভিযোগ তুলেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্যের সময় উনারা কানটা পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। সুতরাং এখানে যে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছেন তার কোন ভিত্তি নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যার জন্য বি. এস. এফকে অভিনন্দিত করেছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কারন সেখানে ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মিলিটারি অপারেশান হয়েছে, নারী পুরুষদের উপর হামলা ও গুলি চালনা হয়েছে। যার ফলে সাময়িক আশ্রয়ের প্রার্থী হয়ে তারা এদেশে এসেছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজেই বলেছেন, তাদের কঠোর হাতে প্রতিরোধ করা হয়েছে। এটা আমি নিজে গিয়ে জায়গায় দেখেছি যে, তারা বনে জঙ্গলে ছোট খাট আস্তানা গড়ে

ভুলে তারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে ভারতের বি. এস. এফরা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ মিলিটারীদের মুখে গিয়ে আবার তাদের দাড়াতে হয়েছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যখন ঐ উপজাতি সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে আক্রান্ত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ তখন তাদের পাশে দাঁড়ায়নি, ত্রিপুরার সরকারও তখন তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। যখন অ-উপজাতিরা এখানে প্রবেশ করে তখন তাদেরকে বাধা দেওয়া হয় না। ভূমিহীনের লিষ্টে, বেকারের লিষ্টে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে সর্ট ডিস্‌কাশান। সুনির্দিষ্ট গরু চুরি, ডাকাতি এবং পাচার সম্পর্কে। এখানে তিনি অন্য বিষয়ের উপর বক্তব্য দিচ্ছেন। এটা তো অত্যন্ত অন্যায় স্যার।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যদি এ প্রসঙ্গ এসে যায়, তাহলে কিছুতো বলতে হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :— প্রসঙ্গ যদি গরু পাচার সম্পর্কে হয় তাতে আপত্তি নাই। আপনি আপনার বক্তব্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমার পয়েন্ট অব অর্ডার এর জবাব আমি এখনও পাইনি। আলোচনা হচ্ছে এখানে, সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার প্রশ্ন। এই সমস্ত সমস্যার কথা আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যেগুলি আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় সেগুলি তিনি আলোচনা করছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আন্তর্জাতিক প্রশ্নে, দুই দেশের সম্পর্কের কথাগুলি এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হোক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন লীডার অব দি হাউস। তিনি যদি এই বিষয়টা আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে আগত মগ, চাকমাদের উপর বক্তব্য রাখতে পারেন, তিনি যদি এই অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলি বলতে পারেন, তাহলে আমার বলতে বাধা কি? তাঁর বক্তব্যকে তো এক্সপাঞ্জ করা হয়নি। আমি বিরোধী দলের সদস্য বলেই কি আমার বক্তব্যকে এক্সপাঞ্জ করার প্রশ্ন ওঠে?

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন, তা হচ্ছে বি. এস. এফের মধ্যে ভাল লোকও আছে, খারাপ লোকও আছে। বি. এস. এফ. এর কার্য্যকলাপের প্রসংশা করেছেন এবং ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে শরণার্থীরা তাদের কিভাবে টেকেল করেছে তার উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন নাই। সুতরাং মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে বাংলাদেশ ও ভারতের

সম্পর্কের কথা বলেছেন এবং বাংলাদেশের উপজাতিদের উপর অত্যাচারের কথা বলেছেন সে কথাগুলি একসপাঞ্জ করে দেওয়া হোক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ভাবেই বলেছেন। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সেহেতু তাঁর বক্তব্যের একস্‌পাঞ্জ করার কোন প্রশ্ন উঠেনা। আর আমি বিরোধী দলের সদস্য বলেই কি আমার বক্তব্যকে একস্‌পাঞ্জ করার প্রশ্ন উঠেছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই বক্তব্যকে একস্‌পাঞ্জ করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বলতে পারেন, চাকমাদের উপর, মগদের উপর অত্যাচার হয় তার জন্য এখানে আশ্রয়ের জন্য আসছিল, সীমান্ত বাহিনী তা প্রতিরোধ করেছে। তিনি নিজে ঐ জায়গায় গিয়েছিলেন, এবং তিনি যে সব লিডারদের সাথে কথা বলেছেন, এইসব কথাও তিনি বলেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা রেফারেন্স হিসাবে বলেছেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বি. এস. এফের কার্যকলাপকে পছন্দ করেছেন, তিনি প্রসংশা করেছেন। কিন্তু আমরা বি. এস. এফের পছন্দ করতে পারিনা। তার কতগুলি যুক্তি আছে। সেই যুক্তিগুলি বলা দরকার।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বি. এস. এফের মধ্যে কিছু ভাল লোকও আছে, কিছু খারাপ লোকও আছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মগ যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক ছিল শান্তিপুর্ণভাবে এই সমস্যাকে সমাধানের দিকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হবে কিনা আমি জানতে চাই।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :— হ্যাঁ, বলুন, তবে আপনি বক্তব্যটা আলোচ্য বিষয়ের উপর রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রসঙ্গে বলতে পেরেছেন, আমি পারব না কেন ?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—আপনি তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। আপনি আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি চেষ্টা করছি, আমার বক্তব্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার বিভিন্ন মার্কেট থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কম দামে তারা গরু ক্রয় করে তারা গরু পাচার করছে। কিন্তু পুলিশ তাদের কাউকেই ধরতে পারছে না। তাদের মধ্যে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তাদের উপর পুলিশ কোন একশান নিচ্ছে না। আজকে পুলিশ নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার করছে, নিরীহ মানুষদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে। এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে সীমান্ত অঞ্চলে, অথচ পুলিশের চোখে এই ধরণের দুর্বৃত্তরা ধরা পড়ছে না। অবশ্য আমি জানি যেতা দের সম্পর্কে পুলিশের জানা আছে। আমি নিজেই এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে থানায় কেস করেছিলাম। কিন্তু পুলিশ সেটাকে মোটেই আমল দেয় নি। তাদেরকে এরেষ্ট পর্যন্ত করেনি এবং সেই যে একটা চক্রান্ত, সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কাজেই এই প্রসঙ্গে আমার আরও একটা বিষয় মনে পড়ছে, যে বিষয়টা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এনেছিলাম, কিন্তু তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। পুলিশের বিরুদ্ধে কোন একশান নেওয়া হয়নি।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যেসব ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, সে ঘটনাগুলির মোকাবিলা করার সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। আমি মনে করি ত্রিপুরা সরকার সেই দায়িত্বগুলি ঠিক ঠিকভাবে পালন করছে না। সমস্ত জিনিষটাকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে যদি গ্রহণ করা হয় বা গ্রহণ করার মনোভাব নিয়ে এই আলোচনাটা এখানে স্থাপন করা হয়, তাহলে পরে এটা দিয়ে সামগ্রিকভাবে কোন সমস্যার সমাধান হবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১১ তারিখ সীমান্ত অঞ্চল থেকে অনেকখানি দূরে আমাদের বিধায়ক শ্রীহরিনাথ বাবুর বাড়ীতে চুরি হয়, তাতে ৩টা দামী গরু চুরি হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পুলিশ তার কোন মোকাবিলা করতে পারেনি. দুর্বৃত্তদের ধরতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে আমি দেখেছি যে সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে, সেই পুলিশ ক্যাম্পে যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশ নাই। যার ফলে তারা এই সমস্ত ঘটনাকে রোধ করতে পারে না। আর তা ছাড়া বর্ত্তমানে যারা আছে তারা দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একমত হয়ে, তাদের কাজকে সহজ করে তুলছে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়, দেশের এই পরিবেশের পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হবে না। অথবা এই পরিস্থিতিকে রোধ করা যাবে না। কাজেই এখানে জিনিষ পাচার চলবে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে, গরু পাচার হবে, গরু চুরি হবে, বাজারে গরুর দাম বাড়বে, আর তার ফলে কৃষকরা তাদের অবলম্বন হারাবে। কাজেই এই অবস্থাকে যাতে ত্রিপুরা সরকার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, সতর্ক হয়ে, এটার মোকাবিলা করার জন্য একটা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়, তার জন্য আমি দাবী জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র

জমাতিয়া গরু পাচার সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু ত্রিপুরাতে যে গরু পাচার হচ্ছে, সেটার সম্পর্কে আমি মনে করি ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ যেদিন সচেতন হবেন সেদিন আমাদের ত্রিপুরাতে আর এই ধরণের গরু চুরি হবে না। আমি দেখেছি যে বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে, কংগ্রেস আমলের ৩০ বছর ধরে এই গরু পাচার হচ্ছে, গরু চুরি হচ্ছে। আমি দেখেছি যে এই রাজ্যে যখন কংগ্রেস রাজত্ব ছিল তখন কেন্দ্রেও কংগ্রেস রাজত্ব ছিল, তবুও তারা তখন এই গরু পাচারকে বন্ধ করতে পারে নি। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের চতুর্দিকে বর্ডার থাকার দরুন এই ত্রিপুরা একটা বিচ্ছিন্ন রাজ্য হয়েছে। কাজেই অন্য দেশের লোকের পক্ষে এই বিচ্ছিন্ন রাজ্যে এসে চুরি করে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি মনে করি, এই ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের যেদিন চেতনা হবে, সেদিন এই ত্রিপুরায় আর গরু পাচার হবে না। এই বিষয়টা আমার বিরোধী দলের সদস্যের ভেবে দেখা দরকার, চিন্তা করে একটু উপলব্ধি করা উচিত যে এসব কারা করছে, কি করে এইসব হচ্ছে। আপনারাতো সদস্য হয়েছেন জনসাধারণের সমর্থনে। কাজেই আমাদের উপজাতি ভাইদের কি করে চেতনা হবে সে কথা আপনাদের চিন্তা করা দরকার। অথচ সে চিন্তা করার বা বিবেচনা করার জন্য আপনারা আসবেন না শুধু হৈ চৈ, গণ্ডগোল করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন। মাননীয় সদস্য যে বলেছেন অমরপুরের লুটের জন্য উপজাতি ভাইদের দোষ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শুধু তাদেরকে দোষ দেওয়া হল কেন? এটা আমার উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের ভেবে দেখা দরকার। কারণ আমার জানা আছে গত ৩১শে ডিসেম্বর উপজাতি যুব সমিতির কর্মীরা মানুষের বাড়ী থেকে চাউল নিয়েছে ভাত খাবে বলে। আর আমাকে বলেছে যে "তুমি উপজাতি যুব সমিতি কর", এই জিনিসটা কি তাদের ঠিক হয়েছে? গত লোকসভা নির্ব্বাচনের সময় উপজাতি যুব সমিতির কর্মীরা "যুব সমিতি"র নাম করে ৫০ বস্তা চাউল নিয়েছে। আবার আমার উপজাতি ভাইদেরকে আজকে উত্তেজিত করা হচ্ছে এই বলে যে "তোমাদেরকে সরকার কি দিল না দিল লেখা পড়ার সুযোগ, না দিল চাকুরী"। কিন্তু আমি বলি কি তাদের চাকুরী হচ্ছে না কেন সেটা কি আপনারা বুঝতে পারেন না। অথচ এ কথাটা তাদেরকে বলেন না যে "তোমরা এম্‌প্লয়মেণ্ট কার্ড কর, সিটিজেনসীপ কর, লেখাপড়া শিখে চাকুরীর উপযুক্ত হও।" আমি জানি আমার উপজাতি ভাইরা অনেকেই এম্‌প্লয়মেন্ট কার্ড করেনি, সিটিজেনসীপ করেনি, সাধারণত চাকুরী পাবার জন্য যা দরকার তার কোনোটাই তারা করেনি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি আজকের আলোচনা থেকে সরে গেছেন। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তিনি তা থেকে সরে গেছেন। কাজেই ওনার আলোচনা ঠিক হচ্ছে না, এটা সভায় গৃহীত হতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওনার আলোচনা ঠিক আছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :—যারা উপজাতি যুব সমিতির যুবক তারা আজকে

(গণ্ডগোল)

সেই উপজাতি যুব সমিতির যুবকরা আজকে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে—

(গণ্ডগোল)

আমাদের কর্মিরা দেখেছে উপজাতি যুব সমিতির ছেলেরা যারা আছে তারা গরু পাচার করে দিচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

উপজাতি যুব সমিতির লোক ৪ বা ৫ লক্ষ হতে পারে, আপনাদের উচিত তাদেরকে রাজনৈতিক ও সুষ্ঠু সমাজনীতিতে চেতনা দেওয়া কিন্তু তা না করে আপনারা দেশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে ফেলা ছাড়া আর আপনাদের কোন নীতি নেই। এই নীতি দিয়ে আপনার সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন।

(গণ্ডগোল)

তাতে গ্রামের কোন উন্নতি সাধন করতে পারছেন না। যাই হোক এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয়া সদস্যা গৌরী ভট্টাচার্যি।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্যি :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা যা বলেছেন তাতে আমিও বলতে চাই যে উপজাতি যুব সমিতির দুর্বৃত্তরা গ্রামের ছোট ছোট কৃষকদের গরুগুলি ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাত্রি বেলাতে দলে দলে চড়াও হয়ে এ কাজ করে যাতে গরুগুলি ছিনতাই করে নিতে পারে। তাতে আজকে এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে কৃষকরা আর নূতন করে গরু কিনতে পারে না। তাই আমার বক্তব্যকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে বর্ডার এলাকাগুলিতে আরও বেশী করে বর্ডার সিকিউরিটি দেওয়া হয় এবং তারা তাতে বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে। সেইদিক থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করব যাতে আরও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বাড়ানো হয়। কারণ আমাদের সমস্ত গরীব অংশের মানুষের অর্থ একেবারে সীমিত, আবার যদি গরু চুরি হয়ে যায় তবে আরেকবার ভিটে বাড়ী বিক্রী করতে হয় গরু কেনার জন্য। এদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমাদের চাপ সৃষ্টি করতে হবে যে ঐ গরীব কৃষকের গরু চুরি গেলে যাতে তারা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাতে ব্যবস্থা নেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে উপজাতি যুব সমিতি সেটাকে গ্রহণ করতে পারছে না। গ্রামের মানুষ যারা কৃষক এবং গরীব তাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা নিজেদের জমি না থাকায় তারা অন্যের জমি চাষ করে কোন প্রকারে ভরণ পোষণ চালায়। তাই আমার আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করব যাতে ঐ গরীব মানুষের গরু চুরি না যায় তার জন্য সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে। কারণ আমরা এও দেখছি যে অনেক দুর্বৃত্তরা অনেক সময় এসে গ্রামবাসীদের বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে সেগুলি বর্ডার এলাকা থেকে নিয়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি বর্ডার সিকিউরিটির জন্য যখন বাজেটে অর্থ ধরা হয়েছিল তখন উপজাতি যুব সমিতির নেতারা চিৎকার করে বলেছিল পুলিশের জন্য এতবড় বাজেট কেন তাদের উদ্দেশ্য গরুগুলি চোরে নিয়ে যাক। এখন ওনারা বলেছেন যে পুলিশ পাহারা দিচ্ছেনা। বর্ডারে উপযুক্ত সিকিউরিটি নেই কারণ এখন ত নিজেদের উপরে

এসেছে। কিন্তু এই হাউসে আগেই উঠেছিল যে বর্ডার সিকিউরিটি আরো বেশী করা প্রয়োজন তখন উনারা প্রতিবাদ করেছিলেন। যা হউক আজকে আমদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে বর্ডার সেকুরিটি বাড়ান হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার সীমান্তে গরু চুরি এবং ডাকাতি সম্পর্কে এখানে যে আলোচনার জন্য প্রস্তাব এনেছেন তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমি বিরোধী দলের সদস্যদের একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা যেট করতে পারছেন তা তারা জনসাধারণকে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং যা তাঁদের ক্ষমতার বাইরে তাও তাঁরা জনসাধারণকে জানাচ্ছেন। এবং জনগণের সমর্থন এবং সহযোগিতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। ত্রিপুরার চারিদিকে প্রায় ৯০০ মাইল বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। বর্ত্তমানে ত্রিপুরার সীমান্তে যে পরিমাণ বি, এস, এফ বাহিনী পাহাড়ায় নিযুক্ত আছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরো যাতে বি, এস এফ নিযুক্ত করার জন্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বি, এস, এফ দিচ্ছেন না। আমরা আশা করব ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে সীমান্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরার জনসাধারণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিরোধী গ্রোপের মাননীয় সদস্যদেরও বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগীতার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সীমান্ত এলাকায় যে গরু চুরি এবং ডাকাতি হচ্ছে তা শুধু বাংলাদেশী দুবৃত্তরাই যে করছে তা নয় আমাদের দেশীয় দুবৃত্তরাই যে করছে তা নয় আমাদের দেশীয় দুবৃত্তরাও এদের সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করছে এ বিষয়ে আমি আমাদের বিরোধী গ্রোপের মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে একমত। কারণ মাননীয় বিরোধী গ্রোপের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া উহা ভালভাবেই জানেন এবং এটা কিছুদিন আগে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যে, এখানকার যেসব দুবৃত্ত বাংলাদেশী দুবৃত্তদের সঙ্গে গরু পাচার করছে তাদের মধ্যে একজন হলেন উপজাতি যুব সমিতির একজন গাঁও প্রধান যিনি গরু চুরির দায়ে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হন এবং বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছেন। এটা পত্রিকায়ও বের হয়েছিল এবং এটা বিরোধী দলের সদস্যরা ভালভাবেই জানেন।

দ্বিতীয়ত: আমি আরেকটি জিনিসের প্রতি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমাদের বাহির থেকে আনতে হয়। এবং এটা গত পরশু দিন এই হাউসেও আলোচনা হয়েছে। আপনারা জানেন যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই তাছাড়া রেল ওয়াগনও প্রয়োজন অনুসারে পাওয়া যায় না। ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিকভাবে এখানে আসছে না। এই অবস্থায় রাজ্যে যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আছে তার মধ্যে যেমন চিনি, এই চিনি বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ডি-কন্ট্রোল হয়ে গেছে তাই উহার বিলি-বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছেনা। কিন্তু উহাকে একমাত্র এসেনসিয়াল কমডিটিস এ্যাক্ট এর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই চিনি বর্ত্তমানে খোলা বাজারে প্রতি কিলো ৪্ টাকা থেকে ৪·৫০ টাকা হারে বিক্রি হচ্ছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে যে এই চিনি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। গত ১৬ই তারিখ আমি বিশালগড়ে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রায় ১০০/১৫০ লোকের প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছিল। তারা আমাকে বললেন গত দিনই নাকি বিশালগড় থেকে অনেক চিনি বাংলাদেশে পাচার হয়ে গেছে। এবং আজও পাচার হবে। যে সব দোকান থেকে চিনি পাচার হয়ে যায় আমি তাদের নাম-এই হাউসের সামনে রাখছি—বিশালগড়ের শ্রীদুর্গা ভাণ্ডার, কে: অ:—সন্তোষ সাহা। নারায়ণ সাহা, বিশালগড়, নারায়ণ বণিক, বিশালগড়। চিনি পাচারের সময় কাষ্টমকে বলা হলে এই যে চিনি পাচার হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য আপনারা ব্যবস্থা করুন। এমন কি আমার সঙ্গে কাষ্টম্‌স্‌ এর একজন ইন্‌সপেক্টার এর দেখা হলে তিনি আমার পরিষ্কার বললেন যে, চিনির পাচার বন্ধ করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। চিনি পাচার বন্ধ করতে যে কি ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তা আমি হাউসের সামনে তুলে ধরছি এবং এ অসুবিধা কিভাবে দূর করা যায় তা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব। কাষ্টম্‌স্‌ এর লোকেরা বললেন, যেহেতু চিনি ডি-কণ্ট্রোল হয়ে গেছে সেহেতু চিনি ধরার মত ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু যখন লাইসেন্‌স দেওয়া ফুড ডিপার্টমেণ্ট থেকে সে লাইসেন্‌স্‌ দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন কোয়ানটাম ইস্যু বা মেনশন করা থাকে না। যার ফলে আজকে যে লাইসেন্‌স্‌ একজন দোকানদারকে ইস্যু হলো মজুতদাররা সেই লাইসেন্‌স্‌ দিয়ে একই দিনে হয়তো দুই তিনবার পর্যন্ত চিনি ড্র করে নিয়ে যায় এবং এই চিনিটাই বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়।

স্যার, ঠিক এমনি করে নরসিংগড দিয়েও চিনি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে কাষ্টম্‌স্‌কে চুপ করে থাকতে হয়। কারণ তারা মামলা করলে তাদের বিরুদ্ধেও মামলা হয়। এরকম অনেক ইন্‌ষ্ট্যান্স আছে। মজুতদাররা রেশনের দোকান থেকে চিনি কিনে বর্ডার এলাকায় তাদের কতকগুলি দোকান আছে সেখানে তারা চিনি পাঠিয়ে দেয়। সেই চিনিই বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। মজুতদাররা এই বর্ডার এলাকার দোকানগুলোর নামেই চিনি ড্র করে থাকে। তারজন্য কাষ্টম্‌স্‌ বা পুলিশ কোন বাঁধা দিতে পারেন না। তারা বাঁধা দিলেই ওরা বলে যে তাদের লাইসেন্স আছে। স্বাভাবিক কারণেই এখানে একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সুতরাং আমার একটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বর্ডার এলাকাতে যে সমস্ত দোকান আছে সে দোকানগুলোর ডেইলি কন্‌জাম্পশন কত এবং সেই অনুসারে মজুতদাররা কত চিনি বিক্রি করে এবং তাদের ডেইলি কন্‌জাম্পশান কত ইত্যাদি বের করে নিতে হবে। বিশালগড়ের যে চারটি দোকানের কথা বললাম তাদের ডেইলি কন্‌জাম্পশন এবং ডেইলি বিক্রি কত তার একটা হিসাব নিয়ে নিতে হবে। তাদের কন্‌জাম্পশন এবং বিক্রির পরিমাণ বের করে এসেনসিয়াল কনডিটিস্‌ আইন প্রয়োগ করে বর্ডার এলাকায় চিনি এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাংলাদেশে আর পাচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুদিন আগে বিশালগড় এর দুর্জয়নগরের উপর দিয়ে যখন রাতের অন্ধকারে চিনি পাচার হচ্ছিল তখন কাষ্টম্‌স্‌ এর একটা গাড়ী উহাদের অনুসরন করতে থাকে। কিন্তু পাচারকারীরা কাষ্টম্‌স্‌ এর গাড়ীর সম্মুখে একটি ঠেলা গাড়ী ফেলে

দিয়ে উল্টো কাষ্টমস্ এর গাড়ী ঠেলা গাড়ীটি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে বলে চার্জ করতে থাকে। এবং কাষ্টমস্ এর লোকেদের গালি গালাজ দিতে থাকে। স্যার, এই সকল কালোবাজারীরা যখন ব্ল্যাক্ করে তখন তাদের কিছু দালাল আশে পাশে থাকে। কোন বিবাদের সম্ভাবনা থাকলে তারা ব্লেকারস্দের সাহায্য করে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। দ্বিতীয়ত কালই খবর পেলাম যে, দুর্জয়নগর পেরিয়ে একটা গ্রাম, সে গ্রাম থেকে নাকি রাতের অন্ধকারে হরিরলুটের বাতাসার মত চিনির বস্তা এপার থেকে ওপারে ছুড়ে দেওয়া হয়। এভাবে শত শত ব্যাগ চিনি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। যদি এসেনসিয়াল কমডিটিস এ্যাক্ট প্রয়োগ করে বর্ডার এলাকায় কন্জাম্পশন অনুযায়ী চিনি বা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয় তবে এই পাচার বন্ধ হতে পারে। এ ব্যাপারে আমি বিশেষকরে খাদ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি আবার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই হাউসের পক্ষ থেকে আবেদন করছি যে বর্ডার এলাকায় শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এবং এই সমস্ত গরু চুরি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাংলাদেশে পাচার বন্ধের জন্য বর্ডার এলাকায় আমাদের আরো শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আরো বি, এস, এফ, নিয়োগ করে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডারকে আরো শক্তি-শালী করুন। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে—সর্ট ডিসকাশ অন দ্যা মেটারস্ অব আর্জেণ্ট পাবলিক ইন্টেন্স। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে তার প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে—"ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্তরে যে সকল সরকারী এবং পাব্লিক আণ্ডারটেকিংস সংস্থা রয়েছে সেখানে কর্মি নিয়োগের সময় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে রাজ্য সরকারের কর্মি নিয়োগনীতি অনুসরন করে কর্মি নিয়োগ না করা সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন তাঁর প্রস্তাবটির উপর আলোচনা আরম্ভ করেন।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্তরে যে সকল সরকারী এবং পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ সংস্থা রয়েছে সেখানে কর্মি নিয়োগের সময় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে রাজ্য সরকারের কর্মি নিয়োগনীতি অনুসরণ করে কর্মি নিয়োগ না করা সম্পর্কে।" এবং এই সমস্ত সংস্থাগুলির যে সমস্ত কর্মি নিয়োগ করা হয় এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সাথে তাদের নিয়োগ নীতি সম্পর্কে আমাদের সংগে যদি আলোচনা করে একটা সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে আমাদের এই পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরা রাজ্যের যে বেকার সমস্যা তার আংশিক সমাধান হবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, ত্রিপুরাতে যে বেকার সমস্যা আছে এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা আমি বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং গণতন্ত্রকে সর্ব্বস্তরে সুদৃঢ় করতে চায়। এবং এটাও আমি পরিষ্কার এই হাউসের সামনে বলতে চাই যে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বা বামফ্রন্ট সরকার প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস করে না এবং তারা সাম্প্রদায়িকতায়ও বিশ্বাস করে না। কিন্তু ত্রিপুরায় একটা বিশেষ

পরিস্থিতির জন্য আমি এই আলোচনা করছি। এবং এই ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে আমরা এটা জানি যে বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে—এটা শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, শুধু ভারতবর্ষেই নয় যে সমস্ত রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্টিত আছে যেখানে শোষণের উপর ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্টিত সেখানে স্বাভাবিক কারণেই বেকার সমস্যা দেখা দেবে। কারণ শোষণই যেখানে মূল হাতিয়ার এবং শোষণকে ভিত্তি করে তাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছেন সুতরাং সেই সব রাষ্ট্রে বেকার সমস্যা থাকবেই। এই প্রসঙ্গে পাশাপাশি আর একটা রাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে বেকার নেই। এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্ধ, আতুর—অর্থাৎ যারা শারীরিক দিক থেকে অক্ষম এই রকম লোকদের চাকরী দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সংবিধানে প্রয়োজনীয় প্রভিশান রাখা হয়েছে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইরকম কোন প্রভিশান নেই। যার ফলে আমরা দেখি পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক পয়লা নম্বর দেশ হল আমেরিকা। সেখানে এক কোটির উপর বেকার। বৃটেনে ১৪.৪৫ লক্ষ, জাপানে ১১,৬০ লক্ষ, স্পেনে ১০.১৪ হাজার বেকার আছে। এবং অন্যান্য—লাটিন আমেরিকায় ১০ লক্ষের উপর বেকার আছে। (ভয়েস—পয়েণ্ট অব অর্ডার)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার. স্যার, উনি যে প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখার কথা সেই প্রসঙ্গে বক্তব্য না রেখে উনি আমেরিকা, বৃটেন নিয়ে আলোচনা করছেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, উনি বেকার সমস্যার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে—তুলনা করতে গিয়ে, ঐসব দেশের নাম উল্লেখ করছেন।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান প্রসংগে আমি এই আলোচনা করছি। কিন্তু কোন কোন মার্কিন এজেন্টরা তাতে রাগান্বিত হতে পারেন তাতে আমার কোন কিছু বলার নেই (ইন্টারাপশান) আমাদের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে এটা সম্ভব নয় আমি এই কথা আগেও বলেছিলাম। সুতরাং ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে হাজার হাজার বেকার ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আমাদের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়। সেটা সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ছাড়া সম্ভব নয়। সেটা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা হয়ত স্বীকার করবেন না ঐ কংগ্রেসী রাজত্বে '৫৭ সালে ত্রিপুরায় বেকার ছিল মাত্র ১,৭৫০ জন আর আজকে সেই বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৮ হাজারের উপর। এবং এই বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য আমার পার্টির পক্ষ থেকে আমার বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘদিন আন্দোলন করা হয়েছে এবং তার জন্য ১২-১৩ বছরের ছেলেদের তাজা প্রাণ দিতে হয়েছে ঐ শচীন সিংহের রাজত্বে। ঐ কামান চৌমুহনীতে তিন তিনটি তাজা প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যেরা এই প্রসংগে একটি কথাও বলেন নাই। আমি শুধু এই কথাটা হাউসকে বুঝাবার জন্য এই প্রসংগে একটু আলোচনা করছিলাম। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই সমস্যার সমাধান আমাদের এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে শতকরা সাড়ে বিরাশি জন দারিদ্র্য সীমার নিচে—তার উপর আছে দুই লক্ষের উপর লোক যারা মাঠের কাজ তাদের বছরে

প্রায় ৯ মাস বেকার থাকতে হয়। এছাড়া আরও বেকার আছে—শিক্ষিত বেকার এবং অর্ধ শিক্ষিত বেকার। আজকে আমাদের সামনে যে কতগুলি সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলি হল এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরায় কোন বড আকারের শিল্প গড়ে উঠে নাই। এবং রাজ্য সরকারের হাতে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা দিয়ে কংগ্রেস আমলে কোন সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি না থাকায়—ঘুষ দিয়ে তাদের চাকরী পেতে হত। আমরা দেখেছি এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেখলাম যে '৫২ সালে পাশ করেছে '৫৩ সালে ৫৪ সালে পাশ করেছে—তারা বিয়ে থা করেছে তাদের ছেলে মেয়ে হয়েছে ওদের চাকরী হয় নাই। আমরা ক্ষমতায় আসার পর তাদের চাকরী দেওয়া হল। তারা চাকরী পেয়ে বিশ্বাস করতে পারেনি তারা কেঁদে ফেলেছে ; কাজেই এই বিরাট সমস্যার সমাধান আমাদের রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। এবং এই ব্যাপারে আমাদের সরকার সচেতন এবং আমরাও সচেতন। তাই এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—কেন্দ্রীয় সরকারের আণ্ডার টেকিংস এখানে আছে—অতীতে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে তাদের '৭২-৭৩ সালে ও, এন, জি, সি'র মেনেজারের সংগে দেখা করা হয়েছে—আমি আবার বলছি যে আমরা প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস করি না আমরা সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমাদের যে বক্তব্য সেটা আমরা পরিষ্কার রাখতে চাই এবং আপনাদের যে বক্তব্য সেটাও আমরা শুনতে চাই। আমরা তখন বলেছিলাম যে ও,এন,জি,সি তে যে সমস্ত কর্মী আপনারা নিয়োগ করছেন সেখানে হাই ট্যাকনিকেল্শী কোয়ালিফায়েড লোক যদি আমাদের ত্রিপুরাতে না পাওয়া যায় তাহলে আপনারা বাইরে থেকে নিয়োগ করতে পারেন।

এছাড়া আদার-ওয়াইজ টেকনিক্যাল লোক যদি প্রয়োজন হয় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যদি সেটা না পাওয়া যায়, তাহলে আপনারা সেটা নিতে পারেন। এছাড়া ত্রিপুরার যে অবস্থা, ত্রিপুরার যে আর্থিক অবস্থা এবং ত্রিপুরার যোগাযোগের অবস্থা, সেদিক থেকে ত্রিপুরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছে, সেক্ষেত্রে এখানকার যে বেকার, যে একটা বিরাট বেকার বাহিনী সৃষ্টি হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি যে নন-টেকনিক্যাল অথবা বেশী কোয়ালিফিকেশানের যেখানে প্রয়োজন নাই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ করুন। ত্রিপুরাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলি সংস্থা আছে, যেমন—এ, জি, অফিস আছে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স আছে, সেন্সাস আছে, আরও এই রকম অনেক ছোট বড় সরকারী বা আধা সরকারী অনেকগুলি কেন্দ্রীয় সংস্থা অছে, তাদের কাছে আমরা আবেদন রাখছি এবং তার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আবেদন রাখছি যে আপনারা আপনাদের বিভিন্ন সংস্থানে ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতির কথা মনে রেখে আপনাদের প্রয়োজনে ত্রিপুরাতে যে সব কর্মি পাওয়া যায় কম কোয়ালিফাইড অথবা নন-টেকনিক্যাল কর্মি নিয়োগের ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। কারণ রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে একটা সুষ্ঠ নিয়োগ নীতি গ্রহণ করেছেন, সেই নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে

ত্রিপুরাতে যে সব বেকার যুবক আছে তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিন। আর এই কারণে আমার এই আলোচনাটা আমি এই হাউসের সামনে রাখছি এবং আশা করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর বিভিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত কর্মি পাওয়া যায় তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে নিয়োগ করবেন। এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন দাস এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস বা সংস্থা আছে, সেগুলিতে কর্মি নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যের ছেলেদের যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তার আবেদন রেখে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, আমি সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে এই কথাই বলতে চাই যে ত্রিপুরায় যে বেকার সমস্যা, বেকার সমস্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও রয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সংগে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যার একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। এখানে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বলতে যা বুঝায়, সেটা হচ্ছে সরকারী অফিস এবং স্কুলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর কারণ হচ্ছে ত্রিপুরাতে আজ পর্যন্ত কোন রকমের শিল্প গড়ে উঠেনি, যোগাযোগ ব্যবস্থার যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা সেটাও এতদিন ছিল না। ফলে এই রাজ্যের ছেলেদের সরকারী অফিস এবং স্কুলগুলি ভিন্ন অন্য কোথায়ও কর্ম সংস্থানের কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া আমাদের ত্রিপুরা হচ্ছে একটি কৃষি নির্ভর রাজ্য, ত্রিপুরাতে বেকার সংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে কৃষির উপরও একটা প্রচণ্ড চাপ এসে পড়েছে এবং কৃষির সমস্যাও ত্রিপুরাতে একটা ব্যাপক সমস্যা, যার ফলে জন-জীবনে এই বেকার সমস্যাও একটা ধাক্কা দিয়েছে এবং ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থাও ভেঙ্গে পড়ার মুখে। সুতরাং এই পটভূমিতে যে আলোচনাটা এখানে উঠেছে, এটা অত্যন্ত সময় উপযোগী এবং যুক্তিযুক্ত। স্যার, একথা সুবিদিত যে বেকার সমস্যাটা হঠাৎ করে ত্রিপুরাতে গজিয়ে উঠেনি, এর সংগে নিশ্চয় মূল কোথাও আছে। কারণ গত ৩০ বছর ধরে দেশের মধ্যে যে ধরণের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে, সেই জহরলালের আমল থেকে এই বেকার সমস্যা ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছে, তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও বেকারের সংখ্যা বেড়েছে, তারপর যে জনতা সরকার এসেছে, সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী ভাই বলেছিলেন যে, ১০ বছরের মধ্যে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই আমরা দেখছি যে মোরারজী ভাই নিজেই বেকার হয়ে গেলেন। তাই এই যে পরিস্থিতি তার কারো ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানো না যায়, নতুন একটা ব্যবস্থা সারা ভারতের মধ্যে গড়ে তোলা না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তবে যদি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে বা চিন্তা ভাবনা থাকে, তাহলে এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও এই সমস্যার কিছুটা পরিমাণে সুরাহা করা যেতে পারে। সে দিক দিয়ে আজকে যে আলোচনাটা এখানে উঠেছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেখানে রেল লাইন নাই, শিল্প কারখানা নাই এবং সরকারী এবং বে-সরকারী ভাবে যখন কোন শিল্প এখানে গড়ে উঠেনি, তখন এই বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলবে। ছোট এই ত্রিপুরা রাজ্যের ১৫ লক্ষ লোকের

মধ্যে এই পর্যান্ত ৬৫ হাজার বেকার নাম লিখিয়েছে। কাজেই এই রকম একটা অবস্থার কথা চিন্তা করা তো দূরের কথা, কল্পনাও করা যায় না। ত্রিপুরাতে বেকার সমস্যার ফলে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে, তা ভারতের অন্যান্য জায়গার তুলনায় অত্যন্ত ভয়াবহ বলা যায়। অবশ্য বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও এই বেকার সমস্যার সমাধান করার দিক থেকে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন এবং এই অগ্রসর হতে যাওয়ার পথে সমস্যার যে সুনির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য রেখেছেন এবং বেকার সমস্যার দিকেও তাদের যথেষ্ট দৃষ্টি রয়েছে। সে দিক থেকে আমরা দেখেছি যে গত ৩০ বছরে বেকারদের জন্য আগেকার সরকারগুলি তেমন কিছুই করেন নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে এসে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য প্রায় ১৪ হাজারের বেশী পদের সৃষ্টি করেছেন। এই যে পদগুলি সৃষ্টি করা হল, তাতেও কিন্তু তাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, সেই সমস্যার সমাধান না হয়ে আরও দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সরকারী অফিস বা স্কুলের মধ্যে কত লোক নিয়োগ করা যায়, তারও তো একটা সীমা আছে। কাজেই এভাবে যদি চলে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা আগে যেখানে ছিল, এখনও সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। আমরা জানি যে ১৫।১৬ বছর আগে যারা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষায় পাশ করেছে, তারা এখনও অনেকেই বেকার জীবন কাটাচ্ছে, তবু একটা আশার কথা যে সমস্ত ছেলেরা যারা সারা জীবন বেকার হয়ে কাটাবার কথা তাদের কোন চাকুরী পাওয়ার কথা নয়, তারাও আজকে চাকুরী পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। কারণ বামফ্রন্ট সরকার চাকুরীর জন্য যে সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে সেটাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। জেনারেলদের জন্য ৩৫ বছর আর যারা সিডিউল্ড কাষ্ট বা সিডিউল্ড ট্রাইবস তাদের জন্য ৪০ বছর। আগে কিন্তু এই সময় সীমা ছিল ২৫ বছর। তা সত্বেও আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৮ হাজারের মত।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরও ১৬/১৭ হাজার লোককে চাকুরী দিয়েছে। এত চাকুরী দেওয়ার পরও ৬৮ হাজার বেকার রয়ে গেছে। এই যে এত বেকার এটা এমনিতে আসে নি। বাইরে থেকে যারা আসছে তাদের চাপেই এটা বাড়ছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সমান সুযোগ যদি না থাকে, কাজের পরিধি যদি না বাড়ানো যায়, তাহলে ত্রিপুরার বেকারদের ভবিষ্যত থাকবে না। সেই জন্য এখানে যে আলোচনা উঠেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ২/৪টা দপ্তর আছে, সেখানে যদি ত্রিপুরার বেকারদের জন্য চাকুরী সুযোগ সৃষ্টি না করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার বেকারদের ভবিষ্যত অন্ধকার। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব অফিস আছে, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস, সেই সব সংস্থাগুলিতে লোক নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার বাইরে একজামিনেশন নেওয়া হয়, বাহির থেকে সিলেকশন করে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ত্রিপুরার ছেলেরা হয়তো সব সময়ে খবরই পান না, কোন ইণ্টারভিউ তারা ফেস করতে পারেন না। যোগ্যতা থাকা সত্বেও তারা কমপিটিটীভ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব অফিস আছে, সংস্থা আছে সেখানে ত্রিপুরার ছেলেদেরকে চাকুরীর সুযোগ দিতে হবে। এই কথা আমরা বিশ্বাস করি না, প্রাদেশিকতার ধ্যান ধারণার মধ্যে আমরা নেই। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয়

সরকারের যে সব দপ্তর রয়েছে, সংস্থা রয়েছে সেগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম কানুনের মধ্যে থেকে ত্রিপুরায় যাতে পরীক্ষা ইন্টারভিউ নেওয়া হয় সেটার ব্যবস্থা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার করেন এই আবেদন রাখছি। সংগে সংগে ত্রিপুরার ছেলেদের যদি কোয়ালিফিকেশন থাকে তাহলে ত্রিপুরার ছেলেদেরকে যেন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস যে আলোচনা উত্থাপন করেছেন, আশা করি এই হাউস ত্রিপুরার স্বার্থে সেটাকে গ্রহণ করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক জরুরী দাবী পেশ করবেন।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন দাস যে আলোচনাটি এখানে এনেছেন যে ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্তরে যে সকল সরকারী এবং পাবলিক আণ্ডারটেকিংস সংস্থা রয়েছে সেখানে কর্ম নিয়োগের সময় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে রাজ্য সরকারের কর্মি নিয়োগনীতি অনুসরণ করে তার জন্যই এই আলোচনার অবতারণা করেছেন। আমরা এটা দেখছি যে ত্রিপুরা বিভিন্ন দিক থেকে একটা সমস্যা সংকুল ষ্ট্যাট। ভারতবর্ষের সামগ্রিক সমস্যার সংগে এখানকার সমস্যাকে বিবেচনা করে দেখছি। বেকার সমস্যা যেটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা বৃটিশ যাওয়ার পর কংগ্রেস শাসন সারা ভারতবর্ষে যে নীতি গ্রহণ করেছিল তার ফলেই এই বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অত্যন্ত সত্য। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন কংগ্রেস দল রাজ্য সরকার গঠন করেছিল তখন আমরা দেখলাম এই ত্রিপুরায় বেকারদেরকে চাকুরী দেওয়ার জন্য কোন সুষ্ট নীতি গ্রহণ করেন নি। যে অবস্থার মধ্যে সেখানে বেকার সমস্যার সমাধান হবার কথা নয়। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পরে একটা উদ্যোগ নিয়েছেন। যদিও সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে বামফ্রন্ট সরকার একটা নীতি গ্রহণ করেছেন সেই নীতির মধ্যে দিয়ে কিছু দিনের মধ্যে কিছু বেকারদেরকে বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত খালি পোষ্ট ছিল সেই সমস্ত পোষ্ট পূরণ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে ত্রিপুরায় শুধু রাজ্য সরকারেরই বিভিন্ন দপ্তর আছে তা নয়. কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসও রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত নানা ধরণের সংস্থাগুলি এখানে রয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কোন নিয়োগনীতি গ্রহণ করেন নি। আমার মনে আছে কিছু দিন আগে রেলওয়ে কিছু কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে ত্রিপুরায় যে সমস্ত বেকার আছেন তাদেরকে রেলওয়ে সার্ভিসে সুযোগ দেওয়া যায় কি না, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কিনা। তখন বলা হয়েছিল যে এটা সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন রাজ্য থেকে বেকাররা দরখাস্ত করতে পারে, কাজেই নিয়োগনীতি অনুসারেই লোক নেওয়া হবে। এই রেলওয়ে সম্প্রসারণের ব্যাপারে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট রেলওয়ে সম্প্রসারণের কাজে শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নটা যখন উঠে তখন ত্রিপুরার শ্রমিকদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নি। ত্রিপুরার বেকার যারা রেজিষ্ট্রিভুক্ত নয় তাদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত দপ্তর আছে, সংস্থাগুলি আছে তাতে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ত্রিপুরার বেকাররা সেই সুযোগটা গ্রহণ করতে পারে। মাননীয় সদস্য খগেন দাস এই জন্য এই আলোচনাটা এখানে উত্থাপন করেছেন। আমরা দেখছি শুধু রেলওয়ে নয় কেন্দ্রীয় সরকারের

বিভিন্ন সংস্থা যেমন পোষ্টেল ডিপার্টমেণ্ট, ও. এন, জি. সি, জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, এগুলিতে ত্রিপুরার বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। ধর্মনগর-আগরতলা রাস্তায় যে জি. আর এর কাজ চলছে সেখানে স্থানীয় কর্মীদেরকে যথেচ্ছভাবে ছাঁটাই করা হয়। সেখানে একটা ইঞ্জিনীয়ারের পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল।

পদ সৃষ্টির পরে যখন কাজ করার কিছু ছিলনা প্রথম অবস্থায়, তখন সরকারই তাদের কাজ দিয়েছিলেন। এরপরে দেখা গেল তাদের হাতে বিভিন্ন রাস্তাঘাট করার দায় দায়িত্ব আসল। সেখানে যা হয়েছে তা এক ইতিহাস। কিন্তু এখানে দেখেছি স্থানীয় লোক নিয়োগ করার সময়েতেও তাদের খেয়াল খুশী মত চলতে থাকেন। ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে একটা পজেটিভ মনোভাব সব সময়ই গ্রহণ করে থাকেন, যা সুখময় বাবু, শচীন বাবুর আমলে ছিল না। তারা বাঁচুক কিংবা মরুক সে বিষয়ে তাঁদের চিন্তা করায় বা দেখার ছিল না। আমরা দেখলাম, বামফ্রণ্টের আমলে শ্রমিকদের সময় সীমা এবং মজুরী বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আগে শ্রমিকদের রক্ত তারা শোষণ করত। সে অবস্থা থেকে কিছুটা মুক্তি দেবার জন্য এদের মজুরীর হার বেঁধে দেওয়া এবং অন্যান্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধা যা তাদের প্রাপ্য, যা তাদের পাওয়ার প্রয়োজন সেই সেইগুলি শ্রমিকদের হাতে যাতে করে তুলে দেওয়া যায় তার জন্য বামফ্রণ্ট চিন্তা করলেন। ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার শ্রমজীবি মানুষের জন্য যে ভাবে কাজ পরিচালনা করছেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কেন সেই সহানুভূতি নিয়ে বামফ্রণ্টের নীতিগুলি মেনে চলবেন না। আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় যে সমস্ত সংস্থা এখানে আছে, সেই সংস্থাগুলি মেনে চলবেন না। আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় যে সংস্থা এখানে আছে, সেই সংস্থাগুলি চাকুরী দেবার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার দরকারই মনে করেন না। তারা কেন্দ্রের নিয়মের মত নিয়োগ করে থাকেন। রাজ্য সরকার বয়সের সীমা বাড়িয়েছেন। সেই বয়সের সীমা বাড়ানোতে ত্রিপুরার বেকারদের কাছে এক শুভ উদ্যোগ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই শুভ উদ্যোগ আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বেকারদের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থল হিসাবে এসেছে। তারা এটা জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি এগিয়ে না আসেন তাহলে এই সমস্যা দূর হবে না। আমরা মোরারজী দেশাইয়ের মুখে শুনেছিলাম, ১০ বছরের মধ্যে ভারত থেকে বেকার দূর করবেন। কিন্তু তিনি যদি আজ ক্ষমতায় থাকতেন, তাহলে ১০ বছরে বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হত সমাধান হত না। সে ক্ষেত্রে সমাধানের পথ খুঁজে নেবার কথা চিন্তা করছেন বামফ্রণ্ট সরকার। বামফ্রণ্ট সরকার ঐ বেকার যারা বেকারত্বের চাপে পঙ্গু হয়ে আছেন সেই পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে তারা যাতে জেগে উঠে তার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যা যে সব সংস্থা আমাদের এখানে আছে, সে সব সংস্থায় রাজ্য সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন আছে, রাজ্য সরকারের চাপ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা ত্রিপুরার যেন এই সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থায় চাকুরীরত যে সব কর্মচারী আছেন তারা যেন ত্রিপুরার বেকার ছেলেরাই থাকেন। এবং এই সব সংস্থায় যদি ত্রিপুরার লোক্যাল লোকদের নিয়োগ করা হয়, তাহলেই বেকারত্বর সমাধান হতে পারে। আমি এই

আলোচনায় আশাকরি যে, রাজ্য সরকার চাপসৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন, কি করে বেকার সমস্যা দূর করা যায়, কি করে শিল্প উন্নয়ন করা যায়, কি করে রেল লাইনের সম্প্রসারন করা যায়। এই সব ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত রাজ্যের দাবী এবং প্রয়োজনকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। এটা আমরা জেনেছি। আমরা এও দেখেছি, রাজ্য সরকার যে নিয়োগ নীতি গ্রহণ করেছেন এই সব সংস্থাগুলি সেই নিয়োগ নীতি গ্রহণ করেন নি। এই সব সংস্থা গুলি যাতে রাজ্য সরকারের নিয়োগ নীতি গ্রহণ করে এ দাবী এখান থেকে উঠেছে। এ দাবী আমাদের খুব বেশী বড় একটা দাবী নয়। এটা সামান্য দাবী। এই নীতি যদি গ্রহণ করেন তাহলে বেকার যুবকদের সামনে আরো বেশী সুযোগ এনে দিতে পারেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্যার, আলোচনা আর বাড়াতে চাই না। পূর্তমন্ত্রী কিছু বলুন এ বিষয়ের উপর।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, এ আলোচনা আজকে আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা একটা জায়গায় আছি যে জায়গায় আছি যে জায়গা ভারতের একপ্রান্তে এবং বলতে গেলে একটা করিডরের মাধ্যমে আমরা ভারতের অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত। ত্রিপুরা এমন একটা জায়গা যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এখানে কোন শিল্প কারখানা গড়ে উঠে নি যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কম বেশী জায়গায় আছে। এখানে শিল্প, বড় কারখানা গড়ে উঠার সম্ভাবনা হত যদি এখানে রেলের ব্যবস্থা থাকত। এই শিল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নি মূলতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। স্বাধীনতার পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ অনেক আন্দোলন করেছেন, পার্লামেন্টে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে এবং বার বার বলা হয়েছে, রেল না হলে শিল্প গড়ে উঠতে পারেনা সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে না। অন্যান্য রাজ্যের মত এখানে কোন বেসরকারী কর্ম সংস্থানের সুযোগ নেই। সে রাস্তাও বন্ধ। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে সীমিত সুযোগ, আজকে এই হাউসে এ প্রশ্ন উঠেছিল। আমাদের রেভেনিউ মিনিস্টার তার জবাব দিয়েছেন, আমাদের সুযোগের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি। কংগ্রেসী সরকার, কংগ্রেসী সময়ে প্রতি বছর ১/২ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান করতেন। কিন্তু আমরা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক ঝুঁকি নিয়ে প্রচুর কর্মসংস্থান করেছি। কিন্তু তাতে কত কর্মসংস্থান হবে? যে পরিমাণ চাকুরী আমরা দিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেছে লোকসংখ্যা, স্কুলের সংখ্যা, কলেজের সংখ্যা শিক্ষিতের সংখ্যা, অর্ধ শিক্ষিতের সংখ্যা। এই সমস্যা আমাদের কাছে অত্যন্ত জটিল সমস্যা। কাজেই স্বভাবতঃই আমরা এটা মনে রাখতে পারি, কেন্দ্রীয় সরকার যদি দীর্ঘদিনের মধ্যে তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতেন আমার মনে আছে ১৯৪৮ সনের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, ত্রিপুরাকে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করতে

হবে। কিন্তু দীর্ঘ ১০ বছর পর ১৯৭৮ সালে আমরা যখন দেখলাম, ত্রিপুরায় রেল লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ হল না, তখন আমরা সব দল মিলে বললাম আমাদের রেল লাইন দিতে হবে। এই রেল লাইনের ব্যবস্থা না হলে, আমাদের এখান থেকে কোন কাঁচামাল পাঠাতে পারব না। কোন জিনিস আনতে পারব না কারণ এ সবের সঙ্গে পরিবহনের প্রশ্ন আছে, দরের প্রশ্ন আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প কারখানা গড়ে উঠার যে সম্ভাবনা আছে, সে সম্ভাবনাগুলি সীলড থেকে যাবে যদি রেল সম্প্রসারণ হয়। সেজন্য আমরা সারা ত্রিপুরায় আন্দোলন শুরু করলাম এবং আমাদের আন্দোলন এমন পর্যায়েই গেল, যারজন্য ভারত সরকার সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট করে ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণের জন্য সার্ভে'র টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু তারপর আর অগ্র-গতি হয়নি। ভারত সরকার যেখানে কলকারখানা আছে সেখানেই রেল সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হন। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টিভঙ্গীর যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে ত্রিপুরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় থাকবে। কিন্তু আমাদের সামনে এই প্রশ্নটা অত্যন্ত জরুরী ভাবে জনজীবনের সমস্যার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আমরা বার বার উত্থাপন করা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আজকে ত্রিপুরাতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত সংস্থা আছে, যে সমস্ত পাবলিক আণ্ডারটেকিংস আছে, সেগুলিতে ত্রিপুরার বেকার-দের কর্মসংস্থানের আরও বেশী করে সুযোগ দিতে হবে। আমাদের শ্লোগান এটা নয় যে —সান অব দি সয়েল আমরাই শুধু চাকরী পাব, অন্যরা কেউ পাবে না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ত্রিপুরায় অন্য কোন স্কোপ নেই, সুতরাং প্রায়রিটি বেসিসে এই সমস্ত সংস্থা সমূহে ত্রিপুরার বেকারদের কে বেশী সুযোগ দিতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আশা করব ভারত সরকার আমাদের এই হাউসের সেন্টিমেণ্টকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিবেন এবং এই সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মান গীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার—তিনি অরনি অ মান গীনাং খগেন দাস যে কক তিছামানি আবন তাই আং কিছা ছানা নাইও। আং অরনি অ সরকারনি যে আদংরক কক ছামানি আবন কিছা চাজাকয়া অংমানি। ত্রিপুরা বেকার অংখা ৬৮ হাজার। আবন চাকুরী রীনানি, ছামুং, রীনানি বরগ কক ছাইয়া। বরগ কোনোমতে কেন্দ্রীয়নি তলা অ সে চাকুরী মানানি সুযোগ তংমানি আবন তাইছে ছাও। আনি অরনি অ কক অংখা ত্রিপুরানি বেকারনি ছামুং মানয়া আবরগণ ছামুং রীনানি। আব শুধু কেন্দ্রীয়ন তিছাওই আংয়া। অর রাজ্য সরকারনি ব ছামুং তংগ তাবুক পর্যন্ত চাও মুগু সে ত্রিপুরা সরকার জুট মিলরগ চালকওই ত্রিপুরানি বরক-রগন চাকুরী রীনা হীমানি। পেপার মিল আবতাইরগ তাবুক পর্যন্ত কিছু অংয়া। এবং শান্তিবাজার' যে সুগার মিল তংমানি আ..ব হাই বন্ধ তংগ। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার ন ছিমি দোষরুঅয় অরনি যে বেকার সমস্যা নিয়ে পজা অ পজা ন বরগ ইয়গনানি নাইমানি। আব আং সমর্থন খীলাইমানয়া। আং চাজাকয়া। তাই কাইসা কক বকজাকনাই ডেপুটি স্পীকার স্যার—বরগ হীন যে ত্রিপুরা রাজ্যনি সরকারনি যে নিয়োগনীতি তংমানি ছামুং অ যে রীমানি রাইদা আবন কেন্দ্রীয় সরকার যানিয়া। বরক ত্রিপুরানি বরগ রকন রীয়া, আব কিছু কিছু কক কাছামানি

চামানি তংগ। কিন্তু সেসব ও,এন,জি,সি এবং রেল ছামুং রকম আবথে Technical ব্যাপার যারা Technician ছামুংন রীংয়া আবাকন খে রীদি এবং নিরোগনীতি তাই রীদি হীন-মানি আব আং চাজাক ও ঠিক ন। কিন্তু অরনি অ ত্রিপুরা সরকার ন-ব হীন না মা চুংগ নীং নিনি নিয়োগনীতি তংমানি নীং আবন ঠিকমতে দা চালকওই তং ? নীং ত যুব সমিতিনি চাকুরী সে। চাকুরী মানয়া হীন মানি দলনি বরগ আবন হীনখে ইউনিয়ন আব বুমুংছে ছাই মানয়া বনছে বয়স্ক শিক্ষক হীনওই নীং অর নিয়োগ থীলাই তংগ, হীনখে আবন যে রীয়া। কাজেই নীং বুইন হাময়া হীন না ছাকাং নাং চালকমানি বীছাক কাহাম আবন নীং ছাওই চুগ গীলাক. আবন নীং যেছাফান খগাই হুই তংনা নাইদি আব তননানি মানয়া কাজেই মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার—আং হীনিঅ হাউস অ যারা কক ছানাইরক মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার—ব কাহাম খেছে কক, বুচিয়া, কক বরকছে বুচিয়া আবছে চঞ্চলতা তাছাই তংগ আ বুচি মা বাই আনি কক রমাই মান গীলাক। কাজেই মানগীনা। ডেপুটি স্পীকার স্যার—চাঁও হুগুনে আনি এলাকাঅ রংনা কলই ১৯৭৩ সাল অ দুশ খীলাই ওই রমেশ জমাতিয়া ৭১-৭২ সাল রক অ পাশ খীলাই ওই নাইরক বাসন্তী দেববর্মা, কিরীট জমাতিয়া, শচীন্দ্র জমাতিয়া, আবতাই রক কলেজনি ছাত্র রক, পডিওই অনেক দিন বেকার তংগ বরক মানয়া. কিন্তু গানাগিনি গঙ্গামোহন জমাতিয়া নি বিহিক ব কাহাম খে লেখা পড়াছে মানরা আবতাই রক অনেখে চাকুরী আংখা। খরকছা নকনি যত অ প্রধান নি বীছারক হীন খীলাই এবং মন্ত্রী রকনি জাতিরক আংগাই তংখীলাই আবতাই রকখেই মানাই তংগ। কাজেই এই যে বরকানি যে বরক আবরক ন খে বরক বীলাই অ এবং কেন্দ্রীয় ন ছিমি নীং দোষ তা রীদি। নিনি যেসব নীং ঠিক থীলাইগানি তাবুক অরনি তা ছানা নাই। কাজেই মান গীনাং ডেপুটী স্পীকার স্যার—আং অরনি অ কক ন তিছানা চুংগ। যে কেন্দ্রীয় সরকার নি যদি দোষ তংখা হীনখে আবন চাং অবশ্যই হীন না নাং নাই। ঠিক থীলাইদি হীনাই। চাঁও ছিঅ অপ ত্রিপুরানি বেকার সমস্যা নীং কক ছাছালাহা হীনথীলাই শুধু কেন্দ্রীয় সরকারনি ছামুং থানি রমাই চলিয়া। ত্রিপুরা সরকার নি ছামুং তংগ, এক ও নিয়োগনীতি নি থানি ব শুধু কেন্দ্রীর সরকার ন হীনাই আংয়া। নীং নিজি ঠিক আংদি দল ন ফোয়ার ওই তিছানানি আব বাই নিয়োগনীতি কোনদিন অ বাচিই থাং মানয়া। কাজেই নিয়োগনীতি কোনোদিন অ বাচিই থাং মানয়া। কাজেই নিয়োগ নীতি যতনি বাগাই নিয়োগনীতি। কাজেই অবেতাই নাহামুং তাম্রাই বামফ্রন্ট সরকার নিজিনি শুরু খে নাবাই থাং ঠিক থীলাই বাইথাং আ কক ছাই আং পাই রীগা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার—আজ এখানে মাননীয় সদস্য খগেন দাস যে আলোচনা তুলেছেন তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। আমি এখানে এই সরকারের যে সকল সদস্যগণ আলোচনা করেছেন এটা আমার মতে ঠিক হয়নি। ত্রিপুরায় বেকারের সংখ্যা ৬৮ হাজার তাদেরকে চাকুরী দেবার, তাদের কাজ দেবার কথা, তারা বলেন না। তার কোন প্রকারে কেন্দ্রের কাছে চাকুরী পাবার কথাই বলেন—এখানে আমার কথা হলো, ত্রিপুরার বেকারদের চাকুরী দেয়া বা কাজ দেওয়া এটা শুধু কেন্দ্রের কাছে জানালেই হয় না, এখানে রাজ্য

সরকারেরও করণীয় আছে। এখন পর্য্যন্ত আমরা দেখি যে ত্রিপুরার জুটমিল চালু করে ত্রিপুরার বেকারদের চাকুরী দেবার কথা. পেপার মিল চালু করে কাজ দেবার কথা এই কথাগুলোর এখন পর্য্যন্ত কিছুই হয় নি। এবং শান্তিরবাজারে যে চিনির কল আছে তাও এমনিতেই বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই কেন্দ্রকে দেখিয়ে ত্রিপুরার বেকারদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত হতে চাইছেন সরকার। এটা আমি সমর্থন করতে পারি না। আর একটা কথা রাখছি ডেপুটী স্পীকার স্যার, তারা বলছেন, ত্রিপুরা সরকারের যে নিয়োগনীতি কাজের যে নীতি আছে তাকে কেন্দ্রীয় সরকার মানে না, স্বীকার করে না, তারা ত্রিপুরার মানুষকে দেয় না, এ সমস্ত কথাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু সত্যি আছে—কিন্তু যে সব ও,এন,জি,সি এর রেল এর কাজগুলো তো Technical ব্যাপার, Technician ছাড়া কেউ এই সমস্ত কাজ জানে না। Technical ছাড়া অন্য কাজগুলোকে নিয়োগনীতি অনুসারে দেওয়া হোক এটা আমি চাই এবং পছন্দ করি। কিন্তু এখন ত্রিপুরা সরকারকেও বলতে চাই, তুমি তোমার নিয়োগনীতি সেট কি ঠিকমতো চালু রাখছ? তুমি উপজাতি যুব সমিতি হলে চাকরী পাবে না সেই দলের মানুষ—এটা হলো ইউনিয়ন। যে মানুষটা নিজের নাম লিখতে পারে না তাকে দেওয়া হয়েছে বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষকের পদ. তোমার নিয়োগনীতি কি করে প্রয়োগ করা হলো। কাজেই অন্যকে খারাপ বলার আগে নিজে কত ভালো একথা বলতে হবে না, এটা যে কোন প্রকারে লুকুবার চেষ্টা করোনা কেন এটা হবার নয়। কাজেই, মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি এখানে হাউসে যারা বক্তা আছেন—

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, ভালো কথা হলে বুঝতে পারেন না, তিনি ককবরকই জানেন না, এখানে চঞ্চলতা দেখাচ্ছেন, এতটুকু বোঝা দিয়ে আমার কথা বুঝতে পারবেন না। কাজেই মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার। আমরা দেখি আমার এলাকায় রংলা কলই ১৯৭১ সালে পাশ, রমেশ জমাতিয়া ৭১-৭২ সালে পাশ করেছেন, বাসন্তী দেববর্মা, কিরীট জমাতিয়া, শোবেন্দ্র জমাতিয়া তারা কলেজের ছাত্র পড়াশুনার পরে অনেকদিন যাবৎ বেকার কিন্তু নিকটবর্ত্তী গঙ্গামোহন জমাতিয়ার স্ত্রী, সে ভালো করে নাম লিখতে পারে না তার চাকুরী হয়ে গেছে। এবং এক এক পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রধানের ছেলে মেয়ে হলে অথবা মন্ত্রির আত্মীয় পরিজন হলে তারা চাকুরী পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এই যে তাদের নিজেদের মানুষ তাদের চাকুরী হচ্ছে। সুতরাং শুধু কে কে দোষ দেবেন না, যে সমস্ত নীতি সরকারের আছে এগুলো ঠিক রাখনে, হবে। ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের যদি দোষ থাকে, সেটা অবশ্যই আমাদের দেখতে হবে। কিন্তু এখানে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা বলতে হলে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারকে বললেই চলবে না। ত্রিপুরা সরকারেরও কাজ আছে, তোমাকে নিজেকে ঠিক হতে হবে। দলকে বড় করে দেখার জন্য নিয়োগনীতি হতে পারে না, সকলের জন্যই নিয়োগনীতি। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের ঠিক করে নিন—এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে আলোচ্য প্রস্তাবটি হচ্ছে—"ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্তরে যে সকল সরকারী এবং পাবলিক আণ্ডারটেকিংস সংস্থা রয়েছে

সেখানে কর্মী নিয়োগের সময় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা ক্রমে রাজ্য সরকারের কর্মী নিয়োগনীতি অনুসরণ করে কর্মী নিয়োগ না করা সম্পর্কে। "কিন্তু মাননীয় সদস্য মূল প্রস্তাব থেকে সরে গিয়ে, উনি রাজ্য সরকার কি করেছেন না করেছেন তার উপর বক্তব্য রাখছেন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় না।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন, সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়ের প্রস্তাবটি হলো—"ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্তরে যে সকল সরকারী এবং পাব্‌লিক আণ্ডারটেকিংস্ সংস্থা রয়েছে সেখানে কর্মী নিয়োগের সময় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা ক্রমে রাজ্য সরকারের কর্মী নিয়োগ নীতি অনুসরণ করে কর্মী নিয়োগ না করা সম্পর্কে। "মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এ রাজ্যে অনেক বেকার রয়েছে এবং সে সমস্ত বেকারদের মধ্যে কিছু ট্যাকনিক্যাল ম্যান রয়েছে। কাজেই ত্রিপুরা সরকারের নিয়োগ নীতির সংগে সম্পর্ক না রেখে এই সমস্ত সংস্থা সমূহে যে নিয়োগ করা হয়, তার ফলে আমাদের এই ত্রিপুরার বেকাররা এই সমস্ত সংস্থা সমূহে চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সুতরাং তারা যাতে এই সমস্ত সংস্থাগুলিতে চাকুরী পেতে পারে, তজ্জন্য আজকে এই আলোচনাটি উপস্থিত করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবী করছি যে আমাদের রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষিত বেকার রয়েছেন তাঁরা যাতে কেন্দ্রীয় সংস্থার মধ্যে চাকুরী পেতে পারেন তার জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এবং রাজ্য সরকার যে নিয়োগ নীতি নির্দ্ধারন করেছেন, সেই নীতির ভিত্তিতে যাতে তাদের চাকুরী দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র বাবু বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার বেকার সমস্যার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করছেন। তিনি বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতির কেউ চাকুরী পাচ্ছেন না। কিন্তু আমরা যে সমস্ত সংস্থার মধ্যে লোক নিয়োগ করেছি বেশীর ভাগ হচ্ছেন উনাদের দলের যারা কাজ করেন বা উপজাতি যুব সমিতি বলে যারা কাজ করেন, উনারাই বেশী চাকুরী পেয়েছেন। তবে কথা হচ্ছে চাকুরী নিয়ে উনারা আমাদের কাছে চলে আসছেন, তাঁর জন্যই উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা আজকে এই সমস্ত কথা বলছেন। উনারা বলছেন যে আমরা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চাকুরী করবো না, আমাদের হাতিয়ার যখন আমরা তৈরী করবো তখনই আমরা চাকুরী করবো। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু কয়েকটি নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে কলেজ পাশ করে আজকে সেই সমস্ত ছেলেরা বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক কথায় বলতে গেলে উনাদের (বিরোধীদের) কথা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারকে হটিয়ে দিয়ে তাঁরা ভাল ভাল চাকুরী নেবেন, এই বাসনা তাঁরা করছেন। কাজেই যদি উনারা সব সময় অভিযোগ করেন যে আমাদের ছেলেরা চাকুরী পাচ্ছেন না, তাহলে আমি বলব এই অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং এই অভিযোগ তাঁরা করতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

একটা কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল পাশ করার

পর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর দেবার জন্য উনারা (বিরোধীরা) ৪ জন দিল্লীতে গিয়ে প্রথমে রাষ্ট্রপতির উপর চাপ সৃষ্টি করলেন যে বিলটি পাশ করিয়ে দিতে হবে। সে সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন যে না এটা এইভাবে পাশ করা যায় না, এটা আইন সঙ্গতভাবে পাশ করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে তিনি মিথ্যা কথা বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটা কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এক বছরে এত বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এখানে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটার সঙ্গে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে তার জন্যই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি। কিন্তু এখানে বিরোধীদের একথা বলা উচিত হয় নি যে তাঁদের দলের লোককে নিয়োগ করা হচ্ছে না। কারণ আমরা অর্থাৎ বামফ্রণ্ট সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহাশয় যে প্রস্তাব হাউসে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি কেন্দ্রীয় স্তরে যে সকল সরকারী এবং পাবলিক আণ্ডারটেকিংস সংস্থা রয়েছে সেখানে নিয়োগের সময় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা ক্রমে রাজ্য সরকারের কর্মী নিয়োগনীতি অনুসরণ করে যেন লোক নিয়োগ করা হয়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অধ অর্ডার স্যার, (ককবরক ভাষায়)।

ডেপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—সর্ট ডিসকাশন অন্ মেটারস্ অব আর্জেণ্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স"। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্হা মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো :—"গত দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পূর্বপাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অসমাপ্ত সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করতে এবং ত্রিপুরায় বেকার সমস্যার তীব্রতা প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্ধ দাবীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে"।

আমি এখন মানীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্হা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার প্রস্তাবের উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীবিমল সিন্হা :—অনারব্যাল ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমি এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছি সেটা হচ্ছে—

"গত দীর্ঘ কয়েক বছরে পূর্বপাকিস্তান (আধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অসমাপ্ত সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করতে এবং ত্রিপুরায় বেকার সমস্যার তীব্রতা প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দাবীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে"।

প্রথম কথা হচ্ছে ১৯৪৭ সনে গোটা ভারতবর্ষ থেকে যখন ইংরেজ চলে গেল ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হলো তখন থেকেই প্র্যাকটিক্যালি উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই উদ্বাস্তু সমস্যা কেবলমাত্র

ভারতবর্ষের নয়, এই অমস্যা বিশ্বের যেখানে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে এক একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শোষণ করে সেখানেই এই রিফিউজী সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। জিম্বাগুয়েতে, সংখ্যালঘুদের সরকার যখন সেখানে ছিল, তারা পুঁজিপতিদের দ্বারা পুষ্ট হয়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পুঁজি ও সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের সমস্ত কিছুকে শোষণ করে করে তাদের রাজত্ব কায়েম করতে গিয়েছিল। সেখানে যদিও একই ধরণের সমস্যা। আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য হয়ত, ঠাট্টা করে বলেছেন ভিয়েতনামের কথা। ভিয়েতনামের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করেছে। তারা ভিয়েতনামকে উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনামকে ভাগ করেছে। এই ভাবে তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে রিফিউজি করে তুলেছে। সেই রিফিউজি বানানোর ফল, তাদের রিফিউজি সৃষ্টীকারী সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গোপনে যোগসাজশ আছে। কাজেই তারা আতংকিত হচ্ছেন এই আলোচনার বিষয় দেখে। আমরা জানি, সেই তখন থেকে গোটা ভারত বর্ষকেই ব্রিটিশ পুজিপতিদের দ্বারা চালিত হত। তারা যখন চলে গেল তখন কিছু ভারতীয় পুজিপতি তারা ভারতের এক চেটিয়া আধা সামন্ততান্ত্রিক প্রথায়, ঐ তাদের সাথে মিলে মিশে যখন ভারতের সমস্ত ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করছে, ভারতের কৃষকেরও শ্রমিকের তৈরী সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে কোটি টাকার সম্পদ পুঁজিপতিরা মুনাফা লুটছেন তখন দেখা গেল সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, সেই আধুনা বাংলাদেশের মধ্যে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ভাবে ভারতের সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তারা তখন জানতনা কে উপজাতি, তারা জানতনা কে মুসলমান, তারা জনতনা কে হিন্দু, এবং তারা জানতনা কে খ্রীষ্টান। সমাজের সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছিল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। তেমনি ভাবে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, সুদূরপ্রসারী সেই করাচী থেকে আপনার চিটাগাং পর্যন্ত। আপনার সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ, কৃষক ভারতের সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ, পাঞ্জাবের শ্রমিক, উত্তর প্রদেশের শ্রমিক, ত্রিপুরার এবং পশ্চিম বাংলার শ্রমিক সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তারপর থেকে পুঁজিপতিরা আর শোষণ করতে পারেনা। শোষণের কায়দাগুলি জনগণ থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়। শাসক গোষ্টি যখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখনই সেখানে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতা। আমরা দেখেছি পূর্ব পাকিস্থান জুড়ে ১৯৫০ সালের পর হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে লেলিয়ে দেওয়া, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লেলিয়ে দেওয়া। ভারতের মধ্যে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লেলিয়ে দেওয়া এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিহারে রায়ট হয়েছে, আসামে হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে হয়েছে সমস্ত ভারত তুড়ে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। তারা চেয়েছে সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যকে দুর্বল করে দিতে। কিন্তু শ্রমজীবি মানুষরা ঐক্যবদ্ধভাবে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা শ্রেণী সংগ্রামকে ভয় পায়। কাজেই যেখানে শ্রেণী ঐক্য গড়ে ওঠে সেইখানে তারা সেই সমস্ত শ্রমিকের আন্দোলনকে চুরমার করবার

জন্য সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে। এইটা আজকে নতুন কথা নয়। এই যে জামশেদপুরে কিছুদিন আগে ঘটনা ঘটে গেল। হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পাহাড়ীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালীকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে পাহাড়ীকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেউ নিল আমরা বাঙ্গালী নাম, কেউ নিল উপজাতি যুবসমিতি নাম। দুইটি কিন্তু আলাদা দল। দুইটি দল এক নয়। সুদুর মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা, ঐ আপনার নিউইয়র্ক থেকে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারাই তারা চালিত হয়। আমরা বাঙ্গালী যারা, তারাই আবার ত্রিপুর সেনা নামে পরিচিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা বলেছেন এই উপজাতি যুব সমিতি দল নিউইয়র্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমরা উনার কাছে এই প্রমাণ চাইছি। যদি উনি কোন প্রমাণ না দেখাতে পাবেন তাহলে তিনি একথা বলতে পারেন না। তাহলে হাউস্‌কে ডিস্‌গাইড করা হবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—আমরা মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যদি "ইন্‌ডিয়া টুডে পত্রিকাটি দেখি, তাহলে খুব সম্ভব ৩নং আর্টিকেলে আছে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টরা কি করছে। তাদের বাংলাদেশের চিটাগাং এর কাছে ট্রনিং সেন্টার আছে। সেখানে ত্রিপুরার ছেলেরা ট্রাইবেল ভলানটিয়ারের নাম দিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে। পাকিস্থানের ইউনাইটেড একটা ফ্রন্টিয়ার আছে। সেই ফ্রন্টিয়ারে তারা ট্রেনিং দিচ্ছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন ত্রিপুরার জনগণ আপনাদের আস্তাকুড়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় সদস্য যুব সমিতির বিরুদ্ধে বলতে পারেন, কিন্তু উনি মিথ্যা একটা অভিযোগ তুলে যুব সমিতির বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে বলতে পারেন না। সেই অধিকার উনার নাই। উনি প্রমাণ ছাড়া এইভাবে বলতে পারেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য আলোচ্য বিষয়ের উপর রাখুন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন প্রমাণ ছাড়া এই কথা বলতে পারিনা। কথাটা ঠিক। আমি আমার দায়িত্ব নিয়েই কথা বলছি। উনাকে যেমন ত্রিপুরার জনগণ পাঠিয়েছেন দায়িত্ব নিয়ে কথা বলার জন্য তেমনি আমরাও দায়িত্বপূর্ণ কথা বলার জন্যই এসেছি। কাজেই প্রমাণ হাতে নিয়েই কথা বলছি। ফালতু কথা বলতে আসিনি। আজকে এই আলোচ্য বিষয়ের উপর বলতে গিয়েই এই কথাগুলি আসছে। আজকে আমরা বাঙালী, উপজাতি যুব সমিতি যে ভুমিকা নিয়েছে তাতে এই ত্রিপুরার মানুষ ট্রাইবেল জাতি আজকে উদ্বাস্তু হতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন উনার কাছে প্রমাণ আছে। এই প্রমাণ-পত্র হাউসে প্লেইস করা হোক। যদি উনি প্রমাণপত্র হাউসে প্লেস করতে না পারেন তাহলে বক্তব্যকে এক্সপাঞ্জ করা হোক।

শ্রীবিমল সিংহ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জামসেদপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, আজকে ত্রিপুরাতে চলছে, মাদ্রাজে চলছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করছে। সমস্ত পুজি-পতিরা আতঙ্কিত। ১৯৫০ সনে এই দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে ভৈরবের জল ম্লান হয়েছিল, মেঘনার জলকে কলুষিত করা হয়েছিল। ইতিহাস এখনও মুছে যায়নি। ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে। যেখানে বুর্জোয়ারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।

কাজেই তখন থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে আসতে শুরু করে। এই ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল জনগণ তাল একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ। ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেলদের কোন অধিকার ছিলনা। তারা এখন ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ভূমিহীনদের ভূমি ফেরত দেওয়া হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে দেখেছি যেখানে ত্রিপুরাতে ১৫ লক্ষ লোকের বাস, ৩০ লক্ষ উদ্বাস্তু এসে সেখানে আশ্রয় নেয়। তারা ত্রিপুরাতে ছোট ছোট আস্তানা গড়ে আশ্রয় নেয়।

১৯৭০-৭১ সালে আমি দেখেছি কি, ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা যদি ১৫ লক্ষ হয় তবে ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তু হয়েছে ৩০ লক্ষ। কিন্তু এই ৩০ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনের পেছনে আছে বুর্জোয়াদের সংগ্রাম বুর্জোয়ারা ইচ্ছা করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে পাকিস্তানের যে শোষণ তা বাংলাদেশে কায়েম করেছিল। আর তার বিরুদ্ধে বাংলার যুবকগণ আওয়াজ তুলল, তার ফলে এটা হল অর্থাৎ বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বুর্জোয়াদের যে সংগ্রাম তার ফলে ভারতবর্ষে বিশেষ করে এই ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা বহন করল। আজকে তার ফলে মাত্র কয়েকদিন আগে সেখান থেকে হাজার হাজার রিফিউজী এখানে আসল, কেন আসল, তারা কারা; এই প্রশ্নটাতো আগে ভেবে দেখা উচিত। তারা হচ্ছে সেখানকার সব চেয়ে নিষ্পেষিত মানুষ, যাদের কোন কথার সেখানে দাম নেই, যারা সংখ্যায় ছিল খুব কম মানে সংখ্যালঘু মানবগুষ্টি। ওরাই ঐ দেশ থেকে এল, আর, এল, তাদের নেতা মানবেন্দ্র শরমা। শান্তি বাহিনী করে ঐ বাংলাদেশের মধ্যে যিনি ট্রাইবেলদের মুক্তি আন্দোলন করেছেন। ট্রাইবেলরা যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে সেই জন্যই তিনি আন্দোলন করেছিলেন, অথচ সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য এই জিয়াউর রহমান তার বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এই ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। সেখানে মানবেন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত হল শান্তি বাহিনী পূর্ব-বাংলার ট্রাইবেলদের রক্ষা করার জন্য অথচ সেই শান্তি বাহিনীকে দমন করার জন্য ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতির এন. এস. বাংলাদেশের জিয়াউর রহমানের সঙ্গে চুক্তি করে তারা মানবেন্দ্রের এই শান্তি বাহিনীকে নষ্ট করে দিল উদ্বাস্তুদের অস্ত্রসস্ত্র ছিনতাই করে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার প্রস্তাবটা হচ্ছে এখানে আগত উদ্বাস্তু দের সুষ্ঠ পুনর্ব্বাসন। আর এখানে উদ্বাস্তু আগমণের ফলে যে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তাদের পুনর্ব্বাসন দিয়ে বেকার সমস্যা দূর করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ। কাজেই আপনি সেই সম্পর্কে বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে জিয়াউর

রহমানের সঙ্গে যে আমাদের চুক্তিপত্র ছিল বলছেন সেটার প্রমাণ চাই, সেটার প্রমাণ দিতে হবে। প্রমাণ যদি না পাই তাহলে এটা এক্সপাঞ্জ করতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আপনার স্পষ্ট রুলিং চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি বললাম তো এটা দেখা হবে। প্রসিডিংস দেখে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— কাজেই ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ আজকে নানান সমস্যায় জর্জরিত। আজকে সমস্ত ত্রিপুরাতে ২৫ হাজার ইলেকট্রিক কানেকশান হয়েছে। এই ২৫ হাজার ইলেকট্রিক কানেকশানের মধ্যে বোধ হয় ৫০টা ইলেকট্রিক কানেকশান ট্রাইবেলদের বাড়ীতে যায়নি ; এইভাবে সমস্ত ত্রিপুরার নিপীড়িত নিষ্পেষিত ট্রাইবেলদের একটা দোকানও নাই, একটা বড় চাকুরীতেও তারা নাই এবং জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এই ট্রাইবেলদের উপর একটা বিরাট রকম উদ্বাস্তু সমস্যা এসেছে। এই উদ্বাস্তুদের আজ পর্যান্ত পুনর্ব্বাসন হয়নি। কংগ্রেস আমলে দেখেছি এই উদ্বাস্তুদের যেখানে সেখানে জমিদারী হালে বলা হয়েছে ওমুক জায়গা থেকে ওমুক জায়গা পর্য্যন্ত পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন কাগজপত্র নাই। তারা পুনর্ব্বাসনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা তচনচ করছে। কাজেই এই সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশান এর দরকার, একটা ইণ্ডাষ্ট্রি করা উচিত, রেললাইন আনা উচিত, বাগান করা উচিত, চা বাগান করা উচিত, রাবার বাগান করা উচিত, এই ধরণের যেগুলি শিল্পায়নের দরকার একটা দেশকে উন্নত করার জন্য, সে ব্যাপারে বিগত দিনে যেমন কংগ্রেস সরকার উদাসীন ছিলেন তেমনি আজকেও কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন আছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে রবার বাগান এর প্ল্যানটেশানের চেষ্টা করছে, তা যদি হয় তাহলে পরে আগামী ৫ বছর পরে এখানে অনেক বেকার সমস্যা কমে যাবে। যেমন আজকে যদি ৩০ হাজার একর জমি প্ল্যানটেশান করা যেত তাহলে সেখানে ৩০ হাজার বেকারকে আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই জায়গায় কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেত। কজেই এই সব কিছুর জন্য চাই অর্থ বরাদ্দ। কেবলমাত্র সমস্যা সমস্যা বললেই চলবে না এই সমস্যার সমাধান করতে পারে আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ও তার জনগণ। কারণ যেখানের সরকার আর পূর্ণ উদ্যোমে চলেছে সেখানে কোন সমস্যাই সমস্যা নয়। এখন শুধু দরকার টাকার। কাজেই আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা দেখেছি ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যাগুলি সমাধানকল্পে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশানের জন্য ত্রিপুরার সামাজিক বিকাশের জন্য, ত্রিপুরার শিক্ষার বিকাশের জন্য, ন্যাশন্যালিটি সোর্সগুলিকে সমস্ত হিউমেন বিঙ্গস এর জন্য পুরোপুরি ইউটিলাইজেশানের জন্য যে সমস্ত লেণ্ড যেগুলি পরে রয়েছে সেগুলিকে যাতে পুরোপুরি ইরিগেশানের আওতায় এসে ত্রিপুরাকে যাতে সমৃদ্ধিশালী করা যায় তারজন্য আজকে আমি চাই আরও প্রচুর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ এবং কেন্দ্রীয় সরকার তা করবে, এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—কক্‌বরক্‌।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—মানৗগনাং তিনি নি সভানি বুবাগ্রা—আং অরমি অ মান গৗনাং বিমল সিন্‌হা যে কক তুবুমানি যে Discussion তুবুমানি বন আলোচনা আংথৗং হৗনৗই হৗন অ। অরনি অ যে pupolation সমস্যা এবং যে বেকার সমস্যা

Dy. Speaker :—মাননীয় সদস্য আপনি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করুন। যারা বক্তা আছেন এ সময়ের মধ্যে শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া আমি চেষ্টা করবো।

Dy Speaker :—সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন।

বেকার সমস্যা যখন চিনি বা কেন্দ্রীয় নি'উপর কেন্দ্রীয় সরকার নি ইয়াগ' ইয়াকরৗই রৗনানি প্রশ্ন রগ তিছাবাই অ এবং বেকার সমস্যা এবং ঐ বেকার বরগ একটা হিসাব রৗমানি। ১৯৫৭ সালনি ১৭০০ জন। ৬৮ সালঅ বেকার সমস্যা বারিই অংখা ৬৮০০০। কাজেই অরনি অচাঙ হৗননানি নাইঅ ঐ বেকার সমস্যা কোন দিন মিটিয়া। যদি না তাবুক পর্য্যন্ত ফাতারনি বরক ফাই তংগ। তাবুক বরগ ফাই তংগ। বেকার রক শেষ পর্য্যন্তও ফাতারনি ফাইনাই বরকন। তাবুকফান বরগক আহাই তাবুক বরক লেখাপড়া ছাড়ৗং তথা কেউ হয়তো মেট্রিক পাশ, কেউ হয়তো বি, এ পাশ হাইখে ফাইঅই ন অর বেকার অংগু। [illegible] ত্রিপুরা সরকার বন্ধু থৗলাইনানি কোন ব্যবস্থা নাইয়া। তাবুক চাঙ মুগু Indian Forgien act হৗনৗই যে তংমানি অ নীতিনি, অনুসারে ১৯৭১ সালনি ছিমি যারা নগ ছেতই [illegible]নাই বরগন ফাতার রহরনা বাড়া। আং অরনি অ গতবার অ মুকথা। যে গত [illegible]চুকফুরু ১৯৬৮ সাল বাজেট অধিবেশন আচুক অ মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী ব্রজগোপাল রায় [illegible]থা যে আ ত্রিপুরা অ তাবুক পর্য্যন্ত ২২০০ হাজার বরক ফাতারনি তংগ হৗনৗই। গত [illegible] ছামানি ব গছিয়া। ঐ যে যারা ফাতারনি ফাইনাই বরগন যতক্ষণ পয্যন্ত বেকার সমস্যা কোনদিন তা সমাধানর আঃ মানয়া। ও যেটা সমস্যা সমাধান ন কেন্দ্রীয়নি [illegible] বৗঅ, আনি সরকার বনি যে দায়ীত্ব, বনি যে ছামুং থৗলাইনানি বস্তা। [illegible] বরক গচিই নাইয়া। কেন্দ্রীয়নি উপর অ চাপ রৗঅ। কাজেই নিজারাই দায়ীত্ব [illegible] প্রস্তাব তংগ, সমস্ত ন-ন প্রস্তাব নাদি। কাজেই মানগানা, উপাধ্যক্ষ মহোদয় আং হৗননা নাইও যে বেকার সমস্যা সমাধান থৗলাইনানি ছাকাং প্রথম ত্রিপুরা সরকারনি বস্তা এবং বিন প্রথম ছামু তংনানি বাস্তা। যে তাবুক মারা ফাতারনি কাইন তংনাই বন যে ভাবেই হউক বন ত্রতিরোধ থালাইনানি বাগৗই পাঠুক নানি বাস্তা। যেমন গত মগ শরনার্থী হৗনৗই, চাকমা শরনার্থী হৗচৗই ফাইকুরু যে রকমভাবে রৗথৗলাই বহর তৗই ঠিক তাবুক ব হাইন যারা ফাতারনি অংনাই বরকন হাইনব রৗথ্‌লাই রহরনানি চেষ্টা নানা আং থই। এবং যেখানে এই যে ত্রাণমন্ত্রী ব্রজগোপাল বাবু অজাগা পরিস্কার ন।

গচিই তংখা ২২00 হাজার উদ্বাস্ত ফাই তংখা। বরক ন রৗথ্‌লাই রহানানি সিদ্ধান্ত নানা আং থাং। বনি পরে এই যে উদ্বাস্ত সমস্যা এবং বেকার সমস্যানি সমাধাননি বাগৗই বরক কেন্দ্রীয় সিউপর অ চাপ রৗনা আং থৗং বনি ছাকাং কখনো অরনি অ বেকার সমস্যা সমাধান অংগুই মানয়া। এবং উদ্বাস্ত নি সমস্যা সমাধান অংগুই মানয়া, কাজেই বন আ, অনুরোধ নারৗক না নাই ও যে তাবুক ফান অ বিমল বাবু চিন্তা থৗলাই ফদি হৗনৗই বন ওয়ানচুকদি হৗনৗই খা

কাদি হীনাই। ঐ যে, কাতারনি বরগ ফাইওই আনি অরনি অ ফাইওই নাইছে খাম্পার থলাইওই তং ফাই নাইও খাম্পার থীলাইওই অরনি অ ত্রিপুরা অ যে কোন পার্থী করুক না কেন—ব কংগ্রেস ফান থীলাইদি, সি, পি, এম, ফান থীলাইদি কংগ্রেস (আই) ফান থীলাইদি, উপজাতি যুব সমিতি কান থীলাইদি, যেছা কান থীলাইদি, কেব ন কেব রেহাই মানয়া। যদি ন অর Indoor অ এক আইন জাগা ফান থাংদি অরনি ফাতার নি বরগ ফাই আই তংনাই রকন কাতারন রহর ওই মানয়া। আর অর ষড়যন্ত্র আংগুই আইন ন গুপ্তভাবে পরিচালনা থালাই-মানয়ী কাজেই আং অনুরোধ যে অরনি অ চিনি অর মন্ত্রী তং গাই মন্ত্রীরক ত অরমাত্র তিনজন ছে মন্ত্রী তং ছিঅ, বরক যদি ন কোন মতে সিদ্ধান্ত নাই মান ব-ত অন্য কক। যেখানে এম, এল, এ, রকছে মন্ত্রী আরত মাত্র ১ জন ছে। ও কাথাম মন্ত্রীরক এতই যে—দায়ীত্বপূর্ণ যেখানে উদ্বাস্তু সমস্যা, যেখানে বেকার সমস্যাতংগ, তবছে মন্ত্রীরক কীরাই খা অরনি অ, কাজেই আবতাই ইনিখে কার্যকরী আংনাই অর বন কিছা ওয়ানাথাই তংথ। কাজেই উপাধ্যক্ষ মহোদয় আঙি অর তাই ওয়াইছা কুরক থাই তংথ, যে বিমল বাবু বার বার প্রমাণ রাই ছাওই থাংকা। আ জাগানি বরগ বনি জাতি হীনাই থাংগ। বদি অরনি অ মুখবরগ রক হীনথীলাই ত্রিশ লক্ষ ছে প্রমান রাই থাংগ। উপজাতি বাহাইগে ফাইনা? বছে আনি সরকার গুপ্তভাবে বনি বর্ডার অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষ. থীনাই তংমানি হীন থীংলাই বনি সিজিনি কক নছে রমাই মান অ। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার এবং এই যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার বনি বাগীই কিছু একটা consider কীরাই। আবনি বাগীই আছাক দিনের পর দিন বেকার সমস্যা আছাক শেখ। বেকার ৬৮ হাজার আংয়া। তাই কয়েক বৎসর পরে হীন থাই ন ৯০ হাজার কাওই থাং গানা। আং মাথে অনবরত কাতার। বরগ ন তিছারা তংওই মাননা হীন থীলাই। কাজেই আং অনুরোধ নারাক নাই, বিমল বাবু তেইব চিন্তা থীলাই ফিরিই অরনি অ বনি রাজ্য সরকার ন-ন গুপ্তভাবে পরিচালনা থীলাই না বাগীই প্রায় সরকার ন-ন প্রস্তাব তীলাংই হীনাই অ কক ন ছাওই আনি কক ন পাই বীথা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় অদ্যকার সভা প্রধান,

আমি এখানে মাননীয় বিমল সিনহা যে আলোচনা এনেছেন, যে Discussion এনেছেন তাকে আলোচনা করতে চাই। এখানে যে বেকার সমস্যা এবং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, মাননীয় সদস্য আপনি আর পাচ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করুন। যারাবক্তা আছেন সময়ের মধ্যে—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—আমি চেষ্টা করবো।

ডেপুটি স্পীকার — সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন। বক্তা — বেকার সমস্যা যখন আমাদের' এটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেবার কথা বলা হয়েছে এবং এই বেকার সমস্যার হিসাব হলো, ১৯৭৭ সালে ১৭000 জন, ১৯৬৮ সালে সেটা হয়েছে বেড়ে ৬৮000 জন। কাজেই এখানে আমরা বলতে চাই এই সমস্যা সহজে সমাধানের নয়। যদি না এখন পর্য্যন্ত বাইরের লোক আসা বন্ধ না হয়। এখনো বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার লোক আসছে। বেকারদের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত ওই বহিরাগতই। এখন মানুষেরা লেখা পড়া শিখছে, কেউ হয়তো মেট্রিক পাশ কেউ বি, এ, পাশ এভাবে বাইরের লোক এসেই এখানে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার এটা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এখানে আমরা দেখি Indian Foreign

Act বলে যে আইন আছে, এ অনুসারে ১৯৭১ সাল থেকে যারা এখানে এসেছেন তাদের এখান থেকে ফেরৎ পাঠানো দরকার। আমি এখানে গতবার দেখেছি, গত অধিবেশন বসার সময় ১৯৭৮ সালের বাজেট অধিবেশনের সময় মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী ব্রজগোপাল রায় নিজেই স্বীকার করেছেন এই ত্রিপুরাতে এখনো ২২০০০ লোক আছেন যারা বহিরাগত। ঐ সমস্ত বে-আইনীভাবে বহিরাগতদের আমরা যতদিন ফেরৎ পাঠাতে না পারছি ততদিন এখানকার বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। এই সমস্যাকে কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে এখানকার সরকার নিজের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করছেন। সরকার নিজের কর্ত্তব্যটাকে স্বীকার করছেন না। শুধু কেন্দ্রের উপর চাপ দিচ্ছেন। কাজেই নিজেদের দায়িত্ব বলে এখানে একটা প্রস্তাব আছে। এ প্রস্তাবটা গ্রহণ করা হোক। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই যে, বেকার সমস্যা সমাধান করার আগে প্রথমে ত্রিপুরা সরকারের দরকার প্রথম কাজ করা দরকার যে যারা বহিরাগত তাদের যে কোন প্রকারে প্রতিরোধ করতে হবে। যেমন গতবার মগ শরনার্থী, চাকমা শরনার্থী আসার সময় যেভাবে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে ঠিক সেইভাবে এখনও বহিরাগতদের ফেরৎ পাঠানো উচিৎ। যেখানে মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল বাবু পরিষ্কার বলে গেছে যে ২২ হাজার উদ্বাস্তু আছেন তাদের ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তারপরে এই যে উদ্বাস্তু সমস্যা এবং বেকার সমস্যা সমাধানের যে কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেয়া হোক। তার আগে কখনো এখানকার বেকার সমস্যা সমাধান হবে না এবং উদ্বাস্তু সমস্যারও সমাধান হতে পারে না। কাজেই আমি এখানে অনুরোধ রাখতে চাই, এখনো বিমল বাবু চিন্তা করে দেখুন ঐ যে বহিরাগতরা এখানে খামার করে আছেন ঐ খামারকারীরা যে কোন পার্টির লোক হোক না কেন, সে কংগ্রেসী হোক, সি পি, এম হোক, কংগ্রেস (আই) হোক, উপজাতি যুব সমিতি হোক যেই হোক না কেন, কাকেও রেহাই দেওয়া ঠিক হবে না।

যদিও এখানে সকলের জন্যই একই আইন, তথাপি বহিরাগতদের ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এখানে একটা ষরযন্ত্র করে আইনকে গুপ্ত ভাবে পরিচালনা করা যায় না। কাজেই আমার অনুরোধ যে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের নিয়ে যদিও এখানে মাত্র তিনজন মন্ত্রী আছেন তাঁরা সকলে মিলে একটা সীদ্ধান্ত নিতে পারেন এ তো অন্য কথা। যেখানে এম, এল, এ, এবং মন্ত্রী মাত্র তিন জন আছেন, ওই মন্ত্রীরা এখন একটা গুরুত্ব পূর্ন আলোচনার সময় যেখানে উদ্বাস্ত সমস্যা, বেকার সমস্যার কথা বলা হচ্ছে এমন সময় তাঁরা থাকেন না, কাজেই এইভাবে কি করে কার্য্যকরী হবে এটা ভাবনার বিষয়। কাজেই উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমার আরও একটা কথা আছে, যে, বিমল বাবু বার বার প্রমান করে বলে গেছেন ওখানকার মানুষ তার আত্মীয় পরিজন, যদি এখানে মুঠ মানুষরা বলে যে ত্রিশ লক্ষ লোক তাহলে কি প্রমাণযোগ্য। অতএব তিনি নিজের কথাই বলেছেন। কাজেই, বামফ্রন্ট সরকার তথা রাজ্য সরকারের এনিয়ে কোন বিবেচনা নেই। এভাবেই বেকার সংখ্যা বেড়ে দিনে দিনে ৬৮ হাজার হয়েছে। কয়েক বছর পরে হবে ৯০ হাজার, অনবরত বাহিরের মানুষ আসা প্রতিরোধ করতে না পারলে তাই হবে। কাজেই আমার অনুরুধ বিমল বাবু আরও চিন্তা করে তার সরকারকে ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য সরকারকে প্রস্তাবটা রাখুন একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী রাম কুমার নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিমল কুমার সিনহা যে আলোচনা এখানে রেখেছেন তাতে দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করা এবং ত্রিপুরার বেকার সমস্যার তীব্রতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্ধের যে দাবী এবং সে সম্পর্কে যে আলোচনা সেই আলোচনার সমর্থনে আমি এই বলতে চাই যে-এই যে সমস্যা তা ১৯৪৭ ইংতে যখন ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে তখন থেকে সৃষ্টি হয়ে। সেই অবস্থায় সৃষ্টি হয় পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা আসে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসে পশ্চিম ভারতে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতের বিভিন্ন অংশে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসে। তারপর আমরা দেখেছি ৩০ বছর দিল্লীতে কংগ্রেসের রাজত্ব, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস রাজত্ব তখন ত্রিপুরাও কংগ্রেস রাজত্ব ছিল। এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নামে শুধু চোরাকারবারিদের টাকা হয়েছে। ৬৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য আর ৬৬৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগতদের জন্য। এই যে বৈষম্য তাতে ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের দুরবস্থার কোন সীমা নেই। আমি জানি সেই ১৯৫৮ ইং-তে ত্রিপুরায় লোক সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। সেই ৬ লক্ষের ৪ লক্ষ ছিল উপজাতি এবং ২ লক্ষ ছিল অ-উপজাতি মানুষ। সেই উপজাতিরা একেবারে নিঃস্ব ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। তারপরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে ত্রিপুরায় লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ, তারমধ্যে ১১ লক্ষ হচ্ছে উদ্বাস্তু। এই অবস্থায় তখন ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তুদের সমস্যা ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু সেই কংগ্রেস সরকার তখন তাদের জন্য কিছু করেন নি, তাদের অনেকের এখন পর্যন্ত থাকার সামান্যতম একটা ঘরও আজ পর্যন্ত নেই সমস্যার সমর্থনে আমি বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্যা সমাধানের জন্য আজকে আরও অধিক অর্থ বরাদ্ধ করতে হবে কারণ আমাদের যে দাবি উঠেছে তা অত্যন্ত ন্যায্য দাবি

আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের পুনরবাসনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা নিতে এবং ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরুধ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি স্বাধীনতা লাভের পর সারা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করত। কিন্তু বিগত ৩০ বছর কংগ্রেসের অপশাসনের ফলে সেই হার দাড়িয়েছে শতমরা ৩৮ জন, এ তথ্য ১৯৭১ সাল এর। আর আমাদের ত্রিপুরায় এই মুহূর্তে শতকরা ৮৩·৫ জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৪৭ সালে এক হিসাব অনুযায়ী আমরা দেখছি যে. বিড়লা এবং টাটা পরিবারের মুলধন ছিল যথাক্রমে ২৫ কোটি টাকা এমং ৩৩ কোটি টাকা। এবং সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর পর তাদের সেই মূলধনের পরিমান দাঁড়িয়েছে ১১০০ কোটি টাকা এবং ১,৫০০ কোটি টাকায়। এর প্রধান কারন হলো কংগ্রেসের অপশাসন। এই শাসনের ফলে সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ তথা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকেই ভোগতে

হচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় শতকরা ৮৩·৫ জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার তাদের যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব তারা পালন করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার আজ সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে রেখে দেশের নীচু তলার মানুষকে শোষণ করছে। এটা বর্ত্তমান এ ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার অর্থাৎ আমরা বরদাস্ত করতে পারছি না। আমাদের ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে বলছি যে, ত্রিপুরায় যে উদ্বাস্তু আছে তাদের পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্য আরো অধিক অর্থ বরাদ্দ করুন। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার মাত্র ২০ মাস হয় ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু এর মধ্যেই প্রায় ১৫,০০০ হাজার বেকারের চাকুরীর ব্যবস্থা করেছে। যা বিগত ৩০ বছরেও সম্ভব হয় নি। বিগত ৩০ বছরের মধ্যে আমরা কংগ্রেসের শাসন এবং বর্ত্তমানে কোয়ালিশন সরকারের শাসন দেখেছি। কিন্তু কেহই ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্য এবং বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নি। সুতরাং আজকে হাউসে যে প্রস্তাব আলোচনার জন্য আনা হয়েছে আমি সে প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইন কিলাব জিন্দাবাদ।

ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ব্রজগোপাল রায়।

শ্রী ব্রজগোপাল রায় :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিংহ এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। আজকে ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব এবং বেকার সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতা থাকলে আমরা সেই সকল সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে পারতাম। উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে যে পরিমাণ সাহায্য আশা করেছিলাম সে পরিমাণ সাহায্য আমরা পাইনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৫০ সালের পর হাজার হাজার উদ্বাস্তুর স্রোত আছড়ে পড়েছিল ত্রিপুরার মাটিতে। এই উদ্বাস্তুর সমস্যার সমাধানের জন্য তৎকালীন সরকার সে রকম কোন ব্যবস্থা নেন নি। তৎকালীন সরকার এদের সমস্যার সমাধানের জন্য কি ধরণের ব্যবস্থা করেছিলেন আমি তার একটা তথ্য এ হাউসে দিচ্ছি। ১৯৬৮ সালে যে সকল উদ্বাস্তু ত্রিপুরা এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকের মাথাপিছু ৯৫৫ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছিল এবং ঋণ বাবদ দেওয়া হয়েছিল ২,৭৫০ টাকা এবং সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছিল দুই একর পরিমাণ এবং তার জন্য ভারত সরকারকে ব্যয় করতে হয় প্রায় ৮৭৩·৮০ লক্ষ টাকা। তারপর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা উদ্বাস্তু কলোনীগুলো দেখে এসেছি। আমরা সে সকল কলোনীগুলোতে যে সকল অভিযোগ শুনতে পাই তা অত্যন্ত করুন এবং হৃদয় বিদারক। তাদের প্রতিটি পরিবারকে যে পরিমাণ টাকা সাহায্য দেবার কথা ছিল যা একটু আগে আমি আপনাদের শুনালাম সে সাহায্য তারা পায়নি। চার পাঁচ বা দশ কিস্তিতে তাদের সে টাকা দেওয়া হয়েছে। ফলে কিস্তিতে টাকা পাওয়ায় তারা সে টাকা ভোগ করে ফেলেছে। এমনকি

বর্ত্তমানে তারা এমন এক অবস্থায় এসে পেঁছেছে যে তাদের মাথা রাখবার আর ঠাঁই নাই। যে জায়গা তাদের নামে এ্যালট করে দেওয়া হয়েছিল এবং যার জন্য তাদের নিকট থেকে টাকা কেটে রেখে দেওয়া হয়েছিল অথচ তাদের সে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি।

এই সকল সমস্যা এখন আমাদের সামনে এসেছে। এই ছিল তখনকার দিনের উদ্বাস্ত সমস্যা সমাধানের চেহারা। তারপর গত ১. ১. ৬৪ ইং এবং ২৩. ৩. ৭১ ইং তারিখ সময়ে মোট ৫, ৭৭৬টি পরিবারকে আগে যে হারে ঋণ দেওয়া হয়েছিল সে হারে অর্থাৎ ৯৫৫ এবং ২৭৫০ টাকা করে সাহায্য ও ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এই বাবদ মোট ৪৬.৫২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ৪৮৫টি পরিবারকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল ৭, ২০০ টাকা করে। পরে আমরা অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব করেছিলাম যে তাঁদের ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হোক। কারণ জিনিস পত্রের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা আর শুনেননি।

আমরা ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পুনরবাসন মন্ত্রী হিসেবে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় পুনরবাসন মন্ত্রী মিষ্টার সিকান্দার বখত এর সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম। তাঁকে আমরা ত্রিপুরার উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য অগ্রনি হতে বলেছিলাম তিনি আমাদের কথাও দিয়েছিলেন যে তাদের সমস্যার সমাধান করবেন। তারপরেই শুরু হলো তাল-বাহানা। আমরা অনেক যোগাযোগ করলাম এমনকি আমি তখনকার পুনরবাসন মন্ত্রী শ্রীরাম কিংকর মশাইর সঙ্গেও সাক্ষাত করি। উদ্বাস্তদের সমস্যার সমাধানের জন্য আমি কয়েকটি স্কীমও দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাদের আবেদনে ও কথায় কোন সাড়া দেন নি। মিষ্টার রাম কিংকর মশাই আমাদের পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দেন যে সকল উদ্বাস্ত ১৯৬৪ সালের আগে এসেছেন তাদের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা বলেছি যে, এটা হতে পারে না। উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধানের নামে তাদের সর্বনাশ করা হয়েছে। এ অবস্থায় অসহায় মানুষকে আমরা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারিনা। তাদের জন্য নিশ্চয়ই আপনাদের করনীয় কিছু আছে। কারন আপনারা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ যে তাদের পুনরবাসনের জন্য আপনারা ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তারা সেটা মানেননি। শুধু তাই নয় আমরা দেখেছি ৩১, ৯৮৫ টি উদ্বাস্ত পরিবার ত্রিপুরায় এসেছেন তারা নাম রেজিষ্ট্রারও করেছেন। এর মধ্যে আমাদের কাছে যারা আবেদন রেখেছেন এ রকম ৮৪২টি পরিবার আছে যারা ক্যাম্পে ছিল এবং তাদেরকে মানা বা দণ্ডকারন্যে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা যাননি। তাই তাদেরকে কোন রকমের পুনর-বাসনের ব্যাবস্থা দেওয়া হয়নি। আমরা বলেছিলাম যে তাদের পুনরবাসনের জন্য ব্যাবস্থা করতে হবে। এদের বোঝা বহন করা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিপুরার যে আর্থিক ক্ষমতা সে ক্ষমতা দিয়ে এদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কাজেই এদের পুনরবাসনের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হোক। এর উত্তরে তারা আমাদের বলেন যে, এদের যদি পুনরবাসনের ব্যাবস্থা করা হয়, তবে অন্যান্যদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। আমি মানতে পারিনি কেন্দ্রীয় পুনরবাসন মন্ত্রী শ্রীরাম কিংকর মশাইর কথা। আমি তখন উনাকে বললাম লেট-আস্ এগ্রি টু ডিস্ এগ্রি। কারন ত্রিপুরা উদ্বাস্ত সমস্যা হচ্ছে অন্য রকমের

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে ত্রিপুরার কোন তুলনা হতে পারেনা। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্য এই ত্রিপুরা। এর আর্থিক সঙ্গতি একেবারে নেই বললেই চলে। সুতরাং এত বড় মানুষের বোঝা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৬৫ জন লোক উদ্বাস্তু। সুতরাং এদের সমস্যার সমাধান যদি আপনারা না করেন তবে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আন্দোলন করবে এবং এর পরিনাম সকলকেই ভোগতে হবে। কিন্তু তারা কোন অবস্থাতেই রাজি হননি। আমরা এর পর বহুবার চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তাদের নিকট হতে কোন জবাব পাইনি। শেষ পর্যন্ত আমরা জনতা সরকারের মন্ত্রী মিষ্টার সিকান্দার বখত মশাই এর নিকট হতে এক চিঠি পাই। উক্ত চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে আমরা যেন আর কোন করেস্পনডেন্স না করি। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন যে উদ্বাস্তুদের সমস্যার এবং বেকার সমস্যার সমাধের জন্য রাজ্য সরকার শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপাচ্ছে রাজ্য সরকার নিজে কিছুই করছে না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না।

কিন্তু এটাকে চাপ দেওয়ার মত অবস্থা নয়। আমি বলব যে অন্ততপক্ষে একজন জন প্রতিনিধি হিসাবে এটা উনার বুঝা উচিত যে এটা পরিচালিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা। এর অর্থ হচ্ছে এর দায় দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের আমরা শুধু এর দেখাশুনা করছি। এবং যাতে এর সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয় সেটাই শুধু আমরা দেখছি। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের নিষেধ করছেন—আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করেছি কিন্তু তারা এটা মানছেন না। কাজেই সেখানে এই দাবী আদায় করা ছাড়া আর আমাদের অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই। কাজেই এই জন্য যদি আমাদের কোন দাবী রাখতে হয় তাহলে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেই আমাদের দাবী রাখতে হবে। আর একটা কথা আমি এখানে না বলে পারছি না—এখানে আমতলীতে যে আমাদের পি,এল ক্যাম্প আছে সেখানে এখন ২৪০টি পরিবার আছে সেই পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য ৭,৯০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে এই অল্প পরিমাণ টাকা দিয়ে তাদের কোন সুষ্ঠু পুনর্বাসন হওয়া সম্ভব নয় এই টাকা দিয়ে তাদের বাঁচাবার কোন পথ তৈরী করা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের যদি কোন সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে হয় তাহলে অন্ততপক্ষে তাদের ১৪,৫০০ টাকা হিসাবে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্তা করা হউক। এবং আমরা সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চাপ সৃষ্টি করেছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাতে পি.এল ক্যাম্প রাখার পক্ষপাতি নন। তাঁরা চাইছেন সেটাকে সোশাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু আমরা কেনদ্রীয় সরকারের সেই প্রস্তাব মানি নাই। এ ছাড়া আমরা আরও ৭ম অর্থ কমিশনের কাছে ত্রিপুরার পি এল ক্যাম্পের জন্য আগামী ৫ বছরের জন্য টাকা দাবী করেছিলাম। সেখানে কেনদ্রীয় সরকার আমাদের ৩.৩০ লাখ টাকা দিতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু আমাদের পি,এল, ক্যাম্প চালাতে হলে আমাদের কমপক্ষে বার্ষিক ৪ লাখ টাকার দরকার। সেখানে আমাদের বার্ষিক ৭০ হাজার টাকা খরচা চালাবার কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে অবহিত করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমাদের বক্তব্য রাখতে হবে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্য রেখেছি। তারপর আমাদের পি,এল, ক্যাম্পগুলিতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দাহ ইত্যাদির জন্য কিছু কিছু টাকার বরাদ্দ করা আছে। যেমন বিবাহের জন্য ২০০ টাকা, দাহ ও শ্রাদ্ধের জন্য ৩০ টাকা করে বরাদ্দ করা ছিল। কিন্তু আজকের দিনে এই অল্প টাকা দিয়ে এইসব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কাজেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছি এবং আমাদের এই ব্যাপারে বহু লেখালেখির পর বিবাহের জন্য যেখানে ২০০ টাকা ছিল সেখানে ৩০০ টাকা করেছে এবং দাহ ও শ্রাদ্ধের জন্য যেখানে ৩০ টাকা ছিল সেখানে ৬০ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু বুক গ্রান্টের জন্য কোন টাকা বাড়ানো হয় নাই। আপনারা জানেন যে বইয়ের দাম আজকে অনেক বেড়েছে কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার এই পি এল ক্যাম্পের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বুক গ্র্যান্টের জন্য তাদের বরাদ্দ বাড়ান উচিত।

কিন্তু যারা এই ক্যাম্পের পুনর্ব্বাসনের নামে টাকা নিয়ে নয় ছয় করেছে ঐ কংগ্রেসের রাজত্বে—খোয়াইতে সেখানকার উদ্বাস্তুরা আমাকে বলেছে সেখানে তিন ধরণের লোক তাদের কাছে আসছে। প্রথমে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে লোক এসে বলছে যে এটা আমাদের জায়গা তোমরা এখান থেকে চলে যাও—তারপর রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের লোক এসে বলছে এই জায়গা আমাদের আর উদ্বাস্তু দপ্তরের লোকেরা এসে তাদের সেই সব জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছে। এই যে অনিশ্চিত অবস্থা এর সমাধানের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এবং আমরা সেটা করছি। আর তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমাদের পি,এল, ক্যাম্পে উদ্বাস্তু ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার জন্য সেখানে আমরা প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেছি। আমরা তাদের চিকিৎসার জন্য সেখানে ডিসপেনসারী করেছি। আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর। আগে সেখানে ৫ জন শিক্ষককে সেখানে বসিয়ে বসিয়ে তাদের বেতন দেওয়া হত। কিন্তু আমরা চাই সেই অতীতের ব্যবস্থাকে পাল্টে দিতে। আমরা চাই তারা মানুষের অধিকার নিয়ে তারা বেচে উঠুক। সে জন্যই আজকে আমরা চাই তাদের একটা সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন হউক। এবং এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম এবং আমরা সেখানে বলেছি যে আমাদের বিভিন্ন কলোনীগুলিতে ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি করে সেখানকার বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হউক। এবং এই ব্যাপারে আমাদের স্কীমও দিয়েছিলাম কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সেইসব স্কীম গ্রহণ করেন নাই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও স্কীম দিয়েছিলাম সেইসব কলোনীগুলিতে বেকারদের দুগ্ধবতী গাভী দিতে এবং তাদের জন্য পোলট্রিফার্ম করে দিতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কাজেই সেইদিক থেকে আমাদের এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সমস্যা শুধু যে উদ্বাস্তু দপ্তরের একার সমস্যা নয় এটাকে গোটা ত্রিপুরার সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এবং যতদিন পর্যন্ত আমরা কেন্দ্রের হাত থেকে টাকা আনতে না পারব ততদিন এইসব উদ্বাস্তুরা আমাদের উপর বোঝার মত দাড়িয়ে থাকবে। কাজেই তাদের সুষ্ঠু অর্থ নৈতিক পুনর্ব্বাসনের জন্য আমাদের করণীয় যা আছে সেই হিসাবে আমরা আমাদের হাউসে প্রস্তাব এনেছি এবং আজকে আমরা হাউসের

মধ্যে যে আওয়াজ তুলেছি সেই আওয়াজ যাতে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছে সেজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন এই ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দিচ্ছে ততদিন আমাদের এই সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই সেইদিক থেকে আজকে এই হাউসে যে প্রস্তাব এসেছে সেটাকে আমি পুরাপুরি সমর্থন করছি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া গত বিধানসভায় পুনর্ব্বাসন বিভাগের মন্ত্রী সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই সম্পর্কে তিনি কোন তথ্য দিয়ে প্রমান করতে পারেন নাই। কাজেই আমি বলব যে তিনি যেভাবে দায়িত্বহীনভাবে এই হাউসের সামনে যে কতগুলি কথা বলে যাযেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। সে জন্য আমি বলব যে তিনি এই হাউসের সামনে যে তথ্য-পরিবেশন করবেন তা যেন তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে দেন। মগ উদ্বাস্তুদের ব্যাপার সেটা ত্রিপুরার পলিটিকেল ডিপার্টমেন্টের সমস্যা ছিল, সেটা পুনর্ব্বাসন দপ্তরের সমস্যা নয়। সেটাকে ভুলে গেলে চলবে না।

তাদেরকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনজীবনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে, হয়তো তাদের উদ্দেশ্য সাধন করা যেত। কিন্তু সেটা আমরা হতে দেই নি। একটি জায়গায় তাদেরকে রেখেছিলাম, সেখানে তাদের খাওয়া দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই আমাদের পুনর্ব্বাসন দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে যাতে করে তাদের কোন রকম অসুবিধা না হয়। তার জন্য আমি নিজে সেখানে ছুটে গিয়েছিলাম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও ছুটে গিয়েছিলেন, সেখানে বসে সেইসব উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে নেতৃবৃন্দের সংগে যারা এম, এল, এ, ছিলেন তাদের সংগেও আমাদের আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলোচনা করেছেন। আমরা বাংলাদেশের সরকারের সংগেও এই ব্যাপারে যোগাযোগ রেখেছি এবং তাদের সংগে একটা সুষ্ঠু আলোচনার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ সরকার সেইসব উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজিও হয়েছিলেন, তারপর তাদের জন্য বাংলাদেশের কয়েক জায়গাতে অভ্যর্থনা কেন্দ্রও খোলা হয়েছিল এবং তাদের অনেকেও সেইসব অভ্যর্থনা কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। তবু আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে আপনারা সবাই একসংগে যাবেন না. আগে আপনাদের মধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক আগে গিয়ে দেখে আসুন যে আপনাদের সেখানে যাওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা, তারপর আপনারা সেখানে যাবেন। একথা আমরা তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম। আমি জানিনা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই বিষয় ওয়াকিবহাল ছিলেন কিনা। যদি না থাকেন, তাহলে এখন সেটা জেনে নিতে পারেন। কাজেই মগ উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যে কাঁদুনি তারা গাইছেন, সেই কাঁদুনি গাওয়া তাদের সার্থক হয়নি, আশা করি এটা বলা বাহুল্য। তাই আজকে এই হাউসের সামনে যে দাবী এসেছে. এই দাবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং এর জন্য একটা প্রচণ্ড চাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি করা দরকার যাতে নাকি উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হতে পারে। নালাকাটা একটা জায়গা, সেখানে উদ্বাস্তুরা একটা দুঃসহ জীবনযাত্রা করেছিলেন। এমন একটা জায়গায় নিয়ে তাদেরকে দেওয়া হল, যে তাদের মধ্যে অনেকই মারা গিয়াছে সেখানে একটা গাছ পর্য্যন্ত জন্মায় না, অথচ এমন একটা জায়গাতে তাদেরকে নিয়ে

রাখা হয়েছে। আমরা অবশ্য তাদের জন্য একটা আলাদা পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। কাজেই আমরাও এই ব্যাপারে বিশেষভাবে চিহ্নিত হচ্ছি যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে নিষেধ করেছেন, কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী যদিও লিখেছেন যে আশা করি এই ব্যাপারে আপনারা আর পত্রালাপ করবেন না। তথাপি আমরা সেই চিঠির একটা কপি সহ বর্ত্তমান ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছি এবং তার উত্তরে প্রাধান মন্ত্রী গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমাকে যে চিঠি দিয়েছেন, সেটা আমি এই হাউসে সামনে পড়ে শুনাচ্ছি।

Dear Shri Roy,

I have received your letter of 13th Angust, 1979 in which you are asked for enhanced relief or assistance for refugees of Tripnra. I am having the matter looked into.

With ıegard.

Yours sincerely,
Sd/- Charan Singh.

কাজেই এই যে চিঠি আমরা প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছি, আশা করব যে এতে ত'ার শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং ত্রিপুরার অসহায় মানুষগুলির যারা উদ্বাস্তু যাদের মাথা গুঝবার মত ঠ'াই নেই, তাদের সাহায্যার্থে তিনি এগিয়ে আসবেন এবং আমাদের বিধান সভাও সর্ব্ব-সর্ম্মতিক্রমে অন্তত এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারবেন, এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য বিমল কুমার সিংহ যে প্রস্তাবটা এনেছেন তার সম্পর্কে আমি দুই চারিটি কথা বলতে চাই। এখানে একটা জিনিস বলা হয়েছে যে উদ্বাস্তু সমস্যা এবং তার পুনর্বাসনের সমস্যা। ঠিকই এটা আমরা উপলব্ধি করি। যে সমস্ত লোক বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে, মান, সম্মান, ইজ্জত নষ্ট করে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছেন, তাদের প্রতি আমাদেরও যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে যেখানে বাংলাদেশে এখনও প্রচুর লোক আছে, এখনও লক্ষ্য লোক আছে, তারা যদি হাজারে হাজারে লাখে লাখে এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে, যে রাজ্য আয়তনে খুবই ক্ষুদ্র, তার উপর ভীষণ ভাবে একটা চাপ সৃষ্টি হবে, যা কোন মতেই সম্ভব নয়। আমরাও চাই যে এই মানবিক সমস্যার সমাধান হউক এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী মহোদয়ের সংগে এক মত যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে, এই রাজ্যে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার মতো কোন ক্ষমতা নেই, এই রাজ্য তাদের জমি দিয়ে অথবা আর্থিক সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার মত ক্ষমতা এই রাজ্য সরকারের নেই, এটা আমরা নিজেরাও স্বীকার করি এবং উনারাও স্বীকার করেন। কিন্তু আমি মনে করি আয়তনের দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে জমির পরিমাণ খুবই সীমাবদ্ধ। এটা অবশ্য মাননীয় সদস্য বিমল বাবু এবং আমার পূর্ববর্ত্তী অনেক বক্তাই স্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন যে বেকার সমস্যা বেড়েছে

এবং সেই সংগে অন্যান্য প্রদেশ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাও অনেক পরিমাণ বেড়েছে এবং এই সমস্যা বাড়ার পিছনে যে একটা প্রধান কারণ, সেটা হচ্ছে দিনের পর দিন ত্রিপুরা রাজ্যে ভিন্ন দেশীয় লোকদের অনুপ্রবেশ। তারা শুধু দেখেছেন বেকার সমস্যা, কিন্তু এটা যে একটা সমস্যা, সেই কথাটা জেনেও তারা তা স্বীকার করতে চান না, কারণ তারা এটা ভুলে গেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের আরও একটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে ভূমির সমস্যা। প্রকৃতির দান সীমাবদ্ধ, ত্রিপুরার যে বর্তমান আয়তন এটা কোন দিনই বাড়বে না। এমন কি প্রতিবেশী যে রাজ্য আসাম তার থেকে কোন অংশ ছিনিয়ে নিয়ে এসে ত্রিপুরার সংগে যোগ করা যাবে না। কাজেই ত্রিপুরার আয়তনকে সম্প্রসারণ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এটা এখন যেমন সম্ভব নয়, ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। ১৯৫৮ সাল থেকে যে সব রিফুইজি এই দেশে এসেছেন এবং ১৯৬৪ সালে যে সব এসেছেন এবং সর্বশেষে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় যারা এসেছেন, তাদের অধিকাংশই ফিরে যান নি। ত্রিপুরা রাজ্যের এখানে সেখানে রয়ে গেছেন। যদিও সেই সময়ে গভঃ অব ইণ্ডিয়ার একটা স্টেনডিং অর্ডার ছিল যে যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে এসেছে, তাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে ইনডিয়ান ফরেইন এ্যাকট অনুসারে। তাই আমরাও এক সময়ে তৎ-কালীন কংগ্রেসী মুখ্য মন্ত্রী সুখময় বাবুর কাছে ডেপুটেশান দিয়েছিলাম যে গভঃ অব ইণ্ডিয়ার যে পলিসি উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে আছে, সেটা হুবহু পালন করুন এবং বাংলাদেশের লোকে ত্রিপুরাতে আছে, তাদেরকে ফিরিয়ে দিন।

কিন্তু দেখা গেল যে বাস্তবে তিনি নিজেও সেটা করতে পারেন নি এবং স্বীকার করেছিলেন যে বেশ কিছু বাংলা দেশের লোক ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। কাজেই মাননীয় সদস্যারা এখানে যে কথাটা বললেন যে কংগ্রেস এটা করতে পারে নি, ওটা করতে পারেনি কিন্তু একটা কথা ঠিক যে সুখময় বাবুর আমলে বাংলা দেশের যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল, তাদের খুঁজে বের করার এবং ফেরত দেওয়ার একটা কার্যকরী চেষ্টা চালিয়ে ছিল। কিন্তু সেটা হয়তো শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি বটে সেই লোকগুলি এখনও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এখানে সেখানে রয়ে গেছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের যে নীতি আর কংগ্রেসের যে নীতি তার মধ্যে পার্থক্য কোন ফারাক নেই। তারা উভয় মানুষগুলিকে এক জায়গায় আবদ্ধ রেখে তাদের জন্য বাস্তবিক কিছু না করে যে সমালোচনাটা করেছেন তা অবাস্তব। কারণ এটা কোন মতেই বাস্তবে সম্ভব হতে পারে না। যেমন জ্যোতি বাবুর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, সেখানে কিছুদিন আগে আমরা কি দেখেছি, আমরা দেখেছি যে প্রায় ৩২ হাজার উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য থেকে চলে এসে কালিম বাজার, নবাব নগর, ২৪ পরগণা এবং সুন্দর বনে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরকে শিয়াল কুকুরের মত জ্যোতি বাবুর পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে, একজন দুইজন নয়, প্রায় ৩০০ লোক এভাবে মারা গিয়েছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে সেই সমস্যার সমাধান করা তো একেবারেই অসম্ভব। তারা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের জায়গা দিতে পারেনি বরং তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছে যে আমরা তাদের বলে কয়ে আবার দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠাচ্ছি, তোমরা তাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত কর না। এবং কেন্দ্রীয় সরকারও তাতেই রাজী হয়েছিল

যে হ্যাঁ তোমরা তাদেরকে আবার দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠাও আমরা তাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখব। শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের সেই দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠানো হল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে কি কংগ্রেস কি বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার তারা কেউ চায় না যে উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে এসেছিল, তাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বাইরে পাঠাতে বরং তারা যারা যখন আসবে, তাদের গ্রহণ করবেই। এখানে শুধু গ্রহণ করা হবে, কাউকে বর্জন নয়। তবে আমরা বলি যে তাদের কোন রকম নিষ্ঠুরতার মধ্যে ঠেলে দিও না, তাদের যাতে প্রকৃত পুনর্বাসন হতে পারে, তার বাস্তব ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

এটার আবার অন্য একটা দিকও আছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে যারা চাকুরী পায় না, পশ্চিমবঙ্গে যারা স্থান পায় না অথবা পশ্চিমবঙ্গে যারা নাগরিকত্ব পায় না, এবং আসামে যারা নাগরিকত্ব পায় না তারা সবাই দলে বিভক্ত হয়ে হাজার হাজারে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে। কাজেই আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে এমনিতেই যারা আছে, তাদেরই কোন সমাধান করা যাচ্ছে না, উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম থেকে তারা দল বেঁধে এখানে আসছে, যা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কাছে উদ্বেগজনক। এই কয়েকদিন আগে আমি এস, ডি, ও অফিসে গিয়েছিলাম অবশ্য কেউ আমাকে সেখানে চিনে না, আমি সেই সুযোগ নিয়ে একটা একটা জিনিস দেখেছি, সেটা হল এই যে একজন যুবকের কোন এক গার্ডিয়ান এস, ডি, ওর কাছে এসেছে তার সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেটের জন্য। এস, ডি, ও বলল আপনি কলকাতায় থাকেন, ঐখানে আপনার ঠিকানা রয়েছে, এখানে কোন সিটিজেনসীপ হতে পারে না। কাজেই আমি এটা করতে পারব না, আপনি সেখান থেকে করিয়ে নিন। কিন্তু যেই মুহূর্তে ভদ্রলোক কোন একজনের আত্মীয়সূত্রের পরিচয় দিল তখন বললেন যে ঠিক আছে তাকে এ্যাপ্লাই করতে বলুন। কাজেই আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরা সরকারের অধীন বিভিন্ন অফিসে এই ধরণের অনেকগুলি বে-আইনী কাজ হচ্ছে।

এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে সরকারী হিসাবে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত ভাষণ অনুযায়ী বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার। এর মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার নাকি ১২ হাজার বেকারকে চাকুরী দিয়েছেন এই দেড়টা বছরের মধ্যে। ৫৬ থেকে ১২ বাদ দিলে থাকে ৪৪ হাজার এবং এই ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে বেকারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ হাজারে। এই দেড় বছরে ১২ হাজার বেকারকে চাকুরী দেওয়ার পরও বেকারের সংখ্যা হল ৬৮ হাজার। এই যে সংখ্যা বাড়ল, এটা কি আকাশ থেকে পড়েছে? না এটা জল যে সমুদ্র সাগর পথে এসে বেড়ে গেছে?

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, ৫টা বেজে গেছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি বর্তমান সরকারের কাছে এই অনুরোধ রাখছি এবং আশা করছি যে এই সমস্ত দিকগুলি চিন্তা করে, সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার স্বার্থের দিকে চিন্তা করে এই সরকার এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য একটা পথ বেছে নেবেন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— এই সভা আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ইং শুক্রবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"A"

Addmitted starred question No. 3.
By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর মবকুমার কুর্ত্তি গাঁও সভার মোহনটিকি গ্রামে জিরাতিয়া ভূমির পরিমাণ কত ;

২। শ্রীযুক্ত ফনীরায় নামক জনৈক দারোগার নামে উক্ত মোহনটিকি গ্রামে জিরাতিয়া ভূমি আছে কি না ;

৩। থাকিলে ভূমির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমার কুর্ত্তি গাঁও সভার মোহনটিকি গ্রামে কোন জিরাতীয়া ভূমি খতিয়ান ভুক্ত নাই ;

২। গত ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় কতিপয় মুসলমান কর্তৃক পরিত্যাক্ত জমি হইতে কৃষি যোগ্য জমি ৭ জন স্থানীয় কৃষকের নিকট ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইযাছিল। শ্রীফনী রায় নামক জনৈক লোক উক্ত ৭ জনের মধ্যে ১ (এক) জন ;

৩। উক্ত পরিত্যক্ত জমি হইতে শ্রীফনী রায়ের নামে ১·৮৮ একর জমি ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল।

Addmitted starred question No. 5
By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ধর্ম্মনগর মহকুমার কুর্ত্তির বিলে সরকারের খাস ভূমির মোট পরিমাণ কত ;

২। বিগত সেনগুপ্ত সরকারের আমলে কুর্ত্তির বিলে কোন জোতদারের নামে বিলের খাস ভূমি এ্যটমেন্ট করা হয়েছিল কি না ;

৩। ক) কুর্ত্তি বিলে সরকারের খাস ভূমি সেই এলাকার ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হবে কি না,

খ) হলে কতদিনে হবে আশা করা যায়।

ANSWER

১। ধর্ম্মনগর মহকুমার কুর্ত্তি বিলে সরকারের কোন খাস জমি নাই ;

২। গত ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় কতিপয় মুসলমান কর্তৃক পরিত্যক্ত জমি হইতে কৃষি যোগ্য জমি ৭ জন স্থানীয় কৃষকের নিকট ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল ;

৩। খ) উক্ত এলাকায় খাস জমি না থাকায় ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার প্রশ্ন উঠে না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

Addmitted starred question No. 17
By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-eharge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন লাইসেন্সধারী মহাজন আছেন ; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। সরকার অবগত আছেন কি যে কিছু মহাজন এবং মহাজনী অর্জনকে ফাকি দিয়ে বিনা লাইসেন্সে মহাজনী কারবার চালাইতেছেন ; এবং

৩। অবগত থাকিলে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। মোট ত্রিপুরায় ২৯জন লাইসেন্সধারী মহাজন আছে তাহাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব—

১) সদর—২৩
২) খোয়াই—১
৩) সোনামুড়া—
৪) কৈলাসহর—১
৫) কমলপুর—
৬) ধর্মনগর—
৭) উদয়পুর—১
৮) বিলোনীয়া—৩
৯) সাব্রুম—
১০) অমরপুর

২। সরকারের নিকট এরূপ তথ্য নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Addmitted starred question No. 58.
By—Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Service & Man-power Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৬৫ ইং সন ও পূর্ববর্তী সনের স্কুল ফাইনাল, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রি-ইউনিভার-সিটি পাস করা রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের বর্তমান সংখ্যা কত (শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী পৃথক হিসাব);

২। সিনিয়রিটির ভিত্তিতে তাদের চাকুরী দেওয়া হইবে কি না ?

৩। না দেওয়া হইলে, উক্ত ব্যাপারে সরকারী নীতি কি, এবং

৪। যাহারা সরকারী চাকুরী পাওয়ার উর্দ্ধসীমা ৩৫ বৎসর অতিক্রম করার পথে তাহাদের চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হইবে কি ?

উত্তর

১। মোট ২৪৯ জন তন্মধ্যে—

স্কুল ফাইনাল—	—১৬৯
উচ্চ মাধ্যমিক—	—৪৯
প্রি-ইউনিভ'রসিটি—	—৩১
মোট—	২৪৯

২। বামফ্রন্ট সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুসারে চাকুরী দেওয়া হইতেছে এবং হইবেও।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে এই জাতীয় চাকুরী পার্থীদের চাকুরী প্রদানের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 65.
By—Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরায় এ পর্যন্ত কত একর জমিতে রাবার বাগান এবং কত একর জমিতে অন্যান্য গাছের বাগান করা হইয়াছে?

উত্তর

Minister-in-chorge of the Forest Department—Shri A. Rahaman.

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর "ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক ২৬১৪·২২ একর অর্থাৎ ১০৪৫·৬৯ হেক্টর পরিমাণ জমিতে রাবার বাগান করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে বনবিভাগ কর্তৃক প্রায় প্রায় ১৯৯৮৩·১ একর অর্থাৎ প্রায় ৭৯৯৩·২৪ হেক্টর পরিমাণ জমিতে অন্যান্য গাছের বাগান করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 129
By—Shri Badal Choudhury.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Lobour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বোনাস আইন রাজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকরী হচ্ছে?

২। ইহা কি সত্য যে বোনাস আইনভুক্ত অনেক প্রতিষ্ঠান বোনাস আইন কার্যকরী করছে না?

৩। যারা বোনাস আইন কার্যকরী করছে না সরকার তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

উত্তর

১। বোনাস আইন রাজ্যের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ২০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত আছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত আইন কার্যকরী হচ্ছে এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ফ্যাক্টরী আইনের ২ (এম) ধারায় রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়াছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকরী।

২। বোনাস আইন কার্যকরী হইতেছে না বলিয়া কোনরূপ অভিযোগ শ্রম দপ্তর এখন পর্যন্ত পায় নাই।

৩। যদি কোন প্রতিষ্ঠান উক্ত আইন ভঙ্গ করে তবে বোনাসের অর্থ আদায়ের জন্য মামলা ও ফৌজদারী অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 155.
By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Government be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন সহরে ভাড়াটিয়াদের স্বপক্ষে কোন আইন নেই।

২। সত্য হইলে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার এই বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

৩। যদি নেন তবে কবে কি ধরণের উদ্যোগ নেবেন ?

উত্তর

১। ১৯৭৬ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে "দি ত্রিপুরা বিল্ডিংস (লিজ এণ্ড রেণ্ট কন্ট্রোল) এক্ট, ১৯৭৫" এই রাজ্যে চালু হইয়াছে, প্রথম পর্যায়ে এই আইন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। উক্ত ত্রিপুরা বিল্ডিংস (লিজ এণ্ড রেণ্ট কন্ট্রোল) আইনের বিধান অনুসারে রাজ্য সরকার রেণ্ট কন্ট্রোল কোর্ট, একোমোডেশন কন্ট্রোলার এবং এপেলেট্ অথরিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং প্রয়োজনীয় বিধি (Rule) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No.—156
By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে শ্রম দপ্তর পরিচালিত কয়টি বাগোয়ারী বিদ্যালয় আছে ?

২। এই বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে সকাল বেলায় খাদ্য দেওয়া হয় কিনা ?

৩। যদি না হয় তবে কারণ কি ?

৪। বর্ত্তমানে সরকার এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা ?
এবং

৫। যদি নেন তবে কি ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে শ্রম দপ্তর পরিচালিত ১৫টি বাগোয়ারী বিদ্যালয় আছে।

২। ৩টি ভিন্ন বাকী সবগুলিতে দেওয়া হয়।

৩। টেণ্ডার গ্রহণ চূড়ান্ত সাপেক্ষে বন্ধ আছে।

৪। টেণ্ডার গ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা হইতেছে।

৫। আগামী পূজার বন্ধের পরই টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 164

By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কতটি গাঁও সভায় গো-চারণ ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ;

২। ধর্মনগর বিভাগে দেওছড়া গাঁও সভায় গো-চারণ ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ কি পর্যায়ে আছে ?

উত্তর

১) এ পর্য্যন্ত কোনও ভূমি গো-চারণের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই। তবে গো-চারণ ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কার্য্য হাতে নেওয়া হইয়াছে।

২) ধর্মনগরের রেওয়া গ্রামের স্থানীয় জনসাধারণের বিরোধীতা ও আপত্তির দরুণ দেওছড়া গোচারণ ভূমি বন্দোবস্তের কাজ এখনও সম্পন্ন হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 167.

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) রাজ্যের মোট জমির কত অংশে রিভিশন সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ?

২) বর্ত্তমান বছরে আরো জমি সর্ভে করার পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১) রাজ্যের জমির কোন অংশেই এ পর্য্যন্ত রিভিশন সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয় নাই।

২) বর্ত্তমান বৎসরে আরও ২১৬৪·২৭ বর্গ কিলোমিটার জমির রিভিশান সার্ভের প্রাথমিক কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 168.

By Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কতজন শ্রমিককে বর্ত্তমান বছরে পূজা বোনাস দেওয়া হয়েছে এবং কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান তা দিয়েছে ;

২। ৮·৩৩% এর বেশী কোন সংস্থা দিয়েছে কিনা ; এবং

৩। না দিয়ে থাকলে সেই সংস্থাগুলির বিবরণ এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। এ পর্য্যন্ত যতটুকু তথ্য জানা গিয়েছে তাহাতে ১২টি বাগানের ও ২টি কারখানার মালিকগণ তাহাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বোনাস প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন ফ্যাক্টরী, মোটর, দোকান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকে ১৫-৯-৭৯ ইং তারিখের মধ্যে তাহাদের কর্মচারীদিগকে বোনাস প্রদান করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আশা করা যায় যে উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ আসন্ন দুর্গাপূজার পূর্ব্বে তাহাদের কর্মচারীদের বোনাস প্রদান করিবেন।

২। এযাবৎ প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, মহেশপুর, মহাবীর ও রামদুলালপুর চা বাগান ৮·৩৩ শতাংশের অধিক বোনাস দিয়েছেন।

৩। যাহাদের বন্টনযোগ্য লভ্যাংশের অধিক টাকা থাকে তাহারাই ৮·৩৩ শতাংশের বেশী বোনাস দিতে বাধ্য এর নিম্ন সীমার লভ্যাংশ থাকিলে সরকার এদের বেশী বোনাস দিতে বাধ্য করিতে পারেন না।

STARRED QUESTION NO. 183

By—Shri Kamini Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মনুঘাটে বাজার করার জন্য ১৯৭৭ সনেই সরকার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেইজন্য জায়গাও সংগ্রহ করেছিলেন এবং বাজারের শেড্ তৈরী করার জন্য টাকাও মঞ্জুর করেছিলেন ;

২। সত্য হইলে আজ পর্য্যন্ত মনুঘাটে বাজার না হওয়ার কারণ কি ; এবং

৩। উক্ত কাজ করার জন্য সরকার বর্ত্তমানে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং কবে কাজ শেষ হবে বলে আশা করেন ?

উত্তর

১। }
২। } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩। }

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'B'

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 8

By—Shri Haricharan Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় কয়টি রিজার্ভ ফরেষ্ট আছে এবং সারা ত্রিপুরার কত শতাংশ ভূমি ফরেষ্ট রিজার্ভের আয়ত্বাধীন।

২। ফরেষ্ট রিজার্ভের মূল্যবান বনজ সম্পদের চুরি রোধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

Minister in-charge of the Forest Department—Shri A. Rahaman.

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট ৩৭টি সংরক্ষিত বন এবং ৮টি প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন আছে।

উপরিউক্ত ৩৭টি সংরক্ষিত বনের মোট আয়তন ৩,৪৩১.৯১৩ বর্গকিলোমিটার যাহা ত্রিপুরার মোট আয়তন অর্থাৎ ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটারের ৩২.৭৫ শতাংশ। উপরিউক্ত ৮টি প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের মোট আয়তন ৪৮৮.১৬৫ বর্গকিলোমিটার যাহা ত্রিপুরার মোট আয়তন অর্থাৎ ১০৪৭৭ বর্গ কিলোমিটারের ৪.৬৬ শতাংশ।

উল্লেখ থাকে যে ভারতীয় বন নীতি অনুসারে ত্রিপুরায় ন্যূনপক্ষে ৩৬.৪./. এলাকা বনাঞ্চল হিসাবে রাখার সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এও উল্লেখ থাকে যে, প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল "সংরক্ষিত বন" হিসাবে ঘোষণা করার প্রাকালে জনবসতিপূর্ণ এলাকা ও চাষযোগ্য ভূমি সংরক্ষিত বনাঞ্চল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২। সংরক্ষিত বনের মূল্যবান বনজসম্পদ চুরি রোধকল্পে বন বিভাগে নিয়োজিত বন কর্মীদের আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা এবং বে-আইনীভাবে সংগৃহীত বনজ সম্পদ ধৃত করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাইফেল ট্রেনিং প্রাপ্ত বন কর্মীদের দ্বারা অনেকগুলি "পেট্রোল পার্টি" বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত আছেন যাহাদের কর্তব্য হইল নির্দিষ্ট বন এলাকাগুলিতে বে-আইনী বনজ সম্পদ চুরির প্রতি দৃষ্টি রাখা।

ইহা ছাড়া চুরি করিয়া যাহাতে কোন বনজ সম্পদ পাচার করিতে না পারে সে জন্য ত্রিপুরার রাস্তাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বন বিভাগ কর্তৃক সরকারী অনুমোদনে "ফরেষ্ট ড্রপ গেইট" ও "চেকপোষ্ট" বসানো হইয়াছে। ঐ সমস্ত ড্রপগেইট ও চেকপোষ্টে নিয়োজিত বন কর্মীগণ বনজ সম্পদ বহনকারী গাড়ীগুলি বন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বনজ সম্পদ বহনের বৈধ নথিপত্র পরীক্ষাক্রমে সঠিক পাইলেই ছাড় দিয়া থাকেন, নতুবা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এ ছাড়া চলতি পরিকল্পনা বৎসরে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে আরও বেশী সতর্কতা ও সাবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনটি "পিক আপ ভেন" ক্রয় করিয়া তিনটি জেলায় "ফ্লাইং স্কোয়াড" সংগঠিত করার প্রস্তাব আছে।

পরিশেষে ত্রিপুরার মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষা কল্পে ত্রিপুরার সমস্ত বিধানসভার সদস্য ও গাঁও প্রধানদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি সর্বদাই প্রার্থনা করা হয়।

UN-STARRED QUESTION NO. 15
By—Shri Rati Mohan Jamatia

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উপজাতি পরিবারকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নাম সহ), এবং

২। জমি ফেরৎ দেওয়ার ফলে কতজন অ-উপজাতি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে এবং কি ধরণের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ? (নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মোট ৬৭৭ জন উপজাতি পরিবারকে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা দেওয়া গেল (নাম সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ)।

১।	সদর—	৪৫	৬।	ধর্মনগর—	২৮
২।	সোনামুড়া—	—	৭।	উদয়পুর	৫৮
৩।	খোয়াই—	২০৮	৮।	অমরপুর—	৩১
৪।	কৈলাসহর—	৯৭	৯।	বিলোনীয়া—	১৪৪
৫।	কমলপুর—	৪৪	১০।	সাব্রুম—	১০২

২। জমি ফেরৎ দেওয়ার ফলে মোট ৪৬৩টি অ-উপজাতি পরিবারকে জমি ক্রয় করিয়া পুনর্ব্বাসিত হওয়ার জন্য স্কিম অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে (বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা দেওয়া গেল (নাম সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ) :—

১।	সদর—	১১২
২।	সোনামুড়া—	৮
৩।	খোয়াই—	১২২
৪।	কৈলাশহর—	৯
৫।	কমলপুর—	৩১
৬।	ধর্মনগর—	২
৭।	উদয়পুর—	৭৩
৮।	অমরপুর—	৪৫
৯।	বিলোনীয়া—	৫৩
১০।	সাব্রুম—	১৬
		৪৬৩

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, the 21st September, 1979.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala on Friday, the 21st September, 1979 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 45 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। আজকে একটি সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান আছে। আমি আগে সেটি ডাকছি। শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ইং কাঞ্চনপুর থানার ভাণ্ডারিয়াতে জয়ন্ত সাধন জমাতিয়া, গোবিন্দ কিশোর জমাতিয়া এবং গন্ধ বিহারী জমাতিয়া নামক তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ;	হ্যাঁ, মহাশয়।
২। সত্য হইলে কেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তার কারণ ?	খুনের মামলা সম্পর্কে তারা জড়িত ছিল বলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—এই যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তারা বাংলাদেশ থেকে এদিকে আসছিল এবং বি, এস, এফ, তারা যখন রাস্তা অতিক্রম করছিল তখন গ্রেপ্তার করেছিল, এ ঘটনা কি সত্যি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ৮.৯.৭৯ ইং তারিখে বি. এস. এফ. এর একটি প্যাট্রোল পার্টি দণদা সীমান্ত অঞ্চলে যখন সীমান্ত পাহাড়া দিচ্ছিল তখন গন্ধ বিহারী জমাতিয়া, পিতার নাম গোলক হরি জমাতিয়া, বাড়ী হচ্ছে রাঙ্গামাটি, পি. এস. অমরপুর। জয়ন্ত সাধন জমাতিয়া, পিতার নাম জয়ন্ত জমাতিয়া, বাড়ী সরবং, অমরপুর এবং গোবিন্দ কিশোর জমাতিয়া, পিতার নাম, নন্দ রাম জমাতিয়া, রায়রাড়ী, পি. এস. উদয়পুর। এরা বি. এস. এফ-এর হাতে গ্রেপ্তার। হয়। এবং তাদের সন্দেহ করা হচ্ছে যে, তার কিছু দিন আগে অমরপুরে যে ঘটনা—৮ তারিখ রাত্রে যে ডাকাতি হয়েছে সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত, এবং এর কিছু দিন আগে গর্জ্জনপাশাতে যে বি. এস. এফ. কে খুন করা হয় সেই খুনের মামলায় জড়িত বলেও সন্দেহ করা হয়। এই সম্পর্কে কিছু মামলা হয়েছে। কেস নাম্বার 5 (8) 79 U/S 395/396/398 I. P. C./25 (b) of Arms Act and Chhamanu P. S. case No 3 (7) 79 U/S 148/149/302 I. P. C.

এই মামলাগুলি নথিভুক্ত হয়েছে। এদের গ্রেপ্তার করে কাঞ্চনপুর থানায় জমা দেওয়া হয় ১০ তারিখে, সেখান থেকে কাঞ্চনপুরে ও সি. সেই সমস্ত লোককে ১১ তারিখে ধর্মনগরে সাব-ডিভিশন্যাল জুডিশিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করেন। সেখানে তাদের ৭ দিন পুলিশ হাজতে রাখার নির্দ্দেশ দেন। এদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেছে যে, এটা ঠিক তারা বাংলাদেশ বর্ডার দিয়ে এখানে আসছিল এবং তখন বি. এস. এফ. এর হাতে গ্রেপ্তার হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—এই সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক ভাবে উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে জড়িত এটা কি ঠিক ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, তাদের একজনের কাছে মিজো ভাষায় কিছু চিঠি পাওয়া গেছে। সেই চিঠিতে অ্যাড্রেস করা ছিল--বিজয় রাংকল, উপজাতি ট্রাইবেল ভলান্টিয়ার ফোর্স।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—এদের কাছে কি কি চিঠি লেখা কাগজ পত্র পাওয়া গেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মামলার বিষয়টি যেহেতু বিচারাধীন রয়েছে, সেজন্য বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তারজন্য মাননীয় সদস্যদের অপেক্ষা করতে হবে। যেসব তথ্য পুলিশ তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছে সেগুলি এখন বলা যাবেনা।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—ইহা কি সত্য যে, উপজাতি যুব সমিতি মাঝে মাঝে এখান থেকে যুবকদের কেড়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ—মিজোরাম সীমান্তে লোক পাঠায় এবং পরবর্তী সময়ে এদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, একথা ঠিক যে, পুলিশের কাছে যে সব তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যায়, মিজোরাম-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশের মধ্যে এই রকম একটি ট্রেনিং কেন্দ্র উপস্থিত রয়েছে। যেখানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই

ধরণের উপজাতিদের একটি অংশকে অস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং খুব সম্ভবত ত্রিপুরা থেকে এই রকম কিছু যুবককে সেখানে পাঠানো হচ্ছে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, মিজো ভাষায় যে সব চিঠি পাওয়া গেছে সে গুলিতে বিজয় রাংকল সম্পাদক, উপজাতি ভলান্টিয়ার ফোর্স এই অ্যাড্রেস রয়েছে, তাহলে বিজয় রাংখলকে গ্রেপ্তার করা হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এই সম্পর্কে আমি হাউসের সামনে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারছিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতরণী মোহন সিনহা।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিগত ১৯৭৮ ৭৯ ইং সনের আর্থিক বছরে কয়টি গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব নেওয়া হইয়াছিল, এবং কয়টি বাস্তবে রুপায়িত হইয়াছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)	২৫টি। এখন পর্য্যন্ত পূর্ত্ত দপ্তর কর্তৃক ৬টির নির্মাণ কার্য্য শেষ করিয়াছে, এবং ৪টির নির্মাণ কার্য্য শীঘ্রই শেষ হইবার পথে। ১টির স্থান স্থায়ীভাবে নিব্বাচন করা হয় নাই। বাকী ১৪টির কাজ চলিতেছে।
২। সরকারী পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীদের বিছানা, ঔষধ-পত্র ও উপযক্ত ডাক্তারের অভাব আছে কিনা,	সাধারণতঃ সরকার পরিচালিত হাসপাতাল গুলিতে বিছানা পত্রের কোন অভাব থাকেনা। কিন্তু আপনারা জানেন হাসপাতালে যে সীট সংখ্যা আছে তার থেকে অনেক বেশী রোগী ভর্ত্তি হন। সেই হিসাবে কোন কোন জায়গায় বিছানার অভাব ঘটে। তবে সেটা পূরণ করা হয়ে যায় কার্য্যতঃ বিছানা, ঔষধ-পত্র ইত্যাদির অভাব নাই। তবে ডাক্তারের অভাব রহিয়াছে। তবে সেটাও সাময়িক। হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব নাই। তবে কোন কোন জায়গায় ডিস্পেনসারীতে এখনও ডাক্তারের অভাব রয়েছে।

৩। যদি থাকে, তাহা হইলে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

ডাক্তারের অভাব পূরণ করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে ৮০ জন লোককে নিয়োগ পত্র দিয়েছেন।

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আগরতলার ভি· এম হাস-পাতালের চিলড্রেন ওয়াডে ১৪২ জন রোগীর মধ্যে মাত্র 8 জন নার্স আছে এবং মাটিতে পর্য্যন্ত বিছানা করে দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে রোগীরা সুচিকিৎসা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, কাঞ্চনপুর সহ অন্যান্য জায়গায় কোন কম্পাউণ্ডার নাই, তার ফলে রোগীরা সেখানে কোন সুচিকিৎসা পাচ্ছেনা এটা মাননীয় মন্ত্রী ম.হাদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে হাসপাতাল গুলিতে মাঝে মাঝে বেডের তুলনায় অনেক বেশী রোগী হয়ে যায়। সুতরাং রোগীদের যাতে বিছানা দেওয়া যায়, তার জন্য আমরা যথেণ্ট সংখ্যক ক্যাম্প খাটের ব্যবস্থা করেছি। আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নার্স সম্পর্কে যা বলেছেন, এটা ঠিক যে আমাদের ত্রিপুরায় আগে মাত্র ৩০ জন করে নার্সের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হত। মাঝে এই ট্রেনিং বন্ধ ছিল। আমরা বামফ্রণ্ট ক্ষমতার আসার পর সেই সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতি বছর 8০ এবং ৫ জন, এই 8৫ জনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি। তাদের ট্রেনিং শেষ হলে পরে আমরা নার্সের আভাব পূরণ করতে পারব।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কিছুদিন যাবত ডাক্তাররা হাস-পাতালের বাইরে প্রেকটিস বন্ধ করে দিয়েছেন, যার ফলে আউট ডোর এবং ইনডোরে রোগীর সংখ্যা স্বাভাবকি অপেক্ষা অনেক বেশী ভীর হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টি আমাদের বিবেচনা-ধীন আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ২৫টি গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে ৬টি কাজ শেষ হয়েছে এবং 8টির কাজ চলছে। তাহলে আমরা মোট ১০টি কাজ ধরা হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি। আর বাকী ১৫টি কাজ কি কারনে বাস্তবায়িত করা হল না এবং এই ব্যর্থতার জন্য বাজেটকে ব্যার্থ করে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে এগুলি আগে করা হলে ভাল হত। তবে মাননীয় সদস্য যেহেতু ত্রিপুরায় থাকেন, সেহেতু উনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে, বিগত বছরে পশ্চিম বাংলায় ভয়াবহ বন্যা এবং খরার ফলে সিমেণ্ট আসতে পারেনি। সেজন্য পি· ডাবলিউ· ডিকে দেরীতে কাজগুলি করতে হচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, একজন রোগীর জন্য দৈনিক কত টাকা বরাদ্দ করা আছে এবং ভাঙ্গা খাটগুলিকে মেরামত করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভি. এম. হাসপাতালের চিলড্রেন ওয়ার্ডে ১৪২ জন রোগীর জন্য 8 জন নার্স আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কতজন রোগী পিছু একজন করে নার্স দেওয়া হয় ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণতঃ ১৫ জন রোগী পিছু একজন করে নার্স দেওয়া হয়। তবে নার্সের অপ্রতুলতার জন্য আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছেনা। সুতরাং আমরা চেষ্টা, করছি নার্সের ট্রেনিং এর পর সেই সংখ্যা অনুযায়ী নার্স দিতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ১৫টি কাজ এখনও কর হলো না এবং তারজন্য যে সমস্ত অসুবিধার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, সে সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণে সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ —উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে জি. বি এবং ভি. এম. হাসপাতালের বিছানাগুলিতে ছাড়পোকা আছে ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—ছাড়পোকা থাকা অসম্ভব কিছু নয়, তবে সেগুলি দূরীকরণে চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৫ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সদর মহকুমার তুলাকোনা ও মেখলাপাড়া গাঁওসভা এলাকায় তাঁত শিল্প অথবা হস্তকারু শিল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার কোন প্রস্তাব আছে কিনা ?	১) বর্ত্তমান বছরে নাই।
২) প্রস্তাব থাকিলে কবে পর্য্যন্ত ঐ গাঁওসভাগুলিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জিরানীয়া ব্লক এলাকায় তাঁতশিল্প এবং হস্তকারু শিল্পের জন্য কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঐ ব্লক এলাকায় এখন কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু নেই।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—সাপ্লিমেন্টরী স্যার, ঐ এলাকায় কবে পর্যন্ত শেষ তাঁতশিল্প এবং হস্তকারু শিল্পের প্রশিক্ষণ চালু ছিল ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঐ এলাকায় হস্তকারু শিল্পের কোন প্রশিক্ষণ চালু ছিল বলে আমার জানা নাই। তবে একটা তাঁতশিল্প কেন্দ্র আগে চালু ছিল। আমরা যাদেরকে ট্রেনিংএ নিয়েছি, তাদেরকে বলেছি ট্রেনিংএর পর ঐ কেন্দ্রটিকে কো-অপারেটিভ করার জন্য যাতে সেটা তাদের নিজস্ব সেন্টারে হতে পারে। এ পর্যন্ত আমার জানা আছে।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনবাড়ীতে একটা তাঁতশিল্প কেন্দ্র আছে এবং সেটা থেকে কাপড়ও বোনা হয়। কিন্তু বিক্রির জন্য কোন বাজার না থাকাতে ঐ তাঁতশিল্প কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমি এই প্রথম জানলাম। তবে ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাইরে যাতে বাজার সৃষ্টি করা যায় সেই জন্য আমি মাননীয় সদস্যের সহযোগিতা কামনা করছি।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমান আর্থিক বছরে মোহনপুর এবং বিশালগড় ব্লকে কোন তাঁতশিল্প এবং হস্তকারু শিল্প কেন্দ্র খোলা হয়েছে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—বিশালগড় ব্লকে একটা হস্তকারু শিল্প কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় হ্যাণ্ডলুম এবং হ্যাণ্ডিক্রাফট বোর্ডের কতগুলি পরিকল্পনা আছে ঐ কেন্দ্রে উইভিং সেন্টার করার জন্য। কিন্তু তাদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত ঐ ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত পাইনি, যদি পাওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয়ই চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—কোয়েশ্চান নং ৩১ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—কোয়েশ্চান নং ৩১ স্যার।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা প্রাথমিক হাসপাতালে মোট কয়টি শয্যা আছে,

২) উক্ত হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

৩) ধর্মনগর মহকুমার ব্রজেন্দ্রনগর ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক হাসপাতালে উন্নতী করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকিলে তাহা কতদিকে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১) মোট ১০টি সীট আছে ।

২) এই মুহূর্তে সরকারের হাতে কোন পরিকল্পনা নাই। তবে সারা ত্রিপুরায় যে হারে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, তাতে আরও শয্যা সংখ্যা বাড়ানো আমাদের বিবেচনাধীন আছে।

৩) এ রকম কোন পরিকল্পনা নাই। সুতরাং কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উত্তর মহকুমার কৃত্তি এবং ধর্মনগর কদমতলা এলাকায় কয়েক হাজার লোকের বসবাস। কিন্তু সেখানে কদমতলা হাসপাতাল ছাড়া দ্বিতীয় কোন হাসপাতাল নেই। তার ফলে রোগীদের কষ্টের সীমা থাকে না। কবে পর্য্যন্ত কদমতলা হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ৮০ হাজার থেকে এক লক্ষ ২০ হাজার লোকের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকার কথা। এই বছরে সিক্স প্ল্যানে ৫০ হাজারে একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই হিসাবে আমরা ত্রিপুরাতে আরও কয়েকটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করবো তবে কবে নাগাদ কদমতলা হাসপাতালটির শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে সেটা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। এটার জন্য আমরা পরে সিদ্ধান্ত নেব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা, ব্রজেন্দ্রনগর, দামছড়া, দশদা, কাঞ্চনপুর এবং পেচারথল ইত্যাদি দুর্গম অঞ্চল থেকে ধর্মনগর মহকুমার রোগীদের স্থানান্তরিত করার জন্য হাসপাতালে কয়টি এ্যাম্বুলেন্স আছে এবং হাসপাতালের কোন্ স্থানে চলতি আর্থিক বছরে এ্যাম্বুলেন্স দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রত্যেক প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টারে একটি করে গাড়ী দেবার পরিকল্পনা সরকারের আছে। আমরা ইতিমধ্যে ১০টি গাড়ী চেয়েছি। ইউনিসেফও আমাদের গাড়ী দেবেন, ঐ গাড়ীগুলি পেলেই আমরা প্রত্যেক প্রাইমারী সেন্টারে একটি করে গাড়ী দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিভিন্ন প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিছানার চাদর ছিঁড়ে গেছে এবং অনেক বেড নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলি নতুন করে সরবরাহ করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বেড সীট এবং বেড খারাপ হয়ে গেছে সেগুলি আমরা মেরামত ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অম্পিনগরে বার বার এই সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষন করা সত্বেও কোন ব্যব্যস্থা নেওরা হচ্ছে না। সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অম্পিনগর হেল্থ সেন্টারে গিয়েছিলাম। সেগুলি যাতে পরিবর্ত্তন করা যায় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নেব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৫০ হাজবে লোকের মধ্যে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে। ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে যেখানে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে যদি ৫০ হাজার লোকের মধ্যে একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয় তাহকে ত্রিপুরার লোকেরা কোনদিন উপকৃত হবেন। না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা স্বীকার করেন কিনা ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় সদস্যদের সবাইকে বলছি, আমরা যখন বাইরে গিয়ে কোথাও আলোচনা করি, সেখানে আমরা ত্রিপুরার জন্য বিশেষ সুযোগ দেবার জন্য দাবী রাখছি। তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে ত্রিপুরার মতো পার্ব্বত্য অঞ্চলে ৩০ হাজার লোকের মধ্যে একটা করে প্রাইবারী হেল্থ সেন্টার দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী মতি লাল সরকার ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ত্রিপুরায় রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এই যে সংখ্যা বাড়ছে এর মধ্যে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১ ১৯৭৯ ইং সনে ধর্মনগর মহকুমার কাকরী নদীর তীরবর্ত্তী গ্রাম কাকবীর পারে কতবার বন্যা হয় এবং বন্যায় কতটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় ?	১। ১৯৭৯ সনে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে একবার বন্যা হয়। এবং প্রায় ৬০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই মাসের অর্থাৎ সেপ্টেম্বর এ আর এক বার বন্যা হয়। এই বন্যায় কতটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহার তথ্যাদি সংগ্রহ করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

২। উক্ত কাকরী পার গ্রামটিকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা, এবং

২। জরীপের কাজ চলিতেছে। জরীপ সমাধা হইলে ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে (বি, সি, আর) উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ইহার কাজ হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

৩। ক'রে থাকলে তার বিবরণ ?

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর শহরে রেলওয়ে পথে, আসাম আগরতলার যোগাযোগ পথে এবং বৃহত্তর শহর এলাকায় এইগুলি দিন দিনই শ্রোত ধারায় বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। পূর্বে এই অবস্থা ছিল না, রাস্তা তৈরী হওয়ার পর এই অবস্থা দেখা দিয়েছে কাজেই কাকরী বন্যা প্রতিরোধে এবং ধর্মনগর শহরের সবচেয়ে উর্বর শস্যার ক্ষেত্রে কাকরী হাওড় রক্ষা করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়ার কথা সরকার ভাবছেন কি, সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ওটার জন্য জরীপের কাজ চলছে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হলে ইহার কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে। আমরা সাধ্য মত চেষ্টা করছি, সারা ত্রিপুরায় যে সব জায়গায় বন্যা হয় এবং বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় পর্যায়ক্রমে আমরা সে সব জায়গার কাজ হাতে নিচ্ছি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কাকরী নদীর জল থেকে ধর্মনগর বৃহত্তর অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া ছাড়াও পাশ্ববর্তী জনবসতি এলাকায় ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য কোন আবেদন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে করা হয়েছে কিনা, যদি করা হয়ে থাকে তাহলে সরকার এই বিষয়ে কি ভাবছেন, সেটা মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে। জল সরবরাহ সম্পকে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে জরীপের কাজ চলছে, সেই জরীপটা কি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট একটা অঞ্চলে কাকরীর পারকে বাচাবার জন্য নাকি ধর্মনগরের বিভিন্ন অঞ্চলে কাকরীর জল ধারায় যে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সে সব অঞ্চলকে রক্ষার জন্য কাকরীকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রন করা যায় এবং কাকরীর জলকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রন করে বন্যার জলকে ধরা যায় তার জন্য কোন রকম সমীক্ষা হচ্ছে কিনা। সেটা মন্ত্রীমাহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে আরও কয়েকটি পরিকল্পনা নিয়েছি এবং মধ্যে কিছু কিছু কাজ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা প্রশ্নটা হচ্ছে সামগ্রিক ভাবে বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য কোন সমীক্ষা করা হচ্ছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যদি মাষ্টার প্ল্যানের কথা বলে থাকেন, সে দিকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় করেছি এবং আরও করার চিন্তা করছি কারন তাতে গোটা সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কাজেই এটা আমাদের চিন্তার মধ্যে এবং চেষ্টার মধ্যে আছে যাতে এই এলাকায় আমরা মাষ্টার প্ল্যান করতে পারি সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য বাইখোরাতে ষ্টোরেজ ও অয়ার হাউস তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে,	১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন	উত্তর
২। যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে টেণ্ডার ডাকা হয়েছে কিনা,	২। না এখন পর্যন্ত টেণ্ডার ডাকা হয় নি।
৩। না ডাকা হয়ে থাকলে তার কারণ, এবং	৩। সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে এষ্টিমেট না পাওয়ায় টেণ্ডার ডাকা যায় নি।
৪। ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকলে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।	৪। সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে এষ্টিমেট পাওয়া গেলে টেণ্ডার ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল কিনা যদি তৈরী হয়ে থাকে তবে সেটা কবে তৈরী হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়েছে। কিন্তু কবে তৈরী হয়েছে তা এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোল্ড ষ্টোরেজ, এবং আয়ার হাউস তৈরী করতে কম টাকা খরচ লাগবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এবং তার মধ্যে কত পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য রাখা যেতে পারে তা জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—একথা ঠিক বলতে পারছিনা। এ তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এস্টিমেন্টের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে চাওয়া হয়েছে এবং তা কতদিনের ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রজেক্ট করার জন্য প্রজেকট সেন্ট্রাল স্টেইট টেকনোলজিকেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে প্রজেক্ট রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল, এবং প্রজেক্ট রিপোর্ট সেখানে তারা করেছে। প্রজেক্ট রিপোর্টে এষ্টিমেটের কথাও বলা হয়েছে এবং তা প্রায় মাস খানেকের।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চিত যে তাদের আমলে সমস্ত কোল্ড স্টোরেজ গুলি হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, জিনিষটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমি আপনার অনুমতি নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। বামফ্রন্ট সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কোল্ড স্টোরেজ সম্পর্কে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই এলাকায় কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করা হবে, এবং তৈরী করা হচ্ছে যেহেতু জিনিষপত্রের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াতে আবার নতুন করে এষ্টিমেট করতে হচ্ছে। আগে একবার এষ্টিমেট করা হয়েছিল। এষ্টিমেট হয়েছিল আমার মনে হয় ১৫ লক্ষ টাকার মত খরচ হবে এই কোল্ড স্টোরেজ শেষ করতে আমার মনে হয় আগরতলায় এক বছরের মধ্যে কোল্ড স্টোরেজ শেষ হবে আমি আশা করছি। ধর্ম নগরে কোলড স্টোরেজ করার জন্য জায়গা চেয়েছেন, আমরা রাজী হয়েছি। ধর্মনগরে আর একটি কোল্ড স্টোরেজ করা হবে বলে আমি আশা করি। ধর্মনগর আগরতলা, বিলোনিয়াতে আর ও তিনটি কোল্ স্টোরেজ তৈরী করার কাজ এক বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা রাখি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—আমার কাছে চাওয়া হয়েছিল এর ক্যাপাসিটি কত এবং কত টাকা লাগবে। ১ হাজার পাউণ্ড ক্যাপাসিটি, ৩০ লক্ষ টাকার মত লাগবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরন সরকার ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮২ স্যার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮২।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—কোয়েশ্চান নং ৮২।

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কতজন লোক ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়েছিল ? এবং

২) এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন এরূপ লোকের সংখ্যা কত ?

৩) এ রোগ নির্মূল করার কিরূপ ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) ২১৯০ জন। (এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত)

২) ১৮ জন। (এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত)

৩) ম্যালেরিয়া নির্মূল অভিযানটি মূলতঃ যেভবে হয়ে থাকে ঃ— রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।

১। সার্ভেলেন্স ওয়ার্কার নামক একজন সরকারী কর্মী যাহাতে প্রতিমাসে প্রতি বাড়ীতে দুইবার করিয়া যান এবং কোন ব্যক্তির জ্বর হইয়াছে কিনা তাহার খবর অথবা গত ১৫ দিনের মধ্যে জ্বর হইয়াছিল কি না তাহার খবর সংগ্রহ করেন।

২। জ্বরাক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া মাত্রই তার দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা পরীক্ষার জন্য স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রের ল্যাবরটরীতে পাঠান এবং সংগে সংগে একটি ঔষধ দেন। পরীক্ষায় রক্তে ম্যালেরিয়া রোগ ধরা পড়া মাত্র তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে এলাকায় মশক নির্মূল ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সার্ভেলেন্স কর্মীর প্রতি বাড়ীতে নিয়মিত উপস্থিতির উপরই এই কার্যসূচীর সাফল্য নির্ভর করে।

৩। গ্রামীণ এলাকায় বিনা মূল্যে যাহাতে ম্যালেরিয়ার ঔষধ পাওয়া যায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা হয় তাহার জন্য সমগ্র ত্রিপুরায় বর্তমানে ২০৭টি জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র ও ৩১৬টি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রাম প্রধানকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে গ্রাম প্রধান নিজেই ঐ কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করুন অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই ঐ কেন্দ্রগুলির জন্য লোক নির্বাচন করে দিক যাহাতে পঞ্চায়েত সহযোগিতায় ঐ কেন্দ্রগুলিতে ম্যালেরিয়া নিমূল অভিযানটি সফল করা যায়।

শ্রীহরিচরন সরকার ঃ—এই যে সার্ভেলেন্স ওয়ার্কার যে প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে জ্বর হয়েছে কিনা খবর রাখে কিংবা ঔষধ বিতরণ করে সেই সার্ভেলেন্স ওয়ার্কার প্রতি বাসায় যায় কিনা কিংবা ঔষধ বিতরণ করে কিনা তা এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় এখন ২৪০টি সেকসানে ভাগ করে প্রতিটি সেকসানে ক্লাইমেট করে ওয়ার্কার আছে। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে মাসে দুবার করে প্রতি বাড়ীতে গিয়ে খবর সংগ্রহ করা এবং ঔষধ বিতরণ করা। এদের দেখার জন্য ইন্সপেকটর আছেন। তাদের উপর ভিত্তি করে আমাদের খবর রাখতে হয়। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েতের কাছে অনুরোধ তারা যেন লক্ষ্য রাখে প্রতিটি বাড়ী যে সার্ভেলেন্স ওয়ার্কাররা যায় কিনা। আসলে এটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বেগের বিষয় কারন ম্যালেরিয়া নতুন করে আবার দেখা দিচ্ছে। ওয়ার্কাররা যদি ঠিকমত ভিসিলেন্স না করে তাহলে সরকারের পক্ষে এই সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব না। সেজন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লক্ষ্য রাখা দরকার তারা প্রতিটি বাড়ীতে যায় কিনা।

শ্রীহরিচরন সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বছরে ২ বার করে ডি. ডি. টি স্প্রে করা হয়। কিন্তু আমরা যখন দেখি বিগত ১০-১২ বছর আগে যেভাবে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হত সেগুলি ঠিকমত করা হত কিন্তু এখন ঠিকমত করা হয় না এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১০-১২ বছর আগের তথ্য আমার কাছে নেই। কারন ১০-১২ বছর আগের চেয়ে এখন ম্যালেরিয়ার সংখ্যা এমনিতে বেড়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ম্যালেরিয়া সমস্যা হচ্ছে একটা জাতীয় সমস্যা। ১০টি বাড়ীর মধ্যে যদি ৯টি বাড়ীতে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয় আর একটি বাড়ীতে না করা হয়, তাহলে সেটা কোন কাজে আসবেনা। সেজন্য প্রত্যেক বাড়ীতে যাতে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয় তার জন্য সরকারের সংগে জনগণেরও সহযোগিতা ও দরকার।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন, যে ব্লাড কালেকশানের জন্য প্রতিটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ-- প্রতিটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্লাইড কর্তৃক রক্ত পরীক্ষার জন্য টেকনিসিয়ান নিযুক্ত আছেন। স্লাইডের মাধ্যমে পরীক্ষা করে রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। যদি এতে কোন অসুবিধা দেখা দেয়, তাহলে সরকার তা দুর করবার জন্য চেষ্টা করে।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ—সপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আজকাল যে ভাবে ডি. ডি. টি স্প্রে করা হয়, স্প্রে করতে গিয়ে খাটের নীচে ঘরের মধ্যে ডি. ডি. টি স্প্রে করা হয়। পচা ডোবা, নালা নর্দমার মধ্যে মশার বাসা। ঐ পচা ডোবা বা নালার মধ্যে মশা ডিম পাড়ে। এইখানেই মশার উৎপত্তিস্থল। ঐ সব পচা ডোবা বা নালার মধ্যে বাড়ীর আশে পাশে, গ্রামের মধ্যে সেই জায়গাগুলিতে ডি. ডি. টি স্প্রে করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, পল্লী অঞ্চলে বা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ডি. ডি. টি স্প্রে করা হয় নির্দ্ধারিত সময়ে। যখন মশার ডিম পাড়ার সময় হয়। যাতে করে মশা যেখানে ডিম পাড়ে সেই লার্ভা বা ডিম্বানু থেকে আর পূর্নাঙ্গ মশা হতে না পারে। ঠিক সেই সময়ে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয়। আর নোটিফাইড এরিয়াগুলিতে ড্রেনের তেল জাতীয় পদার্থ ছড়িয়ে দিয়ে যাতে ঐ লার্ভাও ডিম্বানু থেকে পূর্নাংঙ্গ মশা সৃষ্টি না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ম্যালেরিয়া নিমূল করার পরিকল্পনার মধ্যে গরীবদের মধ্যে মশারী বিতরন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে "বিশ্ব ম্যালেরিয়া নিরোগ সংস্থা" থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে সাহায্য পাওয়া সত্বেও উদ্দোগের অভাব হেতু কার্যকরী হচ্ছে না?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক এই ধরনের তথ্য সরকারের আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সব জায়গায় সার্ভেল্যান্স ইন্সপেকটারের পদ খালি আছে, যেমন অমরপুরে নগরাইয়ের বিকল্প ব্যবস্থা কিরূপ নেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যে শূন্য পদ কিছু আছে, তা আমরা ইতিমধ্যেই পুরন করার ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়াও এই পরিকল্পনার মধ্যে আছে, "যদি কোন সেক্সানে কোন কর্মীর অভাব থাকে, তাহলে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সেক্সান দেখতে পারেন। অর্থাৎ পার্শ্ববর্ত্তী সেক্সান থেকে কর্মী আনতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ম্যালেরিয়ায় যে ১৮ জন লোক মারা গেল, তারা কি বিনাচিকিৎসায় মারা গেছে না চিকিৎসাধীন থেকে মারা গেছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন, তবুও আমাকে আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে আমি আলাদা আলাদা ভাবে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ—প্রশ্নের নাম্বার ৯৭।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—প্রশ্নের নাম্বার ৯৭।

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট ও অরুন্ধুতীনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এস্টেটে ভাড়া বাবত বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান এর কাছে কোন টাকা পাওনা আছে কি?

২। যদি থাকে তবে সেই বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ও বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ কত?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। গত ১৯৭৯ ইং এর ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট মং ১,৩৯,৭৮৪.৭০ টাকা বকেয়া ভাড়া বাবত পাওনা রহিয়াছে ঃ—

(ক) অরুন্ধুতীনগর শিল্পনগরী।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	৩১.৩,৭৯ ইং পর্য্যন্ত বকেয়া ভাড়ার পরিমান
১।	শিব অয়েল মিল	৫,৫৭২.০০
২।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টীল ক্রেফট	৮,২৫৫.৮৮
৩।	ত্রিপুরা প্লাইউড কর্পো-রেশান	২৪,০৮৬.৬০
৪।	ত্রিপুরা ম্যাচ কোম্পানী	২১,০৯৬.৭০
৫।	ত্রিপুরা গ্লাস ওয়ার্কস্	১৩,৩৩৬ ৩৩
৬।	স্প্রে পেইন্টিং	৭.৬২২.৫৬
৭।	তীর্থময়ী এলুমিনিয়াম, প্রোঠাকটস্	১৫,৩৮৭.২০
৮।	রণবীর ওয়েল্ডিং হাউস্	১৭৬.৬৪
৯।	ত্রিপুরা স্পেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন	৮,৭৭০ ১০
১০।	ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্রাফটস্ ডেভেলা-মেন্ট কর্পোরেশন	৪৮৮.৭২
১১।	বিউটি সোপ ওয়ার্কস	২,০৪৯.৮০
১২।	রাধেশ্যাম ষ্টীল ক্রাফটস্	৬৩৫.০০
১৩।	ইউরেকা মোজাইক এণ্ড কোং	৩,৫৬৪.২৯
১৪।	ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এন্টার-প্রিসিউরস কোং অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	১,২৩৬.১৭
১৫।	কর এণ্ড কোং	২৯৬.০০
১৬।	ত্রিপুরা খাদি এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড	৯,৯১১.৭১
		মোট—১,২২,৩৮৫.৭০

(খ) কুমারঘাট শিল্পনগরী

ক্রমিক নং	শিল্প সংস্থার নাম		৩১,৩,৭৯ ইং পর্য্যন্ত বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ
১।	ন্যাশানেল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ, কুমারঘাট		১৭,২৯০.১২
২।	ত্রিপুরা খাদি এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ বোর্ড		৩০৮.৮৮
		মোট—	১৭,৫৯৯ ০০

সর্ব্বমোট ঃ—	(ক)	টাঃ	১,২২,১৮৫·৭০
	(খ)	টাঃ	১৭,৫৯৯·০০
		টাঃ	১,৩৯,৭৯৪·৭০

শ্রীখগেন দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টরী স্যার, যে সমস্ত বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির নাম বলা হল, এখনও সেখানে শিল্পের কাজ কি তারা চালাচ্ছে নাকি ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন ? ১ নম্বর । ২ নম্বর হল এই বকেয়া ভাড়া আদায় করার ক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাতে জানা যাচ্ছে যে ২৬টা সেড্ ভাড়া ছিল। তনমধ্যে শিব অয়েল মিল্স তাহার সেড ছাড়িয়া দেওয়ায় বর্তমানে ১৮টি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার নিকট উক্ত ২৬টি সেড্ ভাড়া দেওয়া আছে। এগুলি যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। আবার কিছু বন্ধ অবস্থার মধ্যে আছে। এগুলি আদায় করার জন্য সরকারেরনিয়ম কানুনের ভিত্তিতে যা করা যায়, তাই করা হচ্ছে । যেমন তাদের বিরুদ্ধে আদালতে সংশিত মামলা জারী করা হয়েছে ৭টা শিল্প সংস্থার নামে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি তাঁত শিল্পীরা অনেকগুলি ঘর নিয়ে রেখেছে শিল্পের জন্য, কিন্তু তারা শিল্প চালু করছে না। তারা অসৎ উদ্দ্যেশ্যে ঘরগুলি রেখেছে। কারণ সেখানে শিল্পের উন্নতির জন্য কোন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে না। সুতরাং তাদের বকেয়া ভাড়া আদায় করার ক্ষেত্রে সরকার কি কি সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কারও বিরুদ্ধে যদি কোর্টের আশ্রয় নেওয়া হয় তাহলে পরে সরকারের দিক থেকে আর তার বিরুদ্ধে কোন সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার পথ থাকেনা। কাজেই আইনের মধ্য দিয়ে আমাদের যেটুকু করার সুযোগ আছে, আমরা তা করছি ।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ইকস্গুলি চলছে, সেগুলিকে ঠিক

মত তদারকী করার ক্ষমতা শিল্প বিভাগের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের কেস্গুলিকে তদারকী করা হচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আইন অনুসারে। এই জন্য অবশ্য পারটিকুলার কোন অফিসার নিযুক্ত নাই। তবুও ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক দায়িত্বের মত এই দায়িত্বেও কোন কোন অফিসার অগ্রসর হচ্ছেন।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কেস্ দায়ের না করেও সরকারের হাতে এমন কোন আইন আছে কি না, যে আইন দিয়ে, যারা বকেয়া দিতে চায়না, তাদের সম্পত্তি সরকার দখল করে নিতে পারেন ? এই ধরণের কোন ব্যবস্থা সরকারের হাতে আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ধরণের কোন তথ্য আমাদের জানা নাই। তবে আমরা সরাসরী যদি ওদের বকেয়া আদায় করতে যাই বা তাদেরকে উচ্ছেদ করি, তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে গিয়ে হাজির হবে। তখন ব্যাপারটা আবার কোর্টে চলে যাবে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার জানা মতে অনেক তাঁত শিল্পী শিল্পের নাম করে ঘর নিয়ে নিজের কাজে লাগাচ্ছে বা নিজের বাড়ী তৈরী করছে। এই ধরণের কোন ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমাদের জানা আছে। আর এই জন্যইতো আমরা চেষ্টা করছি তাদেরকে এখান থেকে সরানোর জন্য।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাইছি যে, একজন সামান্য রিক্সা শ্রমিকের যদি তার রিক্সার ঋণ দিতে দেরী হয় বা সে যদি তার ঋণ ঠিক সময় মত দিতে না পারে, তাহলে ব্যাংক তার রিক্সাটা আটক করে রাখে অথচ এখানে দেখলাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে শিল্প পতিদের লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে আছে, দিচ্ছে না। কিন্তু তার জিনিষ বাজেয়াপ্ত করা হবে না, কেন হবেনা সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ক্ষমতায় এসেই এই অবস্থা পেয়েছি। আমরা প্রথম দিনই দেখলাম যে ১৯৬২ সাল থেকেই তারা এই সব নিয়েছে, কিন্তু কোন দিন কিছু দেয়নি। কাজেই আমরা এসেই আইনগত ভাবে যতটুকু করা যায় ততটুকু করেছি। এবং আমি নীতিগত ভাবে মাননীয় সদস্যের সঙ্গে একমত, আমি মনে করি, এর জন্য একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজন হলে নূতন আইন চালু করে হলেও।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭০ সালে লেফটেনেন্ট গভর্ণরের একটা অর্ডার আছে যে এই সমস্ত সার্টিফিকেট কেস না করেও সরকার সরাসরীভাবে

টাকা আদায় করার ক্ষেত্রে তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি এবং এটাকে চেক্ করে দেখা হচ্ছে যে এটা কতটুকু করা সম্ভব। কাজেই আইনের দিক থেকে টাকা আদায় করার জন্য যতটুকু সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১৮।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ১১৮।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১৮।

প্রশ্ন

(১) জে, সি, আই কর্তৃক পাট ক্রয়ের ব্যাপারে কোন হিসাব সরকার কর্তৃক রাখা হয় কি ?

(২) রাখা হইলে গত ৫ বছরে প্রতি বছর ত্রিপুরা থেকে জে, সি, আই কত পরিমাণ পাট ক্রয় করেছে এবং তা ঐ সকল বছরের মোট উৎপন্ন পাটের কত শতাংশ (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)।

(৩) উক্ত বৎসর গুলিতে কি পরিমাণ পাট সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে, কি পরিমাণ বাজার থেকে এবং কি পরিমাণ পাট কোন কোন এজেন্সি থেকে জে, সি, আই ক্রয় করেছেন তার হিসাব,

(৪) সহায়ক মূল্য নির্দ্ধারণে পাট চাষীদের লাভ জনক দরের সাথে সামঞ্জস্যর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন. সুপারিশ করা হয়েছে কিনা ? হয়ে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

উত্তর

(১) না, এ ব্যাপারে কোন হিসাব রাখার ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত সরকারের নেই।

(২) গত ৫ বছরে জে, সি, আই যে পাট ক্রয় করেছে তার হিসাব আমি দিচ্ছি। ১৯৭৪-৭৫ সনে ৩০ লক্ষ ৬২ হাজার ৬ শত কেজি, মোট উৎপাদনের ১৬,২ শতাংশ, ১৯৭৫-৭৬ সনে ৫৭ লক্ষ ৩ হাজার ৭ শত কেজি, মোট উৎপাদনের ৩০.৬ শতাংশ, ১৯৭৬-৭৭ সনে ২৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫ শত কেজি, মোট উৎপাদনের ১৫.১ শতাংশ, ১৯৭৭-৭৮ সনে ৬ লক্ষ ৯১ হাজার ২ শত কেজি। মোট উৎপাদনের ৪.৮ শতাংশ ১৯৭৮-৭৯ সনে ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭ শত কেজি, মোট উৎপাদনের ১৭.৯ শতাংশ।

(৩) জে, সি, আই-এর নিজস্ব কোন ক্রয় কেন্দ্র নেই সমবায় সমিতির মাধ্যমে পাট ও মেস্তা ক্রয় করেন। উৎপাদকের নিকট থেকে কত পাট ক্রয় করেছেন, কোন্

বছর থেকে পাট এজেন্সির কাছ থেকে কত পাট ক্রয় করেছেন জে, সি, আই এখনও পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই।

(৪) জীবন যাত্রার ব্যায়বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে পাটের নিম্নতম সহায়ক মূল্য সাদা পাট ডবলিও-৫ ভিত্তিক, প্রতি কুইন্টাল টাঃ ২২০ করার জন্য ভারত সরকারের নিকট (এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশনার) সুপারিশ করা হইয়াছে।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, জে, সি, আই কর্তৃক যে পরিমাণ পাট প্রতি বছরে ক্রয় করা হচ্ছে গত ৫ বছরের শতকরা একটা হিসাব মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। কিন্তু জে, সি, আই সেই সমস্ত পাট শুধু মাত্র এজেন্টের কাছ থেকে কোন, কোন কৃষকের কাছ থেকে সরা সরি কেনা হয় না ফলে যে মূল্য সূচক ঠিক করা আছে তা কোন কৃষক পান নাই, এটা মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিকই আগে জে, সি, আই তাদের এজেন্সি ও কন্ট্রাকটারের মাধ্যমে কিনতেন, সরা সরি কৃষকের কাছ থেকে কিনতেন কিনা সেটি আমার জানা নাই। বর্তমানে আমরা চেষ্টা করছি যাতে কৃষকরা ন্যায্য দর থেকে বঞ্চিত না হয়। এ দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের আপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সোসাইটির মাধ্যমে আমরা যে পাট কিনেছি তাদ চাইতেও বেশী পাট যাতে জে, সি আইকে দেওয়া যায় তার প্রেচেষ্টা আমরা চালাচ্ছি।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, জে, সি, আই যাতে কৃষকদের কাছ থেকে সরা সরি পাট কেনে তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি? এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, জে, সি, আই যাতে সরা সরি কৃষকদের কাছ থেকে পাট কেনে সেই ব্যবস্থা এখনও আমরা করিনি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে জে,সি,আই সম্পর্কে হাউসের সামনে কিছু বক্তব্য রাখছি। কয়েকদিন আগে জে, সি, আই, কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের সরকার একটি বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে স্থির হয় যে এই বছর শতকরা ২৫ ভাগ পাট জে, সি, আই তার নিজের উদ্যোগে ক্রয় করবে এবং আর শতকরা ২৫ ভাগ পাট জে, সি, আই এবং আমাদের যে অ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি আছে তারা যৌথ উদ্যোগে ক্রয় করবেন। অমোদের মার্কেটিং সোসাইটি যেগুলি রয়েছে তারা আমাদের যে চটকল রয়েছে সেই চটকলে পাট সরবরাহ করবে। গত বছরে তারা ক্রয় করেছে, এ বছরও তারা ক্রয় করবে। বাকী পাট তারা সংগ্রহ করবেন তা তারা জে সি, আইয়ের কাছে বিক্রী করবেন। কাজেই তারা গত বছরে এবং এ বছরে জে, সি, আই এর এজেন্ট হিসাবে এখানে কাজ করেছেন। এই বছরে ঠিক হয়েছে যে গত বছরের মতন এ বছর ও কয়েকটি

নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে পাট সংগ্রহ করবেন। আমাদের মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি-গুলি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পাট ক্রয় কেন্দ্র খুলবেন এবং এই সমস্ত কেন্দ্রে প্রকৃত পক্ষে যারা চাষী, সেই চাষীদের কাছ থেকে পাট সংগ্রহ করবেন এবং তার জন্য অতিরিক্ত কিছু সুবিধা জে, সি, আই দিতে রাজী হয়েছে। আমাদের সমবায়ী সমিতির ল্যাম্পস্ এবং অ্যাপেক্স বস্তুতই চাষীদের কাছ, থেকে পাট ক্রয় করছেন, এর প্রমাণ যদি নিতে পারেন, তাহলে সেই অতিরিক্তি সুবিধা তারা পাবেন। তাছাড়া এই সমস্ত জায়গা থেকে পাট সংগ্রহ করার জন্য সরকার তার মূল্য ও পদ্ধতির ব্যবস্থা করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন শ্রীঅভিরাম দেববর্মা কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী যে নোটিশটি এসেছে তা হলোঃ—"গত ২০.৯.৭৯ইং তারিখে জিরানিয়া বাজারে জিরানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কতিপয় ছাত্র এবং জিরানিয়ার কতিপয় ছাত্রের মধ্যে একটা দুঃখজনক সংঘর্ষ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবের উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে এই ধরণের একটা সংঘর্ষ ছাত্রদের মধ্যে গতকাল বিকেলে ঘটেছে। জিরাণীয়া বাজারে যখন বাজার চলছিল তখন জিরাণীয়া ইন্জিনিয়ারিং কলেজের ১০।১৫টি ছেলে শ্রীপঙ্কজ দে নামে জিরাণীয়ার একটি ছেলেকে আক্রমণ করে যার ফলে সে ছাত্রটি মারাত্মক ভাবে আহত হয়। এই সময় বাজারে যে সব পুলিশ ছিল তারা সংখ্যায় কম হলেও তারা তাদের তাড়া করে। তখন কিছু লোক তারা ছাত্র কিনা জানা যায়নি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদেব তাড়া করে ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দুটি ছাত্র শ্রীতারক সাহা এবং শ্রীআশিস সরকার তারা আহত হন। তাদের আগরতলায় জি, বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর পরে দেখা যায় জিরাণীয়া বাজার থেকে আধ বা এক কিলোমিটার দূরে বিবেকানন্দ ক্লাব নামে একটি ক্লাব জ্বলছে। ঘটনাস্থলের আশে পাশে কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রকে ঘোরাফিরা করতে দেখা গিয়েছে। ফলে সেখানকার লোকেদের ধারণা যে এই ছাত্ররাই ক্লাবে আগুন দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড সেখানে যায় এবং আগুন নিবিয়ে ফেলে।

. স্যার, এ সমস্ত ঘটনা ঘটবার একটি পটভূমিকা রয়েছে। শ্রীপংকজ দে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসেছে তা থেকে প্রকাশ যে গত কয়েকদিন আগে একটা বাসে একটা সিটে বসা নিয়ে জিবাণীয়া কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে বাদানুবাদ হয় এবং একটা ঝগড়ার সূত্রপাত হয়।

এ সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয় জিরানিয়া থানায়, কেস নম্বর ৪১৬৯ আণ্ডার সেকসন ৪৬৭, ৪০৮ এবং আরেকটি নাম্বার ৫১৭৯ আণ্ডার সেকসন ১৪৭, ৩২৫, আরেকটি হলো ৬৯৭৯ আণ্ডার সেকসন ১৪৭, ৩২৬।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে সামান্য একটা ঘটনাকে সুত্রপাত করে এই ধরণের কিছু ছাত্র যারা সংঘর্ষ মূলক কাজে অন্যান্য ছাত্রদের জমায়েত করে এবং হামলাবাজী করার চেষ্টা করে আমরা এই হাউস থেকে তাদের কাছে এই অনুরোধ করব যে বিভিন্ন এলাকার আমরা ছাত্রদের এবং জনসাধারনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আমরা চেষ্টা করছি তা তারা যেন বিঘ্নিত না করে। যারা দুষ্কৃতকারী যারা এ ধরণের সংঘর্ষমূলক কাজে লিপ্ত তাদের শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধ পরিকর কিন্তু তার জন্য জিরানীয়ার সমস্ত ছাত্র সমাজ দায়ী নয়. অথবা জিরানিয়ায় যারা এই ধরণের ঘটনা ঘটতে বিরুধীতা করেছে তারাও এজন্য দায়ী নয়। কাজেই এদিক থেকে জিরানিয়ার জনসাধারণ এর সঙ্গে জিরানিয়া ইন্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের যাতে ভাল সম্পর্ক থাকে তার প্রতি সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। পুলিশ তার আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিশ্চই পালন করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি রাখতে অনুরোধ করছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়। উহার বিষয়বস্তু হলো ঃ—"গত ২রা

> সেপ্টেম্বর সোনামুড়া থানার ধনপুরে নিতাই দেবনাথকে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আক্রমণ এবং খুনের চেষ্টা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৩.৯.৭৯ইং তারিখে সকালে ৯-১৫ মিঃ সময়ে সোনামুড়া অন্তর্গত ধনপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রীনিতাই দেবনাথ, পিতা শ্রীআনন্দ দেবনাথ এই মর্মে সোনামুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে, গত ২.৯.৭৯ তারিখে রাত্রি অনুমান দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ যখন শ্রীদেবনাথ ধনপুর বাজারে তার নিজস্ব দোকানে দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছিলেন তখন ধনপুর নিবাসী শ্রীহরগোবিন্দ দেবনাথ, পিতা শ্রীঅমর কৃষ্ণ দেবনাথ, তাকে দোকান থেকে বাইরে এসে বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা শুনবার জন্য ডাক দেয়। উক্ত পরিবারের মধ্যে আগে থেকেই মনোমালিন্য থাকায় শ্রীনিতাই দেবনাথ বের হয়ে আসেন নি। তখন শ্রীনিতাই দেবনাথ বাইরে না আসায় হরগোবিন্দ দেবনাথ বাহির হতে দরজায় শিকল আটকিয়ে দিয়ে বলে যে, 'শ্রীনিতাই দেবনাথ আর ঘরের বাহির হতে পারবে না। এই রাত্রে অনুমান দেড়টার সময় কতিপয় অপরিচিত দুর্বৃত্ত দরজার বাপ কেটে জোরপূর্বক ঘরে প্রবেশ করে এবং ধারাল অস্ত্রের দ্বারা শ্রীদেবনাথকে আঘাত করে ফলে তার গলার ডান দিকটা কিছু কেটে যায় এবং তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন। তাকে লাঠির দ্বারাও আঘাত করা হয় এবং তার ডান হাতে আঘাত লাগে।

তাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে সোনামুড়া থানায় অভিযোগ দয়ের দরা হয় এবং আদালতে মোকর্দ্দমা নং ১(৯) ৭৯ নথিভুক্ত করা হয়।

আহত শ্রীনিতাই দেবনাথকে সোনামুড়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয় এবং পরে জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন চিকিৎসার পর তাকে জি, বি, হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে তিনি সুস্থ অবস্থায় বাড়ীতে বসবাস করছেন। এ ঘটনায় তদন্ত করে ধনপুর নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ রবিদাসকে, পিতা মৃত শিবদাস রবিদাস, ১৬.৯.৭৯ তারিখে সোনামুড়া কোর্টে চালান দেওয়া হয়। শ্রীরবিদাস এখনও সোনামুড়া জেল হাজতে আছে। প্রধান অভিযুক্ত ধনপুর নিবাসী শ্রীহরগোবিন্দ দেবনাথ কে পিতা শ্রীঅমর কৃষ্ণ দেবনাথ পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্ট চালান দেয় পরে হরগোবিন্দ কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পায়। তদন্তকারী অফিসার হলেন এস, আই শ্রী এন দেবনাথ। তদন্ত কার্য্য অগ্রসর হচ্ছে। অভিযুক্ত ব্যাক্তিগণ শ্রীহরগোবিন্দ দেবনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণ রবিদাস হলো কংগ্রেসের সমর্থক। অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে আইন সঙ্গত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ধনপুর এবং তার আশপাশ অঞ্চলে বেশ কিছুদিন যাবৎ দেবনাথ এবং পাল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে সেখানে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টায় শ্রীহরগোবিন্দ দেবনাথ এবং সেখানকার কিছু কংগ্রেস (আই) কর্ম্মী সক্রিয় আছেন, এরকমের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার এ রকমের কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—শ্রীনিতাই দেবনাথ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে কোন বিরোধ সৃষ্টি না হয় তার জন্য চেষ্টা করছিলেন বলে শ্রীহরগোবিন্দ দেবনাথ এবং কিছু কংগ্রেস (আই) কর্মী শ্রীনিতাই দেবনাথকে আক্রমণ করেছিল এ রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এ রকমের কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—শ্রীনিতাই দেবনাথকে যারা আক্রমণ করেছিল তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমিতো আগেই বলেছি যে তারা কংগ্রেসের লোক।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— নিতাই দেবনাথকে দুর্বৃত্তরা অর্থাৎ শ্রীহরগোবিন্দ দেবনাথ এবং রবিদাস যখন আক্রমণ করেছিল তখন তারা নাকি মদমত্ত অবস্থায় ছিল এরকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য যে সব কথা বলেছেন, সেগুলি নিশ্চয় আমাদের তদন্তকারী অফিসার তদন্তকালে তদন্ত করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ১৭।৯।৭৯ ইং তারিখ বেলা সাড়ে তিন ঘটিকা থেকে চারটা নাগাদ আখাউড়া চেকপোষ্ট সংলগ্ন দক্ষিণ রামনগরে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে গরু পাচার কালে গরু সমেত কতিপয় চোর স্থানীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক ধৃত এবং পুলিশের নিকট সোপার্দ করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৭।৯।৭৯ ইং তারিখ বেলা ৪ ঘটিকায় দক্ষিণ রামনগর নিবাসী ইস্মাইল মিঞা সহ কতিপয় ব্যক্তি আগরতলা চেক্ পোষ্টের ও সি এবং ৮৭ নং বি, এস, এফ এর আউট-পোষ্টে খবর দেন যে দক্ষিণ রামনগরের জনৈক আবদুর কাদের পিতা গাদির মিঞা, দক্ষিণ রামনগর নিবাসী গেদু মিঞার পুত্র হেলান মিঞা, মৃত কাজী সুরুজ মিঞার পুত্র আওয়াল মিঞা সহ অন্যায়ভাবে তিনটি গরু ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে লইয়া যাইতেছে। এই খবর পাইয়া উক্ত বি, এস, এফ, চেক পোষ্টের ও, সি, সংগে সংগে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছান এবং ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ২০০ গজ ভিতরে জনৈক আবদুল কাদেরকে তিনটি গরু সহ ৪টা ৩০ মিঃ সময় আটক করেন। আবদুল কাদেরের সঙ্গীদ্বয় (১) আওয়াল মিয়া এবং হেলান মিয়া বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। আবদুল কাদের গরুগুলির মালিকানা সম্পর্কে এবং তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হইতেছে এ সম্পর্কে কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই। এই সম্পর্কে আগরতলা বি, এস, এফ চেক পোষ্ট এর ও, সির লিখিত বিবরণ অনুসারে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্টের ২০ (সি) ধারায় গত ১৭।৯।৭৯ ইং তারিখ রাত্রি ৯টা ৪৫ মিঃ পশ্চিম আগরতলা পি, এস, কেইস নং ২৬(৯)৭৯ নথি ভুক্ত করা হয়। আবদুল কাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৮।৯।৭৯ইং তারিখে কোর্টে চালান দেওয়া হল। কোর্টের আদেশসারে গরু তিনটি স্থানীয় খোয়াড়ে রাখা হয়।

হেলান মিয়া (২৫) সীমান্তের ৪০০ গজ ভিতরে দক্ষিণ রামনগর নিবাসী তাহার ভগ্নিপতি কাজী ওয়াসী মিয়ার (ভারতীয়) বাড়ীতে থাকে। আওয়াল মিয়া এবং আবদুল কাদেরও দক্ষিণ রামনগর তাহাদের বাড়ীতে থাকে। বাড়ীতে তালাস করিয়া পুলিশ আবদুল কাদেরের সঙ্গী দুইজন পলাতক বলিয়া জানিতে পারে। আবদুল কাদের, হেলান মিয়া এবং আওয়াল মিয়ার নাগরিত্ব সম্পর্কে পুলিশ খুঁজ খবর করে দেখছে এবং তাদের গ্রেপ্তার করতে ও পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে। এই মামলায় আটক আবদুল কাদের গরু ক্রয়ের রসিদ অথবা গরুগুলিকে সীমান্ত এলাকায় চলাফেরার জন্য এস, ডি, ওর অনুমতি পত্রও দেখাতে পারে নাই।

এই গরু তিনটির মালিকানা সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে। বি, এস, এফকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন বি, ডি, আর বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে বাংলা-

দেশে পলাতক আওয়াল মিঞা এবং হেলেন মিঞাকে আটক করার ব্যবস্থা করেন। এই জন্য বি, এস, এফ, বি, ডি, আর বাহিনীর সাথে ফ্লেগ মিটিং করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ঘটনার তদন্ত চলিতেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাননীয় আদালত ২৯।৯।৭৯ইং তারিখ পর্য্যন্ত জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়াছেন। বর্তমানে সে জেল হাজতে আছে।

LAYING OF THE REPORT

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—

Laying of the Report of the Comptroller & Audior General of India—Government of Tripura for the year 1977-78.

The Appropriation Accounts for the Year 1977-78, and

The Finance Accounts for the Year 1977–78.

আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্ট ৩টি পর্য্যায়ক্রমে সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি—

The Report of the Comptroller and Auditor General of India—Government of Tripura for the Year 1977-78 ;

The Appropriation Accounts for the year 1977-78 ; and

The Finance Accounts for the Year 1977-78.

এই সভার সামনে পেশ করছি।

GOVT. BILL—CONSIDERATION OF THE PRISONERS AMENDMENT BILL.

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—

Consideration of the Prisoners (Tripura Amendment) Bili, 1979 (Tripura Bill No. 13 of 1979).

আমি এখন বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর প্রস্তাবটি হাউসের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "দি প্রিজনার্স (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৭৯) বিবেচনা করা হউক।

স্যার, বন্দীরা সমাজেরই মানুষ। বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে কোন ভুল কাজের খেসারত দিতে তাদের সাজাপ্রাপ্ত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ফলে যে গ্রহের লোকটি সাজা প্রাপ্ত হইয়া কারাগারে দিন কাটাইতেছে সেই পরিবারের ভরণ পোষণ রক্ষণাবেক্ষণের যদি কোন উপযুক্ত লোক না থাকিয়া থাকে তবে সেই পরিবারে

নানাহ প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং সেখানে সমাজ বিরোধী ক্রিয়া কলাপ শুরু হয়। সমাজ ইহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক শ্রেণীর দুষ্ট প্রকৃতির লোক বন্দীদশার সুযোগ নিয়ে বন্দীদের জমি জমা দখলক্রমে নানাহ পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করে। এই সব ক্ষেত্রে, পিতামাতা, পরিবার এবং সন্তান সন্ততি প্রভৃতি আপনজনদের রোগে, শোকে, মৃত্যুতে, সন্তানাদির বিবাহ এবং অনান্য আনন্দোৎসবে বন্দীরা যদি সর্তাধীনে ছুটি নিয়া বাড়ী যাইয়া কিছুকাল অন্তুতঃ পরিবারের লোকদের সংগে বসবাস করিয়া তাদের শোকে দুঃখে এবং আনন্দে সামিল হইতে পারে, তবে তাহাদের অনেক প্রকার পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং ইহাতে তাহাদের সামাজিক জীবনের দায় দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে। সমাজ জীবনে তাহাদের সুস্থ পরিবেশে বসবাস করিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে।

পরাধীন ভারতে বৃটিশরাজ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় কারাবিধি প্রনয়ণ করিয়াছিলেন যাহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের কারান্তরালে শাস্তি ও অত্যাচারের পরিধি ব্যাপ্ত করা। স্বাধীনতা লাভের পর সেই অন্ধকারময় যুগের অবসানে, কালের গতি পরিবর্তনের সহিত দৃষ্টি রাখিয়া কারাবিধি পরিবর্তন ও সংসকারের ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী সরকার বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেন নাই।

ত্রিপুরায় কারাবাসীদের অস্থায়ী ছুটি মঞ্জুরের ব্যাপারে ১৯৫৮ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর তৎকালীন চীফ কমিশনার তাহার বিশেষ ক্ষমতায় প্যারোল ও ফারলো প্রথায় ছুটির ব্যাপারে এক সরকারী আদেশনামা জারী করিয়াছিলেন। যাহার বিধিগত ক্ষমতা ছিলনা। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার বিধিগত ব্যবস্থা পনার উদ্দেশ্যে কারাবাসীদের শাস্তিকালীন সময়ে ছুটি ব্যবস্থা সহজতর এবং যুগপোযোগী করিয়া দি প্রিজনার্স (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৭৯) প্রনয়ণ করিয়া এই বিধান সভার অনুমোদনের উদ্দেশ্যে পেশ করিয়াছেন। যেসব কারাবাসী কারান্তরালে সংশোধিত হইয়া সত এবং সুন্দরভাবে কাজ কর্মে নিয়োজিত থাকিয়া নিজেদের সমাজজীবনে বসবাসের উপযুক্তথা প্রমাণ করিবে এবং নাগরিক জীবনে শান্তি, শৃখলা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিবেন, তাহাদের সমাজজীবনের বৃহত্তর দায়িত্ব নিয়া বসবাস করার সুযোগ সৃষ্টি করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। তবে যে সকল অপরাধী ডাকাতি রাহাজানি, খুন, রাষ্ট্রদ্রোহীতা প্রভৃতি জঘন্য ঘৃনিত অপকর্মের জন্য দায়ী তাহাদের জন্য এই বিল কোন সুযোগ আনিবে না, কারণ বামফ্রন্ট সরকার সমাজ জীবনেও শান্তি রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বামফ্রন্ট সরকার করা আইনের যুগপোযোগী সংসকারের দৃঢ় পদক্ষেপকে উপলব্ধি করে হাউস এই বিলকে সমর্থণ দিবেন এই আশা আমি পোষণ করি।

মিঃ স্পীকার ঃ—হাউস ইচ্ছা করলে এই বিল নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, বিল যখন ইন্ট্রোডিউস্, হয় তখন (ইন্টারাপশান) কিন্তু আজকে আমরা হাউসে এসে দেখছি যে এই বিল এসেছে। এতে আমাদের

এমেণ্ডমেন্ট রাখার সুযোগ দিতে হবে। কাজেই এই অবস্থায় আলোচনা চলতে পারে কিনা আপনার রুলিং জানতে চাই। (ইন্টারাপশান)—

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য (ইন্টারাপশান)—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আমি বলতে চাই যে বিল যখন হাউসে রাখা হয় তখন মাননীয় সদস্যেরা সেই বিলের কপি কালেক্ট করে নিতে পারেন। এবং কালেক্ট করার দায়িত্ব হচ্ছে মাননীয় সদস্যদের। কাজেই এখন হাউসে দাঁড়িয়ে এই কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে কপি দেওয়া যাবে না। তাঁরা নিশ্চয় বিলের কপি কালেক্ট করার চেষ্টা করেন নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য যে দিন লেইং হয় সেই দিনই চেয়ার থেকে ঘোষণা করা হয় যে নোটিশ অফিস থেকে যেন তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় কপি সংগ্রহ করে নেন (ইন্টারাপশান)—

শ্রীমাখন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভায় আজ আমাদের (ইন্টারাপশান) ত্রিপুরা এমেণ্ডমেন্ট বিল এনেছেন সেই বিলটাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সেই বিলের মধ্যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ত্রিপুরার যে সমস্ত কয়েদীদের জন্য যে সমস্ত অব্যবস্থা আছে তার পরিবর্তনের জন্য যে বিল এনেছেন সেটা পরিবর্তনের দরকার। এই সম্পর্কে আমার বেশী অভিজ্ঞতা নেই। জেল সম্পর্কে---বৃটিশ আমলে আমরা দেখেছি যে সমস্ত শ্রম জীবি মানুষ তারা তাদের অধিকার আদায় করার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন করেছে ঠিক তখনই সেই শোষক শ্রেণী সেই জেলকে তাঁদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে তাদের শোষণকে কায়েম করত। এবং সেই জেলের যে অবস্থা ছিল—লেনিনের কাহিনীতে আমরা দেখেছি যে তাঁকে অন্ধকার ঘরে রাখা হত সেখানে কোন আলো বাতাস ছিলনা। সেই ভাবে আমাদের ভারতবর্ষেও আমরা দেখেছি যে সেই সমস্ত জেলে বৃটিশ আমলে মানুষকে সেখানে নিয়ে তাদের উপর কত অত্যাচার করেছে। তারপর ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেসী আমলে আমরা দেখেছি তাদের ৩০ বছর রাজত্বে আমরা দেখেছি যে আমাদের বিভিন্ন শ্রেণী সংগ্রামী মানুষকে সেইসব জেলে তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে এইগুলি আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি যে মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য সেই শোষক শ্রেণী তারা সেইসব জেলকে তখন ব্যবহার করত। সেই জেলখানায়---আমি ত্রিপুরার রাজ্যের জেলখানায় ঢুকে দেখেছি—তখন আমার মনে হয়েছে যে এখানে মানুষ থাকে কোন আলো বাতাস থাকত না। আমি নিজে কিছু আসামীকে জিজ্ঞাস করেছি তারা আমাকে বলেছে যে দেখে যান আমরা কি অবস্থায় আছি। আমি নিজে দেখেছি যে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে ৭ দিন তেল পাওয়া যেতনা। আমি জেল সুপারিনটেণ্ডেন্টকে বলেছি যে সাত দিনের মধ্যে আমরা মাথায় দেওয়ার তেলও পাবনা কেন। আগরতলা সেন্টাল জেলের মধ্যে সাধারণ কয়েদীদের সামান্য মাথার তেল দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিলনা। এই অবস্থা করে রাখা হয়েছিল। তার আমরা দেখেছি বাইরে--সেই সমস্ত জেলের মধ্যে বিভিন্ন

সেই সব সংগ্রামী ভাইদের সেলের ভিতর নিয়ে তাদের গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে তাদের উপর মারধোর করা হত। সেজন্যই আমি তাদের বলেছিলাম যে যদি আমরা কোন দিন সরকার গঠন করতে পারি তখন নিশ্চয় আমরা এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করব। আজকে আমরা সেটা করতে পারছি না---কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমরা দেখলাম যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখছি জেলে বহু পরিবর্তন হয়েছে। আমরা দেখছি যে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে যেখানে কোন আলো বাতাস ছিলনা আজ সেখানে ফেনের বাতাস এবং ইলেক্ট্রিকের আলো জ্বলছে। সেখানে কায়দীদের যে পুরানো খাওয়ার সিস্টেম ছিল সেটাকে আজকে পাল্টানো হয়েছে। এই গুলি আমরা এক সময় পেতাম না। এবং আজকে আমরা এই ভাবে দেখছি যে, যে সব কয়েদীদের ২০ বৎসরের জেল হয়েছে (একজন মেয়েলোকের) কিন্তু তার সন্তানের সঙ্গে দেখা করার কোন সুযোগ থাকতো না। আমরা দেখেছি আজকে ঐই বিলে দেখা করার ব্যবস্থা রয়েছে, এবং দীর্ঘমেয়াদী কয়েদিদের ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যারা দীর্ঘমেয়াদী কয়েদী--খুন, রাহাজানি, করে জেলে গেছেন তাদের ব্যাপারে সরকার বিশেষ কোন সুবিধা দেবেন না। কিন্তু যারা সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধনী, মহাজন গোষ্ঠীর দ্বারা যে সমস্ত বাগচাষী, গরীব চাষী অত্যাচারিত লাঞ্ছিত হয়ে জেলে যাবেন তাদের জন্য সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। আমি ঐই বলে এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী মহাশয়কে উনার বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের স্বাধীনতার ৩২ বৎসর পরেও যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্রিটিশ জেল চালাতেন, তার খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি। এটা খুবই দুঃখজনক। জেলে আমরা দেখেছি যে বাহিরে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী বিচার করা হয়, ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জেলের মধ্যে কয়েদীদেরকে বিচার করা হয়। তার অপরাধের বিচার হয় না। জঘন্যতম অপরাধ করলেও যদি সে টাকা পয়সাওয়ালা লোক হয় এবং জেলে যায় তার জন্য ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম শ্রেণীর কয়েদির যে মর্য্যাদা সেই মর্য্যাদা তারা পেয়ে থাকেন। সেই সব জেলে যারা একবার ঢুকেছেন তারা জানেন যে বাহিরে যাদের চরিত্র তত খারাপ ছিল না, জেলে যাওয়ার পর সেখানে তাকে যে অপরাধ ট্রেনিং দেওয়া হয়, আরও বড় অপরাধী হিসাবে বড় ট্রেনিং পেয়ে তারা বেরিয়ে আসে। তার চেয়েও বড় ঘটনা আমরা দেখেছি। সেটা হচ্ছে তাদেরকে কৃতদাসের মত ব্যবহার করা হয়। যারা ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা সেখানে পান না। সেখানে তাদেরকে যে ভাবে পরিশ্রম করা হয় সেই পরিশ্রমের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। তাদের চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা যেভাবে করা প্রয়োজন সেই রকম থাকত না। কারণ একজন লোক জেলে গেলে সে ইচ্ছামত তার চিকিৎসা করতে পারত না সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর নির্ভর শীল। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা অন্তত্য পেছনে পরে ছিল এবং কয়েদীকে দিয়ে কয়েদীর উপর শাসন করা হত। এটা ছিল বৃটিশ শাসনের পদ্ধতি। আমার জীবনে আমি যখন প্রথম জেলে যাই ১৯৩০

সালে তারপর আমরা যখন আবার সেই জেলে গিয়েছি এসব দিক থেকে খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একটা গল্প বলতে পারি। আমরা যখন ভেলুর জেলে গেলাম সেখানে লাইব্রেরীতে যে সমস্ত বইপত্র আছে তার লিস্টের মধ্যে দেখলাম যে রাজাজীর একখানা বই জেলের উপর লিখে গেছেন। এই ভেলুর জেলে রাজাজী বৃটিশ আমলে তিন মাস ছিলেন এবং তিন মাসে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা থেকে এই বই লিখেছিলেন এবং সেটা ১৯২১ কি ১৯২২ হবে। সেই বই খানা পেয়ে আমি জেলের সুপারিনটেনডেনটকে জিজ্ঞাসা করলাম এই মহাশয় এই বইখানা পড়েছেন? উনি বল্লেন না বইখানা পড়িনি। এই বইখানিতে তিনি যা লিখেছিলেন এখনও তো তাই চালাচ্ছেন? সেই ইংরাজ রাজত্বের সময়েতে সেই বড় একটা মিছিল করে সুপারিনটেনডেনটরা আসতেন এবং সরকার সেলাম বলে সমস্ত কয়েদীরা চীৎকার দিত। এখনও সুপারিনটেনডেনটরা সেলাম নেন কিন্তু চীৎকারটা নেই। তারপর ক্রীতদাসের মত সারাদিন তাদেরকে খাটানো হত ভেলুর জেলের মধ্যে এবং পরিশ্রমের পর তাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হত সেই খাদ্য বাহিরের পশুরাও বোধ হয় খায় না। যখন দেখলাম আমাদের সামনে পেটানো হচ্ছে তখন সুপারিনটেনডেনটকে বল্লাম যে ওদেরকে আমাদের চোখের সামনে মারলে আমাদের সঙ্গে একটা ক্লেশ হতে পারে এবং তারপর আর আমাদের সামনে তাদেরকে মারা হত না কিন্তু জেলের মারপিটটা সম্ভবতঃ বন্ধ হয় নি। সেই জেলের অবস্থা ঠিক সেই রকমই আছে যা রাজাজী দেখেছিলেন। মূলতঃ সেই নীতিতেই পরিচালিত হচ্ছে। আমি বলেছিলাম যে রাজাজী তিনি স্বাধীনতা পাওয়ার পর সেই মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কিন্তু জেলের কোন পরিবর্তন করেন নি। তিনি ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আসনে বসেছিলেন কিন্তু জেলের কোন পরিবর্তন করেন নি। ক্ষমতায় কংগ্রেস এসেছে, জনতা এসেছে কিন্তু জেলের মৌলিক পরিবর্তন তারা করেন নি। কারন তারা শ্রেণী গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত, বুর্জোয়া জমিদার গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত। কাজেই তারা কোন জেলখানার পরিবর্তন আনতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর পরিবর্তন আনা খুব সহজ নয়। আমরা এই বুর্জোয়া জমিদার সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আমরা কিছু কিছু চেষ্টা বা উদ্যোগ নিয়েছি। আমারা খাদ্যের ব্যাপারে কিছু উন্নতি করেছি। খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তাদের পোশাক যেখানে আগে ২টি পেন্ট পেতেন এখন সেখানে আমরা ৩টি পেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। তাদের বিছানা পত্র যেখানে বালিশ পেতেন না এখন বালিশ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং আমি তাদের মশারি দেবার কথাও বলেছি, মশারি দেওয়া আরম্ভ হয়েছে কিনা আমি ঠিক বলতে পারছি না। টাকা দিতে হবে, যে সমস্ত কাজ তারা করেন, সে কাজের মূল্য দিতে হবে। কয়েদীদের আরো একটু বেশী পয়সা দেওয়া যায় কিনা সেটার চেষ্টা হচ্ছে। জেল খানার মধ্যে রিক্রিয়েশানের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ মাঝে মাঝে সিনেমা ইত্যাদি দেখানো, বিভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা করা, তাদের পড়ারও ব্যবস্থা করার জন্য লাইব্রেরী, উন্নত ধরনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং ভাল ভাল পত্রিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যার অর্থ হচ্ছে, তাদের পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি, সমাজের বুকে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ আমরা নিতে চাই, এবং আমরা আরো অনেক কাজ করতে চাই তাদের জন্য। আমি যখন আগরতলা জেলে ছিলাম ২ বছর, তখন দেখেছি, একজন কয়েদীকে প্রতি মাসে ১ বার

কি ২ বার করে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিচার করা হচ্ছে না। তখন আমি বাধ্য হলাম লিখতে বিচারপতিকে, কেন সে বিচার পাবে না, কেন সে বছরের পর বছর জেলে পরে থাকবে বিচারের জন্য। আমি জানি না, কোন বিচারপতি ছিলেন, তবে আমি উনার খুব খুশী যে এর পর বিচার হয় এবং সে লোকটি খালাস পেয়ে চলে যায়। কিন্তু সে সময় একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বিনা বিচারে কয়েদীদের হাজতে পরে থাকতে হত। এ দিকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বলেছিলেন যে, বেশী দিন বিনা বিচারে রাখা যাবে না এবং যে সব লোকের জামিন নেওয়ার লোক থাকবে না সেই সব লোকের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে জামিন হওয়ার জন্য। বিনা বিচারে জেলের মধ্যে বেশী দিন রাখা যায় না। সুপ্রীম কোর্টের এই বলার ফলে আমাদের এখানে এটা কার্য্য করা হয়েছে এবং বহু মামলা খারিজ হয়েছে। ইদানিং আমাদের গৌহাটি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি যিনি তিনি আমাদের জেলখানা পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি বলেছেন এখানে জেলের কাজ কর্ম খুব প্রশংসনীয় তবে এত অল্প বয়সী ছেলে কেন এখানে আসামী হয়ে আছে এটা দেখতে হবে। সত্যি অল্প বয়সী ছেলেদের কেন এখানে আসামী করে রেখে দেওয়া হয়েছে? জামিনের সুবিধা নেই। এখানেও ছেলেদেরকে জামিনের অগ্রাধিকার দিয়ে বিচার করতে হবে। এই রকম চিঠি আমি এইখানকার জুডিশিয়ালকে লিখেছি একদা দেখা সাক্ষাৎ করে বলেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমি একটি কথা বলতে চাই, এখানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীও উপস্থিত আছেন। শিক্ষা মন্ত্রী এবং আমি যখন ছিলাম রাচী জেলে। সেখানে ৬।৭ বছরের ২টি বাচ্চা হঠাৎ একদিন এসে হাজির। কি অপরাধ করা হয়েছে তারা জানে না অথচ ছেলে ২টিকে এখানে দিনের বেলায় রাখা হয়েছে যত সব গুণ্ডা বদমাসদের সঙ্গে। রাত্রে অবশ্য আলাদা রাখত। এই রকম একটি রাজত্ব চলছিল। ৬।৭ বছরের ছেলেকে জামিন দেওয়া হয় না। এই সমস্ত ঘটনা আমাদের বেদনা দিয়েছে। যখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জামিন দেন না এটা দেখে সত্যি আমাদের কষ্ট হয়, দুঃখ হয়। এই সব দেখেই এখানে কিছু কিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি। এবং আলাদা আলাদা ওয়ার্ড করার ব্যবস্থা করছি। এখানে মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড হয়েছে। আমরা জেলের বাইরে সমগ্র এলাকায়ও পৃথক ব্যবস্থার করার চেষ্টা করছি। তবে রোগাক্রান্ত মহিলাদের আলাদা রাখার ব্যবস্থা আমরা এখনও করতে পারি নি এটা খুবই দুঃখ জনক ঘটনা। এই ভাবে আমরা উন্নতি করার চেষ্টা করছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে জেলের যারা কর্মী, তাদেরও প্রায় জেল খানার কয়েদীদের মত প্রত্যেককে ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ডিউটি করতে হত। এতে তাদের বাইরে যাওয়া এবং বাজার করা কোনটাই সম্ভব নয়। তাদেরকে আমরা কোন দিন সাহায্য করি নি। আমরা সরকারে আসার পর, আমরা তাদের মর্য্যাদা দিয়েছি এবং তাদের সংঘটনকে স্বীকৃতি দিয়েছি। সংঘটনের মাধ্যমে তাদের অভাব দূর করার চেষ্টা করছি। জেলের বাইরে যারা রয়েছে তারা যে রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে ঠিক সেই রকম সুযোগ সুবিধা তাদের দিয়েছি। যার ফলে তারা আরো ভাল ভাবে কয়েদীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, জেলের ভেতরে যখন আমরা উন্নতি করার চেষ্টা করছি, তখন দেখলাম যে, দীর্ঘ

মেয়াদী কয়েদীদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা নেই। তাদের বাইরের পরিবারের মধ্যে মেলামেশার কোন সুযোগ নেই। আমরা সেটা করার চেষ্টা করছি। তবে যারা মেয়ে ধর্ষণের সঙ্গে লিপ্ত, বা বার বার অপরাধ করতে করতে বড় শাস্তি পেয়েছে এই রকম লোকদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকবে না। তবে আমরা দেখেছি। আমি যখন প্রেসী-ডেন্সী জেলে ছিলাম তখন সেখানে মির্জা বলে এক মুসলিম চাটগাঁয়ের ছেলে সেটা অনেক দিন আগের কথা, ১৯৪২-৪৩ সালের কথা একটি ছেলে ১০ বছরের জেল নিয়ে আসল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কি অপরাধ করেছে। সে তখন বল্ল যে, জমি নিয়ে আমার বাবার সঙ্গে একটি লোকের বিরোধ বাঁধে। সেই লোকটি আমার বাবাকে মারছিল। আমি আমার বাবাকে রক্ষা করতে যেয়ে সেই লোকটিকে এমন মারতে শুরু করেছি তাতে লোকটির ক্ল্যাভিক্যাল বোন ভেঙ্গে গেছে এবং সে আর উঠতে পারে নি, সে মারা গেল। ঠিক তেমনি হাজারিবাগের জেলে থাকতে এল একটি সাঁওতাল ছেলে। সে বল্ল, একদিন তার বাবা ও দাদা বসে মদ খাচ্ছিল। কি কারণে দাদা রাগান্বিত হয়ে বাবাকে মারতে আরম্ভ করল। আমি বাবাকে রক্ষা করতে গিয়ে দাদাকে মেরে ফেল্লাম। এরপর আমরা দাদার ডেড বডি নিয়ে চলে গেলাম, প্রথমে পঞ্চায়েতের কাছে, পরে থানায়। সেখানে বলেছি, আমি দাদাকে মেরে ফেলেছি। আমাকে শাস্তি দাও। সেই ছেলে শাস্তি নিয়ে এসেছে। এই সমস্ত ছেলে ১০ বছর কেন জেলে থাকবে। তার তো কোন অপরাধ নেই। কেন তাকে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে জেলের মধ্যে ১০ বছর পড়ে থাকতে হবে? জেলে থাকতে থাকতে তার যৌবন চলে যাবে। যখন সে জেল থেকে যাবে তখন সমাজ আর তাকে গ্রহণ করবে না। এবং সে অক্ষম হয়ে পড়বে বলে পরিবারেরও কোন কাজ সে করতে পারবে না। এই যে মানবতা দিক, এই দিক থেকেই এই বিলটি আনা হয়েছে। এই মানবিকতার দিক থেকে এই বিলটা আনা হয়েছে। আমি ও ২।১ বার প্যারোলে এসেছি এক মাসের জন্য। আমি কলকাতায় দাদার বাড়ীতে এক মাসের জন্য প্যারোলে এলাম, তখন বাড়ীর চারদিকে পুলিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরকম প্যারোল থাকবে না। আমাদের প্যারোল হবে কণ্ডিশান ভিত্তিক। এখানে এই বিলের মধ্যে নেই, আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে যে সপ্তাহে একবার করে থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে এবং সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতে পারে। এমন কি সে যদি চাকরী পাওয়ারও উপযুক্ত হয়, তাহলে সে চাকরীও করতে পারে। তাহলে তার অপরাধীকারী মন আর থাকবে না, সামাজিক দায়িত্ব সে পালন করতে পারবে, তাতে সমাজের মঙ্গল হবে। যদি আমরা তাও দেখি যে, এতে তার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, তাহলে তাকে আবার জেলে পুরারও ব্যবস্থা আছে এই বিলের মধ্যে। এরকম একটা প্যারোল ব্যবস্থা আমরা বিলের মধ্যে রেখেছি। প্যারোল যে এখন নেই তা নয়, প্যারোল আছে এবং সেটা কয়েদী এক মাসের জন্য পেতে পারে। তারপর তাকে আবার চলে যেতে হবে জেলে। কাজেই একবার এক মাসের জন্য এলাম আবার জেলে চলে গেলাম, আবার এক মাসের জন্য এলাম, এতে তো কয়েদীদের মানসিক কোন পরিবর্তন হয় না। আমরা কনটিনিউয়াস প্যারোলের, যে সমস্ত কয়েদীর ৫ বছর বা তারও বেশী জেল খাটা হয়ে গেছে, তারা যাতে এ সুযোগ পেতে পারে, তার জন্য বিলের মধ্যে আমরা এই প্যারোলের ব্যবস্থা রেখেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক

যে এক হচ্ছে একটা এক্সপেরিমেন্ট তার ভিতর দিয়ে যদি আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারি, তাহলে পরে আমরা কিছু বেশী সংখ্যাক অপরাধীকে সমাজকর্মী হিসাবে তৈরী করতে পারব। এবং তার ফলে আমাদের জেলের খরচ কমবে। এবং জেলের অন্যান্য কয়েদীদের আরও বেশী সুযোগ ওসুবিধা দিতে পারব। স্যার, ভারতবর্ষে এমন কোন সেন্ট্রাল জেল নেই, যেখানে কয়েদীদের সংখ্যা ৫৬ জন। আমারা যখন রাঁচী জেলে ছিলাম, তখনো সেখানে কয়েদীদের সংখ্যা ছিল ১২০০ মত। বিহার জেলেও ২ থেকে ৩ হাজারের মত ছিল। (শ্রীসমর চৌধুরী—ইমারজেন্সির সময়েও আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে কয়েদীদের সংখ্যা ছিল ৯০০। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ইমারজেন্সির সময় আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে কয়েদীদের সংখ্যা ছিল--৯০০। আমরা সেই সংখ্যা থেকে এখন ৫৬তে নামিয়েছি। এবং এই সংখ্যা আরও কমানোর চেষ্টা আমরা করছি। আপনারা জানেন যে, অন্যান্য রাজ্যে কোচিং জেলের ব্যবস্থা আছে। সেখানে খোলা মাঠে কয়েদীদের কাজকর্ম শেখানো হয়, কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক ইত্যাদি করানো হয়। এটার একটা যুক্তি আছে। সেটা হচ্ছে--কাজ চরিত্রকে গঠন করে। কিন্তু আমাদের জেল খুব ছোট। তার মধ্যে আমরা এখন যাচ্ছি না। আমরা এটা পরীক্ষা মূলক ভাবে নিচ্ছি। আমরা আশা করব, এর ফলে আইন শৃংখলার কোন সমস্যা দেখা দেবে না। আমরা একটা গুরুত্ব পূর্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, জেলের আইন কানুন গুলি ব্রিটিশ আমল থেকে যা চলে আসছিল। কংগ্রেস সরকার সেগুলিকে পাহাড়া দিয়েছেন, জনতা সরকারও সেগুলিকে পাহাড়া দিয়েছেন, কিন্তু আমরা একটা কমিশন বসিয়েছি, যে কমিশন জেলের আইন কানুন গুলি আমূল পরিবর্তন করে, আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী, সে দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। সে কমিশন কিছুদিনের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করবে। আমি আশা করব, এতে ত্রিপুরার অন্যান্য অংশে যে সমস্ত জনকল্যান মূলক কাজ গুলি হচ্ছে, জেলের ভিতরে কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় কারা মন্ত্রী যে বিলটি উপস্থাপিত করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে জেল সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটা ভীতি আছে। আমরা সুদূর অতীত থেকে এই বর্তমান কাল পর্যন্ত জানি যে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জায়গা হচ্ছে এই জেলখানা গুলি। প্রকৃতপক্ষে এটা হওয়া উচিৎ নয়। জেলাখানা হবে সংশোধনাগার। যেখানে মানুষ সত্যিকারের মানুষ সত্যি হয়ে উঠবে। অপরাধীর জীবনের মোর ঘুরিয়ে দেওয়াই হবে জেলের কাজ। যারা কোন কারনে অপরাধ করে ফেলল, কিন্তু জেলে গিয়ে এমন একটা পরিবেশের মধ্যে সে পড়বে, যেখানে সে মানুষ হয়ে উঠবে এবং এই ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু তা না করে আমরা দেখেছি জেলের ভিতর অত্যাচার চালানো হয়। স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরেও আমরা দেখেছি জেল খানা গুলিতে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। এবং সে সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে বলেছেন। সে সম্পর্কে আমার একটা কাহিনী মনে পড়েছে—ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবল এর গল্প।

একটি লোক তাঁর পরিবার প্রতিপালন করতে পারছিলেন না, তার স্ত্রী পুত্রের মুখে ভাত দিতে পারছিলেন না। ফলে তিনি চুরি করেন, তিনি তাঁর জীবনে একবারই চুরি করে কিন্তু ধরা পড়ে যান। তখন জেলখানাতে তার উপর অকথ্য অত্যাচার। যার জন্য এই কনভিক্‌টরের মুখ দিয়ে বেড়িয়ে ছিল—আই ওয়াজ এ ম্যান ওয়ান্স, আই এম এনিমেল নাও, দে মেড মি হোয়াট আই এ্যাম। আমরা চাই মানুষকে তার মানবিকতার অধিকার ফিরিয়ে দিতে। তার জন্য জেলের পরিবেশকে এমন ভাবে সৃষ্টি করতে হবে, যাতে অপরাধী তার ভুল বুঝতে পারে এবং সমাজের মানুষের সাথে মিলেমিশে সে সামাজিক কর্তব্য পালন করতে পারে। সেই দিক থেকে আজকে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে, সেটা সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হলে, কয়েদীদের মনে আবার একটা শঙ্কা থাকবে যে,—আমাকে আবার এক মাস পরে জেলে যেতে হবে, যেখানে তার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে এবং জেলে পেতে হবে তাকে দুর্ব্যবহার। এই যে অবস্থা, এটা সত্যিই দুঃসহ। আমার জেলে যাওয়ার যদিও কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবুও আমি একটা অনুষ্ঠানে জেলে গিয়েছিলাম যেখানে কয়েদীদের মনোরঞ্জনের জন্য একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এই আগরতলার সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে আমরা চেয়ারে বসেছি আর কয়েদীরা মাটিতে বসে ঐ অনুষ্ঠান শুনছে। সত্যিই চিন্তা করা যায় না যে, এমনি একটা অবস্থার মধ্যে যদি আমাদের পড়তে হত, তাহলে সেখানে আমাদের মানসিক অবস্থা কি হত? সেখানে কয়েদীরা ভাবছে যে,—আমরা সমাজে অপাংতেয়, কাজেই ঐ তাদের সঙ্গে চেয়ারে বসতে পারি না। কাজেই আমি মনে করি আজকে এই যে এ্যামণ্ডমেন্ট এসেছে, সেটা সত্যিই কয়েদীদের জীবনে একটা নূতন মোড় ঘুড়িয়ে দেবে, দেবে তাদের জীবনে এক নবালোকের সন্ধান। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিলকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

আফটার রিসেস্

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

কক বরক

তাং—২১-৯-৭৯ইং।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মান গনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি (জেলমন্ত্রী Tripura Prisoners Amendment Bill 1979. (Tripura Bill No 13,) আব অর তিছামানি আবন আং অর কিছা ছানা নাই অ। আব ঠিক ন যে জেলখানাতা যে সমস্ত বরক ন' দাওই রী আবরগ হাময়া ছামুং তাংমানি বাগীই দাজাগ' ঠিক ন। কিন্তু বরগ হামফিনানি, অ লামা ব, তংনো নাংগ'। চীও যেমন নগ' চারাই রগন আচুক অর ছালাম' ছামুং হাময়া তাংখা হীনখে আবন চীও ছীনামীয় নানানি এব ব-ন কাহাম খে ওঁংফিনানি আবতাই চিভি লামা ফুনুক-অর রীঅ। কিন্তু জেল অংখা এমন কাইছা জাগা আ রনি অ থাংকা হীন খে বরগ হামনানি বরগ হামনানি লামা মানরা। জেল বিছিংগ তংগীয় যে সরগ কষ্ট মান' আব ছিমিয়া। ফাতার নি বরক

বরগ বাই শুধুন আ জেলনি সম্পর্ক হামিয়া, আব চৌও নুগু। বিনি ছীকাং আং অরনি অ কক তিছানা মুচুঙ' যে জেল অ থাংনানি ছীকাং ন অর্থাৎ বরগ পুলিশ বাই রমজাক খা মাগ্রন বরগণ বরগ হাইকে ব্যবহার খীলাইয়া, থানা অ যে Lock up তংমানি আরনি অ তীলাংগীই থাংওই বরকগ যা খুশী বুওই মান' বরগনি কোন মুক্তি ব ছীনাম জাকয়া এবং পুলিশ তকওই বরগণ জোর মখীলাই ফানবাই চায়া গচীরী ই আবতীই রক চীও নুগু। বামফ্রন্ট নি আমল অ-ব আবতীই আং অনেক ঘটনা তীই ওই যে Lock up অ তীলাংওই ২৪ ঘন্টা তীলাংগীই মাই ব চারীয়া, ব-ন খিনানি, ছীতীই নানি তুকুনানি আবতীই সুযোগ রীয়া, ত্রিপুরা অ পুলিশ থানা অ যে Lock up তংমানি আরনি অ কোনো জাগা অ তুকুনানি ব্যবস্থা কীরীই, ছীতী নানি ব্যবস্থা কীরীই। কাজেই ত্তিনি বামফ্রন্ট সরকার যে কক ন ছানা নাইমানি আব ছামুং অ বীছীক জরাতীই খীলাইতং আব আং বুচিই মান ও। থাংনাই বিছি অ বিনন্দ জমাতিয়া হীনওই আর উদয়পুর অ গাঁও প্রধান Election নি ভোট লেখানানি সময় অ রমলাইখা, অরনি অ মানগীনাং বগজাক নাই কেশব মজুমদার আব ন তাম তাম ছাওই ব-ন রমরীখা। তেই দিন ছাল অ দিপর একটা সময় পর্যন্ত ব-ন মাই চারীয়া। আফুরু Revenue Minister বীরেন দত্ত ব তংগ আর ডাক বাংলা অ। ককতিছাখা এবং বিধায়ক নরেশ দাস তাই এম. এল. এ চিনি রতিমোহন জমাতিয়া, বরগ থাংওই নুগুই খা। মাই মাচায়া তীই ব মা নুংরা বমফেরক ব না চায়া আবতীই খে বরগ ২৪ ঘন্টা নারাক ওই বরগ নারীগ'ও। অ বামফ্রন্টনি আমল অ যে কেউ খরকছা বরগনি বিরুদ্ধে—একটা কক ছাকা আব বাই ন বরগ ন রম ছিনাই। আব হাইন বরগ ন ২৪ ঘন্টা মাই চারীয়া, তীই নাং রীয়া একটা বরগ মুইনছুয়া হাইকে বরগ নারীক জাকয়া। আহাই অবস্থা। গুন্দা কীরীই থামপুই মা ওয়ার জাক ওই আব তীই এই যে অমরপুর নি ঘটনা অ যারা রমজাক পাইন্নক বরগ অর অমরপুর অ ফাইওই তকর্জাক ফাইবাই লেংগীই ছিচালিয়া। তারপর ডাক্তার মা নাবাই খা। অরনি অ মানগীনাং, মুখ্যমন্ত্রী আবন challenge খীলাইয়া যে, মান গীনাং, ডেপুটি স্পীকার স্যার, আলনি বাগীই আ, অর বুমুং ছানা নাই ও। বিষ্ণু, জগদীশ জমাতিয়া, নারায়ণ জমাতিয়া, বুবুরিয়া, আবতীই রক বরগ ন তকজাক নাইরক। অর মানগীনাং, মুখ্যমন্ত্রী আন হীন অ যে বুমুং, রীই মানয়া। আং, তাবুক বুমুং রীঅ—আং, চ্যালেঞ্জ খীলাই অ আবতীই রকন তকওই কোন প্রমান ছাড়া আব রক্‌ন তবে ও তারপর গচি রীখা চীও যুব সমিতি বাই মিজো- বাই, একটা যোগাযোগ তং ও হীনীই। মানগীনাং, তাই আবখে গোবিন্দ রানী জমাতিয়া, (বাতিমানি) আবন পুলিশ রক রমওই ছওবওই হর কুথুকমা অ আবতীই মে লাংকা খীল্লাই খা। কাজেই বামফ্রন্ট নি আমল ব চীও নুগু—যে জেল হীনীই খে বিল তুবুমানি আব কক কাহাম ছাফান অরনি মবাই গঠকয়া তেইব চীও নুগ। মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার, স্যার,—যখন চীও জেল অ থাং অ চীও ন

মালাই না রীয়া। দরখাস্ত রাগারাদি তার পর নানারকম কক ছাও। তারপর মালাই না ক্ষুরু হানখাইব মুই কীথী চাজাক নাই নাংজাক নাই আবতাই মানাই রক মা রায়া। আং ব ছীকাং, অ তেলিয়ামুড়া অ খরক ছান মানাই কিছা রানা থাং মানি বেবাক পুলিশ রাগ রীই মা কাবুখা। এবং তাই ১০ টাকা নি নানাই রামাছে মাত্র ১ টাকা নি ছে মান ওই ছক ওই ও, বিনি য়াগ। বেবাক ন পুলিশ নারাক ওই তংখা। আবতাই রক ন ব চীও নুও। এবং আরনি অ চিনি যারা কক বরক ছানাই বরগ কক বরকছে মা ছায়া। বিহিক বাছাই সেটা কক ছালাই নাই বাছা বুফাবাই কক ছালাই নাই আবতাই সুযোগ ছে রায়া। মান-গীনাং ডেপুটি স্পীকার, স্যার.—অরনি অ তেইব জেলব খানানি একটা ছামুনং নুও যে আর নি অ কেব কিছা খক্‌খা কেব কিছু বুলাইখা আবতাই রক্‌ন শাস্তি রাজাক অ। কিন্তু যারা লাখ লাখ রাও কালোবাজারী খীলাই তংনাই মজুতদার এবং বরগ রকনি চাজাক নাই রক ন হুওই যারা রাও, রি, মরক রানাই, চাথাই মরক রানাই, মান থকয়া খীলাই তংনাই আবতাই রকনি কোন শাস্তি রায়া। পুলিশ অরনি অ কিছু খীলাইয়া। অরনি অ বামফ্রন্টনি সরকার নি আমল। আর চীও কোনো লামাছে মুছুক ছীকক রকন রমাই মানয়া। তারপর এই যে ছুম হুইওই তাভাল খীলাই নাই বরক আব- তাই রকন রমওই মানয়া মানাই হুই তননাইরক ন রমওই মানয়া, দাম মরক রানাই রকন রমাই মানয়া। কাজেই আমতাই ছামু, চীও নুওই ন আ, মা ওপনছুকও। সেই Prisoners Bill আব যদি ও কাহাম কাহাম কক ছাঅই তাবুক অর তিছাখা কিন্তু ছামুং বাই আ. পথকমানি নুকয়া। হানখে তাবুক আবতাই ন আ, হান নাংনাইঅ যে অ ত্রিপুরা আ যে সব চিনি পাহাড়ী রক বরক বেশী রমজাক কুও। একটা ডাকাতি অংখীলাই ঐ সরকার কামি অ থাংকা। সকস্ত কামি নি বরক ন রমাই তুবু অ। চনাই তনাই বরক ন ২৪ ঘন্টা মাই চারায়া, তাই খারায়া থামপুই ওয়ার জাক বাঅই বুরুয়া ওয়ার জাক বাই তনই ছাতাইনা ফান ভাগা কারাই আবতাই খে তচংগ্রাক নাই চিনি বরক ন বাংও। কারণ অ থানাঅ চবাই তন খে পুলিশ রক রাও মান'। কাজেই এইভাবে তাবুক অবস্থা অংগাই তংগ হানখে তাবুক যে হানঅ বামফ্রন্ট সরকার আরেকটা পলিশি থামাইখা তাম এতদিন পর্যন্ত নাগা মিজোবাই চিনি Link কারাই খা স্কুল ছকমানিরক Link কারাইখা। তাবুক খে হুই হাই বরক ছাকিখা, নাগা, মিজোবাই বরক Link তংগ।

বিজয় রাংখল নি চিঠিটি ফুনু। আবতাই বরক ছাই মান'। আং একটা বরক ন' চিঠি ছাই মান' আবত' একটা Case আং গাই মানয়া। অম' সংশোধন খীলাই গারাদি তারপর---

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীর সদস্য--সংক্ষেপে বলুন। আপনি জেইল এর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এখানে যা বলা হয়েছে এখানে বিজের বিষয় নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মানগীনাও, ডেপুটি স্পীকার, স্যার. বরক নি কক্ বরক ছাখা, আন' যে ছারৗনা রৗলিয়া। আব' আং অত্যন্ত খা নাং গৗই ন মাহা অ বরক ছাছি নাই, চাং ছাগা কুরু নে ছারৗয়া অরনি অ আং নুগ অ

Part VI A, 31 A(1)—The State Government or such authority as the State Government may empower in this behalf may, subject to the provisions contained in sections 433 and 433A of the Code of Criminal Procedure 1973 and to such conditions as may be prescribed under section 31D at any time, release, temporarily for a period not exceeding one month at a time evcluding the time required for Journey from and to the prison, any prisoner who, having been sentenced to imprisonment for a term of two years or more has actually undergone imprisonment for not less than one year.

অর' নি অ আয় হীন না নাই অ এই Relief অম' আসামী খরকছু ান বিছা বিছিগনৗই বাইন' ফিরক নানি ম' কাহাম। কিন্তু এই Authority ছাব' অংনাই।

অরণি অ আনি প্রস্তাব আংখা অরণি শাসক দলনি Jail Minister O-ন Chairman খৗলাই অই বরকনি বিছিং কৗনৗই চিনি বিছিং কৗনৗই খৗলাই একটা Committee খৗলাই নাংথাং সে Committee নি উপর ছাব ন কিরকণক ফিরুক থকয়া আব চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নানাই জাত। কিন্তু আং ছিঅ, বামফ্রন্ট সরকার আবতাই ছামুং খৗলাইয়া। বিরোধী দল ন বরক সহ্য ছেখৗলাই মানয়া। ব সভ্য অবতাই ছামুং কাহাম অ বরক থাং, য়া। তাবুক বছে হীন খু এই সে যুব সমিতি বরক তাম হীন বা যে যে তলা কৗলাই, খেত খৗলাই নং তাই বরক চ নৗথা, নানি হীন খৗলাই তাবুক District Council Election ওই রাদি কিন্তু বরক যে আব মাছে মানিয়া। বরক শুধু Autonomous District হীনৗই হে সারাব উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল নছে দখল খৗলাই না হীনৗই খা কাতই তংগ। হীনখে তাবুক নরপ নির্বাচন রৗদি লোকসভা বাই বাক্‌মা। নি নি District Council নির্বাচন রৗদি। হীনখেই চাও গচিনৗ চিনি বাগৗই সে নরগ বাছৗক, খা নাং ওই তংখা। কিন্তু আব তাং গৗই রৗয়া, কাজেই Point of

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, Point of order.—

মাননীয় সদস্য যা বলছেন মূল বিলের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই মাননীয় সদস্যের উচিত হওয়া বিলের মধ্যে সম্পর্ক রেখে তার বক্তব্য সীমা রাখা এখানে যেভাবে বলছেন Autonomus District Council নির্বাচন কখন কি হবে কি হবে না তার মধ্যে আসতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মান গীণাং ডেপুটি স্পীকার, স্যার, Authority ব্যাপার নছে আং ছাঅ, Authority হৗনখে খা বাগছা আং না, নাংগ কাহাম জাগা হীন ফৗলাই যুব সমিতি নি বরগণ চুবা না নাইও। ছামুং কাহাম অ হৗনখে চাও খাং নাই। Dy. Speaker মাননীয় সদস্য জেল

মন্ত্রী আগেই বলেছেন বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে জেলের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী যারা বন্দী আছেন, তাদের থাকা খাওয়া সুযোগ সুবিধা নিয়ে। কাজেই এখানে Autonomns আছে না। এখানে থানা সকালে কি হচ্ছে তা আছে না। এটা অপ্রাসঙ্গিক বক্তা—না অরনি অ Authority হীনাই, কক তংগ, আ ব্যাপারইছে কাজেই মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আ, অরনি প্রস্তাব নাঃগ না মা চুংগ, আর যে Authority হীনমানি আর একটা Body খীলাই নাবাই থীং এবং শাসকদল বাই বিরোধী দলনি আব আদং মান না ওই ন আব খীলাই গীরাথীং আবনি লগি লগি আং হীন না নাই ও যুব সমিতি নি উপর সব সময় হাময়া ছাংই চামুং ক'হাম অ দাই না হারয়া ওই বরগ যে এই Auionomus District Council Election লোকসভা বাই বাক্সা আংদি হীনীই দাবী মানি ওই অ ছামুং পাই র'খা, থীং। আণি প্রস্তাব ন ব মানি না আং থীং। ম্‌া কক ছাই আং পাই রীখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় জেইল মন্ত্রী Tripura Prisoners Amandmeud Bill 1979, Tripura Bill No 13 নামে যে Bill এনেছেন এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। একথা ঠিকই যে যাদের জেলে নিয়ে রাখা হয় তারা নানা রকম অপ-কাজের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাদের ভালো হবার পথও থাকতে হবে। আমরা যেমন দেখি ছোট ছোট ছেলেরা খারাপ কাজ করলে আমরা তার সংশোধনের ব্যবস্থা করি, তাকে আবার ভালো হবার ব্যবস্থা করি। কিন্তু জেইল হলো এমন একটা জায়গা যেখানে গেলে আর ভালো হবার পথ থাকে না। জেলের ভিতর থেকে মানুষেরা কষ্ট পায় শুধু এটাই নয়, বাইরের লোকের সঙ্গেও জেইলের সম্পর্ক ভালো নয় এটা আমরা দেখতে পাই। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, ধৃত ব্যক্তিদের জেলে নেবার আগেই, পুলিশের কাছে ধরা পড়া মাত্রই তাদের উপর মানুষের মতো ব্যবহার করা হয় না, লক আপে নিয়ে তাদের উপর যদৃচ্ছা প্রহার করা হয়। তার জন্য কোন প্রকারের যুক্তিও থাকে না, এবং তাদের মার ধোর করে জোর পূর্বক, ভয় দেখিয়ে স্বীকার করাতে বাধ্য করা হয়। বামফ্রন্টের সময়ে আমি এ রকম অনেক ঘটনার খবর জানি। লক আপে নিয়ে ২৪ ঘন্টা ফেলে রাখা হয়, খাবার দেওয়া হয় না, পায়খানা প্রস্রাবের ব্যবস্থা নেই, ত্রিপুরার থানাগুলো যে কোন লক আপেই স্নানের ব্যবস্থা নেই, প্রস্রাবের ব্যবস্থা নেই। কাজেই এখন বামফ্রন্ট সরকার যে কথা বলতে চেয়েছেন তা কতটুকু কার্যকরী হবে তা আমরা ধরেই নিতে পারি।

গত বছরে গাঁও প্রধান নির্বাচনের ভোট গননার সময় উদয়পুরে বিনন্দ জমাতিয়াকে কি কি কারণে এখানকার সদস্য কেশব মজুমদার তাকে ধরিয়ে ছিলেন, পরের দিন দুপর একটা সময় পর্যন্ত তাকে খাবার দেওয়া হয় নাই। তখন Revenue Minister বীরেন দত্ত ছিলেন। সেখানে ডাকবাংলায় আমি এ কথা তুলেছিলাম এবং বিধায়ক নরেশ দাস এবং আমাদের এম, এল, এ, রতিমোহন জমাতিয়াও গিয়ে

দেখেছিলেন। খাবার দেওয়া হয় নি, চিড়া-মুড়িও দেওয়া হয় নি, এই ভাবে তারা ২৪ ঘন্টা রেখেছিলেন। এই বামফ্রন্টের আমলে যে কেউ তাদের বিরুদ্ধে একটা কথা বললে তাকে ধরে আনা হয়, এনিয়েই তাকে খাদ্য পানীয় ছাড়া, অমানুষের মত রেখে দেওয়া হয়। এ হলো অবস্থা। মশারী নেই. মশার কামড়ে আক্রান্ত হয়। এই অমরপুরের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে যাদের ধরে আনা হয়েছে। তাদের অমরপুর এনে প্রহার করে অজ্ঞান করা হয়েছে, তারপর ডাক্তার ডাকতে হয়েছিলো। এখানে এনিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Challenge করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এরজন্য আমি এখানে তাদের নাম বলতে চাই. বিষ্ণু, জগদীশ জমাতিয়া, নারায়ণ জমাতিয়া, এরা বরবুরিয়া গ্রামের, এরাই প্রহৃত হয়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমাকে নাম দিতে, পারি নাই, এখন আমি নাম দিয়েছি, আমি Challenge করছি তাদেরকে প্রহার করে অজ্ঞান করে ভয় দেখিয়ে স্বীকার করাতে বাধ্য করেছিলো আমাদের সঙ্গে মিজোদের এবং উপজাতি যুব সমিতির একটা যোগাযোগ আছে বলে আর, গোবিন্দ রানী জমাতিয়া, বাতেমার, তাকে ধরে গভীর রাতে পুলিশ নির্য্যাতন করেছে। কাজেই বামফ্রন্টের সময়েও আমরা দেখি জেইল বলে যে বিল আনা হয়েছে তা কথায় ভালো হলেও বাস্তবের রূপায়ণের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখি যখন আমরা জেলে যাই তখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয় না। দরখাস্ত করুন তারপর নানা রকম কথা বলা হয়। তারপর দেখা হলেও খাবার দাবার কিছু দিতে দেওয়া হয়না। আমি কিছু দিন আগে তেলিয়ামুড়ায় একজন লোককে কিছু জিনিষ দিতে গিয়েছিলাম, সবটাই পুলিশকে দিয়ে আসতে হয়েছে এবং দশ টাকার জিনিসের পরিবর্তে মাত্র ১ টাকার জিনিস ঐ লোকটা হাতে গিয়ে পৌঁছেছিল। সবটাই পুলিশ রেখেছে। এবং এখানে যারা আমাদের লোক তারা কক-বরকে কথা বলতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা, পিতা-পুত্রের কথা কথা-বার্তা বলার সুযোগও দেওয়া হয় না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে আরও একটি কাজ দেখি জেলের কেউ কেউ লঘু অপরাধ করেছে তাকে বেশী করে প্রহার করা হয়। কিন্তু যারা লাখ লাখ টাকা কালোবাজারী করে মজুতদার এবং মানুষের খাদ্য লুকিয়ে রাখে, দাম বৃদ্ধি করে খাদ্যাভাব তৈরী করে, তাদের কোন শাস্তি হয় না, পুলিশ তাদের জন্য কিছু করে না। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও কোন প্রকারের গরু চোরদের ধরা সম্ভব হয় নি, তারপর এই লবণ মজুত করে কৃত্রিম অভাব তৈরী করে যারা তাদের কোন শাস্তি হয় না, জিনিসপত্রের মজুতদারদের ধরা হয় না। কাজেই এই সমস্ত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করি এই Prisons Bill এর নামে ভালো ভালো কথা বলে, কাজে কোন কিছু হবে না। তারপর আমি বলতে চাই, আমাদের এই ত্রিপুরায় পাহাড়ী মানুষদের বেশী করে ধরা হয়। একটা ডাকাতি হলে ঐ সরকার গ্রামে গ্রামে যান সমস্ত গ্রামের মানুষকে ধরে নিয়ে আসে। লকআপে আবদ্ধ রেখে ২৪ ঘন্টা খাদ্য পানীয় ছাড়া, মশা-ছাড়পোকার কামড় খাইয়ে রেখে দেয়া হয়। প্রস্রাব করার সুযোগ পায়না এভাবে ধৃত ব্যক্তিদের আমাদের

মানুষই বেশী। কারণ এই থানায় পুড়ে রাখলে পুলিশেরা টাকা পায়। কাজেই এই-ভাবে এখন অবস্থা চলছে। এখন বামফ্রন্ট সরকার আর একটা Policy করেছে এতো দিন পর্যন্ত তারা বলেছেন নাগা-মিজোদের সঙ্গেআমাদের কোন Link নাই, বিদ্যালয় গৃহ পুড়ানোর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নাই। এখন আবার তারাই বলে চলেছেন নাগা মিজোদের সঙ্গে আমাদের Link আছে। বিজয় রাংখল এর চিঠি বলছেন। এ ধরণের তারা লিখতে পারেন--আমি একটা মানুষকে চিঠি লিখবো এটা একট 'কেস্' হতে পারে না। তারপর--

ডেপুটি স্পীকার :- -মাননীয় সদস্য, সংক্ষেপে বলুন। আপনি জেইলের আভ্যন্তরীন ব্যপারে বক্তব্য রাখবেন : এখানে যা বলা হয়েছে তা বিলের বিষয় নয় ঃ---

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তাদের কথা তারা বলেছেন আমাকে বলতে দেয়া হচ্ছে না। এটা আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, তাদের কথা তারা বলবেন, আমাদের বলতে দেয়া হয় না। এখানে আমি দেখছি

*Part VI A, 31 A(1)—The State Government or such authoriy as the State Government may empower in this behalf may, subject to the provisions contained in sections 433 and 433A of the Code of Criminal Procedure, 1973 and to such conditions as may be prescribed under section 31D at any time, release, temporarily for a period not exceeding one month, at a time excluding the time required for journey from and to the prison, any prisoner who, having been sentenced to imprisonment for a term of two years or more has actually undergone imprisonment for not less than one year.

এই যে relief. একজন আসামীকে দু'এক বছরের মধ্যে ছেড়ে দেয়া এটা ভালো বিষয়। কিন্তু এই Authority কে হবেন। এখানে আমার প্রস্তাব হলো, মাননীয় Jail Minister কে সভাপতি করে শাসকদলের দুইজন এবং আমাদের দুই-জন সদস্যকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হোক, কমিটির উপর কাকে ছাড়া যায় না যায় এ নিয়ে চূড়ান্ত সীদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব থাকবে। কিন্তু আমি জানি বামফ্রন্ট সরকার এটা করবে না। বিরোধীদলকে তারা সহ্যই করতে পারেন না। এ ধরনের ভালো কাজে তারা চায় না। এখন যুব সমিতি বলছে সাধারণ মেহনতী মানুষের সুবিধার জন্য এই District Autonomous Council এর নির্বাচন হোক, কিন্তু এটাকে তারা মানেন না। তারা মনে করে Autonomous Council করে আমরা সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল দখল করতে চাইছি। তাহলে আপনার এখন Election দিন, লোকসভার সঙ্গে। কিন্তু এটা কেন দেয়া হয় না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, Point of order মাননীয় সদস্য যা বলছেন বিলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। মাননীয় সদস্যের উচিৎ

বিলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তাঁর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখা। এখানে যে ভাবে বলছেন, Autonomous Council এর নির্বাচন হবে কি হবে না, তারমধ্যে আসতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি Authority র কথা বলছি। Authority হলে একমত হওয়া উচিৎ. ভালো কাজে উপজাতি যুব সমিতি তাদের সহযোগিতা করতে চায় ভালো কাজে আমরা ও যাবো।

Mr. Deputy Speaker ঃ—মাননীয় সদস্য, Jail মন্ত্রী আগেই বলেছেন বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে জেইলের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী যারা আছেন তাদের খাওয়া দাওয়া সুযোগ সুবিধা নিয়ে। কাজেই এখানে Autonomous আসছে না। এটা অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---না, এখানে Authority বলে একটা কথা আছে, কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এখানে প্রস্তাব রাখতে চাই ঐ Authority কথা বলা হয়েছে তার জন্য একটা Body তৈরী করা হোক। যেখানে শাসক এবং বিরোধী উভয় দলেরই লোক থাকবেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে চাই যুব সমিতির উপর খারাপ মনোভাব নিয়ে ভালো কাজে তাদের না নিয়ে, তারা যে District Autonomous Council Election লোকসভার সঙ্গে সঙ্গে হোক বলে এ দাবীটিকে মেনে নিয়ে আমার প্রস্তাবটা স্পীকার করে নিন। এ বলে আমি শেষ করছি।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি এখানে দু একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘমেয়াদী যারা জেলে থাকেন তাদের প্যারোল সম্পর্কে একটা কথা ড্রপ করে গেছেন। জেলের মধ্যে যারা ১০ বছরের বেশী মেয়াদে শাস্তি ভোগ করার জন্য আদেশ পেয়েছেন এবং এই সময়ের মধ্যে ৫ বছরের বেশী যারা জেলে কাটিয়েছেন তাদের যদি বিশেষ কোন অপরাধ না থাকে তবে তাদের লং টার্ম প্যারোলে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে। তাদের ২ বছর অন্তর একবার করে জেলে হাজিরা দিতে হবে। ফাস্ট টাইমে তাদের ২ বছরের পেরলে রাখা হবে। পরে সেকেণ্ড টাইমে তাদের পেরল কন্‌টিনিউ করতে পারে। এইভাবে ৮ বছরেরও বেশী কন্‌টিনিউ করতে পারে। এই দীর্ঘমেয়াদী পেরলের পর যদি দেখা যায় তারা সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তবে তাদের পুরোপুরি মুক্তি করে দেওয়া হবে। জেল হল একটা সংশোধনের জায়গা। এটা ঠিক শাস্তি দেওয়ার জায়গা নয়। তারা যাতে নিজেদের চরিত্রকে সংশোধন করতে পারে সেই জন্য জেলে রাখা হয়। এই উদ্দেশ্যে এই বিলে তাদের পেরলে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু লং টাইমে পেরলে যদি দেখা যায়, তারা সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তবে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হবে। কয়েদীদের যদি জেল থেকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদেরকে পুলিশের হাতে হ্যাণ্ডওভার করা হয়। আবার যখন কোর্ট থেকে জেলে নিয়ে আসা হয় তখন জেলের কাছে হ্যাণ্ডওভার করে দেওয়া হয়। কাজেই কোর্টে যাওয়ার সময় পথে তাদের উপর অত্যাচার বা অন্য কিছু হলে কোর্ট তা বিচার করবে। এটা ত জেলের

ব্যাপার নয়। এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা জানাবেন। কোর্টে তাদের বিচার হবে। আর একটি কথা হচ্ছে জেলে কয়েদীদের সাথে যদি আত্মীয় স্বজনরা দেখা করতে চায়, তাহলে দেখা করতে পারেন। কে বলেছে জেলের কয়েদীদের সাথে দেখা করার অনুমতি নেই। আগে এই সুবিধা ছিলনা। এখন জেলে কয়েদীদের সাথে দেখা করতে হলে কতগুলি রুলস্ রেগুলেশান আছে। সেই রুলস্ রেগুলেশান অনুযায়ী আত্মীয় স্বজনরা দেখা করতে পারেন। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে এই সুবিধা করে দিয়েছেন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে জেলের যে আইনকানুন এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত ভাবে বলে গেছেন। কাজেই আমি খুব বেশী বক্তব্য রাখবনা। প্রথমতঃ জেল সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা হচ্ছে অন্যরকম। সমাজের মধ্যে জেলটা বৃটিশের আমলে যেভাবে দেখা হত এটা একটা শাস্তি মূলক জায়গা। সেখানে টরচার করা হত, উৎপীড়ন করা হত। এখনও হয়। দীর্ঘমেয়াদী যারা জেলে আছেন তাদের জামিনে দেবার একটা ধারা এখানে রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে এই কারণে যে দীর্ঘমেয়াদী মানে হচ্ছে গুরুতর পূর্ণ যারা অপরাধ করে তাদের শাস্তির জন্য দীর্ঘমেয়াদী জেল হয়। অপরাধ অনেক কারণে হতে পারে। কিছু লোক আছে মজ্জা-গতভাবে তারা অপরাধ মূলক কাজ করে থাকে একটার পর একটা। যদি বরন্ ক্রিমি-ন্যাল হয় তাহলে এই সমাজের বাই প্রোডাকট্ হিসাবে তাদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের সংশোধনের সেজন্য খুব অল্প। অপরাধ অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন নরহত্যাও হতে পারে। কিন্তু সেটা এক্সিডেন্ট। ইচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে হতে পারে। যেমন ধরুন জমি জমা নিয়ে ও অনেক সময় অপরাধমূলক কাজ হয়, এমন কি মার্ডার পর্যন্তও হতে পারে। সেই জমি নিয়ে। এটা তার হেবিচুয়েলি করে থাকে। পরে তারা এর ফলে অনুতপ্ত হয়। মাঝে মাঝে এমন অনেকগুলি অপরাধ হয় যাতে মার্ডারও হতে পারে এবং সেটা এক্সিডেন্ট। হঠাৎ যে কোন এক মুহূর্তে হয়ে যায়। কিন্তু সেঠা ইচ্ছাকৃত না। যেমন ধরুন জমি জমা নিয়ে অনেক সময় বিবাদ হয়। আবার এই বিবাদ মারামারিতে রুপান্তরিত হয়, ফলে মার্ডারও হয়। এইভাবে যারা ক্রিমিন্যাল হন, তাদেরকে ঠিক ক্রিমিন্যালের বা হেভিচুয়েল অফেণ্ডারের দলে ফেলা যায় না। কারণ এরা পরে অনুতপ্ত হয়। কাজেই এদের যদি সমাজে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তারা নিজেদের আবার সমাজের সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে পারবে এবং সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই সংশোধনী বিলটি আনা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন। আমি মাত্র একটা ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমি যখন প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম, তখন মৎস্য-জীবি সম্প্রদায়ের এক কয়েদীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার জেল ১২ বৎসর, তখন মাত্র কয়েক বৎসর জেল শেষ হয়েছে, আরও কিছু বৎসর জেলে তাকে খাটতে হবে। তাকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করি, "তোমার অপরাধ কি, কি অপরাধের জন্য তোমাকে ১২ বৎসর জেল খাটতে হবে? শুনলাম তার অপরাধ হল, যে এলাকাটাকে ইজারা দেওয়া আছে মাছ ধরার জন্য সেই ইজারা নিয়ে বেরীর লড়াই হয়। এই ধরনের ইজারা নিয়ে বেরীর লড়াইয়ের কথা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, এই বেরীর লড়াইটা

পশ্চিমবঙ্গে খুব হয়ে থাকে। এই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ওরা যে ইজারা দিয়েছিল সেই ইজারা থেকে তাদেরকে আপিল করে বাতিল করে দিয়ে জমিদাররা সেখানে মাছ ধরতে যায়। ফলে সেখানে দু পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়, সেই মারামারিতে একজন লোক মারা যায়। আর সেই জন্যই তার ১২ বছর জেল হয়। কাজেই এই ধরনের "হেবিচ্যুয়েল অফেণ্ডার" যারা তাদেরকে একটা নির্ধারিত সময় জেলে থাকার পর যদি বেড়িয়ে যাবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তারা সমাজ জীবনে ফিরে আসতে পারবে। অথবা শেষকালে সমাজে ফিরে আসার সুযোগ তাদের কাছে এসে যায় এবং এই সুযোগ আমরা তাদের দিতে চাচ্ছি। এই যে একটা সংশোধনমূলক ব্যবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে আমাদের এখানে ছোট জায়গায় গভর্নমেন্টের একটা বড় ফাণ্ড থাকতে হবে, যে ফাণ্ডগুলি দিয়ে কয়েদীদের কাজ করানো হবে। কাজেই তারা পারিবারিক জীবনে কিছু দিনের জন্য ফিরে যাওয়ার যে সুযোগ, সেটা অত্যন্ত প্রসংশনীয়। এর থেকেই বুঝা যায় যে এই কয়েদীদের সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য দেশের তুলনায় অন্য ধরনের, এই দিক থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে আমা-দের অনেক পার্থক্য আছে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের বিরুধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া অবশ্য বলেছেন যে "আমি এই বিলটাকে সমর্থন করি"। কিন্তু এই যে পেরোল দেবার, অথরিটি, কর্তৃত্ব করা সেটা কে করবে? এবং তার পরেই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন যে কর্তৃত্ব করার জন্য যে কমিটি করা হচ্ছে, সেই কমিটিতে যেন দুই পক্ষের লোক থাকে। মানে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের সদস্যকে নিয়ে যেন এই কমিটি করা হয়। কারণ সরকার পক্ষ সব সময় বিরোধী পক্ষের দিকে ন্যাক নজর আছে এবং তাদেরকে সব সময় বিপদে ফেলতে চায়, সমস্ত জিনিষটা বোধহয় গোলমেলে হয়ে গেছে, কারণ সামনে একটা নির্বাচন আছে তাই তাদের লক্ষ্যটা এখন সেই দিকে। তা না হলে এখানেতো আমারা জেলের দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের কথা বলছি, এখানে উপজাতি যুব সমিতির কথা উঠে কেন? উপজাতি যুব সমিতিরা কি জেলের কয়েদী আমি জিজ্ঞাসা করি? দীর্ঘমেয়াদী জেলের কয়েদী যারা তাদের জন্য এই বিলের মধ্যে কণ্ডিশান আছে, এই কণ্ডিশানটা পূরণ হলেই তারা পেরোল পেতে পারে। কাজেই এই যে বলা হল "বিরোধীদের প্রতি কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না" এই একই বক্তব্য ঐ তোতা পাখীর মত বুলি এটাতেই বুঝা যায় যে বিরোধী দল কত দুর্বল, এটা তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—আমি ত্রিপুরী ভাষা তোমার চেয়ে অনেক বেশী বুঝি এবং এটা আমার বলার অধিকার আছে। আমার বলার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। নগেন্দ্র জমাতিয়ার বলার অধিকার আছে সে বলেছে, তাছাড়া এই বিল সম্পর্কে যদি তাদের কোন বক্তব্য থাকে এ্যামেণ্ডমেন্ট কোথায়। এ্যামেণ্ডমেন্ট ছাড়াতো কোন কিছু বিলের অন্তর্ভুক্ত হয় না। এর জন্যই আমি বলছি যে, বামফ্রন্ট সরকার যে প্রসংশনীয় উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদী জেলে যারা আছে তাদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করার জন্য এই যে পদক্ষেপ এটা শুধু এই হাউসে নয় আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কেন সারা

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষের যে সমর্থন তা আমরা পাব এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে অথরিটি কমিটিতে যেন বিরোধী দলের সদস্যদের নেওয়া হয়। আমি বলিনি যে উপজাতি যুব সমিতিকে চাউল দিয়ে মুক্ত করা হউক।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতি যুবসমিতির কথাই এখানে উঠে না। উপজাতি যুবসমিতি বিরোধী বলে সব সময় তাদের কোন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে না বলছেন। তাহলে বিরোধীরা জেলখানায় কোথায় আছেন কয়েদী হয়ে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় জেল মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে কিছু বলতে।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিল সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। বিরোধী পক্ষের সদস্য যে বলেছেন তা শুনেছি, তবে তাদের এই কথার কোন যুক্তি নাই এবং সেটা বিলের মধ্যে আসে না। এখানে বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার কি করতে চায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিল আনা হয়েছে। এই বিলটাকে আমি সমর্থন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ---"দি প্রিজনারস্ (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৭৯)" বিবেচনা করা হউক।

যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন।
যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা "না" বলবেন।
(অতএব, প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।)

এবার আমি বিলের ধারা দু'টিকে ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২ নং ধারা দুটিকে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন।
যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা "না" বলবেন।
(অতএব, উক্ত ধারা দুইটি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হলো ঃ---বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ-রূপে গণ্য করা হউক।

যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন।
যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা "না" বলবেন।
(অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---"দি প্রিজনারস্ (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৭৯)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ত্রিপুরা প্রিজনারস্ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব্ ১৯৭৯) বিলটি পাশ করার জন হাউসকে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ--- প্রিজনার্স (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট)·বিল ১৯৭৯, (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব্ ১৯৭৯) পাশ করা হউক।

বিলটি সভা কর্ত্তৃক পাশ হইল।

Govt Bill—Consideration of the Amendment Bill to Regulate the Traffic by Rickshaw.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল দি এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল টু রেগুলেট দা ট্রাফিক বাই রিক্সা, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব্ ১৯৭৯) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, বিলটি বিবেচনার জন্য সভার সামনে প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মহারাণীর সময়ে ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরায় একটি রিক্সা নিয়ামক আইন চালু হয়। আর এর পর আজ পর্য্যন্ত এই আইনটির কোন প্রকার পরিবর্তন ও সংশোধন হয় নাই। আইনটির চরিত্র তৎকালীন কোন আইন সভা বা অন্য ব্যবস্থার মাধ্যমে আলোচনার ভিতর দিয়ে এইটি করা হয়নি। আইনটি এমনকি এর অনুসরণ বিবেচনা এবং সেইসব বিধি বিধান-সভায় প্রস্তাব করে সংশোধনের জন্য বিধানসভার সদস্যদের আলোচনার মাধ্যমে সংশো-ধন করে নেওয়ার ব্যবস্থাও এতে আছে। এই আইন চালু হওয়ার পর রিক্সা ব্যবসায়-এবং রিক্সা শ্রমিক এবং রিক্সা ব্যবহারকারীর সংখ্যা কল্পনাতীতভাবে বেড়েছে। এরী-প্রয়োজনীয়তাও বেশ রয়েছে। আজকের দিনে শুধু শহরাঞ্চলে নয় গ্রামাঞ্চলেও রিক্সা দুই দিক দিয়ে আমাদের সমাজ জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ভাবে জড়িত আছে। এক দিকে মাল সরবরাহ করা হয় এবং যারা রিক্সা চালিয়ে মজুরি সংগ্রহ করে এবং যরা রিক্সা কেনে মাসিক হিসাবে ব্যবহার করে তাদেরও একটা আয়ের বা রোজগারের প্রশ্ন এখানে জড়িত আছে। বিশেষভাবে শহরগুলিতে এই রিক্সা সংখ্যা বৃদ্ধি এর নিয়মিত ভাঁড়ার তার নির্দ্ধারণ, নিয়মিত রেজিস্ট্রেশন, প্রথমতঃ যারা চালক তাদের রেজিস্ট্রেশন, যারা মালিক তাদের রেজিস্ট্রেশন এবং যারা রিক্সা পরিচালনার ব্যবস্থায় যারা রিক্সা ব্যবহার করেন তাদের কত ভাঁড়া এবং কত পথ গেলে কতটুকু ভাঁড়া দিতে হবে ইত্যাদির একটা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন রয়েছে। বর্তমানে রিক্সার প্রচলিত যে আইন সেই আইনের এই ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ আইনে একটা হার ধরা আছে যে রিক্সা মালিককে রেজিস্ট্রেশন ফি কত দিতে হবে, রিক্সা মালিক শ্রমিকের কাছ থেকে কত ভাঁড়া আদায় করতে পারবেন এমনকি রিক্সা ব্যবহারকারী কতটুকু চড়িলে পরে কত পয়সা দিতে হবে। ১৯৫৭ সনের পরি-স্থিতি আর আজকের পরিস্থিতির, মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। অথচ আমরা যদি বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম বিধিটাকে সংশোধন না করি তবে রিক্সা ব্যবসায়ী, রিক্সা শ্রমিক এবং রিক্সা ব্যবহারকারী তাদের জীবনে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে সেগুলি দূর করা কঠিন হয়ে পড়বে। আর এই রিক্সা নিয়ামক বিধিটি মহারাণীর সময়ে একমাত্র আগরতলার মিউনিসিপালিটি এরিয়ার ভিতরে প্রযোজ্য ছিল। অথচ বর্তমানে আমরা নোটিফায়েইড এরিয়া করেছি প্রত্যেকটি শহরকে। আগামী দিনে হয়ত বড় বড় বাজার ও বন্দরগুলি নোটিফায়েড হয়ে যাবে। সেই দিক থেকে রিক্সা সংক্রান্ত যে পুরানো আইনটি আছে তার মধ্যে কতগুলি সংশোধনী আনতে চাই। সংশোধনী বলতে বর্তমানে সেই সব ধারাই আমি সংশোধন করতে চাই যেসব ধারা আমাদের সর্বদা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মগুলি পরিবর্তন করার অধিকার সংযুক্ত করে রাখা যেতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা বিধিগুলি সংশোধন করতে চাইছি। অন্যান্য রাজ্যে যেসব আইনের মধ্যে এইযে ক্রেতা ও বিক্রেতার কথা উল্লেখ করলাম তার নিয়ন্ত্রণের রুল মেকিং পাওয়ার আছে সেটা করা আছে। আর এইটা অ্যাক্টের ভিতরে ধার্য্য করা আছে। মৌলিকভাবে এই এ্যামেণ্ডমেন্টের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য এ্যাক্ট্ যা আছে তার ভিতরে রুলে যেসব

কাজ প্রতিদিন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই রুলগুলি সংশোধন করতে পারা যায় তা প্রযুক্ত করা। সেগুলি এ্যাক্টের ভিতর থেকে বাতিল করে দেওয়া, শুধু রুল মেকিং পাওয়ার হিসাবে অ্যাক্টের মধ্যে রেখে দেব। পরবর্তী সময়ে এই অ্যামেণ্ডমেন্ট হয়ে গেলে পর রুলের মাধ্যমে আমরা রিক্সা নিয়ন্ত্রণের জন্য তার মালিকের ভাঁড়া, মালিকের রেজিস্ট্রেশন ফি, শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশন ফির ব্যবস্থা রাখব। কিন্তু বর্তমানে আবার শ্রমিক মালিকও আছেন। প্রথমতঃ ত্রিপুরায় যা ছিল তা হচ্ছে কিছু মালিক রিক্সা আনতেন, এনে তারা ভাঁড়া দিয়ে দিতেন এবং সেই ভাঁড়া নিয়ে রিক্সা চালকেরা রিক্সা চালাতেন। এখন অনেকটা তাই নয়। এখন অনেক কো-অপারেটিভ সৃষ্টি হয়েছে আবার ব্যাঙ্ক থেকে অনেক রিক্সাকে ঋণ দিয়ে দেওয়াতে চালক মালিক হয়েছেন। ঠিক এই অবস্থায় পুরনো যে হার পুরোনো যে আইনগত ব্যবস্থা আছে তাতে সবাইকে সম পর্যায়ে দেখতে হয় এবং যেটা ঠিক ঠিকই মালিক আর চালক একই ব্যক্তি হলে, মালিকের একটা হার আর চালকের একটা হার দেবার যে বোঝা পড়ে সেটা সম্ভব হয় না অথচ এইটা আমাদের বর্তমান আইনের জন্য সম্ভব হবে। আমরা, যাদের অনেকগুলি রিক্সা আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে, যারা রিক্সা ব্যবসা করে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে এবং রিক্সা শ্রমিক যারা আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে, এছাড়া এই শহরের নাগরিকবৃন্দ যারা রিক্সায় চড়েন, তারাও অনুভব করেন যে রিক্সার ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করা হউক। এই মূল উদ্দেশ্য নিয়ে, এটাকে সংশোধন করার জন্য আমি রিক্সা নিয়ামক (সংশোধন) বিলটা এই হাউসের সামনে উত্থাপন করেছি। এই বিলটা অবশ্য বাংলাতে করা হয়েছে, যদিও গভঃ অব ইণ্ডিয়া যখন এটাকে গ্রহণ করবে, তখন তার যে কোড ইংরেজী নামেই থাকবে। ইতিমধ্যে আমি যখন এই বিলটা হাউসের সামনে ইনট্রোডিউস করেছি, তখনও কতগুলি এ্যামেণ্ডমেন্ট এর উপর দিয়েছি, সেগুলি অবশ্যই আপনারা পেয়েছেন এবং আপনারা সেগুলির আলোচনাও করতে পারবেন। অবশ্য আমি পরবর্তী সময়ে চিন্তা করে আরও কতগুলি এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলের ইনট্রোডিউস স্টেজে দিয়েছি এবং সেগুলিও আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাংলাতে আইনটা যেমন আছে,—রিক্সা নিয়ামক আইন, ১৯৭৯। কাজেই এর এ্যামেণ্ডমেন্ট করতে হলে, তার সংশোধনীগুলিও বাংলাতেই আসবে। আবার কোডে যেটা আছে, ভারত সরকার যেটা গ্রহণ করেছেন, সেটা ইংরেজীতেই দেওয়া আছে—সেটা হচ্ছে টু রেগুলেট দি ট্রাফিক বাই রিক্সা। আমার মনে হয় রিক্সা নিয়ামক (এ্যামেণ্ডমেন্ট) ১৯৭৯—মূল যে বিলের টাইটেল, তা এ্যামেণ্ডমেন্টের জায়গাতে সংশোধনী কথাটা হলেও অসুবিধার কিছু ছিল না, আবার এ্যামেণ্ডমেন্ট কথাটা থাকলেও কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ বাংলা গ্রহণ করতে হলে ইংরেজী যে শব্দটা আছে সেটাকে গ্রহণ না করলেও চলবে, কেন, না দুটিই আইনতঃ সিদ্ধ। আমি ইনট্রোডিউসারী স্টেজে যে এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি আনতে চাইছি সেগুলি হচ্ছে এই রকম। ঃ—

1. For the existing short title of the Bill, the following shall be substituted, namely :—

   "The Rickshaw Niyamak (AMENDMENT) Bill, 1979"

2. In the preamble of the Bill, for the words "ACT to regulate the Traffic by Rickshaw", the words "Rickshaw Niyamak Ain" shall be substituted.

3. For sub-clause (1) of clause 1 of the Bill, the following shall be substituted, namely :—

   "(1) This Ain may be called the Rickshaw Niyamak (Amendment) Ain, 1979".

4. For sub-clause (3) of clause 1 of the Bill the following shall be substitued, namely :—

"(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the official Gazette appoint".

5. In clause 2 of the Bill, for the words "ACT to regulate the Traffic by Rickshaw", the words "Rickshaw Niyamak Ain" shall be substituted.

6. In clause 5 of the Bill after the proposed amendment of section 12 the following proviso shall be added :—

"Provided that the State Government may in such cases as may be prescribed exempt any rickshaw owner or driver from payment of licence fee.

বর্তমানে যে আইন আছে, তাতে কোন রিক্সা মালিক বা রিক্সাওয়ালা লাইসেন্স ফি না দিয়ে সেটাকে ব্যবহার করতে পারেন না। আজকে এমন একটা পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে যে কোন রিক্সা শ্রমিক, সে আবার যদি রিক্সার মালিকও হতে পারে, সেটাকে লাইসেন্স ফি না দিয়ে ব্যবহার করতে পারছে না। এমনও হতে পরে যে সেই রিক্সা শ্রমিক বা মালিকের অবস্থা এত খারাপ হয়ে গিয়েছে যে তার অনেক দিনের রিক্সা লাইসেন্স ফি বাকী পড়ে আছে, সে এই বাকী টাকাটা দিতে পারছে না অথবা তার সেই রিক্সাকে প্রয়োজনীয় মেরামত করে রাস্তায় নামাতে পারছে না, কারণ এরই মধ্যে তার রোজগার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এই ধরনের অনেকগুলি ঘটনা আজকে আমাদের কাছে আছে। কাজেই এমন ক্ষেত্রে সে যাতে বাকী লাইসেন্স ফি না দিয়ে আবার নূতন করে রেজিস্ট্রেশান করতে পারে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে রিক্সাশ্রমিক বা মালিক যদি দুঃস্থ হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এটাকে মুকুব করারও একটা ব্যবস্থা আছে।

তরপরে আরও একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে After clause 10 of the Bill, the following clause shall be added, namely : "Insertion" 11. After Section 19 of principal Act the following of a new sec. as sec. 19A. new section shall be inserted, namely—

> "19A Every rule made by the State Government under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of Tripura while it is in session for a total period of 14 days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following the House agree in making any modification in the Rule or House agree that the Rule should not be made, the Rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be ; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done in that Rules."

এটা রাখার কারণ হচ্ছে, একটা আইন বিধি বিধানসভা কর্তৃক পাশ হয়ে যাওয়ার পর যদি তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন রুলস্ তৈরী করা হয়, তাহলে সেটা বিধান সভার সামনে রাখা উচিত। কিন্তু এই যাবত সেই রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই আমি মনে করি যদি কোন বিধির পরিবর্তনও হয়, তাহলেও সেটা আইন সভার সামনে রাখা উচিত। অন্যথায়, এটা একটা সামন্ততান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। কাজেই যে যে ধারায় এসেম্বলীতে উত্থাপিত হয় এবং এসেমব্লীতে উত্থাপন করার

পর সভ্যদের অধিকার থাকে বিলকে স্ক্রুটিনাইজ করে নির্দিষ্ট সময়রে মধ্যে সংশোধনী বা সংযোজন দেওয়ার--সেই অধিকার আমাদের বিধান সভায় আগে ছিল না। বর্তমান আইনে সেটাকে আমরা এই সংশোধনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। আমি এইটুকু বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রিক্সা সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক পণ্য কৃষক ভারে কাঁধে করে নিয়ে আসার ফলে তাদের সর্বনাশ হয়। আজকে গ্রামাঞ্চলে রিক্সা না থাকার ফলে--গ্রামাঞ্চলে রিক্সার ভূমিকা--একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই রিক্সা আমাদের ত্রিপুরাতে দীর্ঘ দিন যাবত চলছে সেটাকে অবসান করার জন্য এই আইনকে সংশোধন করার জন্যই এই এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি আশা করব এই হাউসের মাননীয় সদস্যেরা এটাকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীবিমল সিংহ।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এল,এস,জি, দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই রিক্সা নিয়ামক আইন সংশোধনী প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করি। আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই রিক্সা নিয়ামক আইন ত্রিপুরাতে এখন বিশেষ করে দরকার। বিগত ৩০ বছর ধরে ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে যার ফলে অসংখ্য উদ্বাস্তু গৃহহীন, ভূমিহীন, কর্মহীন অবস্থায় পড়ে আছে। অন্য দিকে সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের কবলে পড়ে প্রতিটি ট্রাইবেল অঞ্চলে হাজার হাজার ট্রাইবেল আজকে গৃহহীন, বাস্তুহীন, কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সেই সমস্ত গ্রামীণ বেকার, যারা জমি হারিয়ে ঘর হারিয়ে, তাদের সব কিছু হারিয়ে, এখানে এসেছিল, তাদের একটা বিরাট অংশ সহরের দিকে চলে আসছে কাজের সন্ধানে। এবং তারপর দেখা যাচ্ছে তারা আজকে সহরে কাজ পাচ্ছে না এবং কাজের অন্য কোন সুযোগ না পেয়ে তারা রিক্সায় উঠেছিল রিক্সা চালাবার জন্য। তখন দেখা যাচ্ছে ১০।১২ বছরের বালক থেকে সুরু করে ৮০ বছর ৯০ বছরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আজকে রিক্সায় উঠেছে। তার ফলে দেখা যায় তারা যে সব রিক্সা টানছে সেই সব রিক্সার কোনটার হয়ত বিয়ারিং নেই কোনটার বা টায়ারের মধ্যে তিনটা গেডিস রিক্সাটা ঠকাস ঠকাস করে চলছে। এবং যে রিক্সা চালাচ্ছে সে এক কিলোমিটার রিক্সা চালাবার পরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে ৩।৪ বছর পরে দেখা গেল যে সে প্লুরিসি বা টি, বি, তে ভুগছে। কাজেই এই রিক্সা বিলের যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে এই সুযোগে কিছু কিছু ব্যবসায়ী যারা ১৯টা ২০টা বা ৫০টা রিক্সার মালিক--তারা রিক্সা কিনে অল্প দামে মানুষের পরিশ্রমকে নিংড়ে নিচ্ছে। সেই দিকে বিগত ৩০ বছর কোন বিচার বিবেচনা করা হয় নাই। আজকে এই রিক্সা নিয়ামক আইন যখন করা হবে আমি বিশ্বাস করি যে তখন সেই সব রিক্সার মালিকেদের উপর নিয়ন্ত্রন আনা হবে যারা অল্প দামে রিক্সা কিনে রিক্সা শ্রমিকদের কাছ থেকে বেশী ভাড়া আদায় করত এবং রিক্সা শ্রমিকদের যে কোন সময় বিনা নোটিশে ছাটাই করত। তারা তখন সেগুলি আর করতে পারবে না তখন রিক্সা শ্রমিকদের ছাটাই করতে অন্তত একটা নোটিশ দিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে রিক্সা শ্রমিক যারা ভূমিহীন, বাস্তুহীন যারা আজকে কাজের জন্য সহরের দিকে ছুটে আসছে তাদের জীবনে জীবিকা

নির্বাহ করতে তাদের নিরাপত্তার জন্যই এই সংশোধনী আনা হয়েছে সেটা আমি এই জন্যই সমর্থন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমি বলছি যে কিছু কিছু রিক্সা শ্রমিক আছে যারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে একটা রিক্সা কিনে আজকে রিক্সার মালিক হয়েছে অনেক কষ্ট করে রিক্সা চালাচ্ছেন তাদের উপর যাতে এই করের বোঝা বসানো না হয়— কারণ এই সংশোধনীর ৬নং ধারায় আছে "Provided that the State Government may in such cases as may be prescribed exampt any rickshaw owner or diver from payment of licence fee". তারা যাতে এই করের হাত থেকে রেহাই পায় সেজন্য আমি অনুরোধ করছি। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে বিলটা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে তার সমর্থনে আমি দুই একটা কথা বলব। এটা একটা দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতি। ত্রিপুরা রাজ্যে রিক্সা শ্রমিক নিয়ামক বিধি যা মহারাজার আমলে তৈরী, তার পরিবর্তন দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করে এসেছে। আমরা জানি এরা হচ্ছে ভূমিহীন দিন মজুর এবং তখনই কেউ রিক্সা নেয় যার অন্য কোন রকমের জীবিকা আর থাকে না। কারণ রিক্সা একটা কঠোর পরিশ্রমের কাজ। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে রিক্সা নেই। চীনে এক সময় ছিল। আমাদের এশিয়ার অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ছিল। আমাদের ভারতবর্ষে--কলিকাতা সহরে আমরা দেখি যে মানুষ মানুষেরর পিঠে চড়ে যাচ্ছে। এটা একটা অসহনীয় বেদনাদায়ক দৃশ্য। অথচ এই রিক্সা শ্রমিকদের দুর্দশা কংগ্রেস ও জনতার ৩২ বছর শাসনের পরও দূর হয় নি। বরং এই রিক্সা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। আমাদের এখানেও ঠিক তাই। আমাদের এখানে রিক্সা শ্রমিকের সংখ্যা কত তার সঠিক তথ্য আমাদের সরকারের কাছে এখন নাই। আজকে যিনি রিক্সা নিয়েছেন জীবিকা অর্জনের জন্য, তিনি রিক্সা ছেড়ে দেবেন যদি অন্য কাজ পেয়ে যান। কেউ হয়তো জমি থেকে ছাঁটাই হয়েছেন, হয়তো বা কাউকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হল তিনি তখন জীবিকার সহজ উপায় হিসাবে এটা গ্রহণ করেন। আমি দেখছি যে ট্রাইবেলরা কোন সময় শহরে এসে এই ধরনের কাজ করেন নি তারাও আজ এই কাজ করছেন। আবার শিক্ষিত অংশে, এমন কি দুই একজন গ্রেজুয়েটকে দেখেছি যারা রিক্সা টেনেছেন। অর্ধশিক্ষিত এমন অনেক আছেন যারা রিক্সা টানেন। এসব দিক থেকে আমাদের রিক্সার যারা শ্রমিক বিশেষ করে তাদের জন্য এই বিধির প্রয়োজন ছিল। একখানা রিক্সার মালিক হতে এক হাজার টাকা বা তার কিছু বেশী লাগে। কিন্তু রিক্সা শ্রমিককে দিনে ৪ টাকা করে তার মালিককে ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু রিক্সার যিনি মালিক তিনি তার কর্তব্য পালন করছেন না। এই যে রিক্সা নিয়ামক আইন এটাতে আছে যে রিক্সার মালিক রিক্সাটাকে ভাল অবস্থায় ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যারা রিক্সা চড়েন তারা দেখবেন বর্ষার দিনে রিক্সার পর্দা নাই। হয়তো বা তার সাইড পর্দা নাই। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেতে রিক্সাগুলি এমন ভাঙ্গাচুর অবস্থাতে থাকে যার ফলে যারা রিক্সা চালান তাদেরকে গলদঘর্ম হতে হয় এবং তার পয়সাও কম হয় এবং তারা বঞ্চিত, শোষিত হন এবং তার বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদ করে আসছেন।

সেজন্য এই বিলে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তারা এই অমানুষিক শোষণ থেকে মুক্তি পান। সে দিক থেকে এই বিলের উপবিধিগুলি খুব তাড়াতাড়ি কার্য্যকর হলে রিক্সা মালিক কর্তৃক কতকগুলি ক্ষেত্রেতে রিক্সা শ্রমিকদের শোষণ অনেকাংশে বন্ধ হবে এবং রিক্সা শ্রমিকেরা যাতে রিক্সার মালিক হতে পারেন তার ব্যবস্থাও সরকার করবেন। ব্যাকঙ্কে আমরা রিক্সা দেওয়ার জন্য বলেছি তারফলে শ্রমিকেরা রিক্সার মালিক হতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই প্রচেষ্টা কোন কোন ক্ষেত্রে কার্য্যকর হয় নাই। তবে এটা ঠিক কিছু কিছু রিক্সা শ্রমিক তারা মালিক হয়েছেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো একজন রিক্সা শ্রমিক রিক্সা নিয়েছেন কিন্তু এখন ব্যাঙ্কের মালিকরা সেই রিক্সা শ্রমিককে খোঁজে পাচ্ছেন না, হয়তো তিনি অন্য কাজে চলে গেছেন। সেই রিক্সা এখন খোঁজে বের করা কষ্ট সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সরকার যারা ঋণ নিয়েছেন তাদের ঋণের সুদটা সরকার পক্ষ থেকে দেওয়ার জন্য আমাদের মন্ত্রী সভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাতে সরকারের এক লাখ ষাট সত্তর হাজারের মত টাকা দিতে হবে। তারপরে এই রিক্সা শ্রমিক অল্প অল্প করে এক টাকা দুই টাকা করে দিয়ে ব্যাঙ্কের যে মূল টাকাটা সেটা পরিশোধ করতে পারবে। এই দিক থেকে রিক্সা শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের একটা চুক্তি হবে এবং আমরা আশা করবো যে রিকশা শ্রমিকরা সেই চুক্তি করবেন যাতে মালিকদের ঋণের বোঝা আর বেশী দিন বহন করতে না হয়। অধিকাংশ রিক্সা শ্রমিক আছেন তারাও নিরাশ্রয়। সেজন্য সরকার থেকে কলোনী করা হয়েছে এবং সেখানে তাদেরকে পাঁচ গণ্ডা করে জায়গা দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে সেই সমস্ত জায়গাতে গৃহ দেওয়ারও ব্যবস্থা হবে। মিউনিসিপ্যালিটির নোটিফায়েড কমিটি এই আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী লাইসেন্স এবং অন্যান্য করণীয় সেগুলি তারা করবেন। আমরা আশা করব রিক্সা শ্রমিকদের যে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, তাদের যে দাবী আংশিক ভাবে আমরা তাদের মূল দাবীটা পূরণ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় বিরোধী পক্ষের কোন সদস্য যদি বক্তব্য রাখতে চান তাহলে এই বিলের উপর রাখতে পারেন। আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উনার জবাবী ভাষণ রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আনন্দিত যে এখানে যে প্রস্তাব বিধি এখানে এই সভার কাছে উপস্থিত করেছি এটাকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার মনোভাব মাননীয় সদস্যরা দেখিয়েছেন। দরিদ্র জনগণের স্বার্থে যদি এই সভায় এই-রূপ একটা আইন খুব গৃহীত হয় এবং তারপরে বিধিগুলি তৈরী হওয়াই স্বাভাবিক এবং সবাইকে অনুরোধ করব এই বিলটাকে গ্রহণ করার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিলটি ভোটে দিচ্ছি। **প্রস্তাবটি হল**— That the Amendment Bill to regulate the Traffic by Rickshaw 1979, (Tripura Bill No. 14 of 1979) be taken into consideration.

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তক বিবেচিত হয়।)

Mr. Speaker :—There are some Amendments to the Amendment Bill to regulate the Traffic by Rickshaw, 1979 (Tripura Bill No. 14 of 1979), on cls. 1,2,5, Short Title, Preamble and to add one new clause 11 (eleven) after clause No. 10, given notice of by the Minister-in-Charge of the Bill. All these amendments are taken as meoved.

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। আমি প্রথমে বিলের ২নং ধারার উপর সংশোধনীটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি হল ঃ—

"In clause 2 of the Bill, for the words "Act to regulate the Traffic by Rickshaw, "the words "Rickshaw Niyamak Ain" be substituted.

(সংশোধনীটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল যে, বিলের ২ নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের ২নং ধারাটি সংশোধিত আকারে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল যে, বিলের ৩নং এবং ৪নং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের ৩নং এবং ৪নং ধারাগুলি উক্ত বিলের অংশরূপ সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি বিলের ৫নং ধারার উপর সংশোধনীটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি হল ঃ---

"In clause 5 of the Bill after the proposed amendment of section 12 the following proviso be added :

> "Provided that the State Government may in such cases as may be prescribed exampt any rickshaw owner or driver from payment of licence fee."

(সংশোধনীটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল যে, বিলের ৫নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের ৫নং ধারাটি সংশোধিত আকারে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার সামনে এখন প্রশ্ন হল যে বিলের ৬নং হইতে ১০নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি উক্ত বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের ৬নং, ৭নং, ৮নং, ৯নং এবং ১০নং ধারাগুলি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল যে বিলের নব সংযোজিত ১১নং ধারাটি উক্ত বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের নব সংযোজিত ১১নং ধারাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন বিলের শিরোণামার উপর যে সংশোধনীটি এসেছে সেটা ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি হল ঃ—

"For the existing short title of the Bill, the following be subsituted namely :—

"The Richshaw Niyamak (Amendment) Bill, 1979."

(সংশোধনীটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল যে বিলের শিরোণামাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের শিরোণামাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন বিলের প্রিঅ্যাম্বল্ এর উপর যে সংশোধনীটি এসেছে, সেই সংশোধনীটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি হল ঃ—

"In the preamble of the Bill, for the words "Act to regulate the Traffic by Rickshaws", the words "Rickshaw Niyamak Ain" be substituted.

(প্রিঅ্যাম্বল্ এর উপর সংশোধনীটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল যে বিলের প্রিঅ্যাম্বল্টি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।)

(বিলের প্রিঅ্যাম্বল্টি সংশোধিত আকারে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্ব-সম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ১নং ধারার উপর যে দুইটি সংশোধনী এসেছে সেগুলি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি দুটি হল ঃ---

1) For sub-clause (1) of clause 1 of the Bill, the following be substituted, namely :—
   "(1) This Ain may be called the Rickshaw Niyamak (Amendment) Ain, 1979."
2) For sub-clause (3) of clause 1 of the Bill, the following be substituted, namely :—
   "(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint."

(বিলের ১নং ধারার উপর সংশোধনীগুলি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল যে বিলের ১নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের ১নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতি-ক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল ঃ—"দি অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল টু রেগুলেট দি ট্রাফিক বাই রিক্সো, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৭৯)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিলটি যে আকারে সভা কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে সে আকারে পাশ করার জন্য সভার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। এখন আমি প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"দি অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল টু রেগুলেট দি ট্রাফিক বাই রিক্সো ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং১৪ অব ১৯৭৯)" যে আকারে সভা কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে সে আকারে পাশ করা হউক।

(বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো ঃ—প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপিত করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে ত্রিপুরার ভয়াবহ গ্রামীণ বেকার সমস্যার কথা বিবেচনা করে গ্রামীণ বেকারদের কর্ম সংস্থানের দ্বারা গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, মৎস্যচাষ, ফলের বাগান প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নকল্পে ফুড ফর ওয়ার্ক-এর চাউলের বরাদ্দ বর্তমান আর্থিক বছরে কম পক্ষে ২০ (বিশ) হাজার টন করা হউক।"

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই খাদ্যের বিনিময়ে যে কর্মসূচী, এটা প্রথম গ্রহণ করা হয় ১৯৭৬ সালে। এবং তার প্রেক্ষাপট ছিল, এদেশের সবুজ বিপ্লবের নামে খাদ্য শস্য যে অধিক উৎপাদন হয়েছিল, সেই উৎপাদনকে তারা বলেছিলেন সেদিন, তাঁরা এটাকে বেধে রাখতে পারেন না এবং এই উদ্‌বৃত্ত খাদ্যকে দেশের গরীব অংশের মানুষের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেবেন। সে জন্যই আজকে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছিল। এই প্রকল্পে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরা এই দুটি রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই খাদ্যের বিনিময়ে কাজ প্রকল্পেটিকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন। এবং এটা দেখুন স্যার, গত এক বছর এখানে খাদ্যের অভাব হয় নি। যদিও খরায় সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং এর ফলে আমন লাগাতে কিছুটা সময় চলে যায়। এর আগের বার আমরা দেখেছি, তখন মানুষ খেতে পায় নি, অনাহারে মৃত্যুর খবর আসত, কদাচিৎ লোক গ্রামের মধ্যে কাজ পেত। কাজের অভাবে, গ্রামের মানুষ খেতে পারত না, গ্রামের মানুষদের কাজের জন্য, রাস্তাঘাট তৈরীর জন্য শহরের দিকে ধাবিত হত। বৈশাখ থেকে শুরু করে আশ্বিন মাসে গ্রামের মহাজনদের ছিল পৌষ মাস। এই সময় খাদ্যের অভাবে গ্রামের মানুষকে মহাজনের কাছে ছুটতে হত। চড়া সুদে সে ধার করত সে তার পরিবারকে পালন করার জন্য। এই ভাবে প্রতি বছর সে তার স্ত্রীর গহনাপত্র বন্ধক রেখে, থালা বাসন ক্ষেতের ধান বন্ধক রেখে ধার দেবার জন্য মহাজনদের ধর্ণা দিত। এই ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। স্যার, আজকে খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচী গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করেছে। আমরা দেখেছি এই খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচী চালু হওয়ার পর গ্রামাঞ্চলের অবহেলিত, শোষিত মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার পেয়েছেন। আজকে তাদের সামনে বাঁচার পথ খুলে গেছে। বিগত সরকারগুলির আমলে দেখতাম যে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ তাদের জিনিষপত্র ইত্যাদি মহাজনদের নিকট বন্ধক দিত, আজকে সেটা কমেছে। স্যার, এমনি সময়ে আমরা দেখেছি, এবং এখানে অনেক সাংবাদিক আছেন, যারা বামফ্রন্ট এর বিরুদ্ধে কিছু না বল্লে, তাদের রাত্রিতে ঘুম হত না, তাদের পত্রিকা গুলিতে কিছু লেখনীয় থাকত না। কিন্তু আমি বলতে পারি এই বামফ্রন্ট সরকারের দুই বৎসর রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি লোকও না খেয়ে মারা যায় নি। এই খাদ্যর বিনিময়ে কর্মসূচী মানুষকে অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। স্যার, এই সময়েতে আমরা দেখতাম বিগত দিনগুলিতে, পাহাড়ী ভাই বোনরা জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে পায়ে হাটার পর্যান্ত কোন রাস্তা ছিল না, সেখানে আলুর সন্ধানে যাইত। কিন্তু খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচীর ফলে আজকে এই জিনিষটা আমাদের চোখে আর পড়ছে না। বিগত তিন দশকে কংগ্রেসী শাসনের আমেল আমরা দেখেছি খরার সময়েতে, মানুষের এই ভয়াবহ দুঃসহ অবস্থাকে ঢেকে দেবার জন্য দুই একটি টেস্ট রিলিফ দিতেন। যার দৈনিক মুজুরী ছিল ২ থেকে ৩ টাকা। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেই মজুরী বৃদ্ধি করে ন্যূনতম মুজুরী হার নির্দ্ধারণ করলেন ৫ টাকা। সেই টাকা আমরা কখনও নগদে, কখনও চাউল বা আটায় দেওয়ার ব্যবস্থা কেরেছি। যাতে মানুষ দুবেলা না হোক অন্ততঃ একবেলা খেতে পারবে, কিন্তু উপবাসে তাকে থাকতে হবে না। আমরা দেখছি আমাদের এই কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য গ্রামের জোতদার, জমিদার নানারকম প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু ঐ খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচী মানুষকে সাহস জুগিয়েছে ঐ সমস্ত জোতদার, জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের

এই ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে। আমরা দেখেছি ঐ গ্রামের মানুষরা আজকে যখন তাদের ন্যায্য অধিকার পাচ্ছেন, তখন কিছু সাম্প্রদায়িক লোক, আমরা বাঙ্গালী, উপজাতি যুব সমিতি মিশনারীদের সহায়তায় ঐ সমস্ত জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা-গুলিকে বানচাল করার জন্য অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যার জন্য আজকে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে এক নূতন চেহারা নিচ্ছে। আজকে মেঘালয়, মিজোরামে কি অবস্থা? সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী তো উপজাতি। তাহলে সেখানকার মানুষের দুঃখ কষ্ট কি শেষ হয়ে গেছে? আজকে সেখানকার উপজাতি দরিদ্র লোকদের তো না খেয়ে দিন গুনতে হচ্ছে। হাজার হাজার কৃষককে ঘেরাও করে রাখা হচ্ছে। আজকে সেখানে উপজাতিদের মধ্যে থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো, উপজাতি জনসাধারণ দ্বারা নিন্দিত হচ্ছেন। আজকে ত্রিপুরাতে উপজাতি যুবসমিতিরা মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাম্প্রদায়িক কার্য্য-কলাপ সংঘটিত করছে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার,, মাননীয় সদস্য এখানে ফুড ফর ওয়ার্ক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, তা না করে উপজাতি যুব সমিতি মিশানারী-দের সঙ্গে জড়িত, উপজাতি যুব সমিতি কি করছে না করছে, সেই সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—এটা তো পয়েন্ট অব অর্ডার হলো না।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই সমস্ত পাহাড়ী, বাঙ্গালী সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষগুলিকে, মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের কল্যাণে গরীব অংশের মানুষ যেখানে ন্যায্য অধিকার ফিরে পাচ্ছেন, সেখানে ঐ মিশনারীরা ধর্মের নামে উপজাতি যুব সমিতির সহযোগিতায় সেটাকে বানচাল করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচী চালু করার জন্য যখন বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন, তখন ঐ উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস, জনতা ইত্যাদি দলগুলি মানুষের এই বাঁচার অধিকারকে রদ করার জন্য তথা জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। যে ফুড ফর ওয়ার্ক গরীব মানুষকে বাঁচিয়েছে, মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করছে, তাদের ন্যায্য অধিকারকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তখন জোতদার, জমিদার, আমরা বাঙ্গালী ইত্যাদি দল গুলি কল্যাণমূলক কাজটিকে বানচাল করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকারও সেটাকে বানচাল করার জন্য মদত জুগিয়েছে। স্যার, ভারতবর্ষে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে ঐই কর্মসূচী পরিচালিত হয় ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে। এবং তদ্দ্বারা সমস্ত গরীব অংশের মানুষ উপকৃত হয়েছে। যার ফলে আজকে ধনীক সমাজ আতংকিত। কিন্তু এই কাজের জন্য, আমরাতো আমাদের সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এই গরীব অংশের মানুষগুলিকে বেশী দিতে পারছি না। কিছু চাল, আটা এবং নগদ পাঁচসিকে পয়সা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তো কোটি কোটি টাকা ঐ বড়লোক-দের জন্য দিচ্ছেন, যা দিয়ে তারা দেশটাকে সর্বনাশ করেছেন। অথচ বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় এই গরীব অংশের মানুষগুলি দু'একটা জিনিষ কিনতে পারছে, এরকম একটা কাজকে বানচাল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ঐ জোতদার, জমিদারদের

বলছেন বানচাল করে দিতে। স্বাধীনতার ৩২ বৎসর পরেও দেশে খাদ্য সমস্যার কোন সুরাহা আজ পর্য্যন্ত হলো না। ১০-১২ কোটি টন খাদ্য উৎপাদন করে কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন, দেশ আজকে খাদ্যে স্বয়ংভর। যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে, যেখানে মানুষ দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না, তা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার আজকে বলছেন দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ। অথচ আমরা দেখেছি খাদ্যের জন্য পাহাড়, জঙ্গলগুলিতে কি করুণ অবস্থা। আমাদের ত্রিপুরায় একটা ফসল নষ্ট হয়েছে, আরেকটি ফসলও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা আমি আগেই বলেছি স্যার, আউস ফসল নষ্ট হয়েছে, আমন ফসলের যে কি অবস্থা হবে তা আমরা বলতে পারছি না কারণ কখনও অতি বৃষ্টি হচ্ছে, কখনও বৃষ্টি হচ্ছে না। তাই আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে চাউলের বরাদ্দ বর্তমান আর্থিক বছরে কম পক্ষে যেন (বিশ) ২০ হাজার টন মজুত করেন। আমরা বিশ্বাস রাখি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা সেই অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার, হাউসের মাননীয় সদস্যরা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে গণতান্ত্রিক মানুষ সবাই মিলে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র এবং যে চক্রান্ত চলছে সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই ২০ (বিশ) টন খাদ্য আদায়ের জন্য সবাই মিলে চাপ সৃষ্টি করবেন এবং প্রয়োজন হলে আন্দোলন গড়ে তুলবেন। এই আবেদন রেখে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব আজকে এই হাউসে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। কারণ আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ দিন ধরে যে ভাবে শোষণ চলছিল, সেই শোষণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের বেকারদের জন্য কোন সরকার এর আগে কোন দিন ভাবেন নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের বেকারদের জন্য চিন্তা করছেন। আমরা দেখেছি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেইঞ্জে যাদের নাম রেজিষ্ট্রি করা থাকতো তার মধ্যে থাকতো গ্রামের একটা বিরাট অংশ, অর্ধ শিক্ষিত পুরুষ এবং নারী। কিন্তু পূবে তাদের কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো না। বামফ্রন্ট সরকার এসে গ্রামের বেকারদের জন্য, শোষিত, অবহেলিত এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য খাদ্যের বিনিময়ে কাজ প্রকল্প চালু করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি দীর্ঘ দিন মা সন্তানকে বিক্রি করেছেন। সেই মা নিজের উপযুক্ত মেয়েকে সন্ধ্যা বেলা পয়সা রোজগার করার জন্য বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন। সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার আজকে সেখানে চিন্তা করছেন। আমরা দেখেছি যারা পাহাড়ী ট্রাইবেল তারা বনের আলু তুলে নিয়ে সিদ্ধ করে খেয়েছে এবং কলাগাছের ভিতরটা কুচি কুচি করে বেটে খেয়েছে এমনি করে গ্রামের মারা নিজের সন্তানকে খেতে দিয়েছে। যারা গ্রামের বেকার এবং গরীব তাদের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। সেটা আজকে গ্রামের বেকার এবং গরীবরা উপলব্ধি করতে পারছে কারণ আজকে গ্রামের মধ্যে ফুড ফর ওয়ার্ক চালু হয়েছে। এই প্রস্তাব যাতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। কারণ এটাকে আমি শুধু সমর্থন করবো না, সবাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। গত ৩০ বছর

ধরে আমাদের ত্রিপুরারাজ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে দেখা যায় যে গ্রামীণ বেকারের সমস্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। এবার আউস ফসল হয় নি এবং আমন ফসলের কথাও বলা যায় না। এই সমস্ত দিক যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি তাহলে দেখবো যে কারোর বাড়ীতেই এখন ফসল নেই। তার জন্য এখানে আজকে এই প্রস্তাব উঠেছে এবং এটা ভাল প্রস্তাব সন্দেহ নেই। কাজেই সমস্ত দিক থেকেই আমাদের এটা চিন্তা করতে হবে কিন্তু কংগ্রেস আমলে সে রকম কোন চিন্তা করা হয় নি যার জন্য আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই অবস্থা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের মানুষের জন্য যথেষ্ট চিন্তা আছে কারণ স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ না খেয়ে মরবে সেটা কোন স্বাধীন দেশের মানুষ সহ্য করতে পারেন না। মানুষের বাঁচার অধিকার আছে কাজেই মানুষকে বাঁচতে দিতে হবে, সে জন্যই আজকে হাউসে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। খাদ্যের জন্য গ্রামের মানুষকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। গ্রামের মানুষ সবাই কাজ পায় না কিন্তু প্রত্যেকেরই বাঁচার অধিকার আছে এবং অধিকার সম্পর্কে চেতনা প্রত্যেকেরই আছে। যে ফুড ফর ওয়ার্ক চালু হয়েছে সেটার বিরুদ্ধে এক দিকে "আমরা বাঙ্গালী" দল এবং অপর দিকে উপজাতি যুব সমিতি উস্কানি দিচ্ছেন। তার ফলে তেলিয়ামুড়ায় ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ করতে গিয়ে আমাদের কর্মীরা অনেকে লাঞ্ছিত হয়েছেন। কংগ্রেসের আমলে আমরা যখন খাবার দাবী নিয়ে যেতাম তখন আমাদের লাটি-পেটা করা হতো এবং আমাদের উপর আক্রমণ, করা হতো। কাজেই প্রত্যেক মানুষকে সচেতন হতে হবে, সচেতন না হলে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব নয়। কাজেই সেই দিক থেকে যারা অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে। কাজেই কোন মানুষের অধিকারের উপর কেউ যদি হস্তক্ষেপ করে তাহলে তার অধিকারকে খর্ব করা হয়। সেদিক থেকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি, যারা অন্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাহলে পরে সে এক ইতিহাস সৃষ্টি করল। কাজেই আমি বলব, যে অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, তাদের বুঝানো দরকার যে তারা যেন অন্যকে ভুলপথে চালিত না করেন এবং সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কারণ দেখা গেল বহু বৎসর যাবত আমাদের এই নিয়ে অনেক কাজ করতে হয়েছে। এটা করতে গিয়ে অনেক কিছু আমাদের করতে হয়েছে। জেলখানাতে গিয়ে পর্যন্ত আমাদের শাস্তি হয়েছে। তারা মনে করে তারাই শুধু স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মানুষ। কিন্তু ইমারজেন্সির পর, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসার পরও তাদের চেতনা হয়নি যে মানুষ হিসাবে বাঁচার অধিকার সবার আছে। সেই চেতনাটা তাদের মনে এখনও আসেনি। আমরা গত বছর প্ল্যান করে-ছিলাম যে, পঞ্চায়েতে ফলের বাগান হবে। কিন্তু দেখা গেল, যে সমস্ত এরিয়ার মধ্যে ফলের বাগানগুলি করার কথা, সবগুলিতে করা হয়নি। গভর্নমেন্ট যতটুকু চেয়েছে ততটুকু হয়েছে। তবে আমার মনে হয় আরও হলে ভাল হত। আরও যদি হত তাহলে আমরা কিছু লোককে কাজ দিতে পারতাম। ডেলি রেটে কাজ করার অবস্থা এখনও আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি। আমরা পরিবার পিছু অন্তত পক্ষে দুজন লোককে দিয়ে কাজ করার ব্যবস্থা করছি। কারণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে গরীব মানুষের খুবই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। কাজেই এইসব কাজ করলে পরে ত্রিপুরারও উন্নতি হবে এবং কিছু গরীব অংশের মানুষেরও খাওয়ার জোগাড় হবে। কাজেই সবদিক থেকে বিচার করে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী যে রিজলিউশান এনেছে তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরী যে রিজলিউশান এনেছেন এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলছি। এখানে গ্রামীন বেকারের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাদের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করেছেন। তিনি গ্রাম উন্নয়ন কল্পে ফুড ফর ওয়ার্কের চাউলের বরাদ্দ বর্তমান আথিক বছরে কমপক্ষে ২০ (বিশ) হাজার টন বলেছেন। তবে ২০ হাজার টন কেন? আমরা চাই আরোও বেশী। প্রস্তাবটি ভাল। এই সমস্ত খাদ্য, এই সমস্ত চাউলের বরাদ্দ বাড়িয়ে যদি জনগনের কল্যাণের জন্য ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় না করা হয় তাহলে বরাদ্দ করার কোন অর্থ নাই। এই বিগত এক বছরেরও বেশী হতে চলল অর্থাৎ প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই যে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প, গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন অসামঞ্জস্য ও বিশৃঙ্খলা আমরা দেখেছি। কিছু শ্রেণীর দালাল টাউট শহরের ছোট ছোট দালাল এবং বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কর্মী তারাই এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। এই ব্যাপারে আমরা দেখেছি সি,পি,এমরা কল্যানপুরে মিটিং করেছে। তারা বলেছে যারা মিটিং এ যাবে তারাই কুপন পাবে। আর যারা যাবে না তারা কুপন পাবে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে অর্থ বরাদ্দ করছে, সেই সমস্ত জায়গায় সেই সমস্ত অর্থ জনগনের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা দরকার।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীর রিজলিউশান সম্পর্কে বলেত গিয়ে কল্যানপুরের যে ঘটনাটি বললেন, সে ঘটনাটি সম্পূর্ন মিথ্যা। উনি এরকম ভাবে প্রমান ছাড়া মিথ্যা কথা হাউসে বলতে পারনে না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মনে করি তাদের বরাদ্দকৃত অর্থ সমস্ত জনগনের স্বার্থেই সমভাবে বরাদ্দ করা হোক। এই আলোচ্য বিষয়টি প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী বলেছেন, এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে অনাহারে লোক মেরেনি। কিন্তু আমি এখানে বলতে চাইছি, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্তে যাননি। তাই তিনি এই সমস্তকথা বলছেন। অনাহারে না হোক, ১দিন, ২দিন, ৩দিন? দু'বেলা পেট ভরে না খেয়ে আছে এরকম অনেক লোক আছে আমাদের এই ত্রিপুরাতে। আপনারা জানেন এই আঠারমুড়াতে, লংথরাইতে, বড়মুড়াতে, মোহনপুর, কামালঘাট খয়েরপুর থেকে ছেলে মেয়েরা ছুটে আসছে আগরতলাতে লেবার গিরি করবার জন্য। এই আপনারা মোহনপুর এলাকাতে ১টাকা, দেড়টাকা বা দুই টাকা করে তারা মজুরী খাটে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ইট ইজ নট ট্রু। তাই আমি এটাকে বিরোধিতা করছি। ৫ টাকার কম কোনখানে মজুরী দেওয়া হয় না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---হ্যাঁ হতে পারে। যারা সি,পি,আই,এমকে সমর্থন করবে তাদেরকেই দেওয়া হয়। অন্যদেরকে দেওয়া হয় না। এইভাবে অসামজঞ্জস্যতা গ্রামের মধ্যে চলছে। তাই আমি মনে করি প্রত্যেককে ৫ টাকা করে মজুরী দেওয়া হোক। যা এখন সবাইকে দেওয়া হচ্ছেনা।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা মনে করি পৃথিবীর সমস্ত বিধানসভায় যে সমস্ত আইন পাশ করানো হয় যেমন একটা লেবারের ৫ টাকা মজুরী হবে। সেটা আমি মানি, বিলতো পাশ করল, কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে প্রয়োগ করছেন কি? প্রয়োগ করতে পারছেন কি? পারছেন না। কাজেই আমি মনে করি ফুড ফর ওয়ার্ক চালু হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেটাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, এটাকে সারা দিন, সারা মাস, সারা বৎসর ধরে চালাবার ক্ষমতা এই সরকারের নাই। যার ফলে একদিন যদি এই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ৩ মাস পরে আবার এই কাজ শুরু করবেন। এই সময়টাতে এই সমস্ত মানুষগুলি কি করবে? এই সময়ে আগের মতই মহাজনরা তাদেরকে শোষন

করছে। এটা কি সরকারের জানা আছে? এ বিষয়ে কি সরকার ওয়াকিবহাল আছেন? তাদেরকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য আপনারা কি করছেন কিছুই করতে পারেন নি তো। আমি জানি গ্রামের দরিদ্র জনগন আজও এইভাবে মহাজনের হাতে শোষিত হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি মাননীয় সদস্য বাদলবাবু বলেছেন যে "যুবসমিতির যারা প্রধান তাদেরকে আমরা বঞ্চিত করিনা এই সব কাজ থেকে, বিভিন্ন গ্রামের গ্রাম প্রধানদের যেমন যুবসমিতির প্রধান, কংগ্রেসের প্রধান, নির্দল প্রধানেদের আমরা সমান হারে কাজের সুযোগ দিচ্ছি।" কিন্তু এখন আমি কয়েকটি উদাহরণ তুলে প্রমান করতে পারি যে মাননীয় সদস্যদের কথাটা কত বড় মিথ্যা বা প্রতারনা। যেমন চম্পক নগরের যে যুব সমিতির প্রধান তাকে কোন কাজ দেওয়া হচ্ছে না, তাকে হাত পা ভেঙ্গে আতুর করে ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে, মরার মত। তাকে কোন কাজ করতে দেওয়া হয়নি। সেখানে "লেবার ইউনিয়ন" করা হয়েছে। অথচ সেখানে গ্রাম প্রধান আছে, গাঁও সভা আছে, সমস্ত কিছুকে "উপেক্ষা" করে সমস্ত কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সেখানের কাজ করানো হচ্ছে। এখানে মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা বলেছেন যে "আমরা অধিকার চাই, মানুষকে সমান অধিকার দিতে হবে, গণতান্ত্রিক মানুষকে সমান অধিকার দিন, পক্ষ বিপক্ষ বুঝিনা, যখন যে সরকার আসবে তাকেই সমানভাবে পক্ষপাতহীন ভাবে তাদের কাজের পলিসি চালাতে হবে।" এই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্য বিদ্যা বাবুর কথা আমি মানি। কিন্তু এই যে অধিকার এটাইতো পাচ্ছে না জনগণ আর তাইতো তাদের এত বিক্ষোভ, এত অসন্তোষ। আবার বাদল বাবু একটা জিনিষ এখানে বলেছেন যে "নাগাতে, মিজোরামে বিভিন্ন রকম জনবিক্ষোভ চলছে, সরকারকে আঘাত দেওয়ার জন্য সেখানে বার বার দল গঠিত হচ্ছে", কিন্তু আমি বলি এই যে নাগা মিজো তাদের কি সমস্যা কেন তাদের এই বিক্ষোভ, কি জন্য তারা সংগ্রাম করছে, তাদেরকে সাংগ্রাম করাচ্ছে কারা, তাদেরকে সংগ্রাম করতে বাধ্য করছে কারা, তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া থেকে তাদেরকেবঞ্চিত করেছে কারা, যার জন্য তারা এই সংগ্রাম করতে বাধ্য হচ্ছে? সুতরাং যারা তাদেরকে সংগ্রামে নামতে বাধ্য করেছে অবশ্য আপনি বলতে পারনে। সেখানে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ ভাল ভাবে চালু হচ্ছে না, তাই তাদের এই সমস্যা রয়ে গেছে, এত বেকার সমস্যা রয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলি তারা তাদের ন্যায্য দাবী পাওয়া আদায় করার জন্য সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়েছে, তারা সরকারকে আঘাত করছে না, এটা তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম, এই সংগ্রাম করার অধিকার তাদের আছে। এই বাদলবাবু শুধু পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরার কথা জানেন আর কিছু জানেন না। কিন্তু আমি জানি ত্রিপুরায় আর পশ্চিমবঙ্গে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ চলছে ভারত সরকারের পরিকল্পনায়। ভারতবর্ষের যেখানে গরীব অঞ্চল আছে, যেখানে শতকরা ৬০ পারসেন্ট গরীব সেখানে ভারত সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের পরিকল্পনা প্রনয়ন করছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বাদলবাবু বলেছেন শুধু ত্রিপুরায় আর পশ্চিমবঙ্গে এই সব ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ চলছে তাহলে সরকার স্বীকার করছেন যে শতকরা ৮৩ ভাগ দরীদ্র সীমারেখার নীচে বাস করে ত্রিপুরার মানুষ। কিন্তু এখানে কেন মানুষের এত অভাব? এখানে গ্রামাঞ্চলে লোংগর খানা খুলতে হবে, বিনা পয়সায় মানুষকে খাওয়াতে হবে। ফুড ফর ওয়ার্ক দিয়ে কি তাদের দারীদ্রের পরিপূর্ণ মেক-আপ হচ্ছে? ফুড ফর ওয়ার্ক দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। এখানে গ্রামে গ্রামে লোংগর খানা খুলতে হবে বিনা পয়সায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, ত্রিপুরায় শতকরা ৮৩ ভাগ দরিদ্র সীমা-রেখার নীচে নয়, এছাড়াও ত্রিপুরায় আরও সমস্যা আছে ভূমির সমস্যা, লেখাপড়া শিখার সমস্যা, চাকুরীর সমস্যা এই সব সমস্যার জন্যই ত্রিপুরার মানুষ দরিদ্র সীমারেখার নীচে থেকে উঠতে পারছে না। আর এই জন্যই এখানে দরিদ্রের সংখ্যা এত বেশী। এইভাবে দরিদ্রের সংখ্যা বাড়তে থাকলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরায় আরও অনেক

বেশী দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কেন বাড়বে না সরকার যদি উপজাতিদের দারীদ্র দূরীকরনে অপরাগ হন তাহলে তারা উপজাতিদের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ বরাদ্দ এর দাবী করত আর তবেই আমি বুঝতাম যে এই সরকার উপজাতি-দের দারীদ্রের দূরীকরনের জন্য চেষ্টা করছে।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যেটা সংলগ্ন করার জন্য এসেছে সেটা ঠিক যুক্তি যুক্ত নয়, এটা বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা সংলগ্ন করা হয়েছে। কাজেই এখানে যেটা আনা হয়েছে সেটাতে আরও কিছু দাবী জানানো উচিত ছিল, এই মনে করেই এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কমরেড বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাবটা এই বিধানসভায় উৎথাপন করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। কারণ এই বিলে ত্রিপুরার গরীব মানুষের কথা আছে, এই বিলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত মজুর, দিন মজুরদের খাওয়া পড়ার কথা যেমন আছে, তেমনি আছে গ্রাম উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু। আর বামফ্রন্ট সরকার এই সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছেন। আমি দেখেছি যে গত ৩০ বছরে গ্রামাঞ্চলে একটা রাস্তাঘাট হয়নি, পাকা রাস্তাতো দূরের কথা, পায়ে হাঁটা রাস্তায়ই ছিল না বামফ্রন্ট সরকার আসার পর গ্রামের রাস্তাঘাটের যেভাবে উন্নতি হচ্ছে গ্রামের লোকেরা ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের মাধ্যমেই এই সব রাস্তাঘাট করছে। তাছাড়াও গ্রামে পানীয় জলের অভাবও আমরা দেখেছি এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে শত শত টিউবওয়েল, রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে গ্রামগুলিতে গত ১৭, ১৮ মাসের মধ্যে। গত ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে যা করতে পারেনি। আবার মৎস্য চাষের ব্যবস্থাও বামফ্রন্ট সরকার করার চেষ্টা করছে ফুড ফর ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে। তাঁরা ফুড ফর ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে পুকুর খনন করার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস আমলে সাধারণ মানুষ যা করার কথা কল্পনা করতে পারেনি। তাই আজকে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির মাধ্যমে সেগুলি যথেষ্টভাবে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পনাটাকে যদি আমরা ঠিক মত কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমার মনে হয়, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে আর মৎস্য চাষের অভাব হবে না, ফলে ত্রিপুরায় যে মাছের সমস্যা সেটা অনেকটা পূরণ করার পক্ষে সহায়ক হবে ফলের বাগানও আজকে গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে। তাছাড়াও আজকে আর গ্রামের মানুষ অনাহারে মরতে হচ্ছে না। যেটা কংগ্রেস আমলে যথেষ্ট পরিমাণে হত। বামফ্রন্ট রাজত্বকালে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা একটাও অনাহার মৃত্যুর খবর দিতে পারেনি। অথচ আমরা কংগ্রেস আমলে এই বিধান সভার মধ্যে শত শত অনাহার মৃত্যুর খবর দিয়েছি। আর এই অনাহার মৃত্যুটা বন্ধ আছে শুধু ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের জন্যই। কাজেই এই অবস্থাটাকে আরও বেশী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমানে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সেটা সম্ভব নয়। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি পর্যাপ্ত পরিমানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এবং উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সব উন্নয়ন মূলক কাজ গুলি ব্যাহত হবে। অথচ বিরোধী দলের সদস্য শ্রীহরিনাথ বাবু ৩০ বছরের কংগ্রেসের আবর্জনা কে আস্তে আস্তে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ধুয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে সেদিকে না গিয়ে তিনি ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ করতে গিয়ে কোথায় কি দুর্নীতি হচ্ছে সেটাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। তিনি যে গ্রামের গাঁও সভার প্রধানের কথা বলেছেন তাঁর সম্পর্কে ওনার চেয়েআমি আরও অনেক বেশী জানি, কারণ আমি তাঁর বাড়ীর কাছের মানুষ। এই যে কিছু দিন আগে জুম নিরানীর জন্য সেখানে যে চাউল দেওয়া হয়েছিল, তখন তো মাননীয় সদস্য সেখানে গিয়েছিলেন আমি শুনেছি,

তখন মাননীয় সদস্য যদি এর খোঁজটা নিয়ে আসতেন, তাহলে ভাল হত। উনি তো আমার বাড়ীর কাছের মানুষ। কাজেই আমি ওনার সম্বন্ধে আরও অনেক বেশী জানি। কারণ এই যে কিছুদিন আগে জুম নিড়ানের জন্য, জুম বাছাইয়ের জন্য যে চাউল গম দেওয়া হয়েছিল আমাদের মাননীয় সদস্য যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন যদি একটু খোঁজটা নিয়ে আসতেন তাহলে জানতেন যে এই চাউল নিয়ে তারা কন্‌ফারেন্স করেছে। কন্‌ফারেন্স যে করেছে তার প্রমান যদি নিতে চান তবে শত শত মানুষ বলবেন। আর একটা কথা বলতে চাই, তা হল এই যে দুর্নীতির কথা যে তিনি বলতে চেষ্টা করছেন, বামফ্রন্টের দুর্নীতির কথা যে ওনারা বলতে চাইছেন তা ওনাদের দুর্নীতির কথা চাপা দেওয়ার জন্য। কারণ ঐ যে সূর্য্য রুপিনি তার বেশ কিছু জমি আছে, সেখানে সে বেশ অবস্থাপন্ন। সারা বৎসর তাঁর খোরাকীর অভাব হয়না। শত শত টাকা সে লগ্নি দেয় এই লোকটাকে এবং তার ছেলেকে, ছেলের বউকে পর্য্যন্ত চাউল দিয়েছে। প্রমাণ চান পঞ্চায়েতের খাতা খুলে পাবেন। কিন্তু যাদের দিন মজুরি না দিলে চুলা জ্বলে না সেরকম গৌমতি পাড়ার মধ্যেও রুখতিয়া পাড়ার মধ্যে অনেক আছে। কিন্তু গরীবদের কি তারা কিছু দিয়েছেন। আরো দেখুন না আপনাদের কীর্তি, উপজাতি যুব সমিতি এলাকার প্রধান ৫১ কেজি চাউল ও ২টা ছাগল খেয়ে ফেলেছেন। আরো শুনতে চান আমি সবগুলি নাম দিতে চাই না শুধু দুয়েকটা দেব যাতে ভবিষ্যতে আপনারা কথা বলতে না পারেন। উপজাতি যুব সমিতির সমথিত নির্দল প্রধান শ্রীহরিদাস বিশ্বাস, গাঁওসভার নাম উত্তর তৈদু গাঁওসভা তিনি কি করেছেন জানেন—উপ-প্রধানের বাড়ী হইতে তেলিয়ামুড়া ও অমরপুর রাস্তায় ফুড ফর ওয়ার্ক কাজে ৩ কুইন্টাল চাউল আত্ম-সাৎ করেছেন। মানুষ যখন ধরল, চাপ দিল ও দাবি করল তিনি তখন কি প্রচার করেছেন জানেন তিনি বলেছেন যে ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে। যে কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে আপনারা আগে শুনেননি কারা বড় বড় বিল্ডিং করেছে আর তারা তাদের দালালকে পোষ মানানোর জন্য তারা দুর্নীতির আশ্রয় করেছিলেন। আজ সেটাকে আমরা ঝাড়া-বাছা করে আজকে মানুষের জন্য আমরা কো-অপারেটিভ খুলেছি কিন্তু আগে ঐ কো-অপারেটিভগুলিতে ইঁদুরে কার্পাস তুলা প্রভৃতি অনেক কিছু খেয়ে ফেলত। ঠিক সেরকমভাবে প্রকাশ্য দিনের বেলায় স্পষ্ট দিবালোকে এতগুলি মানুষের সামনে গাঁও-সভার ৩ কুইন্টাল চাউল চুরি করে তারা প্রচার করল ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে, ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা। আরেকটু বলব, মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ বাবু ভার্লে করে জানবেন যে সুতামুড়া গাঁওসভার প্রধান শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মা, তিনি কি করেছেন জানেন, ফুড ফর ওয়ার্কের চাউল দিয়ে নিজের ছেলের নামে রেশন শপের দোকান খোলার জন্য দরখার করিয়েছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ওনারা হাউসের সামনে যে সমস্ত তথ্য-গুলি উপস্থিত করতে চেষ্টা করছেন এগুলির বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কারণ বামফ্রন্ট সরকার যখনই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থে ত্রিপুরার উন্নতির স্বার্থে কাজ করতে শুরু করছেন তখন ওদের রাজনীতি, মানুষকে ফাঁকি দেওয়ার রাজনীতি আর কোন দিন তাদের পক্ষে যাবে না তাই এসব আজব কথা তারা বিধানসভায় উপস্থিত করতে চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আর কতক্ষণ সময় লাগবে?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—স্যার, আমি আর দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে গত ৩০ বছরের দালালি করেছে এরকম একজন লোকের নাম ওনারা বলতে পারবেন? না, ওনারা কেন কেউ বলতে পারবেন না, কিন্তু গত ৩০ বছরের মধ্যে কংগ্রেস রাজত্বে যারা চোর, হারমাদ বদমায়েশ ও বাটপার ছিল তারা সবাই ঐ উপজাতি যুব সমিতির খাতায় নাম লিখি-য়েছে কাজেই উপজাতি যুব সমিতির কথা যারা বলছেন তারা কি করে ভাল হতে পারে। ঐ উপজাতি যুব সমিতি জনসাধারণের দরদী হয়েছে মানুষের বন্ধু হয়েছে কাজেই আমি

বলতে চাই যে এইটা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা যারা নিজের দলের মধ্যে যত চোর, হারমাদ, বদমায়েশ ও বাটপারদের স্থান দেয় তারা ওদের চাইতে কি করে ভাল হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীমতহরি চৌধুরী।

শ্রীমতহরি চৌধুরী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী যে দুই হাজার মেট্রিক টন চাউলের জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি করেছেন তা আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য আমি দেখেছি গত ৩০ বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসের রাজত্বে দুই দুইবার করে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছিল। মানুষ অনাহারে থেকেছিল আর তখন দেখেছি যে বেশীর ভাগ উপজাতি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দেখা দিয়ে ছিল তারা পথে পথে ঘুরাঘুরি করত খাদ্য জোগাড় করার জন্য এবং কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখত। এই ভাবে গত ৩০ বছর কিছু মানুষ বাঁচার জন্য নিরুপায় হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে গ্রামের বড় মহাজন ও জোতদার তাদের স্থায়ী সম্পত্তি কুক্ষাগত করেছিল। অপর দিকে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা দরিদ্রের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করছিল। সাধারণ মানুষের নামে যেখানে ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা সেখানে ৫ হাজার টাকা দিয়ে বাকী টাকা আত্মসাৎ করেছে। বিরোধী সদস্যরা বুঝতে পেরেছেন এই সমস্ত ঘটনা কি মর্মান্তিক। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজ প্রায় এক বৎসর দশ মাস হল তার মধ্যে মানুষ বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছেন। আগে আমরা দেখেছি গ্রামের দরিদ্র মানুষ অভাবের সময় শুধুমাত্র রেশন শপের মাধ্যমে কিছু কিনতে পারত। কিন্তু এখন তারা ফুড ফর ওয়ার্ক কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারে। এবং আছে। কিন্তু বিরোধী দলের তারা এইটা সহ্য করতে পারছেন না। পারছেন না এই জন্যে যেভাবে বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণকে সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দিচ্ছেন, যেভাবে মানুষকে বাঁচতে পথ করে দেবার চেষ্টা করছেন তা কোন সময় কারও পক্ষে করে দেওয়া সম্ভব না এমনকি তারাও পারবেন না তাই ভাবনায় পড়েছেন। উপজাতি যুব সমিতির একজন প্রধান নাম তাঁর গোবিন্দ ত্রিপুরা তিনি ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের সুযোগে আরেকটি বিয়ে করতে চেষ্টা করেছিলেন। কাজে তাদের দলের কথা তারা নিজেরাই জানেন না। ওনারা কেন যে আমাদের সমর্থন করছেন না তা ওনাদের চরিত্রেই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এই ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামের চাউলের জন্য যে প্রস্তাব এখানে হাউসের সামনে এসেছে সেই দুই হাজার মেট্রিকটন চাউল দেওয়ার জন্য প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কক-বরক

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া
২১।৯।৭৯ইং।

মান গীনাও সভানি বুবাগ্রা,

অরনি অ মাননীয় বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব তুবুখানি আবন' তৗয়ৗই আং কিছা ছানানি বাগীই পানজিখা। ছানানি ছাকাং বা ছানানি লগে লগে আং পুইলা ন বাদলবাবু যে প্রস্তাব তুবুমানি আরন ছানানি থাংগৗই ব মেঘালয়, মিজোরাম নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল প্রদেশনি কক —তিছাই ছাযা নাগা অ নাগানি মুখ্যমন্ত্রী মিজোরাম অ মিজো প্রধানমন্ত্রী, মেঘালয় অ মেঘালয় নি বরক ন মুখ্যমন্ত্রী হীনখে অরুণাচল অ ব ঠিক তাই। ব ছামানি অব কক ঠিক ন আর'নি অ আরনি বরক ন মুখ্যমন্ত্রী কিছু আর নি বরক মুখ্যমন্ত্রী অংখা বাই বাহাইখে আরনি অ শাসন চলিই তং ব আবন বিচার খৗলাই নাইয়া কারন, বন বিচার খৗলাই

নাইনানি কোন ক্ষমতা কাঁরীই খু বাদল বাবু নি। কারন, ব নি অ কক বগ ন তাইছা ছানামনা তংখু ব আ কক ন ওয়ানছ গঠই নাইয়া কাজেই এই যে মেঘালয় মিজোরাম আরনি শাসন আলকা আব বন' ওয়ানছক মা নুক্‌য়া। কাজেই বাদল বাবু'ন আং অনুরোধ খীলাই না মুচুংগু ব যদি সত্যিকারে তংমুং চামুং বেবাগ নুখখা হীনাখ লাই আর নি তংমুং চামুং আর নি রাজনীতি, রাং পুইসা বন ছিনানি বানতা। তাবুক অমতাই হাই জাগাঅ ঘুরি বনি বনতা তংখু। ঘুরি ত ঘুরিয়ানু, নকঅ আচুগুই ইয়ং গীলা, কুয়ানি ইয়রগীলা হাই ব ফাতার ন নুকয় অমহাই। শুধু ত্রিপুরা নি ভিতর অ তংগীই বাদলবাবু তাম ছাখা, অমছে সমস্ত কিছু। ইয়ংগীলাছাহাহ খাকাই তংখা বাদলবাবু। কাজেই অমহাই আলোচনা আং বন, তাই ওয়াইছা স্মরণ খীলাই বীনা মুচুংগু। বামফ্রন্ট সরকার তাবু ছি পাইখা, খীতীং খীতীং খীতীং হীনাই তাই কুল মানলিয়া, খীতাই তীখাই বুচিয়া সুঝিয়া চিনি পাহাড়ী ন তাই মীছারীই মানলিয়া বামফ্রন্ট সং কাজেই, অ খীতীংন তীয়াই অরনি প্রাক্তন এম, এল, এ, গুণবাদ জমাতিয়া কাণ্ডকীর্তি খীলাইখা বন আর ছাওয়ানু। আর নি অ মাতাবাড়ী ব্লক নি Chairman আর কোয়ার পাড়া অ সিদ্ধান্ত নাখা প্রতি গাঁও সভা অ ৩৩ জন খীনা List মা রনাই, অর্থাৎ কিল্লা গাঁও সভানি প্রধান ৩৩ জনানি List খীলাই রহখা। বন্দেবরগ বিশ্বাস খীলাইয়া হীনাই ঐ গুণপদবাবু ৭৬ জনা List খীলাই রীখা। ৭৬ জনা নুগুই তার নি বি,ডি,ও তাই যালমানলিয়া ব নরেশবাবু নি থানি মাখায়খা। আর হাই ন কোন কল অংয়া। ব ছাই রহখা কিল্লা প্রধান শচীন্দ্র বাবু তংগ বনি খুক অ যে কীতাল ফাইমানি বরগ ন রীদি। আর হাইখে ফাইখা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছিজাকখা, যখন Prove অংখায়াখ বরগ রগ B. D.O নি আর থারগাই ছীংগীইখা। এই অবস্থা। তাবুকতাম অংনাই অ খীতীং বাইছে বানদি নানি ব্যবস্থা খীলাইখা গুণপদ। কাজেই চিনি একটা সন্দেহ তংগচ বামফ্রন্ট সং রাং খীলাইদি নীতি খীলাইদি, নীতি ঠিক খীলাইদি তবু অর' রার ন তীয়াই কারসাজি খীলাইমানি, সত্যিকারে প্রয়োগ খীলাইয়া। তাবুক জনতা চিচাও গাঁওসভানি প্রধান র একজন কর্মী তীলাং নানা রকম ছামংনি বাগুই থাংগু, কিন্তু মানয়া, কারণ Block Chairman অীংখা ঐ নরেশ ঘোষ, কাজেই অম তীই তংমুং বাই যত কাহাম কক্‌ ছাজুই জন-সাধারনস কায়দা অ খিকীলাই মানয়া। চীংনুগু প্রধান অমরেন্দ্র জমাতিয়া পিল্লা থেকে মলছম কামি জরা যেলামা তানমানি তাবুক পর্য্যন্ত পরিষ্কার মীংয়া। সন্দেহ অীংখে নরেশ বাবুন ছীংদি। ঐ প্রধানরগ তামখাখীলাই খা হীন মাকে যারা চার আনা পুইস্যা রীয়া বরগ ছামুং মা তাংয়া। Food for werk নি ছামুংখা তাংয়া। চার আনা পুইস্যা রীদি, টিকিট তানদি C. P. M. হাবাদি, হীনাহছে ছামুং মা তাংনাই অম অীংখা আনন্দ্র জমাতিয়া দখিন আজেন্দ্রনগর নি। তাই কাইছা প্রধান দখিন কোয়ামুড়া অ C. P. M. নি গাঁও সদস্য হেল্লিলাল মলসম, ব শুধু সদস্যায়া ব একজন বড় পক্ষ মেম্বার। আর নি অ বান তানখীলাই আ-রগ চালাই পাইবাইখা। মাতাবাড়ী Chairman নরেশ বাবু ব ভাগ মানখা

নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—Point of order Sir, মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ ঘোষ তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরে বিরুদ্ধে claim করা হচ্ছে এটা House এর দিক থেকে spance করা হোক।

নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ — মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে নরেশ ঘোষ উপস্থিতি নেই, এর জন্য তো আমরা দায়ী নই। কিন্তু উনী যদি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করেন, তাহলে

(গণ্ডগোল)

স্পীকার তিনিতো এখানেও নেই—গণ্ডগোল

বক্তা ঃ—যটা আং ছাই থাংমানি কক্ ঃ এই যে আ চামানি, প্রমাণ নাইখে প্রমাণ রাই মানঅ। লিখিত প্রমাণ রাখা দখিন বড়মুড়া নি গাঁও প্রধান কিন্তু তাবুক পর্যন্ত বনি প্রতিকার আংখা। হ ইনি বাগাইন অমতাই একটা ককরক চাবমানি—আব' কোনদিন কার্যকরী খীলাই মানয়া। তিনি যে পানীয় জল নি একটা ব্যবস্থা খুব কাহাম কক্। বরগনি জাগাঅ খে বাই তংখা। কিন্তু যে উপজাতি যুব সমিতিনি প্রধান আরখে টিউবওয়েল রগ রাজাকমা। যেখনে বরগন আরখে কা.াম, আরনি বাগাই ন যেখানে-সেখানে দলবাজী চলই তংখা যেখানে যুব সমিতি প্রধান আরখে রায়া যেখানে বরগনি আর যে কাহাম অমতাই ছামুং কাহামনি দাবী খীলাই আং অ কক্ ছা-অ। মানগানাও বুবগগ্রা, আং তেইর প্রমাণ রাই মান অ অবশ্য সময় কম। এই ভাবে গুরু খীলাই জনসাধারণ ন কম-বেশ কর্মসংস্থান রাই মানখা। ও যে বেকার সমস্যা আবখে পাতাল খাং যাংনা। কাজেই আপনেছং বিছিং যে প্রস্তাব তবুখা' বাদল বাবুন ওয়ানছক দি হানাই আনি কক্ বাইরাখা ঃ—

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় স্পীকার স্যার,

এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, এ সম্পর্কে আমি কিছু বলছি। এ কথা বলার আগে, কিংবা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রথমেই প্রস্তাব উত্থাপনের সময় বাদলবাবু বলেছেন, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল প্রদেশের কথা, নাগায় নাগা মুখ্যমন্ত্রী, মিজোরামে মিজো মুখ্যমন্ত্রী, মেঘালয়ে মেঘালয়ের মানুষই মুখ্যমন্ত্রী, অরুণাচলেও ঠিক তাই। তিনি যা বলছেন, একথা ঠিকই যে সেখানে সেন্টার করে মানুষেই মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেখানে কি করে প্রশাসন চলছে সেটা বিচার করে দেখেন নি। কারণ, বাদলবাবু তা বিচার করার ক্ষমতা নেই। কাজেই, মেঘালয়- মিজোরামের শাসন কাজকর্ম অন্য রকম একথা বাদলবাবু জানেন না। কাজেই বাদলবাবুকে আমি অনুরোধ করতে চাই, সত্যিকারের কর্ম-পদ্ধতি জানতে হলে সেখানকার রাজনীতি, অর্থনীতি ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। অথাৎ এই ধরণের জায়গায় ঘুরে আসতে হবে। তিনি তো ঘুরে দেখেন নি কূপ মন্ডকের মতো ত্রিপুরায় বসে বসেই ভাবছেন ত্রিপুরাই হলো সমস্ত কিছু। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার বামফ্রন্ট সরকার এখন আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারছেন না। সুতার কথা বলে আর নিরক্ষর অবুঝ পাহাড়ীদের আর ঠকাতে পারছেন না বামফ্রন্ট সরকার। কাজেই, এই সুতা সরবরাহ কে না কি হয়েছে আমি তা বলছি—

এখানকার প্রাক্তন এম, এল, এ গুণপদ জমাতিয়া যে কাণ্ডকীর্তি করেছেন আমি তা বলছি। মাতা বাড়ী Block এর Chairman কোয়ার পাড়া গ্রামে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন যে, প্রতি গাঁওসভায় ৩৩ জন করে একটা List তৈরী করে তাদের সুতা দেয়া হবে। তদনুসারে কিল্লা গাঁও প্রধানও ৩৩ জনের List দিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস হয় না বলে ৭৬ জনের List তৈরী করে ঐ গুণপদবাবু। এই ৭৬ জনের List দেখে B. D. O. কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং তাঁকে পরশবাবুর কাছে যেতে হয়— কিন্তু সেখানেও কোন উপায় নেই। তিনি বলে দেন নে নতুন List কেই দেওয়া হোক। এই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো এবং Prove ও হলো। এই ভাবে সুতা দিয়ে মানুষ দের বোঝার চেষ্টা করছেন গুণপদ। আমাদের একটা সন্দেহ আছে। বামফ্রন্ট টাকা বাজেট করুণ, নীতি গ্রহণ করুন, নীতি ঠিক রাখুন। টাকা ঠিক

করে কার্য্যকূম ঠিক করে কাড়সাজি করা হয়। সত্যিকারের প্রয়োগ করা হয় না। এখন চিচাং গাঁওসভা প্রধান লোকজন নিয়ে নানা কাজের জন্য যান কিন্তু কিছুই হয় না। কারণ Block Chairman হলেন ঐ নরেশ ঘোষ। কাজেই এমন ব্যবহার দিয়ে, ভালো পরিকল্পনা নিয়ে, ভালো ভালো কথা বলে জনসাধারণকে আর কায়দায় ফেলা যাবে না। আমরা দেখেছি, প্রধান অমরেন্দ্র জমাতিয়া পিত্রা থেকে মলহুম পাড়া পর্যন্ত যে রাস্তা তৈরী করিয়েছেন তা এখনও পরিস্কার হয় নাই। সন্দেহ হলে পরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

ঐ প্রধানগণ কি করেছেন যারা চার আনা পয়সা দিতে পারে না তারা Food for work এর কাজ পাবে না। চার আনা পয়সা দাও, টিকিট করো, C.P.M. হও, তার পরে Food for work এর কাজ পাবে, এ হলো অবস্থা। আর একটি ব্যাপার, দখিণ কোয়ামুড়ার ছেত্রিলাল মলসুম, তিনি শুধু গাঁও সদস্য নন. এক

সদস্যও বটেন, সেখানকার বাঁধ কেটে সমস্ত মাছ খেয়ে ফেলেছে। মাতাবাড়ী Chairman নরেশবাবুও ভাগ পেয়েছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—Point of order, Sir, মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ ঘোষ, তার অনুপস্থিতে তার বিরুদ্ধে Charge করা হচ্ছে এটা House এর দিক থেকে Spance করা হোক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে নরেশ ঘোষ উপস্থিত নেই এর জন্য তো আমরা দায়ী নই। কিন্তু উনি যদি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করেন, তাহলে — - গণ্ডগোল—।

স্পীকার ঃ—তিনি তো এখানে নেই---(অস্পষ্ঠ)

শ্রীনগেন্দ্র জম তিয়াঃ—যেটা আমি বলছিলাম। এই মাছ খাওয়ার ব্যাপারে প্রমান চাইলে আমি দিতে পারি। দক্ষিণ বড়মুড়া গাঁও প্রধান লিখিতভাবে প্রমান দিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যান্ত তার কোন প্রতিকার হয় না। কাজেই, এই ধরনের পরিকল্পনা এভাবে কার্য্যকর হয় না। আজিকে যে পানীয় জলের কথা বলা হচ্ছে, এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু যেখানে উপজাতি যুব সমিতির প্রধান সেখানে এগুলো দেওয়া হয় না। যেখানে তাদের লোক আছেন সেখানে হলে সব ঠিক। এভাবে দলবাজী চলছে। এই ধরণের ভালো ভালো কাজের দাবী নেমেই আমি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরও প্রমাণ দিতে পারতাম কিন্তু সময় হাতে কম। এই ভাবে চলতে থাকলে জন সাধারণকে কমবেশ কর্ম সংস্থান দেওয়া সম্ভব হবে না। এই যে বেকার সমস্যা সেটারও কোন সুরাহা হবে না। কাজেই আপনাদের মধ্যে যিনি প্রস্তাবটা এনেছেন, বাদল বাবুকে আবার বিবেচনা করার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ—(মাননীয় সদস্য ককবরক ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।)

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরসিরাম দেববর্মা;

শ্রীরসিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। এবং সমর্থন করি এই জন্য যে বামফ্রন্ট সরকার চায় গ্রামের ক্ষেত মজুর দিন মজুর যারা অভাবগ্রস্ত তাদের কাজ দিয়ে এবং সেই কাজের মধ্য দিয়ে গ্রামের উন্নতি সাধন করতে। কারণ আমরা দেখেছি যে গত দেড় বছরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প যে ভাবে গ্রামের রাস্তা হয়েছে যে ভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করে এসেছেন তার দ্বারা গ্রামের মানুষ উপকৃত

হয়েছেন এবং কংগ্রেস রাজত্বে আমরা দেখেছি প্রতিটি বছরই গরীব অংশের মানুষ তারা অনাহারে মরেছে। কাজেই তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সর্ব প্রকার চেষ্টা করছেন এই কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মধ্য দিয়ে। এই কাজকে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করার জন্য এই প্রস্তাবে যে ২০ হাজার মেট্রিকটন চাউলের কথা বলা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি। কারণ আমরা যদি এই চাউল না পাওয়া যায় তাহলে সেই গ্রামের বেকারদের আমরা কাজ দিতে পারব না এবং বিশেষ করে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে যে খরা, আমাদের ত্রিপুরাতে হয়েছে সেই খরার ফলে আউস ফসল সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। এবং সেটাকে পূরণ করার জন্য আমাদের কাজের বিনি-ময়ে খাদ্য প্রকল্পেকে চালু রাখা দরকার। এবং শুধু কাজ চালু রাখলেই হবে না সেই ফসলের ক্ষতিপূরণ করার জন্য আগামী বোরো ফসল রক্ষা করার জন্য যাতে বিভিন্ন ছড়াতে অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করে জলসেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—মাঠের বোরো ফসল রক্ষা করার জন্য। কাজেই বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাবকে সমালোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত বক্তব্য এখানে উপস্থিত করেছেন--আমি জানি যে উপজাতি যুব-সমিতি (ইন্টারাপশান) এই ভাবে কাজের বিনিময়েখাদ্য ব্যবহার করছি এবং আমরা বিভিন্ন গাঁও সভায় আমরা দেখেছি তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এইগুলি করে থাকেন। এবং আমি নিজেও দেখেছি যে তাদের নিজ দলের লোক ছাড়া আর অন্যকোন দলের কোন লোককে ক্ষেতের কাজ করতে দেওয়া হয় না। এখানে আমি একটা গাঁও সভার কথা আমি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই--চাম্পাবাড়ী গাঁও সভার পুস্প দেববর্মা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক--সে গত বছর পূজার সময় কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে যে কাপড় দেওয়া হয়েছিল সেই কাপড় গরীব মানুষকে না দিয়ে তার দলের প্রধান এবং অন্যান্য সদস্যরা মিলে নিজেরা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং তখন সেখানকার জনসাধা-রণের অভিযোগের ফলে সেই কাপড় আটক করা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা এ সম্পর্কে জবাব দিয়েছেন এবং এর ফলেই আজকে দেখা যায় যে ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা উপজাতি যুব সমিতি ত্যাগ করে আমাদের দিকে আসছে। কাজেই এই যে ভাঙ্গন (ইন্টারাপশান) তার জন্য আমাদের যারা প্রধান (ইন্টারাপশান) তার প্রমান আজও দিতে পারেন নাই। কাজেই এই যে বিশ হাজার মেট্রিকটন চাউল যা চাওয়া হয়েছে সেটা আগামী দিনে আমাদের কাজকে পরিচালনার জন্য অত্যন্ত দরকার। এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মঞ্জুরী আদায়ের জন্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই হাউসে মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে বেসরকারী প্রস্তাব এখানে উৎথাপন করেছেন সেই প্রস্তাব অন্তত পক্ষে আমি যা লক্ষ্য করেছি যারাই এই হাউসে এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন তারাই এটাকে সমর্থন করেছেন। এবং বিরোধী গ্রুপের পক্ষ থেকে যারা বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা অন্য দিকে সমালোচনা করলেও কিন্তু কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে চাউলের দরকার আছে এটা তাঁরাও স্বীকার করেছেন। তাহলে একটা খুব সময়োপযোগী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কল্যানে একটা প্রস্তাব আমরা পেলাম। এই কাজের বদলে খাদ্য আমরা সরকার-এ আসার পর থেকে ত্রিপুরাতে আমরা সুরু করেছি। এর উপর বিস্তারিত বক্তব্য আমি রাখব না। তবে এই ফুড ফর ওয়ার্ক বা খাদ্যের বদলে কাজ—এটা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের সাধারন গরীব মানুষের পক্ষে একটা আশীর্বাদ হিসাবে আমরা পেয়েছি। যদি এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প চালু না থাকতো তাহলে এবার সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে যে একটা খরা হয়েছিল তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামের গরীব মানুষকে

বাঁচানোর অন্য কোন উপায় ছিল না এবং খাদ্যের বদলে কাজ চালু আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কষ্ট হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু আমরা অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি। এই খাদ্যের বদলে কাজ চালু হওয়ার পর গ্রামের সাধারণ মানুষের এবং সামগ্রিকভাবে দেশে সবারই কতকগুলি নির্ধারিত স্পেসিফিক কাজ হয়েছে যেমন ১নং, এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প চালু থাকার ফলে গ্রামাঞ্চলে যারা কর্মঠ যারা বেকার কাজ করার সামর্থ আছে কিন্তু কাজ করার কোন ক্ষেত্র নাই ওদের একটা বিরাট সংখ্যা তারা কাজ পেয়েছে। ২নং, গ্রাম যে সমস্ত কাজ চিরকাল অবহেলিত ছিল সেই কাজগুলি করা হয়েছে এই এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে গ্রামের উন্নতি জন্য বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে। গ্রামের অনেকগুলি নূতন রাস্তা খোলা হয়েছে এবং পুরানো রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। এটা সামগ্রিকভাবে উন্নয়নমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। গত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেসী রাজত্বে এগুলি অবহেলিত ছিল। তারপরে এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে মাছের চাষ, ফলের বাগান জলসেচ, পুরানো পুস্করিণীর সংস্করণ, জল নিষ্কাষণ এই রকম বিভিন্ন ধরণের কাজ, সিজনেল, বাঁধ অনেকগুলি হয়েছে। এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প যদি চালু না থাকতো তাহলে এই কাজগুলি করা সম্ভব হত না। কাজেই এই দিক থেকে এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্পকে ওয়েলকাম জানাই এবং এর কাজের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করতে চাই। এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প চালু থাকার ফলে চাউলের দাম উর্ধগতি হতে দেয় না। চাউলের দাম বাড়তে দেয় না। চাউলের দাম মোটামুটি একটা জায়গা ধরে রাখতে পারে এবং তাতে খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্পে কাজ করে মজুরী করে যারা চাউল পাচ্ছেন শুধু তারাই উপকৃত হচ্ছে না সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসমষ্টি সবাই উপকৃত হন যদি বাজারে চাউলের দাম অত্যন্ত ধরে রাখা যায়। এবার আমরা দেখেছি যে মাঝে মাঝে যখন খাদ্যের বদলে কাজ বন্ধ হত তখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা আটা এবং চাউল আসা যখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন দেখেছি এই ট্রেণ্ড, চাউলের দাম বাড়ার যে ট্রেণ্ড সেটা হঠাৎ করে বাজারে চাউলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। খাদ্যের বদলে কাজ আবার চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কন্ট্রোলে আনা মোটামুটি সম্ভব হয়েছে। এবং এটা যদি চালু থাকে তাহলে মুদ্রাস্ফীতিকে খানকিটা চেক করা যায় সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় খাদ্যের বদলে কাজ এই প্রকল্পটি যদি আমরা চালু রাখতে পারি। কাজেই প্রকল্প হিসাবে এটা খুব ভাল প্রকল্প এবং এটাকে চালু রাখা দরকার। যে দিক থেকে আজকে যেমন এখানে প্রস্তাব উঠেছে, এটা বেসরকারী প্রস্তাব, আমরা সরকারের তরফ থেকে ইতিপূর্বে দাবী করেছি যে ২০ হাজার মেট্রিকটন চলতি আর্থিক বৎসরের জন্য যাতে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করা হয়। এটাও বলেছি— দিল্লীতে কিছু দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী ও আমি গিয়েছিলাম তখন ফাইনেন্স মিনিষ্টার মিঃ বহুগুণা থেকে আরম্ভ করে ডেপুটি চেয়ারম্যান টু দি প্ল্যানিং কমিশন, শ্রীভানু প্রতাপ সিং এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যারা এই বিষয়ে ডিল করেন প্রত্যেকের কাছে আমরা এই অনুরোধ রেখেছি যে এই চলতি আর্থিক বছরে ২০ হাজার মেট্রিকটন চাউল আমাদেরকে দিতে হবে। আপনারা জানেন জনতা সরকারের শেষের দিকে একটা সময়ে খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্পটি চালু রাখা হবে কি হবে না এই নিয়ে একটা বিতর্ক উঠেছিল এবং সেটার মীমাংসা হয় নি দুই তিন মাস পর্য্যন্ত। খাদ্যের বদলে কাজ করার জন্য চাউল, গম পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য জায়গাতে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সদস্যরা বক্তৃতার মধ্যে শুধু ত্রিপুরা আর পশ্চিম বঙ্গের কথা বলা হয় কেন? ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গে যে ধরণের কাজ হয়েছে এই ধরণের কাজ অন্য কোন রাজ্যে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অন্ততঃ কেন্দ্রীয় সরকার এই কথা বলেন না। যার জন্য খাদ্যের বদলে কাজের প্রোগ্রাম দেখার জন্য দিল্লী থেকে

লোক পাঠিয়ে ফটো তুলে নিয়ে গিয়ে মাদ্রাজ, বোম্বেতে এক্সজিবিশান করা হয়েছে এবং এটা ত্রিপুরার একটা গৌরব। তারপরে ত্রিপুরায় খাদ্যের বদলে কাজ যখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যখন চাউল, গম আসেনি তখন দারুন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ত্রিপুরা সরকার তখন কেন্দ্রীয় খাদ্য নিগমের কাছে নগদ টাকা দিয়ে সরকারী খরচে চাউল কিনে এটা চালু রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে এই যে নূতন সরকার কেয়ার টেইকার মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সেই পুরোনো যার যার কোটা এটাকে রেস্টোর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অতীতে যে কোটা নির্ধারিত ছিল সেটা তারা দেবেন। ভাল কথা। আমরা তখন বললাম আমাদের তো এই চলতি বছরের জন্য ৮ হাজার মেট্রিকটন হচ্ছে বরাদ্দ। আমরা তো ইতিমধ্যে সাড়ে নয় হাজার মেট্রিকটনের উপর খরচ করেছি তাহলে বাকী মাসগুলোতে কি করে কাজ চালু রাখব। আমরা তো কাজ করে মানুষের কাছে দিয়ে দিয়েছি। কাজেই আমাদের বেলায় কোন রেস্টোরেশনের প্রশ্ন নয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরার বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং চলতি আর্থিক বছরে ২০ হাজার মেট্রিকটন খাদ্য আমরা চাই।

ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ত্রিপুরার বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং চলতি আর্থিক বছরে ২০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্য আমরা চাই। এই ২০ হাজার টন চাল আমাদের শুধু লাগবে খাদ্যের বদলে কাজ এই প্রকল্পে। এই প্রকল্পটি চালু করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ১ পারসেন্ট বা আধা পারসেন্ট মিসইউজ হয়েছে। এই মিসুইউজ যাতে না হয় তার জন্য সরকার, বিরোধী পক্ষ, পঞ্চায়েৎ, গাঁও প্রধান ও জনগণ সবাইকে মিলে এর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার যাতে কোন অপচয় না হয়। কিন্তু দেখতে হবে, সামগ্রিক ভাবে ইনটোটালিটি এই খাদ্যের বদলে যে কাজ এই প্রকল্প ত্রিপুরায় সাফল্য লাভ করেছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিরাট সংখ্যক মানুষ তাতে উপকৃত হয়েছে। কাজেই সে দিক থেকে এটাও ঠিক, আমরা অন্যায় কিছু দাবী করছি না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে শুধু চাপ সৃষ্টির জন্য একথা বলছি না। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গ রাজ্য এবং সবচেয়ে গরীব রাজ্য। ত্রিপুরা চতুর্দিকে থেকে একটি বিচ্ছিন্ন রাজ্য। এখানে শতকরা ৮০ ভাগের উপরে উপজাতি এবং উদ্বাস্তুর জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত ত্রিপুরা রাজ্য। কাজেই এই ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ।

তারপরে আছে, বিরাট খরার ৩টি ফসল নষ্ট হবার সংবাদ। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যর ১৭।১৮ লক্ষ মানুষের বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখেই কেন্দ্রকে আগাম জানাচ্ছি, আমাদের রাজ্যের এই অবস্থা। এই অবস্থা থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব কেন্দ্রের। কাজে কাজেই এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার এড়াতে পারেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এটা আমাদের চাপ সৃষ্টি নয়। আমরা আগে থেকেই কেন্দ্রের সামনে ত্রিপুরার চিত্রটা তুলে ধরছি এবং কেন্দ্রকে অনুরোধ করছি, যাতে ২০,০০০ মেট্রিকটন চাল চলতি আর্থিক বছরে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে চালু রাখার জন্য বরাদ্দ করেন এই কোটা আলাদা কোটা। রেশন ব্যবস্থার জন্য আলাদা কোটা। এই প্রকল্পের সঙ্গে রেশন কোটার কোন সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কে আমরা আগেই কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি। এর আগে যখন একবার চাল বন্ধের কথা উঠেছিল, তখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি, বলেছি বেশীর ভাগ লোক আটা খায় না, এই জন্য চাল দিতে হবে এই প্রকল্পের কাজে। শেষ পর্য্যন্ত আমরা চালও বিলি করেছিলাম। এখনও যাতে চাল দিতে পারি

সে জন্যই বলছি। আমাদের এই দাবী মেনে নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অসুবিধা থাকতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে খাদ্য নিগম আছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন, ভারতে যে পরিমাণ চাল আছে, তাতে ভারতের ৬৫ কোটি মানুষের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য শস্যের প্রয়োজন তা সেখানে আছে। কাজেই ত্রিপুরার জন্য ২০ হাজার মেট্রিকটন চাল দিলে কিছু অসুবিধা হবে না। বরং ত্রিপুরার গরীব মানুষ উপকৃত হবে।

কাজে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে দিক থেকে বিচার করলে এই প্রস্তাবকে আমরা উপযুক্ত বলেই মনে করি। এই সঙ্গে সঙ্গে আমি আরো কয়েকটা কথা আপনারা সামনে বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্য কলাপের প্রতি ক্রিটিক্যাল দৃষ্টি ভঙ্গী থাকা সত্বেও মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন অনাহারে মরুক, ১৮ মুড়ায় না খেয়ে লোকদের থাকতে হয়েছে।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশন বেঞ্চ ঃ—শুধু আঠারমুড়া নয় ত্রিপুরার আরো জায়গা আছে যেখানে লোককে না খেয়ে থাকতে হয়েছে।)

হ্যাঁ, সেটা ঠিক। আমরা এখনও প্রত্যেককে অনাহারে হাত থেকে রক্ষা করতে পারি নি। তবে অনাহারে যে মৃত্যু হয় নি সেটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যই স্বীকার করেছেন। তাঁর এই শুভ বুদ্ধির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশন বেঞ্চ ঃ—দারিদ্রের বিরুদ্ধে বলুন)

হ্যাঁ, সেটাও বলছি। আমাদের দেশে গরীবের সংখ্যাই বেশী। দরিদ্রতা আমাদের দেশে আছে। কিন্তু যেখানে কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে শত শত লোক অনাহারে মরত সে অনাহারের হাত থেকে ত্রিপুরার মানুষকে রক্ষা করতে পেরেছি এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। হরিনাথ বাবুর বাস্তব দৃষ্টির উদয় হয়েছে। একটু বুদ্ধি হয়েছে সে জন্য ধন্যবাদ জানাই তাঁকে।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ—সার্টিফিকেট দিচ্ছেন)

হ্যাঁ, সার্টিফিকেট দিচ্ছি। যা সত্যি সে কথা বলতে সি,পি,এম বিমুখ নয়। হরিনাথ বাবু যে লঙ্গরখানা খোলার কথা বলেছেন, সে কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি অবশ্য বলতে চাই, লঙ্গরখানা খোলার মত পরিস্থিতি ত্রিপুরায় এখনও সৃষ্টি হয়নি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, যখন হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মরছে, যখন হাজার হাজার মানুষ ক্ষিদার অনাহারের যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে মিছিল করেছিল, খাদ্যের দাবীতে 'খাদ্য দাও খাদ্য দাও' বলে চিৎকার করছিল, সেই সুখময়বাবু, শচীন বাবুর আমলে সেদিন তো উপজাতি যুব সমিতির লোকের লঙ্গরখানা খোলার কথা বলেন নি?

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ—আমরা সেদিনও লড়েছিলাম)

কাজে কাজেই এটাই হচ্ছে লক্ষণীয় বিষয়। বিরোধী সদস্য মাননীয় রতিমোহন জমাতিয়া তার বক্তৃতায় বলেছেন, বাদল চৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি জায়গায় কথা টেনে এনেছেন। আমি তাই বলতে চাই, বাদল চৌধুরীতো কুপমণ্ডুক নন। অর্থাৎ কুপমণ্ডুকতায় ভুগছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কুপমণ্ডুক কারা? যারা আন্তর্জাতিক, যারা সবার কথা ভাবেন, মনিপুরি-অমনিপুরি, হিন্দু-মুসলিম, পাহাড়ী-বাঙ্গালী, গরীব-দুঃখী তারা না যারা শুধু নিজেদের কথা ভাবেন তারা? সি,পি,এম, আন্তর্জাতিক দল। কাজে কাজেই সে সবার কথা ভাবে। কিন্তু যারা বলে, আমরা ট্রাইবেল, আমরা শুধু ট্রাইবেলের কথা চিন্তা করব, অন্যরা বাঁচুক কিংবা মরুক সেটা আমরা দেখবা না তাঁরা কুপমণ্ডুক? সি,পি,এম, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সারা ভারতের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য বদ্ধ সংগ্রামের আহবান চায়, তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে আহবান করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই সি,পি,এম, কুপমণ্ডুক নয়। যারা মাত্র একটি সম্প্রদায়ের নামে মানুষকে উস্কিয়ে দেয় তারাই কুপমণ্ডুক। যাক্ এটা। এখানে আমাদের বিচারের বিষয় বস্তু নয় এ বিষয়ে আমি যাচ্ছি না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়, তার ফুড ফর ওয়ার্ক সম্পর্কিত প্রস্তাবটি হাউসে উপস্থিত করে যে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন তার জন্য তাঁকে

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই দাবী জানাচ্ছি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যকে আরও বেশী করে চাল দেন। তাহলে পরে আমরা সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের কাজ দিতে পারব। এবং সেই কাজের মধ্যে দিয়ে গ্রাম ত্রিপুরাকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারব। যেটা হবে ত্রিপুরা রাজ্য তথা ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলজনক। সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে উনার উৎথাপিত প্রস্তাবের উপর জবাবী ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার উৎথাপিত প্রস্তাবের উপর জবাবী ভাষণে আমার কিছু বলার নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে ত্রিপুরার ভয়াবহ গ্রামীন বেকার সমস্যার কথা বিবেচনা করে গ্রামীণ বেকারদের কর্মসংস্থানের যারা গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, মৎস চাষ, ফলের বাগান প্রভৃতি মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন কল্পে ফুড ফর ওয়ার্ক এর চাউলের বরাদ্দ বর্তমান আর্থিক বছরে কমপক্ষে ২০ (বিশ) হাজার টন করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যায়।)

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যগন, আমাদের হাতে আরও একটি কর্মসূচী আছে। কিন্তু আমাদের হাতে সময় মাত্র ১০ মিনিট আছে। কাজেই আমি সভার কাছে অনুমতি চাচ্ছি যে, উপরোক্ত কর্মসূচীটি যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ, ততক্ষণ পর্যন্ত সভার কার্য্য চালানোর জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা কর্তৃক আনীত যে ধরনের কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, সে ধরনের একটা কমিটি আমরা এর আগেও করেছি। সেই কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবীরেন দত্ত মহোদয়ও আছেন এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও আছেন। যে সমস্যাটি এখানে তোলা হয়েছে, সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সে সমস্যার উপর নিশ্চয়ই সে কমিটি আলোচনা করে তাদের বক্তব্য রাখবেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা যায় না। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যাতে সে কমিটি আপনাদের আনীত প্রস্তাবের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। (শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া--তাহলে আপনারা এই প্রস্তাবটিকে বাই-পাশ করতে চান?) স্যার, এটা বাই-পাশের কথা নয়। এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। কাজেই আমি সে কমিটিকে অনুরোধ করব, যাতে সে কমিটি তাড়াতাড়ি বসে এবং পরবর্তী বিধান সভায় এ সম্পর্কে তারা তাদের রিপোর্ট উপস্থিত করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে প্রস্তাবটি আজকে হাউসে এনেছেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তা আলোচনা সাপেক্ষ। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তাতে এই গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত হচ্ছে না। আমাদের এ সম্পর্কে বহুমুখী বক্তব্য আছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয় আগে যা বলেছেন, সেটার উপর আমাদের সমর্থন আছে এবং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে সময় বাড়ানোর

প্রশ্নে উনি যেন উনার সমর্থন জানিয়ে এই গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের উপর যথাযথ আলোচনার জন্য আমাদের সুযোগ দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, অনির্দিষ্ট কাল তো একটা হাউস চলতে পারে না। উনারা আগে একটা সময় নির্দিষ্ট করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আমাদের আনীত প্রস্তাবের উপর আলোচনা করার জন্য এক ঘন্টা সময় চাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মহোদয়, আমি হাউসের অনুমতি নিয়ে সময় সীমা আধ ঘন্টা বাড়িয়ে দিচ্ছি।

(প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান)

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রজিউ-লিউশানটি সভায় উৎথাপন করতে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিলিউশানটি উৎ-থাপন করছি। রিজিলিউশানটি হলো ঃ—

"উপজাতিদের বেআইনী হস্তান্তরিত ভূমি প্রত্যর্পনের কাজ তরা-ন্বিত করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক—

১।	শ্রীবীরেন দত্ত	চেয়ারম্যান,
২।	শ্রীসমর চৌধুরী	সদস্য,
৩।	শ্রীহরিনাথ দেববর্মা	সদস্য,
৪।	শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া	সদস্য,
৫।	শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা	সদস্য,

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীদ্রাউ-কুমার রিয়াং যে প্রস্তাবটি আজকে হাউসে এনেছেন, সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ইতিহাসের একটা ধর্ম যে বৃহত্তর সমাজ গোষ্ঠী ক্ষুদ্রতর সমাজগোষ্ঠীকে গ্রাস করতে থাকায় ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্রতর সমাজগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে পাশাপাশি উপজাতি ও অ-উপজাতি জাতির বাস। অ-উপজাতিরা সংখ্যায় শতকরা ৭০ ভাগ এবং উপজাতিরা মাত্র ২৯ ভাগ। তুলনামূলক ভাবে আমরা দেখেছি যে উপজাতিরা শিক্ষা দীক্ষায়, সংস্কৃতি, রাজ-নীতি ইত্যাদিতে অ-উপজাতিদের থেকে দুর্বল। ফলশ্রুতিতে তারা আরও বেশী শোষিত। মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতিদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়াতে তারা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট হারাতে বসেছে। যার জন্য ইতিহাসের মর্মানুযায়ী আমরা আন্দোলনে ব্রতী হয়ে দাবী করেছি—অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল, ১৯৬০ইং সাল থেকে বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দান।

মাননীয় স্পীকার স্যার, দশদায় স্বস্তিসমিতি উপজাতিদের জমি জোর করে কেড়ে নেওয়াতে অসহায় উপজাতিরা যখন সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, তখন দেখেছি সরকারী পুলিশ বাহিনী ঐ অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। আমরা দেখেছি দশদার আনন্দ নগর বাজারে মহাজনদের শোষণের হাজার হাজার উপজাতি রক্ত শূন্য কংকালসারে পরিনত হওয়া। তেলিয়ামুড়ায় দেখেছি সরকার সহায়তায় বেআইনীভাবে বিনামূল্যে মহাজনদের উপজাতিদের জমি গ্রাস করতে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এমনি করে আমরা দেখেছি অমরপুরের বাঙ্গা বাড়ীতে, উদয়পুর, বিলোনীয়া সমস্ত জায়গায় অর্থাৎ সারা ত্রিপুরায় উপজাতিরা এমনি করে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। যাদের হাতে জমি ছিল, যাদের হাতে খাবার ছিল, যাদের শরীর পরিপুষ্ট ছিল আজকে তারা শোষণের স্বীকার হয়ে কংকালে পরিণত হয়েছে এবং অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে কেন এই অবস্থা হলো? ইতিহাসের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটার বিচার করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমাদের জানা আছে যে এক কালে ৩০ বছর আগেও আমরা উপজাতিরা সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায় এই মাটিকে শাসন করেছি, এই মাটির সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আছে। আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান গেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অত্যাচারিত, অবহেলিত এখন বিপন্ন উপজাতিরা হাজারে হাজারে, লক্ষ লক্ষ এখানে এখানে এসে প্রবেশ করেছিল আশ্রয়ের জন্য। সেদিন আমরা দেখেছি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি শুধু উপজাতিকে নিয়ে যারা সংগঠিত হয়েছিল, তাঁরা সেদিন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা অত্যন্ত বাস্তব এবং মানবিক আমরা সেটা স্বীকার করি। কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা যে আওয়াজ তুলেছিলেন, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তারা যে দাবী করেছিলেন, সেটা আজকে কতখানি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে, কতখানি উপযুক্ত হয়েছে সেটা আমাদের ভাবতে হবে। যদি ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকে তাহলে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমরা দেখেছি যখন মগরা এসেছিল তখন বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন আমরা তাদের সাময়িক আশ্রয় দেবার চেষ্টা করছি কিন্তু এখানে তাদের জায়গা হবে না, তাদের অধিকার রয়েছে যে বাংলাদেশে সেখানে তাদের সংগ্রাম করতে হবে, সেখানে তাদের বাঁচতে হবে, সেখানে তাদের বাস্তুভূমি রচনা করতে হবে এবং সেখানে তাদের চিরকাল বাঁচতে হবে কারণ ত্রিপুরায় তাদের জন্য জায়গা হবে না। ত্রিপুরা শুধু ত্রিপুরীদের জন্য। এখানে এই ত্রিপুরার মানুষদের, কৃষকদের. কর্মচারীদের এবং সাধারণ মানুষের প্রশ্ন তথা অর্থ নৈতিক প্রশ্নে সেদিক থেকে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বলছেন যে তাদের এখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া যায় না বরঞ্চ তাদেরকে সাময়িক আশ্রয় দিয়ে পুনরায় যখন ফিরে যাবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হবে তখনই তাদের ফেরৎ পাঠানো হবে। ঠিক তেমনি উদ্বাস্তুদের বেলায়ও তারা বলতে পারতেন এবং সেটাই ছিল ন্যায়সঙ্গত। তারা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসেছে। জন্মভূমি বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা ছিল, জন্মগত অধিকার ছিল। বামফ্রন্ট সরকার মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন কেন এই প্রশ্ন তুলেন নি, কেন তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর আওয়াজ তুলেন নি, তাঁরা শুধু বলছে যে ওখানে আশ্রয় নিতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতিদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। সেটার ইতিহাস আজ শুরু হয়েছে, উপজাতিদের শোষণের ইতিহাস, উপজাতিদের বিপন্নের ইতিহাস এবং উপজাতিরা আজকে মৃত্যুমুখে চলার পথে। যারা সাম্রাজ্যবাদে বিরোধী, সারা মার্কসবাদে বিরোধী, যারা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু মানুষের স্বার্থে কথা বলেছে এবং যারা মার্কসবাদে বিশ্বাসী আজকে তারা কি বলতে পারেন? যারা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু, যারা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত তাদের পাশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জায়গা দিয়ে, যারা চতুর তাদের পাশে বাস করে তাহলে উপজাতি-

দের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এটা কি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি বুঝে না? এটা কি মার্কসের থিওরি সমর্থন করবে না? মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মার্কস থিওরিকে সমর্থন করেও, মার্কসবাদের আদর্শকে সমর্থন করেও আমরা বলতে পারি এখানে উথজাতিদের সংখ্যালঘু করা এবং নিষ্পেষণের সুযোগ করে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় নি সুতরাং এটা বৃহত্তর সমাজ গোষ্ঠীর সম্প্রসারনবাদ, মার্কসবাদকে তারা প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তারা দাবী করছেন ৬৬ পারসণ্ট উদ্বাস্তুকে জায়গা দেবেন। তাদেরকে যদি দু কানি করে জায়গা দেওয়া হয় তাতেও কুলাবে না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের জুমিয়া ভাইরা যারা খেতে পায় না, যাদের শরীরে রক্ত শূন্যতা দেখা দিয়েছে এবং যাদের শিক্ষাদীক্ষা নেই তাদের কথা কি বামফ্রণ্ট সরকার ভাবছেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, এককালে তেলিয়ামুড়ায়, এককালে দশদায সমস্ত ভূমি উপজাতিদের হাতে ছিল। আজকে সেই তেলিয়ামুড়ায় রাস্তা হয়েছে, দোকানপাট হয়েছে এবং ইলেকট্রিক দিয়েছে কিন্তু সেই জায়গায় উপজাতিরা আজকে কোথায়? কযজন উপজাতি সেই রাস্তায় চলাফেরা করছে এবং কয়জন উপজাতি সেখানে দোকানপাট করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এমনি করে উপজাতিরা আজকে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য দায়ী কারা? সেটা ইতিহাসের মানদণ্ডই বিচার করবে।

যদি কেউ এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে তাহলে ইতিহাসের একটা বিরাট ভুলকে তারা ধামাচাপা দিতে পারবে। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতিরা আজকে বিপন্ন, তারা আজকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে এবং বৃহত্তর শত্রুর মুখে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এমনি করেই উপজাতিদের আজকে বিপর্যস্ত করা হয়েছে এবং তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করা হয়েছে। এরজন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকেন তাহলে তার জন্য কি ইতিহাসের কাছে কৈফয়েত দিতে হবে না? মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রণ্ট সরকার আমাদের বার বার বলছেন যে আমরা নাকি নাগা, মিজোদের কথা বলছি। কেন বলবো না? আমরা যদি বলি বিহারের কথা, যদি বলি পশ্চিমবঙ্গের কথা, তাদের সঙ্গে আমাদের কি করে তুলনা করবো? তাঁরা শিক্ষিত জাতি, তাঁরা উন্নত জাতি, দীর্ঘ বছর ধরে তাঁরা কালচারড হয়ে আসছে, আমরা তো তাদের কথা বলতে পারবো না? তাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারবো না? সেই মিজো এবং নাগারা যারা অশিক্ষিত ছিল এবং আমাদের চেয়ে সংখ্যায় কম ছিল তারাও আজকে শতকরা ৪৫ জন শিক্ষিত হয়েছে। তাদের দিকে আমাদের চোখ পড়বে না? তারা যদি উন্নতি করতে পারে, তারা যদি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে তো আমাদেরও উন্নতির দিকে চোখ পড়বেই। এখানে বলা হচ্ছে উপজাতিরা কোন দিনই এগিয়ে যেতে পারবে না উপজাতিদের অনেক দোষ রয়েছে এবং উপজাতিদের অবনতির জন্য উপজাতিরাই দায়ী। কিন্তু মিজোরা আজকে কি করে এত উন্নতি করলো, তাদের উপর যদি শোষণ চলতো, তাদের উপর যদি পরিবেশ চাপিয়ে দেওয়া হতো তাহলে মিজোদেরও আমাদের মত একই অবস্থা হতো। কাজেই ইতিহাসের যে কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে সেই

বৈশিষ্ট্যগুলি কোন্ জাতি, ধর্ম, স্থান, কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না, কাজেই ইতিহাস তার গতিপথে আজকে উপজাতিদের বলছে যে তোমরা রাস্তা ভুল করেছ, তোমরা অনিবার্য্য কারণে আজকে এই অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। আজকে আমরা দাবী তুলেছি যে যারা শোষিত, যারা অবহেলিত, যারা নিপীড়িত তাদের পাশে বামফ্রন্ট সরকারকে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের মুখে ভাত দিতে হবে, তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তার জন্য ১৯৬০ সাল থেকে যে বে-আইনী জমি হস্তান্তর হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাদের বিপন্ন করে তোলা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের রক্ষার জন্য এবং ১৯৬০ সাল থেকে দাবী তুলেছেন যে উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেওয়া হউক। কিন্তু কোথায় বামফ্রন্ট সরকার কি করতে পেরেছেন? উপ-জাতিদের বে-আইনা হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দিতে পারেন নি? শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের আমলে ইমারজেন্সীর সময় যিনি উপজাতিদের ১নং শত্রু ছিলেন সেই সুখময় সেনগুপ্তও ইমারজেন্সীর সময় উপজাতিদের কিছু জমি ফেরৎ দিয়েছিলেন।

আজকে যারা অ-উপজাতিরা জমি দখল করে বসে আছেন, বামফ্রন্ট সরকার তারা সেই জমি উদ্ধার করতে পারছে না। তারা উপজাতিদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলছেন। তারা নিজেদের দলীয় স্বার্থে, তারা ভোট পাবার জন্য, তারা নির্ব্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁরা হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু তারা তা করছেন না। তাঁরা উপজাতিদের উন্নতির জন্য, তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের হাতে দায়িত্ব দিচ্ছেন না বা বলছেন না এই লোকসভা নির্ব্বাচনের সাথে সাথে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনও হতে হবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই উপজাতিদের রক্ষার জন্য, তাদের মুক্তির জন্য, তাদের ইতিহাসের আলোতে আনার জন্য চেষ্টা করা দরকার। আমার মনে হয় উপজাতিদের নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা ধামা চাপা দেওয়ার জন্যই বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার নির্ব্বাচনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষা করতে পারেন নি। তারা তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে চেষ্টা করুন আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং যে প্রস্তাবটা এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করি। টাকা যার হাতে জমি তার হাতে যায়। অর্থাৎ বড়লোকদের হাতেই জমি যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতিদের গরীব অংশের মানুষ, তপশিলীদের গরীব অংশের মানুষ এই জমির জন্য লড়াই করছে। সেই লড়াই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা দেখেছি যেমন ধরুন, ত্রিপুরার কথা, যদি দেখা যায়, এখানে একটি আইন আছে যে, ডি, এমের পারমিশন ছাড়া বা এ্যাডভাইসারী কমিটির পারমিশন ছাড়া কোন জমি ট্রাইবেলরা নন-ট্রাইবেলের কাছে বিক্রী করতে পারবে না। কিন্তু দেখা যায়, ট্রাইবেলরা এসে বলছে আমাকে একটু লিখে দিন আমি যাতে আমার জমিটা নন-ট্রাইবেলের কাছে বিক্রী করতে পারি। কারণ কি? কারণ হচ্ছে ট্রাইবেলরা হচ্ছে গরীব।

তাদের জমি কেনার মত এত টাকা তাদের নেই। নন-ট্রাইবেলদের বেশী টাকা দিয়ে কেনার ক্ষমতা আছে। কারণ নন-ট্রাইবেলরা গরীব নয়। সুতরাং এইভাবেই ট্রাইবেলদের জমি নন-ট্রাইবেলদের হাতে হস্তান্তরিত হয়। আইন অমান্য করেও লক্ষ লক্ষ লোক তাদের জমি বিক্রী করে দিচ্ছে। আইনের সম্ভবত ফাঁক ছিল না। রামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেই হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করছে। গরীব অংশের মানুষের জমি যখন ধনিকগোষ্ঠীর হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং হচ্ছে, এই সমস্যাটি যখন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে এই সমস্যাটিকে বড় বলে মনে করেছে। কারণ এটা হচ্ছে একটা জাতীয় সমস্যা। এখানে উপজাতি যুবক যারা রয়েছেন তারা অগ্রসর হতে পারে না, যদি না তাদের পেছনে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি যেদিন থেকে এখানে এসেছে, সেদিন থেকে তারা এই জমি হস্তান্তরের কাজটা হাতে নিয়েছে। যারা বিরোধী বেঞ্চ থেকে বক্তৃতা করছেন তারা সেদিন কি করেছিলেন? মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিরা যখন আন্দোলন করছিল এই বিষয়টি নিয়ে তখন তাদেরকে জেলে রাখা হয়েছিল। উপজাতিদের বলা হয়েছিল কংগ্রেসের টুপি মাথায় না দিলে তারা তাদের জমি ফেরৎ পাবে না। তাদের উপর অত্যাচারও হয়েছিল। সেই সমস্ত অত্যাচার করেছিল, সেখানকার জোতদাররা। আজকে তারা সেই কংগ্রেসকে সারটিফিকেট দিচ্ছে। এবং বলছে তারা ট্রাইবেলদের উপকার করেছে। এইটা খুবই দুঃখের বিষয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, ট্রাইবেলদের এলাকা রিজার্ভ কর, হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া এবং উপজাতি সংলন এলাকায় ৬ষ্ঠ তপশিলী অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠন করা সম্পর্কে। আমরা ত শুধু স্যার, ট্রাইবেলদের ভোট পেয়ে এখানে আসিনি। বাঙ্গালীরাও আমাদের বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছে। ভোটের বাক্স খুললেই দেখতে পাবেন। তাঁরা আমাদেরকে দুহাতে ভোট দিয়েছে। কাজেই এই সমস্যার কথা গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বলতে পেরেছিল, তারা বুঝতে পেরেছিল যে এটা কোন বিশেষ জাতীর স্বার্থে নয়, এটা হচ্ছে একটা গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করা। যারা সংখ্যালঘু তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে যারা সংখ্যায় বেশী তাদের। তাদের রক্ষা করার জন্য নাগাল্যাণ্ডে যেতে হবে না, যেতে হবে না মিজোরামে। ত্রিপুরাতেই তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা হবে। এর নাম হচ্ছে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। গণতান্ত্রিক ঐক্য, উপজাতি ও বাঙ্গালী গরীব অংশের মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে ক্ষমতায় এসেছি ২ বছরও হয়নি। এর মধ্যে আমরা অনেকগুলি হস্তান্তরিত জমি ফেরত দিয়ে দিয়েছি। আবার গরীব অংশের মানুষ যারা তাদেরকে টাকা দিয়ে দিয়েছি। সেই সমস্ত টাকার জন্য আমরা দিল্লী গিয়েছি। তাদেরকে বুঝিয়ে টাকা আনতে হয়েছে। কারণ ওদের টাকা না দিয়ে ওরা আবার ভূমিহীনে পরিণত হয়ে যাবে। কাজেই তাদেরকে টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে জমি ফেরত নিয়েছি। আর যারা বেশী জমির মালিক অর্থাৎ যারা জোতদার শ্রেণীর লোক তাদেরকে টাকা দেওয়া হবে না। তারা জমি থেকে এত আয় করেছে যে, তারা এমনিতেই লাভবান হয়েছে।

এই বিশ্রামগঞ্জে, তেলিয়ামুড়ার মত কয়েকটা এলাকার মধ্যে বেশীর ভাগ ট্রাইবেল জমি অউপ-জাতির হাতে চলে গেছে বে-আইনী ভাবে। সমাজের বিশেষ করে মহাজনের অংশ যারা, জোতদারের অংশ যারা, তাদের হাতেই চলে গেছে এবং তারাই "আমরা বাঙ্গালীর" আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে জমি হস্তান্তরের কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমাদের সরকার জানে, যে কোন্ লড়াইটা কোন্ সময় করতে হবে। এই যে 'আমরা বাঙ্গালীর' আন্দোলনটা সৃষ্টি হয়েছে, সেটার জন্য এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে শুধু "আনন্দমার্গীরাই" এর মধ্যে আছে বা ছিল, আর কেউ নেই বা আর কেউ ছিল না। অবশ্য আনন্দমার্গীরা এ আন্দোলনটা শুরু করতে পারে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল বাঙ্গালীদের মধ্যে, যারা জোতদার, যারা সব চেয়ে বেশী উপজাতিদের জমি হস্তান্তরিত করে নিজেরা ভোগ দখল করেছে, তারাই সব চেয়ে বেশী আতঙ্কিত হয়ে এটাকে রাজনৈতিক স্তরে নিয়ে গেলেন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে, বামফ্রন্ট-এর বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামের বিষয়বস্তু হিসাবে উপস্থিত করলেন। আজকে মাননীয় সদস্যরা দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে একটা ইলেকশান, আর সেই ইলেকশানে আপনারা এটাকে ইস্যু করতে চান। ইস্যুটা কি যে ট্রাইবেলদের স্বার্থের পক্ষে কারা আছেন আর স্বার্থের বিপক্ষে কারা আছেন। কিন্তু আমাদের কোন ইস্যু নাই। অবাগোষ্ঠী অবামজোট যখন বলে স্বশাসতি বিলের বিরুদ্ধে কারা ছিলে, কারা আছ, তারা এক হয়ে যাও, এই হস্তান্তরের বিরুদ্ধে যারা যারা আছ তারা এক হয়ে যাও। তাহলে এক হওয়ার জন্য প্রভাব দিচ্ছে কারা, লড়াইটা কোন জায়গায়, লড়াইটা কি, লড়াইটা কি শ্যাম ও রামের এক কানি জমি আদায় করতে পারলাম কি, পারলাম না, এটা ? না লড়াইটা হচ্ছে সামাজিক ভাবে ত্রিপুরায় ট্রাইবেলরা থাকবে কি থাকবে না, প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ত্রিপুরা সরকার যদি আবার যায় তাহলেই ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব আবার বিপন্ন হতে পারে। যদি এটা ইস্যু হয় তাহলে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আমি জিজ্ঞাসা করি আপনারা কোন পক্ষের কাকে সাহায্য করতে চান, কোন লড়াইর মুক্তি চান, এখানে একটা কমিটি গঠিত হলে এই লড়াইয়ে জিততে পারবেন ? এটা কি একটা কমিটি শুধু বীরেন বাবু আর হরিনাথ বাবুর একটা কমিটির ব্যাপার। কাজেই মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে হবে যে এই যে লড়াই আমরা করেছি পাহাড়ী এবং বাঙ্গালী-দের আলাদা করে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। অথচ যারা গরীব অংশের মানুষ, যারা শ্রমজীবি মানুষ তারা যদি একতাবদ্ধ না হত তাহলে বামফ্রন্ট সরকার হত না তাহলে উপ-জাতিদের স্বশাসিত বিল হত না। তাহলে পরে যে টুকু জমি আমরা উদ্ধার করেছি তাও হত না, আর তাই হচ্ছে বাস্তব, যারা এই বাস্তবের কথা বলছেন, এটাই হচ্ছে ইতিহাস, যে যে ইতিহাস বেশী পিছনে ঘুরবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই, যেমন ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল সেই ভারতবর্ষকে আবার একত্রিত করার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাদের যদি থাকে তারা করবে। পাকিস্তানে সেখানে জায়গা না পেয়ে নানা জায়গায় ঢুকেছিল, তাদের যদি কেহ আবার পাকিস্তানে পাঠাতে পারেন, তাহলে পাঠাবেন সে ক্ষমতা আমার নেই, কাজেই বাস্তবক্ষেত্রের যে ইতিহাস, সে ইতিহাসটা হল, প্রত্যেকের জীবন স্তর আছে। সে ছোট

জাতি হউক, বড় জাতি হউক, ট্রাইবেল হউক, সে সংখ্যায় যদি ৫ হাজার হয়, তবুও আমার সে ৫ হাজার সংখ্যা লঘুরও একটা জীবন আছে, আরও একটা ভাষা আছে, তারও একটা জীবনধারনের রীতিনীতি আছে, আমি এক রকম পোষাক পড়তে পারি, সেখানকার ট্রাইবেলরা আর একরকমের পোষাক পড়তে পারে, কিন্তু আমাদের মত তাদেরও একটা নিজস্ব সত্বা আছে তাকে কে রক্ষা করতে পারবে। ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমজীবি মানুষকে যারা ঐক্যবদ্ধ করে গণতন্ত্রকে যারা শক্তিশালী করে. তাদের সেই শক্তিকে যদি বন্ধু হিসাবে না নিই তাহলে পরে কোন দিনই ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব রক্ষা করা যাবে না। আজকে আপনি লড়াই করছেন, এই লড়াই সাঁওতালরাও করেছে অন্য জায়গায়, এই লড়াই ওরাংরা করছে, এই লড়াই মুণ্ডরা করেছে, এই লড়াই বোম্বাইর মধ্যে মহারাষ্ট্রের মধ্যে ওয়ালিরা করছে, কোন জায়গায় করছে না ট্রাইবেলরা লড়াই? তা ছাড়া যাদের কথা আপনারা বলছেন তারাই তো আজকে লড়াই করছে, হয়তো ভুল করে করছে এবং আপনারা যখন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছিলেন আ-নাগাল্যাণ্ড, আ-হা মিজোরাম তাহলে পরে সম্ভবত অস্ত্রটা তারা নিতেন না, যদিও সেখানে একজন ট্রাইবেল মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তবুও সেখানকার খবরও আমরা রাখি, সে আমার প্রতিবেশী রাষ্ট্র, কাজেই বিধানসভার মধ্যে আমি সে আলোচনা করব না, যে নীতির মধ্যে সে আলোচনা করেছি, সেটা আমি একা করিনি, আরও ৭জন মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, সে এলাকার মধ্যে এখনও একটি ঘাসও গজাচ্ছেনা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার এখানে আর ৫ মিনিট সময় আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমার সময় আর লাগবে না, আমি ৫ মিনিটের মধ্যেই শেষ করব। কাজেই আমাদের বুঝতে হবে এটা কি রাজনীতি করার বিষয়, এটাকি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আর বামফ্রণ্টের কাজকে একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আজকে একটা প্রস্তাব আমরা এখানে আনব আর তার পরেই কালকে আমাকে ভোটের বাক্সে ভোট দেবে। রাজনীতিটা এত ঠুনকা না, এত হালকা জিনিষ না, এই জিনিষটাকে বুঝতে হবে যে সত্যি সত্যি কোন শক্তিকে সে যে সাহায্য করবে, আর কোন্ শক্তিকে শক্তির তারা বিরোধীতা করবে। আজকে আমার ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতিদের বুঝতে হবে বা ঠিক করতে হবে যে "আমি কোন পক্ষের, আমরা বাঙ্গালী যারা করেছিল, যারা স্বশাসিত বিলের বিরোধীতা করেছিল, যারা উপজাতিদের জমি হস্তান্তরিত করেছিল, তাদের আমরা সাহায্য করব, না বামফ্রণ্টের বিরোধীতা করব, যারা ৪ দফা কর্মসূচী নিয়েছিলেন সেই শক্তির বিরোধীতা করে তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কানী দেব"। এটা হচ্ছে সমগ্র উপজাতির কাছে আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। শুধু একটা ভোটের বাক্সের জন্যই লড়াই হয়, লড়াই ভোটের বাক্সের মধ্যে শেষ হতে পারে না, ভোটের বাক্সের মধ্যে মানুষের সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হয় এ কথা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বিশ্বাস করে না। ভোটের বাক্সের মধ্যে মানুষের গণচেতনা প্রকাশ পায়। মানুষের আসল জিনিষটাকে আসল সত্যটাকে দেখতে চেষ্টা করে। এই ভোটের বাক্সের মধ্যে অনেক ভুল আছে, অনেক আকাঙ্খা আছে, অনেক প্রশ্ন আছে, একমাত্র মার্কসবাদী কমিউ-

নিষ্টরা দেখিয়ে দেয়, এই দেখ তোমার শত্রু ঐখানে যেতে হবে, ওখানে যাবার পথে অনেক কাঁটা, অনেক দূরে, অনেক কঠিন, তবু আমি এগুচ্ছি। সারা ভারতবর্ষে সমস্ত রাজ্য থেকে, এটা এই কথা নয় যে পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা আর কেরালা কি না। দেখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিপুরাতে কেরালাতে আজকে কেন এত বড় একটা সংকট যেখানে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেখানে একটা পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন মিউনিসিপ্যালিটি নির্ব্বাচনে বিরোধী পার্টি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট একক ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে যায়। এটাই ইতিহাস, কোন ইতিহাসের কথা আপনি বলবেন, যে ইতিহাস মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আজকে করেছে। কেরালার ৬৫ কোটি মানুষ আজকে দেখেছে যে এরা একটা রাস্তায় চলেছে, সে রাস্তাটা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়ীকতার বিরুদ্ধে এবং উপজাতীদের সাহায্য করে, এটা সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করে, এটা কোন বাঙ্গালী জাতি নয়, পাহাড়ী জাতি নয়, এটা কোন তপশিলী জাতি নয়, এটা হিন্দু না, মুসলমান না, এটা শ্রমজীবি মানুষের, গরীব মানুষের যে একতা, সেই একতায় সমস্ত মানুষকে গণতান্ত্রিক একতার দিকে বুঝিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জাতীয়তার যে একতা দিয়ে গড়া যে শক্তি। কাজেই এই স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হতে পারেন তাহলে মাননীয় সদস্যরা আজকে যে উপস্থিত করেছেন সে কাজ আমাদের পক্ষে সহজ হবে। এটাই রাস্তা এই কাজে আমাদের সাহায্য করুন, এই কাজে যদি সাহায্য করতে পারেন তাহলে ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতিদের উপকার করবেন।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়, আর কত সময় লাগবে, ইচ্ছা করলে আরও কিছু সময় বাড়াতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর ১ মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। আজকে আমি অনুরোধ করছি, আমি আগেই বলেছি, যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটি যাতে আরও দ্রুত কাজ করতে পারে সেই সব দিকে নজর দেবেন এবং সরকারের কাছে পরামর্শ দেবেন, কি করে আমরা অগ্রসর হতে পারি এবং যাতে আমাদের সরকার এই কাজ আরও দ্রুত রূপায়িত করার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পারেন, তার চেষ্টা করবেন।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :- "উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত ভূমি প্রত্যার্পনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক— ১। শ্রীবীরেন দত্ত, চেয়ার ম্যান, ২। শ্রীসমর চৌধুরী, সদস্য, ৩। শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা, সদস্য, ৪। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য, ৫। শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা, সদস্য।

প্রস্তাবটি সভাকর্ত্তৃক সংখ্যাগরিষ্ট-এর ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

ভেলিডিক্টরি অবিটরি ডিক্টা।

মিঃ স্পীকার :- আজ অধিবেশনের শেষ দিনে আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এবারে অধিবেশনের প্রথম দিনে একটু উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ চেয়ার থেকে যখন বক্তব্য রাখা হচ্ছিল, তখন তাতে কর্ণপাত করলেন না। উল্টে চেয়ারের উপর কতকগুলি অবাঞ্ছিত উক্তি নিক্ষেপ করলেন।

আসল ব্যাপারটা হল—সরকার পক্ষের একজন মাননীয় সদস্য তাঁর নন-অফিসিয়েল রিজিলিউশানের বিষয়টি ও মাননীয় সদস্যের নামটি সংযুক্ত করতে সম্মতি দিয়ে বিরোধী পক্ষকেই সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। নচেৎ বিরোধী পক্ষের সবটাই বাদ পড়ে যেত।

আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যখন তিনি ঐ দিন বললেন যে, বিরোধী পক্ষের যেমন বিরোধিতা করার অধিকার আছে তেমনি তাকে প্রসিডিউর রুলের চার দেয়ালের মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে হবে। বিরোধী পক্ষের আমার যুবক সদস্য বন্ধুদের সেগুলি মেনে চলার উপদেশ দেওয়া আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে—রাষ্ট্রপতি অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিলে যে সম্মতি প্রদান করেছেন সেই বিষয়ে ঘোষণা। এই বিলটি উপজাতিদের জীবনে নবীন অরুণোদয়ের সূচনা করছে। রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রদান এই বিলকে আইনে পরিণত করেছে, তাই তার জন্য তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এখন আমি ঘোষণা করছি এই সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রইল।

Papers Laid on the Table

ANNEXURE—A

Admitted Starred Question No. 33.
By—Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

১। জরুরী অবস্থার সময় কোন মহকুমায় কতজনকে বলপূর্বক জন্মনিয়ন্ত্রন অস্ত্রোপচারে বাধ্য করা হয় এবং এদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কতজন শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন ?

২। উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোথায়, কতজনকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে ?

উত্তর

১। জরুরী অবস্থার সময় কাহাকে ও বলপূর্বক জন্মনিয়ন্ত্রন অস্ত্রোপচারে বাধ্য করানোর কোন প্রমানিত তথ্য এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 39

By—Shri Subodh Ch. Das

প্রশ্ন	উত্তর
১। পানিসাগর সেলেনবাড়ী গ্রামে ছেলেন ছড়ার ভার্জন হতে ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা ?	১। পানিসাগরের ছেলেনবাড়ী গ্রামে ভূমিক্ষয় রোধ করার কাজ পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে।
২। এখন পর্য্যন্ত কত পরিমাণ ভূমি উক্ত ছড়ার ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ?	২। বেশ কিছু ভূমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তবে সঠিক তথ্য এখন ও জানা যায় নাই।
৩। উক্ত গ্রামবাসী ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য সরকারের কাছে কোন আবেদন করেছেন কি ?	৩। হ্যাঁ।

Admitted Un-Starred Question No. 69.

By—Shri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। চলতি আর্থিক বছরে কি কি এবং কি পরিমাণ কৃষিবীজ অন্যরাজ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল ?

২। রাজ্যে যে সব কৃষিজাত বীজ তৈরী করা সম্ভব সেই বীজের গুণাগুণ রক্ষার জন্য সার্টিফাইডসিডস স্কীম নেওয়া হয়েছে কিনা।

৩। হয়ে থাকলে তার কারন, এবং

৪। না হয়ে থাককে তার কারন ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসর ১৯৭৯–৮০ সালে খারিফ মরশুমের জন্য যে পরিমাণ

বিভিন্ন বীজ অন্য রাজ্য থেকে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ ঃ—

বিভিন্ন বীজের নাম—	খারিফ ফসলের জন্য অন্য রাজ্য হইতে সংগ্রহ কৃত বীজের পরিমাণ (মেট্রিক টন হিসাবে)
উচ্চফলনশীল ধান ঃ—সার্টিফায়েড সমতল জমির জন্য	২১৭.৩৩০
ফাউণ্ডেশান	৬.৬৭০
সমতল জমির জন্য সার্টিফায়েড	২.৫০০
টিলা জমির জন্য	
	মোট— ২২৬.২০০
পাট ঃ—সার্টিফায়েড	৩.৪৩২
ফাউণ্ডেশান	০.১২০
	মোট— ৩.৫৫২
মেস্তা পাট ঃ—সার্টিফায়েড ফাউণ্ডেশান	০.০১৫
গম ঃ—টুথ্‌ফুল্লী লেভেলড	১২.৭২০
ফাউণ্ডেশান	০.০৪০
	মোট— ১২.৭৬০

বিভিন্ন বীজের নাম—	খরিফ ফসলের জন্য অন্য রাজ্য হইতে সংগ্রহ কৃত বীজের পরিমান (মেট্রিক টনে)
অড়হর ঃ—টুথফুল্লী লেভেল্‌ড্‌	৮.১০০
ভুট্টা ঃ—সার্টিফায়েড	১.৫০০
বাদাম ঃ—সার্টিফায়েড ও লেভেল্‌ড্‌	৫২.৫০০
শুপারী ঃ—উন্নত জাতের	৫০.০০০টি বীজ

২। হ্যাঁ।

৩। কৃষকদের নিকট স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিক্রি করার পূর্বে যাহাতে বীজের উৎকর্ষতা ও গুণাগুণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 70
By—Shri Niranjan Deb Barma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Fisheries be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে উপজাতি এলাকাতে কয়টি Mini-barrage করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে নতুন কোন Mini-barrage করা হয় নাই।

প্রশ্ন

২। এই জলাশয়গুলিতে কি পরিমান মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে (তার পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starrred Question No. 73
By—Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য (ধর্মনগর) শনিছড়া বিপিন নাথের বাড়ীর নিকটে জমিতে গ্রামবাসীরা তেলের সন্ধান পেয়েছেন ?

২। সত্য হলে উক্ত এলাকায় তেল অনুসন্ধান কার্য্যের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন কিনা ?

উত্তর

১। তথ্যটি সঠিক নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question. 79
By—Shri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কদমতলা হাসপাতালে বর্তমানে কোন সরকারী এম্বুলেন্স আছে কিনা,

২। থাকিলে ইহা চালু অবস্থায় আছে কিনা, এবং

৩। চালু না থাকিলে তার কারন, এবং কবে পর্য্যন্ত তা চালু হতে পারে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। কদমতলাতে কোন হাসপাতাল নাই। তবে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। এবং উক্ত প্রাথামিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১ (এক) টি এম্বুলেন্স আছে।

২। অচল অবস্থায় আছে।

৩। টাকার অভাবে অচল অবস্থায় আছে। খুব শীঘ্রই চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 81

By—Shri Hari Charn Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তালতলা ডিসপেন্সারীকে প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে পরিণত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 111

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সালে খরায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কত টাকার কত পরিমাণ বীজ ধান ও অন্যান্য বীজ সাহায্য বাবত দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। সাহায্য বাবৎ প্রদত্ত ধান ও অন্যান্য বীজের পরিমাণ ১৬,৪২২ কুইন্টল এবং তার মূল্য ২৩,৬৮,৯৫৩ টাকা।

Admitted Starred Question No. 115

By :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ কো-অপারেটিভগুলির মাধ্যমে কোন খণ্ডকে কত টাকা কৃষকদের ঋণ দেয়া হয়েছে,

(২) এই ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে খেত মজুর এবং গরীব কৃষকদের সংখ্যা কত?

উত্তর

Minister in-charge of the Cooperative Department

(৩) ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ কো-অপারেটিভ গুলির মাধ্যমে কৃষকদের দেয়া ঋণের পরিমাণ এইরূপ (বলক ভিত্তিক) ঃ—

বলকের নাম	মোট ঋণের পরিমাণ (টাকার হিসাবে)
সদর নর্থ (মোহনপুর)	৬,৪১,৯৬৬·০০
সদর সাউথ (বিশাল গড়)	১২,৬৪,৫৬৯·০০
সদর ইস্ট (জিরানীয়া)	১০,১৮,২৭৯·০০
তেলিয়ামুড়া	১৪,১৫,৫০০·০০
খোয়াই	২,৫৭,১০০·০০
মেলাঘর	২,৭৮,১৫১·০০
সাতচান্দ	১৫,৪৭,২৯২·০০
বগাফা	১০,১৫,৫৮৯·০০
মাতাবাড়ী, উদয়পুর	৭,৫৪,৯০৫·০০
রাজ নগর	৩,৯০,৭০০·০০
অমরপুর	১৪,১২,০৯৫·০০
কুমার ঘাট	৬,৪৬,০৫২·০০
সালেমা	২,৪৪,৯৩৫·০০
পানিসাগর	৩,১১,৯৬৭·০০
ছামনু	২,৮৮,৯০০·০০
কাঞ্চনপুর	৭,৪৯,১৩৩·০০
পেঞ্চাছড়া	—৯৯,৩০০·৯০

(২) এই ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষকদের সংখ্যা ২৫,৪০০ (২৫,৪৯১)

Admitted Starred Question No. 121.
By :—Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Worke Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় বলকাধীন জাঙ্গালিয়া থেকে সুতার মুড়া স্কুল পর্য্যন্ত রাস্তাটি এবং লালসিং মুড়া থেকে সুতারমুড়াস্কুল পর্য্যন্ত রাস্তাটির কাজ আদৌ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

The Minister in-cherge of the P.W.D. chri Baldyanth Majumder.

১। বিশালগড় (জাঙ্গালিয়া) লালসিংমুড়া রাস্তা সুতারমুড়া হাই স্কুল পর্য্যন্ত উন্নয়নের

জন্য ১৯৭৮ ইং অকটোবর মাসে ৮,৭৪,৫০০ টাকার একটি এস্টিমেট মঞ্জুর করা হইয়াছে। মাটির কাজ করার জন্য ১৯৭৯ সনের মার্চ্চ মাসে ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বিশালগড় হইতে লাল সিংমুড়া পর্যন্ত মাটির কাজ চলিতেছে। মাটির কাজ প্রয়োজনীয় প্রস্থ অনুযায়ী সর্বত্র করা সম্ভব হয় নাই জমি না পাওয়ার জন্য।

লালসিং মুড়া বাজারের নিকট রাস্তাটি রাঙ্গা পানিয়া নদী অতিক্রম করিবে। ঐ নদীর উপর একটি এস, পি, টি, ব্রীজ তৈরী করিতে হইবে। জলের গতি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। তথ্যাদি সংগ্রহের পর প্রয়োজনীয় নকসা তৈরী হইলে পর দরপত্র আহ্বান করা হইবে।

রাঙ্গাপানিয়া নদীর পর অর্থাৎ লালসিংমুড়া হইতে সুতারমুড়া পর্যন্ত অংশে মাটির কাজ আগামী মরশুমে আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়, যদি ধান কাটার পর জমি পাওয়া যায়। এই অংশে পূর্বে কাজ আরম্ভ করা যায় নাই যেহেতু রাঙ্গাপানিয়া নদীর উপর ব্রীজ নাই এবং বিশালগড় হইতে লালসিংমুড়া পর্যন্ত মাটির কাজ অসম্পূর্ণ।

ADMITTED STARRED QUESTION : 122.

By— SHRI KESHAB MAJMDER

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কতজন ছাত্র সরকারী কোটায় ডাক্তারী পড়বার জন্য ত্রিপুরার বাইরে গেছেন, (১৯৭২ইং থেকে ১৯৭৯ইং পর্যন্ত)

২। এ পর্যন্ত কতজন চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৃতকার্য্য হয়ে ত্রিপুরায় ফিরে এসেছে ?

উত্তর

১। ৩৪৪ জন ছাত্র/ছাত্রী ডাক্তারী পড়বার জন্য সরকারী কোটায় ত্রিপুরার বাইরে গেছেন। (১৯৭২ ইং হইতে ১৯৭৮ইং পর্যন্ত)।

১৯৭৯ইং সালে ডাক্তারী পড়বার জন্য বিভিন্ন রাজ্য হইতে ৫১টি আসন পাওয়া গিয়াছে। ভর্তির ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত তথ্য দপ্তরে পোঁছায় নাই।

২। ১৯৭২ইং হইতে ১৯৭৯ইং পর্যন্ত মোট ১৯ জন চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৃতকার্য্য হয়ে ত্রিপুরায় ফিরে এসেছেন। তার মধ্যে ১০ (দশ) জন কাজে যোগদান করিয়াছেন এবং বাকী ৯ (নয়) জন চাকুরীর জন্য আবেদন করিয়াছেন।

ADMITTED STARRED QGESTION NO. 123

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্যন্ত কতজন বেকার যুবক ঠিকাদারী কাজের জন্য পার্টনারশিপ ডিড করেছে এবং এনলিস্টমেন্ট করেছে, বিভাগ (ভিত্তিক হিসাব)।

২। তাদের মধ্যে কতজন বেকার যুবক ঠিকাদারীর কাজ পেয়েছে ?

উত্তর

১। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

বিভাগ	বেকার যুবকের সংখ্যা	সংস্থার সংখ্যা।
ক) সদর	৫৭৪	১৯০
খ) খোয়াই	১৩৫	৪৫
গ) কমলপুর	৫৭	১৯
ঘ) কৈলাসহর	১২	৪
ঙ) ধর্মনগর	২৪	৮
চ) উদয়পুর	৪৩৮	১৪৬
ছ) সোনামুড়া	৯৪	২৩
জ) বিলোনীয়া	৭২	২৪
ঝ) সাব্রুম	৩৯	১২
ঞ) অমরপুর	৬	২
মোট ঃ	১৪৫১	৪৭৩

২। ৯৬৬ জন বেকার যুবক ৩২২টি সংস্থার মাধ্যমে কাজ পাইয়াছে।

Admitted Starred Question No 124.

By Shri Ram Kumar Nath.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ধর্মনগরস্থ তিলথৈ বেতাঙ্গী গ্রামে একটি ডিপটিউব-ওয়েল বসানোর সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কি ?

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরেই এই প্রকল্পটি কার্য্যকরী হবে কি ?

উত্তর

১। তিলথৈ, বেতাঙ্গী গ্রামে ডিপ-টিউব ওয়েল বসানোর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ডিপটিউওয়েলটি বসানোর কাজ কার্য্যকরী হওয়ার আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 126.

By Sri Ram Kumar Nath.

প্রশ্ন

১ কৃষিকাজে জল সেচের জন্য ছড়া ও ছোট ছোট নদীতে স্লুইচ গেট নির্মানের পরিকল্পনা উপলব্ধি করেন

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। থাকিলে ধর্মনগর বিভাগে তিলথৈ, বিলথৈ, দেওছড়া এবং হাফলং ছড়াতে স্লুইচ গেট নির্মানের ব্যবস্থা করা হবে কি ?

২। দেওছড়ার উপর স্লুইচ গেট (ডাইভার সন স্কীম) করার পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বৎসরে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তিলথৈ, বিলথৈ ও হাফলং ছড়াতে অনুরূপ কাজ বিস্তারিত অনুসন্ধানের পর উপযুক্ত বিবেচিত হইলে অর্থ সংকুলানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

MOST IMMEDIATE.

Admitted Starred Question No. 130.
By Shri Badat Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। জি, বি, হাসপাতালে "ফিজিওথেরাপি" সেন্টারের কাজ কবে নাগাদ চালু করা হবে ;

২। কি কি কারনে এই ফিজিওথেরাপি সেন্টার চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে ;

৩। সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

ANSWER
MINISTER IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT.
(Name of the Minister) : (Shri Vivekananda Bhowmik)

১। পূর্তদপ্তরকে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে এবং জি, বি, হাসপাতালে স্থান ও নির্বাচন করা হইয়াছে। নির্মানকার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই সেন্টারটি চালু করার ব্যবস্থা করা যাইবে।

২। নির্মান কার্যের বিলম্বের জন্য।

৩। সেন্টারটির নির্মান কাজ তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করার জন্য পূর্তদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হইবে।

Admitted Starred Question No. 135.
By Shri Badat Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র কবে নাগাদ চালু হচ্ছে ,

২। কি কি কারনে ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে ,

৩। সরকার এ ব্যাপারে কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND WELFARE DEPARTMENT.

(Name of the Minister) - Shri Vivekananda Bhowmik.

১। তারিখ নির্দিষ্ট হয় নাই। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করা হইবে।

২। ভারত সরকার ও ভাবা আনবিক কেন্দ্র হইতে Cobalt Plant এর জন্য প্রয়োজনীয় Specification না পাওয়ায়।

৩। ভারত সরকার এবং ভাবা আনবিক কেন্দ্রের সঙ্গে Cobalt Plant এর প্রয়োজনীয় ঘরের Spceification এর ব্যাপারে চিঠি দ্বারা যোগাযোগ রাখা হইতেছে এবং দপ্তরের officer ছাড়া ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজেও Cobalt Plant এর Allobant এবং Spceification জানাইবার জন্য চিঠি লিখিয়াছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 136.

By—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কাগজের কল খোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের কোন আশ্বাস রাজ্য সরকার পেয়েছেন কিনা এবং

২। পেয়ে থাকলে কাগজের কল খোলার ব্যাপারে সরকার এখন পর্যন্ত কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১) বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 141.

By—Shri Rudreswar Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Fisheries be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মৎস্যজীবীদের স্বার্থে মৎস্যজীবী করপোরেশন গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। হাঁ, আছে।

প্রশ্ন

২। যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। আগামী আর্থিক বৎসরে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 142.

By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কমলপুর মরাছড়া আমবাসা রাস্তার কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

২। এ বছরেই মাটির কাজ সম্পূর্ণ করে ইট সোলিং এর কাজ আরম্ভ হবে কি?

৩। উক্ত রাস্তায় ধলাই নদীর উপর (কনলপুরের নিকট) পাকা ব্রীজ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কি না।

৪। যদি থাকে, তবে এ বিষয়ে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

The Minister in-charge of the P. W. D. Shri Baidyanath Majumder.

১। এই রাস্তার ১ ও ২ নং গ্রুপের মাটির কাজ এস. পি. টি. ব্রীজ এবং কালভার্ট সহ শেষ হইয়াছে। ৩নং গ্রুপের মাটির কাজ এস. পি, টি. ব্রীজ সহ এবং ৪ নং গ্রুপের মাটির কাজ চলিতেছে। আর ৫ নং গ্রুপের কাজ এস পি, টি, ব্রীজ এবং কালভার্ট সহ আংশিক শেষ হইয়াছে। জমি না পাওয়ায় কোন কোন স্থানে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয় নাই।

২। জমি অধিগ্রহনের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় মাটির কাজ ১৯৭৯-৮০ সালে শেষ হইবে না। ১৯৭৯-৮০ সনে সলিং এর কাজের কোন প্রস্তাব নাই।

৩। একটি বেইলী ব্রীজ তৈরী করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪। সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 143.

Subject :—Completion of steel Truss Bridge over river Dhalai near Manik Bhander on Khowai Fatikroy road etc.

By—Shri Rudreswar Das.

With the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই ফটিকরায় রাস্তায় মানিক ভাণ্ডারের নিকট ধলাই নদীর উপরে স্টিল ট্রেস ব্রীজটির কাজ আগামী অক্টোবর মাসেরই সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা আছে কি না,

২। যদি থাকে, তবে পূর্তদপ্তর এ বিষয়ে কি উদ্যোগ নিচ্ছেন,

৩। উক্ত রাস্তায় আঠার মুড়া ফুট হিল হতে মানিকভাণ্ডার অংশে মাটির কাজ এবং ধলাই নদী হতে ফটিকরায় অংশে ইট সোলিং এর কাজ এ বছরেই সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। না। তবে আগামী মার্চ মাসে শেষ করা যাইবে আশা করা যায়।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। না।

Admitted Starred question No. 145

By—Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চম্পকনগর হইতে ভৃগুদাস পাড়া হইয়া মান্দাই বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

২। মান্দাই বাজার হইতে চাচু বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরীর কাজ গত তিন বৎসর আগে সরকার হাতে নেওয়া সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। মাটির কাজ চলিতেছে।

২। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী সম্ভবপর কাজের অগ্রগতি হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 146

By—Shri Rashiram Deb Barma

প্রশ্ন	উত্তর
১। জিরাণীয়া ব্লক এলাকাতে কোন নদীর মুখ পরিবর্ত্তন করে জমিতে স্থায়ী জলসেচের পরিকল্পনা আছে কিনা ?	১। নদীর মুখ পরিবর্তন করিয়া জল সেচের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা সরকারের হাতে আপাততঃ নাই।
২। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা শুরু হবে বলে আশা করা যায়।	২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 147

By—Shri Rashiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১। বর্তমান বৎসরে খরা পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য গ্রাম এলাকার সমবায়ের মাধ্যমে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কি ?

২। করে থাকলে সেগুলি কি কি ?

৩। সমবায়ের মাধ্যমে কনজামশন্ ঋণ বিতরণে কতজন চাষি উপকৃত হইয়াছে তাহার মোট অংকের সংখ্যা কত ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। (ক) খরায় ক্ষতিগ্রস্ত সভ্য চাষীদের আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা কন্‌জামশান ক্রেডিট রুলস্ ১৯৭৮ এর ৬নং ধারায় ঋণ প্রদানের সীমা শিথিল করিয়া ৭৫.০০ হইতে ১০০.০০ টাকা করা হইয়াছে।

(খ) সমবায় উপবিধির বিধানশিথিল করিয়া ঋণ খেলাপী কৃষক সদস্যদের কনজাম্পশাণ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) প্যাকস্ সমিতি সমূহে যেখানে ম্যানেজার নিয়োগ করা হয় নাই সেইসব সমিতিতে কনজাম্পশান ঋণ বিলির জন্য সেক্রেটারীদের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) স্বল্প মেয়াদী ঋণ যাহা ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ এ পরিশোধ যোগ্য হইয়াছে সেই ঋণ মধ্যম মেয়াদীতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক সমূহকে ও অনুরোধ করা হয়।

৩। কনজাম্পশান ঋণ বিতরণে মোট ২১,৩১৪ জন কৃষক সভ্য উপকৃত হইয়াছেন। মোট টাকার অংকের পরিমাণ ২১,৩১,৪০০।

Admitted No. 159

By Shri Keshab Mazunder

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে কত রিফিউজি পরিবার এখনো পুনর্বাসন পায়নি ?

উত্তর

বর্তমানে অন্নবিভাগের অধীনে কেবলমাত্র আমতলীতে পি, এল. হোম নামে একটি ক্যাম্প আছে। সেখানে ২২৪টি পরিবার আছে. তারা এখনো পুনবাসন পায়নি।

প্রশ্ন

২। এদের পুনর্বাসন প্রাপ্তির ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

উক্ত পরিবার গুলির মধ্যে পুনর্বাসন যোগ্য ২৮টি পরিবারের জন্য পরিবার পিছু ৭৯০০,০০ টাকা হিসাবে অকৃষিজীবি ভিত্তিক ঋন দানে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের অনুমোদন আছে। এবং বাকী পরিবার গুলির মধ্যে যত পরিবার পুনর্বাসন যোগ্য হবে তাদের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

প্রশ্ন

এদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গি কি ?

অবশিষ্ট পরিবার গুলি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে যখনই যত পরিবার পুনর্বাসন যোগ্য হবে তখনই এত পরিবাকে ব্যবসা এবং জীবিকা ভিত্তিকে ঋন দিয়ে পুনর্বাসিত করা হবে।

অতিরিক্ত তথ্য

ত্রিপুরায় ১৯৫০ ইং সন হইতে ২৫।৩।৭১ ইং পর্য্যন্ত সর্বমোট ১,১৫,৩৮৯ টি পরিবার অন্ন পুনর্বসতি বিভাগে রেজিষ্ট্রী ভুক্ত হইয়াছে। তম্মধ্যে ৭৬,৯১৫ পরিবারকে সরকার কর্তৃক পুনর্বাসনের নিমিত্ত ঋন মঞ্জুর করা হইয়াছে। ৭,০৬৫ টি পরিবারকে

ভারত সরকারের নির্দ্দেশ ক্রমে পুনর্বাসনের জন্য ত্রিপুরার বাহির অন্য রাজ্যে পাঠানো হইয়াছে এবং বর্তমানে ২২৪ টি পরিবার অন্য বিভাগের অধীনে আমতলী পি, এল, হোমে আছে। অবশিষ্ট ৩১,৯৮৫ পরিবার সরকার হইতে কোন রূপ সাহায্য নেয় নাই। এবং ঐ সমস্ত পরিবারের মধ্যে ১৮৪২টি পরিবার ভিন্ন অন্য পরিবারের গতি-বিধি সম্বন্ধে অত্র বিভাগ জ্ঞাত নহে।

উপরোক্ত রেজিষ্ট্রীকৃত ৩১.৯৮৫ টি পরিবার যাহারা ১৯৬৪ ইং এর পর ২৫।৩।৭১ ইং এর মধ্যে ত্রিপুরায় আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ৮৪২ টি পরিবার রিলিফ ক্যাম্পে ভর্তি হয়, এবং পরবর্তী কালে অত্র বিভাগের অজ্ঞাত সারে ক্যাম্প ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

বর্তমানে উক্ত ৮২২ টি পরিবারের জন্য পরিবার পিছু ৭৯০০ টাকা হারে অকৃষিজীবি ঋণ মঞ্জুরের জন্য ভারত সরকারের নিকট লিখা হইয়াছি অদ্যাবধি ঋণ মঞ্জুরী না পাওয়ায় বিগত ৩০।৮।৭৯ ইং তারিখে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট উক্ত ঋণ মঞ্জুরের জন্য ব্যক্তিগত চিঠি ও লিখা হইয়াছিল এবং মাননীয় প্রধান মন্ত্রী উক্ত চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ জানা হইয়াছেন। এবং ইহা বিবেচনাধীন আছে।

বর্তমানে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবার ক্যাম্পের আবাসিক হিসাবে আছে শুধু তাহাদের পুনর্বসতির জন্যই ভারত সরকারের অনুমোদন আছে।

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

Assembly Admitted Starred Q. No. 165.

By :—Sri Ramarkumar Nath.

Will the Minster-in-Charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state.

Minister in-change	Sri Bajuban Riyan.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের শান্তিপুর (উপ্তাকালী) পশু হাসপাতালটির জন্য স্থায়ী ঘর তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। ধর্মনগর বিভাগের শান্তিপুর এ (উপ্তাখালী) কোন পশু হাসপাতাল নাই। তবে উপ্তাখালীতে (শান্তিপুর) একটি গো-প্রজনন উপ-কেন্দ্র আছে।

Admitted Starred Question No. 170

By :—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আমবাসা-গন্ডাছড়া রাস্তাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে জরুরী ভিত্তিতে সেটা করানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। না থাকলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 171

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be plesed to state :—

প্রশ্ন

১। তীর্থমুখ থেকে ডেম সাইড পর্যন্ত রাস্তাটি সলিং মেটেলিং করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। থাকলে, কবে থেকে তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ইটের জন্য দরপত্র আহবান করা হইয়াছে। উপযুক্ত ঠিকাদার নিযুক্ত হইলে কাজটি আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। ঐ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 172

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজাপুর, রাজনগর, রাধানগর (বিলোনীয়া বিভাগের) এইসব স্থানের গভীর নলকূপগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকলে কবে পর্য্যন্ত কার্যকরী হবে ?

The Minister-in-charge of the Public Works Department :—Shei Baidyanath Majumder.

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আগামী ১৯৮০ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 179

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department pleased to stated :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে খোয়াই বাচাইবাড়ী হইতে গোপাল নগর রাস্তাটি এম, এন, পিতে ধরা হয়েছে কিনা,

২। যদি ধরা হয়ে থাকে তাহলে কবে থেকে কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 180

By—Bidya Ch. Deb Barma

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা সত্য যে, আগরতলা শহরোপকণ্ঠ অরুন্ধুতীনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সংলগ্ন অনেক বাড়ীতে ওয়াটার সাপ্লাই কানেকসন থাকা সত্ত্বেও প্রায় ছয়মাস যাবৎ জল পাচ্ছে না ?	১। মাঝে মাঝে সরবরাহ বিঘ্নিন হলেও একটানা ৬ মাস জল সরবরাহ বন্ধ হয় নাই।
২। ইহা কি সত্য যে ঐ সকল বাড়ীর মালিকরা বড়দোয়ালী ওয়াটার সাপ্লাই সাব ডিভি-সান এবং একজিকিউটিব ইনজিনীয়ার পি, এইচ, ইনজিনীয়ারিং ডিভিসন এর নিকট বার বার রিপোর্ট করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার পাচ্ছে না এবং	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। সত্য হইলে ইহার কারণ ?	৩। প্রশ্ন উঠে না।
৪। (ক) ইহার প্রতিকার কল্পে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ?	৪। (ক) এ প্রশ্ন আসে না।
(খ) কতদিনে এই অব্যবস্থার প্রতিকার সম্ভব হইবে বলে আশা করা যায় ?	(খ) এ প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 185.

By—Shri Kamini Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন	উত্তর
১) কৈলাশহর বিভাগে কতটি জায়গায় ক্ষুদ্র জল সেচের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?	১) ১৮টি জায়গায় ৷
২) এর মধ্যে বর্তমানে কতটি প্রকল্প চালু আছে ?	২) ১৭টি প্রকল্প চালু আছে। নদীর গতি পরিবর্তণ করায় পূবর্ব কাঞ্চন বাড়ী প্রকল্প হইতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। তবে ১টি ১৪ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ডিজেল পাম্প বসাইয়া জল দেওয়া হয়।
৩) উত্তর ধূমাছড়ায় একটি জল সেচের মেসিন বসাবার ঘর তৈরী করিতে প্রায় এক বৎসর মত দেরী হওয়ার কারণ কি ?	৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে পাম্প মেশিন নৌকায় স্থাপন করার পরিকল্পনা ছিল এবং সেই অনুসারে নৌকার কাজ করার জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ঠিকাদার কাজ করে নাই। পরে উক্ত পাম্পগুলিকে নৌকার পরিবর্তে পাম্প হাউসে স্থাপন করা হয় ও সেই অনুসারে কাজ ও অতি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।
৪) কবে পর্যন্ত উক্ত মেসিন চালু হবে বলে আশা করা যায় ?	৪) উক্ত প্রকল্প হইতে ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে বলে আশা করা যায়। অপারেটরের জন্য ঘর ইতিপূর্বেই শেষ হইয়াছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'B'

Number of Admitted Question :— 2.

By—Shri Akhil Debnath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৯-৮০ ইং সনে ত্রিপুরায় ট্রেডিশানেল হেণ্ডলুম ইণ্ডাস্ট্রিজ এর উন্নতিকল্পে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, এবং

২) প্রতিটি পরিকল্পনার জন্য কত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ?

উত্তর

১ এবং ২) তাঁত শিল্প উন্নয়নের জন্য ১৯৭৯-৮০ ইং সনে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলিতে ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদিত হইয়াছে ঃ

পরিকল্পনার নাম	১৯৭৯-৮০ইং সনে ব্যয় বরাদ্দ
১। সূতা পরিবহনের উপর ৫০% ভর্তুকী প্রদান।	০'১৫ লক্ষ
২। তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের উপর রেহাই।	১'০০ ,,
৩। মহিলা সমবায় সমিতি পরিচালন অনুদান।	০'০৫ ,,
৪। তাঁত সমিতিগুলির তাঁত সরঞ্জাম খরিদের জন্য ৭৫% অনুদান।	০'১৫ ,,
৫। দুঃস্থ উপজাতী এবং তাঁতীদের মধ্যে সূতা এবং সরঞ্জাম খরিদের জন্য অনুদান।	২'৭৮ ,,
৬। তাঁত ঘর নির্ম্মাণ/মেরামত প্রকল্পের জন্য ১০০%অনুদান।	১'৭৫ ,,
৭। জেলেদের মধ্যে ১০০% অনুদানে নাইলন সূতা প্রদান।	০'৫০ ,,
৮। সুপ্ত তাঁত সমিতিগুলিকে পুনর্জিবীত করার জন্য ঃ—	
ক) তাঁত ঘর নির্মাণের জন্য অনুদান	০'২৪ ,,
খ) কার্য্যকরী মুলধন ঋণ	০'২৬ ,,
৯। উৎপাদিত তাঁত বস্ত্রের পরিবহনের উপর ৫০% ভর্তুকী	০'১০ ,,
১০। তাঁতী সমিতিগুলিকে শেয়ার মুলধন ঋণ	০'০৫ ,,
১১। তাঁত শিল্পের বাৎসরিক আলোচনা চক্র	০'০৫ ,,
১২। তাঁত সমিতিগুলিকে প্রান্তিক অর্থঋণ	০'১০ ,,
	৭'১৮ লক্ষ
১৩। তাঁত শিল্পে বিশেষ প্রশিক্ষণ	০'১০ ,,
১৪। বহির্রাজ্য তাঁতীদের শিক্ষা ভ্রমণ	০.১০ ,,
১৫। তাঁত গবেষণা ও নক্সা কেন্দ্র, কৈলাসহর	০'৫০ ,,
১৬। তাঁত শিল্পের পরিচালন কেন্দ্র (অগ্রণী তাঁত শিল্প কেন্দ্র)	১'০০ ,,
১৭। তাঁত শিল্প দপ্তরকে শক্তিশালী করা	০'৫০ ,,
১৮। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় তাঁত গবেষণা ও নক্সা কেন্দ্র খোলা	০'৫০ ,,
১৯। আদর্শ নক্সা কেন্দ্র স্থাপন ব্রজপুরে	০'২৫ ,,
২০। তাঁতী সমিতির উৎপাদিত তাঁত বস্ত্রের বিক্রির কমিশন ফেরৎ দেওয়া	০'১০ ,,
২১। সাইজিং এবং ক্যালেণ্ডারিং প্ল্যান্ট স্থাপন	০'২৫ ,,
মোট ঃ—	১০'৪৮ লক্ষ

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 3

By :—Shri Akhil Ch. Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) ১৯৭৮-৭৯ ইং আর্থিক বৎসরে কতজন তাঁত শিল্পীকে ৭৫'/. ভর্তুকীতে সূতা দেওয়া হয়েছে ?

(২) ১৯৭৮-৭৯ ইং আর্থিক বৎসরে কতজন তাঁত শিল্পীকে ১০০'/. ঘর মেরামতের সাহায্য দেওয়া হয়েছে ।

উত্তর

(১) ১৯৭৮-৭৯ ইং আর্থিক বৎসরে ৬,৬৬৬ (ছয় হাজার ছয় শত ছিষট্টি) জন তাঁত শিল্পীকে ৭৫./. ভর্তুকীতে সূতা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(২) ১৯৭৮-৭৮ ইং আর্থিক বৎসরে মোট ১,৭৫০ জন তাঁত শিল্পীকে ১০০/. ঘর মেরামতের সাহায্য (অনুদান) মঞ্জুর করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 5.

By :—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) এ পর্যন্ত কয়টি বিধিবদ্ধ. সংস্থা বা সমবায় সমিতিকে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ সাহায্য মঞ্জুর করেছেন ?

(২) ঐ সকল বিধিবদ্ধ সংস্থা বা সমবায় সমিতির নাম কি কি এবং বছর ভিত্তিক সাহায্যের পরিমান কত ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ;

(৩) কোন বছর কিসের ভিত্তিতে সাহায্য মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত হয়েছে ?

উত্তর

(১) একটি।

(২) উক্ত সমিতির নাম ভাটী "অভয় নগর হৃষিদাস পল্লী শিল্প সমবায় সমিতি।" উক্ত সমিতিকে এককালীন নিম্নবর্ণিত সাহায্য দেওয়া হইয়াছে—

ক) আবর্তক ব্যয় (অনুদান)— (Recurring grant for purchase of one Manage @ Rs. 200/- per month for six months).	১,২০০'০০
খ) অনাবর্তক ব্যয়— (Non-ecurrin grant for purchase of tools and equipments).	৪,৭০০'০০
গ) ঋণ (W/C Loan)—	৫,০০০'০০
মোট :—	১০,৯০০'০০

(৩) ১৯৭৮-৭৯ ইং আর্থিক বছরে উক্ত সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। উপরিউক্ত সমবায় সমিতিকে সাহায্য দানের জন্য Asstt. Registrar of Co-op Societies (Central zone), আগরতলা এবং ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ, কর্নেল চৌমুহনী, আগরতলা যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের নির্ধারিত স্কিম অনুযায়ী অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 17

By :—Sri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পাণ্ডবপুরে কুলতলী বাজারে ভি, এল, ডব্লু কেন্দ্রে ঘর কবে পর্যন্ত মেরামত বা নূতন করে তৈরী করা হবে ?

২। ইহা কি সত্যি, বর্তমানে ঐ ভি, এল, ডব্লু কেন্দ্রের ঘরটি সম্পূর্ণ অচল হয়ে রয়েছে ?

৩। নূতন ঘর নির্ম্মানের পূর্বে কি বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং

৪। নেওয়া হলে তার বিবরন ?

উত্তর

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SHRI B. RIYAN)

১। বর্তমানে স্থানীয় পঞ্চায়েতের ঘরটি সাময়িক ভাবে ভি, এল, ডব্লু কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে এবং ঐ ঘরটি মেরামতের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

পাণ্ডবপুরে উপযুক্ত খাস জমি অথবা দান সত্ব হিসাবে কোন জায়গা না পাওয়াতে এখন পর্য্যন্ত ঐ এলাকার গ্রাম সেবক কেন্দ্রের জন্য ঘর তৈয়ার করা সম্ভব হয় নাই। উপযুক্ত জমির জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে যোগাযোগ করা হইয়াছে এবং জমি পাইলেই ঐ এলাকার গ্রাম সেবক কেন্দ্রের ঘরটি তৈয়ার করার ব্যবস্থা করা হইবে।

২। না।

৩। পঞ্চায়েত প্রধান যোগাযোগে উপযুক্ত একটি ঘর ভাড়া করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

৪। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান যোগাযোগে ভি, এল, ডব্লু কেন্দ্রের ঘর তৈয়ার করার জন্য উপযুক্ত জমি পাওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে।

Admitted Un-Starred Question No. 18.
By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। মধুপুর হাসপাতালটির গৃহ নির্মানের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা?

২। নেওয়া হলে কার্যকরী কবে পর্যন্ত তা করা হবে বলে আশা করা যায়। এবং

৩। নতুন ঘর তৈরী না হওয়া পর্যন্ত কোথায় কিভাবে চিকিৎসার কাজ চালানো হবে?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। পূর্তদপ্তরকে Technical Sanction দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। Technical Sanction পাওয়া গেলেই কাজ আরম্ভ করা হইবে।

৩। পুরাতন ডিস্‌পেন্‌সারী ঘরে যেভাবে চিকিৎসা চলিতেছে সেভাবেই চলিবে।

Admitted Un-Starred Question No. 20.
By—Shri Kamini Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

ANSWERS.

১। সরকারী তত্ত্বাবধানে যে ফলের বাগান করা হয় তাহা হইতে ১৯৭০ সন হইতে ১৯৭৮ সন পর্যন্ত প্রতিবৎসরে মোট কত টাকা আয় হইয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। বাগান রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য সারা ত্রিপুরায় কতজন কর্মচারী আছেন তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

৩। কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ যে টাকা খরচ হয় তাহা বাগানের মোট আয় অপেক্ষা বেশী না কম?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala.

TGPA—16-12-80—170